বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক

ভূমিকা —মানবিকী-বিদ্যা বিষয়ক জাতীয় অধ্যাপক
ভাষাচার্য ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

॥ গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত ॥



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * * *

প্রকাশক :
ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭/বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ—মাঘ ১৩৬৭,

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

উৎসর্গ

স্বর্গত কৃষ্ণচন্দ্র সেনগুপ্ত

পিতৃব্য-দেবের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

"হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রনরনি'।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনতশিরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।"
—রবীন্দ্রনাথ

নিবেদন

(প্রথম সংস্করণ হইতে)

বহু প্রাচীন কাল হইতে বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতের বিশেষতঃ প্রতীচ্য খণ্ডের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টজন্মের পূর্বকালীন গ্রীক্ ও রোমক ঐতিহাসিকদের রচনায় ভারতসম্বন্ধীয় নানা তথ্য সঙ্কলিত আছে।

খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য দেশ সমূহ হইতে ভারতে আগমনের জন্য সুবিধাজনক জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই সংযোগ আরও দৃঢ় হয়। ইহার পর ভারতে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির বণিক্‌গণ আগমন করিতে থাকেন। দীর্ঘকাল ইঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, ইঁহাদের কেহ কেহ খৃষ্টধর্ম প্রচার অথবা এই দেশে স্বজাতির আধিপত্য বিস্তারেও উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকেই ভারতে বাস-কালে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ইঁহাদের মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কাহিনী ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে এবং বহু সংস্কৃত পুঁথিপত্র ইঁহাদের চেষ্টাতেই ব্রিটিশ মিউজিয়ম, প্যারীর সরকারী পাঠাগার ও ইউরোপের অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে স্থানান্তরিত হইয়া রক্ষিত হয়। ইউরোপে কি ভাবে ভারতবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত হইল এবং কি ভাবে এই বিদ্যা ইউরোপে প্রসারলাভ করিল তাহার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ এই গ্রন্থের ভূমিকায় বিবৃত হইয়াছে, ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

আমি এই গ্রন্থ-মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত ভারত-বিদ্যার ক্ষেত্রে দিক্‌পাল স্বরূপ পঁচিশ জন ভারত-সাধকের জীবনী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি, এতদ্ব্যতীত ১৩৭ জন পরলোকগত পণ্ডিতের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সপ্তদশ শতাব্দীর ব্যক্তিও আছেন। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ আধুনিক যুগ বা পাশ্চাত্য প্রভাবের চারিশত বৎসর কালের মধ্যেই বর্তমান গ্রন্থের আলোচনা সীমিত রাখা হইয়াছে। এই সীমার মধ্যে ভারত-বিদ্যা চর্চার ইতিহাসের ধারার রূপ-রেখাটি পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহার পূর্ববর্তী কালের Fa-Hien, Hiuen Tsang, অথবা Alberuni প্রভৃতি বৈদেশিক পণ্ডিতদের কথা এইজন্যই এই গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই, যদিও ইঁহাদিগকেও ভারততত্ত্বজ্ঞ রূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

এই পুস্তকের মধ্যে যে ১৩৭ জন পণ্ডিতের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ভারত-বিদ্যার ক্ষেত্রে ধুরন্ধর রূপে পরিগণিত ছিলেন। একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ খণ্ডে সকলের বিষয়ে বিশদ আলোচনা সম্ভব নহে বলিয়াই আমাকে ইঁহাদের বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে হইয়াছে। সুযোগ সুবিধা পাইলে ইঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য কয়েকজনের সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা সমন্বিত আরও এক বা একাধিক খণ্ড পুস্তক রচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই পুস্তকে উল্লিখিত ব্যক্তি ব্যতীত আর কোন প্রতীচ্য দেশীয় পণ্ডিতই ভারত-বিদ্যা চর্চা করেন নাই—কেহ যেন এইরূপ ভ্রমে পতিত না হন। প্রতিনিধি স্থানীয় (Representative type) পণ্ডিতগণের বিষয়ই এই গ্রন্থের উপজীব্য। এই পুস্তকটি ভারত-বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতদের জীবনী-কোষ (Biographical Dictionary) রূপে রচিত হয় নাই।

জীবিত পণ্ডিতদের নাম এই গ্রন্থ মধ্যে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইলেও ইঁহাদের জীবনী ও কৃতি ইহাতে আলোচিত হয় নাই, ইহার কারণ ইঁহাদের সাধনার পূর্ণ মূল্যায়নের সময় এখনও আসে নাই। এই সব মনীষী দীর্ঘজীবী হইয়া সুদীর্ঘ কাল ভারত-বিদ্যা সাধনায় নিমগ্ন থাকুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

এই পুস্তক রচনায় যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে বিশেষ কোন এক বা একাধিক তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে যথাস্থানে তাহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণ ভাবে আমাকে কয়েকশত বিভিন্ন ভাষার পত্র-পত্রিকা, বিশ্বকোষ (Encyclopædia), অভিধান, জীবনী-কোষ এবং বিভিন্ন বিদ্বৎ সংস্থার Proceedings, Transactions, Reports প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ইহাদের দীর্ঘতালিকা সঙ্কলন করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছি। পুস্তকের শেষে বৈদেশিক, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শব্দমালার নির্ঘণ্টটিও পুস্তকের পৃথুলত্ব পরিহার করার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের ২৫টি দীর্ঘ নিবন্ধের মধ্যে ২২টি নিবন্ধ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত "সমকালীন" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকরূপে প্রকাশকালে এইগুলি আবশ্যক মত সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। বাকী তিনটি নিবন্ধ ও অতিরিক্ত জীবনীমালা ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীমান্ আনন্দ গোপাল ও তদীয় সহধর্মিনী শ্রীমতী মঞ্জু দেবীর অবিরত প্রেরণায় ও উৎসাহে এই পুস্তকখানি রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে।

এই পুস্তক রচনায় ও প্রকাশের কালে আমি বহু বিদ্বজ্জন ও সুহৃদের আশীর্বাদ, পরামর্শ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছি। ইহাদের উদ্দেশ্যে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মানবিকী-বিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক ভাষাচার্য ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্ত্রী-বিয়োগজনিত নিদারুণ শোকের সময়েও এই অকিঞ্চন লেখককে উৎসাহিত করিবার জন্য ও ভারত-বিদ্যার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বশতঃ এই পুস্তকের জন্য একটি মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ ভূমিকা রচনা করিয়া দিয়াছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আমি এই উদার-হৃদয় মনীষীর অমর্যাদা করিতে চাহি না। পরমেশ্বর তাঁহাকে স্বাস্থ্য ও শান্তিপূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল দীর্ঘ জীবন দান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

আমি এই পুস্তকে পরিবেশিত তথ্যগুলি আমার নিজস্ব ক্ষুদ্র পুস্তক-সংগ্রহ ব্যতীত সুদীর্ঘ কালের পরিশ্রমে কলিকাতার জাতীয় পাঠাগার ও এশিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকাগারের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি। এই দুইটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও সকল শ্রেণীর কর্মীদের নিকট এইজন্য আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। আমাদের দেশের গৌরব, জ্ঞানবিজ্ঞানের এই সাধন-পীঠ দুইটির সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধিত হউক—এই কামনা সর্বদাই অন্তরের মধ্যে পোষণ করিতে থাকিব।

বর্তমানে ভারত-বিদ্যার চর্চা মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, গবেষক ও অধ্যাপকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না। প্রযুক্তি-বিদ্যার আগ্রাসী ক্ষুধায় মানবিকী বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রও আমাদের দেশে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে মাতৃভাষায় নানা বিদ্যা-বিষয়ক সাধারণ পাঠ্য-পুস্তক রচনার প্রয়োজন আছে। কর্মজীবনে প্রবেশের পরও জনসাধারণের পক্ষে ইহা দ্বারা নানা বিষয়ক বিদ্যা আহরণের সুযোগ ঘটিবে। প্রধানতঃ এই কথা চিন্তা করিয়াই সাধারণ পাঠকদের সুবিধার্থে সহজবোধ্য রূপে আমি মাতৃভাষায় এই পুস্তক রচনা করিয়াছি। এই পুস্তক পাঠে ভারত-বিদ্যার বিপুল বৈভবের প্রতি সাধারণ-পাঠক বিশেষতঃ আমাদের দেশের তরুণ-তরুণীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইলে আমার সুদীর্ঘকালের পরিশ্রম পুরস্কৃত ও সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। যাঁহারা ভারত-বিদ্যা বিষয়ে গবেষণা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারাও এই পুস্তক হইতে গবেষণার নানা উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবেন

—এই উদ্দেশ্যে অদক্ষ ভারবাহী শ্রমিকের ন্যায় আমি 'মাল-মশলা' সংগ্রহ করিয়াছি বলিয়া মনে করি, এই উপাদানগুলি যোগ্যতর ব্যক্তিগণ ব্যবহার করিলে আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

১৫৮ ডি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

বিনীত
শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

নিবেদন

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

অনুরাগী পাঠক সমাজের প্রেরণায় সুদীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য থাকার পর এই গ্রন্থটি সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে পুনঃ প্রকাশিত হইল, ইহাতে প্রায় অর্ধশত নূতন জীবনী সংযোজিত হইয়াছে, অর্থাৎ এই নূতন সংস্করণে ২১৪ জন ভারতবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতের পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভারতবিদ্যা-বিষয়ক পুস্তকের প্রকাশকরূপে সুখ্যাত ফার্মা কেএলএম-এর বিদ্যোৎসাহী কর্ণধার সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় এই পুস্তক প্রকাশে উদ্যোগী হওয়াতেই এই সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের প্রকাশ সম্ভব হইল—তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাই। অতীতে যাঁহারা এই পুস্তকটির পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বর্তমান সংস্করণটি পাঠক সমাজের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইলে আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব।

মুদ্রাঙ্কনাদি ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পাঠক সমাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বিনীত
শ্রীগৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত

১৫৮ডি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০২৯

ভূমিকা

ভারত ও প্রাচ্যখণ্ডের বাণিজ্যিক সম্পদের প্রতি পশ্চিম ইউরোপের জাতিসমূহের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে। স্থলপথ ধরিয়া ভারত এবং ভারতের পূর্বের দেশসমূহের পণ্যসম্ভার সুপ্রাচীন কাল হইতেই গোরু, ঘোড়া, গাধা, অশ্বতর ও উটের পিঠে করিয়া ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলিতে আসিয়া উপস্থিত হইত। এখন হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক্, মিশরীয় এবং দক্ষিণ আরব দেশীয় বণিক্‌গণ জলপথে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত হইতে, ভারতের দ্রব্য-সম্ভার আমদানী করিত, কিন্তু জলপথে এই বাণিজ্য পরবর্তী কালে অর্থাৎ মধ্যযুগে অনেকটা হ্রাস হইয়া পড়ে।

ভারতীয় (বেশীর ভাগ সিন্ধু ও পাঞ্জাব দেশীয়) বণিকগণ এবং ইরানী, তাতার ও আরব বণিক্‌গণ ভারতের কাঁচামাল এবং তৈরী শিল্পদ্রব্য, রকমারি মশলাপাতি, নীল, লোহা ও ইস্পাত, নানা ধরনের বস্ত্র, হস্তিদন্ত ও তামা-পিতল প্রভৃতি হইতে তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য ইত্যাদি ভারত হইতে সংগ্রহ করিয়া উচ্চমূল্যে প্রথমে ইতালীর নানা বন্দরে রপ্তানী করিত। এই সকল বন্দর হইতে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীদের হাত দিয়া এই-সব ভারতীয় শিল্পসম্ভার নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িত; অবশ্য আরব ও ইতালীয় বণিক্‌গণই ইহাতে অধিক লাভবান্ হইত।

পূর্ব ইউরোপের বিজান্তিয়ম্ বা কন্‌স্তান্তিনোপল শহর ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হইলে, খ্রীষ্টান সাম্রাজ্যের অবসান হয় এবং পূর্ব ইউরোপে তুর্কী ও আরব সংস্কৃতি ও বিদ্যার একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার ফলে গ্রীক্ ও খ্রীষ্টীয় বিদ্যার উপরে আরব ও মুসলমান বিদ্যার জয় জয়কার হইল এবং গ্রীস দেশীয় খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরা তাঁহাদের পুঁথিপত্র লইয়া পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষতঃ ইতালীতে, আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর পূর্ব ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়ার মত এক বিরাট মুসলমান সাম্রাজ্যে পরিণত হইল, ইহাতে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের খ্রীষ্টান জাতিগণের নানা অসুবিধা দেখা দিল। এশিয়ার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিগণকে মুখ্যতঃ আরব মুসলমানদের মুখাপেক্ষী হইতে হইল। এদিকে পশ্চিম ইউরোপে নূতন করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে প্রাচীন গ্রীক্ বিদ্যার

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা আরম্ভ হইবার ফলে, ইউরোপে বিখ্যাত Renaissance অর্থাৎ আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্জন্ম বা জাগরণ দেখা দিল এবং ইউরোপের জীবনে এক অভূতপূর্ব নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। অতঃপর পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিসমূহ আর প্রাচ্যের আরব মুসলমানদের আওতায় থাকিতে অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল, এবং তাহাদের মনে সুদূর প্রাচ্যের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনে বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল। আরবেরা ইতিপূর্বেই নৌবিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। এই যুগে পশ্চিম ইউরোপের পোর্তুগীস, স্পেনীয়, ইতালীয়, ফরাসী, ইংরেজ এবং ওলন্দাজেরাও নৌবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়া পড়িল; এমন কি এই ব্যাপারে ইহারা আরবদেরও অতিক্রম করিয়া ফেলিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে নানা নূতন তথ্য ও তত্ত্ব আহরণে ইউরোপের পণ্ডিতগণ যেমন একদিকে মাতিয়া উঠিলেন, তেমনি এই প্রভাবের ফলে ইউরোপীয় বণিক্ ও নৌবিদ্যায় পারদর্শী নাবিকগণ নানা নূতন দেশে যাইবার জন্য এবং নূতন নূতন ভূখণ্ড আবিষ্কারের জন্য এক অভূতপূর্ব প্রেরণা পাইল। ইহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ইউরোপের দক্ষিণে আফ্রিকায় এবং আফ্রিকা ঘুরিয়া এশিয়া খণ্ডে গিয়া পৌছিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইল।

ভৌগোলিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এইভাবে ইউরোপের প্রসার সঙ্ঘটিত হইল। পোর্তুগীস নাবিকগণ দেশের রাজার সাহায্য পাইয়া, আফ্রিকার গিনি অঞ্চল এবং আরও দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ পর্যন্ত গিয়া পহুঁছিল। অপর দিকে জেনোয়া নগর হইতে আগত ইতালীয় নাবিক ক্রিস্তোফর কলম্বস্ স্পেনের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় তিনখানি ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া ভারতবর্ষের সন্ধানে পশ্চিম মহাসাগরের (অতলান্তিকের) উপর দিয়া পাড়ি দিলেন। তখন লোকের ধারণা ছিল যে, পূর্ব এশিয়ার জাপান ও পশ্চিম ইউরোপের ইংল্যাণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যে শুধু একটি মহাসাগরের ব্যবধান আছে, অন্তর্বর্তী আমেরিকা মহাদেশের দুইটি বিশাল ভূখণ্ডের কথা কেহই তখন জানিত না। অসমসাহসিকতা দেখাইয়া কলম্বস্ যখন আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জে (ওয়েস্ট্ ইণ্ডিজে) পহুঁছিলেন, তখন তাঁহার ধারণা হইল যে তিনি ইণ্ডিয়া বা ভারতবর্ষেই পহুঁছিয়াছেন, এবং এইজন্য তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের 'ইণ্ডিয়ান্' বলিয়াই অভিহিত করেন।

ইহার পরবর্তী ইতিহাস সুবিদিত। পশ্চিম ইউরোপের স্পেনীয়, ফরাসী,

পোর্তুগীস, ডচ্ ও ইংরেজ জাতির মানুষ সমগ্র পৃথিবী আবিষ্কারের কাজে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা দেশে নিজেদের প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্য বিস্তার করার কাজে লাগিয়া গেল। ইউরোপের সহিত এশিয়ার বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে নিজের নিজের অধিকারে আনাই তাহাদের লক্ষ্য হইল। প্রথমে স্পেনীয় ও পোর্তুগীস ও পরে ফরাসী, ইংরেজ ও ডচ্দের বিরাট্ অধিকার ক্ষেত্র আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশে স্থাপিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে ভারত, ইন্দোচীন, ইন্দোনেসিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি এশিয়া খণ্ডের প্রাচীন সুসভ্য জাতিগুলির মধ্যেও ইহাদের বাণিজ্যিক এবং অন্যবিধ আধিপত্য বিস্তৃত হইল।

পরবর্তী দুই শতক—ষোড়শ ও সপ্তদশ হইতেছে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যপ্রসারে ইউরোপীয় জাতিসমূহের সাফল্যের ইতিহাস। এই দুই শতক ধরিয়া পশ্চিম ইউরোপের জাতিগুলি এশিয়ার পার্থিব সম্পদ—ব্যবসায় ও সাম্রাজ্য সূত্রে আত্মসাৎ করার কাজে লিপ্ত ছিল। প্রথমে ধন-সংগ্রহ ব্যতীত ইহাদের আর কোনও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বিশেষ-ভাবে আরব ও অন্য মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিস্পর্ধিতার ফলে, ইউরোপের খ্রীষ্টান জাতিগুলি—বিশেষভাবে পর্তুগাল ও স্পেনের রোমান কাথলিক খ্রীষ্টানগণ ছলে বলে ও কৌশলে আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণকে খ্রীষ্টানধর্মে ধর্মান্তরিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। এইভাবে যখন একদিকে অর্থনৈতিক সংগ্রহ ও শোষণ চলিতেছে, তখন অন্যদিকে খ্রীষ্টান পাদ্রির দল, নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস লইয়া, এবং এশিয়ার ও অন্য মহাদেশের অধিবাসিদের বিজিত এবং অশ্বেতকায় বলিয়া তাহাদের সম্বন্ধে অপরিসীম তুচ্ছতা বোধ পোষণ করিয়া, তাহাদিগকে ইউরোপীয় ধর্ম ও সভ্যতার অধীনে আনার প্রয়াস চালাইতে লাগিল। তাহাদের নিজেদের ধর্মের বাহিরে অন্য ধর্ম বা সংস্কৃতির মধ্যে যে ভাল জিনিস কিছু থাকিতে পারে, ইহা তাহাদের ধারণার অতীত ছিল। এই সঙ্কীর্ণচিত্ততার ফলে অন্য ধর্মের সব কিছুই তাহাদের নিকট ছিল—The beastly devices of the heathen.

কিন্তু ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মন কেবল পাদ্রি বা ধর্মপ্রচারকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রীসের অবিনশ্বর সর্বঙ্কর দৃষ্টিভঙ্গি পঞ্চদশ শতক হইতেই ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনে এক অভূতপূর্ব নূতন জিজ্ঞাসার ভাব আনিয়া দিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক সর্বগ্রাসী বিশ্বমানবিকতা তাহাদের মনে দেখা দিয়াছে। এই বিশ্ব-মানবিকতার স্থাপনা ইউরোপের মনকে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি,

ভাষা ও ধর্মকে জানিবার, বুঝিবার এবং আয়ত্ত করিয়া ইহা হইতে নিজের মানসিক পুষ্টির উপাদান সংগ্রহ করিবার দিকে একটা আকর্ষণ আনিয়া দিয়াছে। কেবল এশিয়া, আফ্রিকা বা আমেরিকার স্বর্ণ-রৌপ্য, পণ্যদ্রব্য প্রভৃতি পার্থিব সম্পদেই ইউরোপের মনীষা তুষ্ট থাকিতে পারিল না। এই মনীষা বিশেষ করিয়া এশিয়া খণ্ডের সুসভ্য জাতিগণের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আহরণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ইউরোপের সভ্যতা ও মননের প্রতিষ্ঠা-ভূমি ছিল কেবলমাত্র ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও পূর্ব অংশের দেশসমূহে—যেমন প্রত্যক্ষভাবে রোম, গ্রীস ও ইহুদীদের দেশে এবং পরোক্ষভাবে মিসর ও ব্যাবিলনে; ইউরোপ ইহাকে অতিক্রম করিয়া এশিয়ার বিরাট ভাব-রাজ্যের একটু সন্ধান পাইল খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষের দিক হইতে। এই স্বল্প জ্ঞানকে, অধ্যয়ন এবং সমীক্ষা দ্বারা আরও বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়াস চলিতে থাকিল। ইহার ফলে, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে ইউরোপের সাংস্কৃতিক জীবনে এশিয়ার প্রথম পদক্ষেপ দেখা দিল। আরবী ভাষার চর্চা ইউরোপে পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। পরে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের চেষ্টায়, ইউরোপ চীনা ভাষা ও সংস্কৃতের সহিতও পরিচয় লাভ করিল; এবং অবশেষে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে, ইউরোপ সংস্কৃত ভাষা পুরোপুরি আবিষ্কার করিল। পরে অবেস্তা ভাষা ও পালির ক্ষেত্রেও তাহাদের অধিকারে আসিল। এইভাবে ইউরোপ এক অভিনব সভ্যতা-জগতের ভিতরে প্রবেশের সুযোগলাভ করিল। Exploitation of material wealth-এর পাশে Exploitation of intellectual and spiritual wealth-এর প্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠালাভ করিল। Orientalism অর্থাৎ প্রাচ্য-বিদ্যা-বিষয়ক অনুসন্ধান ও গবেষণা একটি নূতন বিদ্যারূপে ইউরোপের মানসিক চর্চা ও চর্য্যার ক্ষেত্রে এইভাবে একটি বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করিল।

অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে খ্রীষ্টীয় মিশনারীরা দক্ষিণ ভারতে তমিলের পাশে যে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত আছে, তাহা আবিষ্কার করিল। কিন্তু প্রথম দিকে তাহারা কেহই এই ভাষার চর্চা করিতে আগ্রহ দেখায় নাই বা আত্মনিয়োগ করে নাই। বেদের নাম ইহারা শুনিয়াছিল। যজুর্বেদের নাম বিকৃত করিয়া Ezourvedam নাম দিয়া একখানি নকল বেদ ইহাদের একজনের দ্বারা ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হইলে, অজ্ঞানতা-প্রসূত উৎসাহে ফরাসী মনীষী ভল্‌তেয়ার্‌ এই তথাকথিত ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ পুস্তকের উচ্ছ্বসিত

প্রশংসা করিয়াছিলেন। দুই চারিজন পোর্তুগীস ও অন্যজাতীয় খ্রীষ্টান পাদ্রি কোঙ্কণী, মারাঠি, মলয়ালম, তমিল এবং বাঙ্গলা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করিলেও, সংস্কৃত ভাষা তাহাদের দ্বারা অবহেলিত হইয়াই ছিল। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর একজন চেখ্ ও একজন ফরাসী পাদ্রি সংস্কৃতের সহিত সামান্য পরিচয় লাভ করেন, এবং তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে লাতীন ভাষার সহিত সংস্কৃতের সাদৃশ্য ধরিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের কাজ বেশী অগ্রসর হয় নাই। ইহার পূর্বে ইতালীয় বণিক্ সাসেতি ষোড়শ শতকের শেষের দিকে সংস্কৃত ও লাতীনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন—কিন্তু এই বিষয়ে আর কোনও কাজ হয় নাই।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে স্যর উইলিয়ম জোন্স ভারতে পদার্পণ করিলেন। কলিকাতায় ঈস্ট্-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর স্থাপিত ন্যায়ালয়ের বিচারপতি রূপে তিনি আসিলেন। ইতিপূর্বে ইংলাণ্ডে থাকিতেই তাঁহার বিশাল পাণ্ডিত্য, বিশেষতঃ গ্রীক্ ও লাতীন ভাষায় এবং আইন-বিদ্যায় তাঁহাকে উচ্চ মর্য্যাদার আসনে স্থাপিত করে। ইংলাণ্ডে বসিয়াই তিনি আরবী, ফারসী ও তুর্কী এই তিনটি ভাষা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তিনি আরবী সাহিত্যের প্রাচীনতম কাব্য সংগ্রহ 'মু'আল্লাকাৎ অস্-সবা'র একটি ইংরেজী অনুবাদ, সমগ্র আরবী গ্রন্থখানির রোমান প্রতিলিপির সহিত প্রকাশিত করেন। তাঁহার দ্বারা একটি ফারসী ভাষার ব্যাকরণও রচিত হয়। গ্রীক্ ভাষার একখানি প্রাচীন পুস্তকের প্রথম অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন।

ভারতবর্ষের পথে জাহাজেই তাঁহার ঐতিহাসিক বোধ, কল্পনা ও বিচার বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, এবং অখণ্ড এশিয়ার প্রাকৃতিক ও মানবিক সমীক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনার উদয় হয়। এইভাবে ইংলাণ্ড তথা ইউরোপের এক শ্রেষ্ঠ বিদগ্ধ মনের মধ্যে এশিয়া খণ্ডের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য যে আলোড়ন উত্থিত হয়, তাহাকেই ইউরোপের Oriental Studies বা প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার ভিত্তি বলিতে পারা যায়।

কলিকাতায় পহুঁছিয়া কার্য্যভার গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জোন্স সংস্কৃতভাষা অধ্যয়নে ব্রতী হন এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ও বিদগ্ধ ইংরেজ সুধীজনের সহিত মিলিত হইয়া তিনি "এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে এক যুগান্তর আনয়নকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন। সংক্ষেপে ইহার উদ্দেশ্য তিনি এইভাবে ব্যক্ত করিলেন—The bounds of its investigations will be the geographical limits of Asia, and

within these limits its enquires will be extended to whatever is performed by Man or produced by Nature.

জোন্স-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার এই এশিয়াটিক সোসাইটি ধারাবাহিক ভাবে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রূপে ১৮০ বৎসর ধরিয়া কর্ম করিয়া আসিতেছে, এবং এখনও স্বাধীন ভারতে ইংরেজের দ্বারা স্থাপিত সংস্থা হইলেও ইহার কার্য্যকারিতা আমরা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে ওলন্দাজেরা ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে, এশিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনের ছয় বৎসর পূর্বে, প্রাচ্য-বিদ্যার চর্চার জন্য অনুরূপ একটি সংস্থা Batavia (অধুনা Jakarta)-তে গড়িয়া তুলিয়াছিল—Koninklijk Bataviaasch Genoot schap van Kunst en Wittenschapen, অর্থাৎ বাটাভিয়াস্থ রাজকীয় কলা ও বিজ্ঞান পরিষদ্। এই সংস্থাটি আমাদের এশিয়াটিক সোসাইটির পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া এশিয়ার ও সমগ্র জগতের সেবায় রত থাকিয়া, ইন্দোনেসিয়ার স্বাধীনতা লাভের পরে ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হইয়াছে—এই সংস্থার বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ও অন্যান্য সাময়িকীর প্রকাশন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এমন কি দেশীয় ভাষাতেও ইহাকে জীয়াইয়া রাখার চেষ্টা হয় নাই।

স্যর উইলিয়ম জোন্স মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় দেহরক্ষা করেন। জীবনের শেষ দশ বৎসর মাত্র তিনি ভারতে বাস করেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অঘটন-ঘটন বলা চলে। প্রথমতঃ তিনি ইউরোপের নিকটে ভারতবর্ষের ও এশিয়ার মর্য্যাদা চিরতরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। বিশেষ করিয়া সংস্কৃত বিদ্যার সংবাদ যেন তাঁহার নিকট হইতেই ইউরোপে পহুঁছিল ; এবং সংস্কৃতকে পাইয়া ইউরোপ নিজেকে পূর্ণ ভাবে জানিতে সমর্থ হইল। এদিকে, ইউরোপে সংস্কৃত চর্চার ফলে ভারতের গৌরব নূতন ভাবে প্রকটিত ও উদ্ভাসিত হইল এবং সংস্কৃত সম্বন্ধে নূতন পথে ভারতের আত্ম-সমীক্ষার আরম্ভ হইল। ভারত এইভাবে ইউরোপের সহায়তায় নিজের অবলুপ্ত আত্মচেতনাকে খুঁজিয়া পাইল।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্যর উইলিয়ম জোন্স কালিদাসের "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্"-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইউরোপীয় সাহিত্যকে এই অনুবাদ বিপুল ভাবে প্রভাবিত করে ; অতঃপর গ্রীক্ ও লাতীন সাহিত্যের পাশে সংস্কৃত সাহিত্যের নূতন কল্পলোকের মধ্যে ইউরোপীয় মন প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পায়।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক-সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে জোন্স ইউরোপের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে এই ঘোষণা করেন : "The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure : more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a strong affinity, in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident ; so strong indeed that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung from some common source, which, perhaps, no longer exists. There is a similar reason though not quite so forcible, for supposing that both the Gothic and the Celtic, though blended with a very different idiom, had the same origin with the Sanskrit ; and the Old Persian might be added to the same family.···"

এই যে দিব্য দৃষ্টিতে স্যর উইলিয়ম জোন্স দেখিলেন যে সংস্কৃত, গ্রীক, লাতীন, প্রাচীন পারসীক, কেল্টিক্, গথিক প্রভৃতির পশ্চাতে তাহাদের জননী-স্বরূপা এক আদি-আর্য্যভাষা বিদ্যমান ছিল, ইহারই আধারে ইউরোপে কতকগুলি নূতন মানবিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হইল—যেমন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, ভাষা-ভিত্তিক প্রত্নতত্ত্ব, ভাষা-ভিত্তিক মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, বাকৃতত্ত্ব ইত্যাদি। এই সমস্ত বিদ্যা দ্বারা মানুষের নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান নানা নূতন নূতন জগতের সংবাদ আনিয়া দিতে লাগিল।

এই ভাবেই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব হইতেই সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষা চর্চায় ব্রতী হইলেন।

স্যর উইলিয়ম জোন্সের পূর্বেই ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতজ্ঞ ইংরেজ পণ্ডিত স্যর চার্লস উইলকিন্স ভগবদ্গীতার সর্বপ্রথম পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের জন্য ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস একটি মূল্যবান ভূমিকা রচনা করিয়া দেন। এই চার্লস উইলকিন্সই পঞ্চানন কর্মকারের সহায়তায় প্রথম বাঙ্গালা হরফ প্রস্তুত করেন, এবং তাঁহার প্রস্তুত হরফেই ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী হইতে হালহেড-এর বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ ছাপা হয়। এইটিই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে টমাস কোলব্রুক ইংরেজী ভাষায় একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন।

আলেকৃস্যান্ডার হ্যামিলটন নামে একজন ইংরেজ সেনানী ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ফরাসীদের হাতে ধরা পড়েন। ইনি উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা জানিতেন। বন্দী অবস্থায় ইঁহার Paris-এ বাসকালে ইনি বহু ইউরোপীয় পণ্ডিতকে সংস্কৃত শিক্ষা দান করেন। ইঁহার একজন জার্মান শিষ্য Friedrich Schlegel (শ্লেগেল) ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে Ueber die Sprache und Weisheit der Inder (ভারতীয়গণের ভাষা ও তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান) নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত Franz Bopp বোপ্, আর্য্যভাষা সমূহের তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ করেন।

এই ভাবে ধীরে ধীরে ইউরোপে Orientology বা প্রাচ্য-বিদ্যা, এবং বিশেষ ভাবে Indology বা ভারত-বিদ্যার প্রবর্তন হইল। ইউরোপীয় বা আধুনিক পদ্ধতি, অর্থাৎ ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভারত-বিদ্যার চর্চা প্রথমে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্ধশতকের মধ্যে ভারতীয় পণ্ডিতেরাও এই পদ্ধতির সন্ধান পাইয়া নিজেদের নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধারের জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন; এবং এই উভয় শ্রেণীর পণ্ডিতদের সহযোগিতায় ও মিলিত চেষ্টায় ভারতের সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ণ গবেষণার ধারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই Indological Research-এর একটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান আছে। Indology বা ভারত-তত্ত্বের কথা এখন কেবল ভারতেরই জনগণের আত্ম-সমীক্ষা বা জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য নহে, ভারতের সংস্কৃতির নূতন মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিশ্বমানবের মনেও গভীর রেখাপাত করিতেছে। এই বিদ্যার আলোচনায় যাঁহারা ইহার পথিকৃৎ ছিলেন এবং যাঁহারা নানা দিকে ইহার সম্প্রসারণে ও পরিবর্ধনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ণ অবদানগুলি ভারতের শিক্ষিত জনের পক্ষে নিতান্ত উপযোগী আলোচনার ক্ষেত্র। নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিলে, ইঁহাদের সকলের কৃতি হইতে ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাস কি করিয়া পদক্ষেপের পর পদক্ষেপ অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। মানসিক সংস্কৃতির অনুরাগী প্রত্যেক ভারতীয় শিক্ষিত জনের নিকট এই আলোচনা অতি মূল্যবান্ হইবে।

বিশেষ আনন্দের কথা, সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল

সেনগুপ্ত প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি গভীর অনুরাগ বশতঃ এই অত্যাবশ্যক কাজে নিজেকে একান্ত ভাবে নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি প্রভূত আয়াস স্বীকার করিয়া Indology বা ভারতবিদ্যার প্রখ্যাত গবেষকদের জীবন-কথা ও তাঁহাদের কৃতির বিবরণ বাঙ্গালী পাঠকদের নিকট অতি নিপুণ ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমে তিনি পাশ্চাত্ত্যের ২৫ জন ধুরন্ধর ভারত-বিদের পূর্ণপরিচয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ১৩৭ জন পাশ্চাত্ত্য দেশীয় ও জাপানী পণ্ডিতের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া ভারতবিদ্যা-চর্চার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার এই প্রথম সম্পুট পাঠক-সমাজের নিকট নিবেদন করিলেন।

Indology বা ভারত-চর্চা শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তের আজীবিকার ক্ষেত্র নহে। তথাপি অতন্দ্র নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে ইনি এই-সব বৈদেশিক ভারতবিদ্‌গণের জীবনী ও কৃতি বিশেষ যোগ্যতার সহিত সংগ্রহ কবিয়া, উহা সকলের পক্ষে সহজলভ্য করিয়া দিয়াছেন। ইংরেজীতেও এই ধরনের পুস্তক বাহির হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই, সুতরাং এই বিষয়ে ইঁহাকে পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে।

এই পুস্তক রচনার পর, ইনি ভারতীয় পণ্ডিতগণের পরিচয় অনুরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করাব কাজে হাত দিয়াছেন। ইতিমধ্যেই ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ "সমকালীন" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রখ্যাতনামা ভারতবিদ্‌গণের আলোচনা-সমন্বিত এই পুস্তকটি হইবে ভারত-বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে তাঁহার দ্বিতীয় সম্পুট।

শ্রীযুক্ত গৌবাঙ্গগোপাল সেনগুপ্তেব এই কার্য্যের জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শুধু বাঙ্গালী পণ্ডিত-সমাজ নহে, বাঙ্গালী পাঠক মাত্রই ইঁহার সাধনার পূর্ণ অনুমোদন করিবেন। আমি আশা করি বাঙ্গলা পাঠক-সমাজে সর্বত্রই বর্তমান গ্রন্থের যথোচিত সমাদর হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

পৃষ্ঠা

আঁকেতিল দ্যুপের

(*Anquetil Duperron Abraham Hyacinthe, 1731-1805*)

প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাউঅ্যর্ (Schopenhauer, ১৭৮৮-১৮৬০) উপনিষদ্ পাঠ করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে "ইহা অপেক্ষা উপাদেয় ও উন্নতি বিধায়ক গ্রন্থ কিছুই হইতে পারে না। উপনিষদ্ আমাকে জীবনে শান্তি দিয়াছে, মরণেও উহা আমাকে আশ্রয় দান করিবে।"

["It is the most profitable and the most elevating reading, which (the original text excepted) is possible in the world. It has been the consolation of my life and will be the consolation of my death "—P 106, *Life and writings of Schopenhauer*——W. Wallace.]

শোপেনহাউঅ্যর্ মূল উপনিষদ্ পড়েন নাই। ফরাসী মনীষী আঁকেতিল দ্যুপের কর্তৃক ফার্সী হইতে ল্যাটিনে অনূদিত Oupnekhat পাঠেই তিনি উপনিষদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। শোপেন-হাউঅ্যরের সমসাময়িক বহু ইউরোপীয় মনীষীও দ্যুপের অনূদিত উপনিষদ্ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হন। দ্যুপের অনূদিত উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ ১৮০১-২ খৃষ্টাব্দে প্যারী হইতে প্রকাশিত হয়[১]। এই অনুবাদের মাধ্যমেই বৈদিক সাহিত্যের অস্তিত্ব ও মহিমা এই প্রথম ইউরোপের বিদ্বৎ সমাজে পরিজ্ঞাত ও বিস্তৃত হয়। ইতিপূর্বে ইউরোপবাসী বৈদিক সংস্কৃত সাহিত্যের কোন পরিচয় পান নাই। দ্যুপের'র ল্যাটিন অনুবাদ খুব উচ্চাঙ্গের নয়, কারণ দ্যুপের মূল সংস্কৃত উপনিষদের অনুবাদ করেন নাই। সম্রাট্ শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের অগ্রজ দারা শিকো মূল সংস্কৃত হইতে পঞ্চাশখানি উপনিষদ্ নির্বাচিত করিয়া ফারসীতে ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে যে গ্রন্থ অনুবাদ করেন দ্যুপের ভারতে আসিয়া তাহা সংগ্রহ করেন ও স্বদেশে

(১) Oupne'khat ou Theologia et philosophia, Paris, 1801-2 ; 2 vols.

প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহারই ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীকে পরিবেশন করেন। সমগ্র ইউরোপের বিদগ্ধজনের অবশ্য জ্ঞাতব্য ভাষা বিধায় ল্যাটিন ভাষাকেই তিনি অনুবাদের মাধ্যম হিসাবে নির্বাচন করেন। দ্যুপের্ঁ স্বীয় মাতৃভাষাতেও উপনিষদের অনুবাদ প্রস্তুত করেন কিন্তু তাহা প্রচারিত হয় নাই। ইরাণীয় আর্যগণ ভারতীয় বৈদিক আর্যদের জ্ঞাতি-ভ্রাতা। ইরাণীয় (পার্শী) ধর্ম গ্রন্থ অবেস্তার ফরাসী ভাষায় তথা সর্বপ্রথম ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ প্রচারের গৌরবও দ্যুপের্ঁর প্রাপ্য। উপনিষদ্ ও অবেস্তা—প্রাচীন আর্যজাতির দুই শাখার দুই অমূল্য সম্পদ,—প্রতীচ্য জগতে তাহার প্রচার দ্যুপের্ঁর জীবনের অক্ষয় কীর্তি।

যে যুগে ভাগ্যান্বেষণ অথবা খৃষ্টধর্ম প্রচার ইউরোপীয়দিগকে ভারতবর্ষে আসিতে প্রলুব্ধ করিত সেই যুগে শুধু মাত্র জ্ঞান-তৃষ্ণাদ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া দ্যুপের্ঁ বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বীয় সাধনালব্ধ জ্ঞানরাজি স্বসমাজে বিতরণ করিয়া তিনি বাকী জীবন অতিবাহিত করেন।

এই জ্ঞান-তপস্বী মনীষীর জীবন-কাহিনী উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক।

১৭৩১ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর প্যারী নগরীতে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে আব্রাহাম হায়াসিন্থ আঁকেতিল দ্যুপের্ঁ জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি মাতৃহীন হন। আঁকেতিল পিতার মধ্যম পুত্র ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ লুই (Louis Pierre Anquetil Duperron, 1723-1806) স্বদেশে ঐতিহাসিকরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পিতার যত্নে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর আব্রাহাম দ্যুপের্ঁ সর্বোনে (Sorbonne) অধ্যয়ন করিতে যান।

নানাভাষা শিক্ষায় বাল্যাবধি দ্যুপের্ঁর অনুরাগ ছিল। ছাত্রের উৎসাহ দর্শনে এক অধ্যাপক তাঁহাকে হলাণ্ডে প্রেরণ করেন। এখানে উত্তমরূপে হিব্রু ও আরবী শিক্ষা করিয়া ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে দ্যুপের্ঁ প্যারী প্রত্যাবর্তন করেন। প্যারীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্যুপের্ঁ প্যারীর রাজকীয় পাঠাগারে রক্ষিত প্রাচ্যদেশ হইতে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপিগুলি পাঠ আরম্ভ করেন। ফরাসী ভারতবিদ্যানুরাগী বিগনন (Bignon), কালমেট (Calmette), পঁ (Pon), দেগুঁই (Deguignes) প্রভৃতির চেষ্টায় প্যারীর পাঠাগারে এই সময়ে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছিল যদিও এগুলির পাঠোদ্ধার বা মর্মগ্রহণের মত উপযুক্ত লোকের

অভাব ছিল। তরুণ দ্যুপের্‌ঁর জ্ঞানানুরাগ ও অধ্যবসায় পাঠাগারের অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ফরাসী একাডেমীর কয়েকজন প্রবীণ সদস্যের সহিত এই তরুণ বিদ্যার্থীর পরিচয় করাইয়া দেন। ইঁহারা দ্যুপের্‌ঁকে সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পাঠাগারস্থ বহু সংস্কৃত পুঁথির প্রতি দ্যুপের্‌ঁর দৃষ্টি ইতিপূর্বে আকৃষ্ট হইয়াছিল। একাডেমীর মনীষিবর্গের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তিনি স্থির করিলেন যে ভারতবর্ষে গিয়া সংস্কৃত—ফারসী ইত্যাদি প্রাচ্য ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে; ভারতের জ্ঞানভাণ্ডারের অবরুদ্ধ দ্বার মোচনের ইহাই একমাত্র পথ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভাস্কো-ডি-গামা (Vasco De Gama 1469-1525) ইউরোপ হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া ভারতে আগমনের জলপথ আবিষ্কার করেন। ইহার অনতিকাল পরে পর্তুগীজদের দ্বারা গোয়া অধিকৃত হয়। অতঃপর ইউরোপীয় বণিক, যাজক ও ভাগ্যান্বেষীরা দলে দলে ভারতে আগমন করিতে থাকে। ডাচ্‌ ও ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদর্শে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে ব্যবসা বাণিজ্য তথা ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'ফ্রেঞ্চ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট দ্যুপের্‌ঁ ভারত যাত্রার সহায়তা প্রার্থনা করেন। বারংবার বিফল মনোরথ হওয়ার পর অবশেষে তাঁহার আবেদন সফল হয়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে কোম্পানীর জাহাজে বিনাভাড়ায় দ্যুপের্‌ঁ ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করেন। ছয়মাস পর জাহাজ আগষ্ট মাসে পণ্ডিচেরী পৌছায়। পণ্ডিচেরীতে এই সময় ফরাসীদের মুল দুর্গ ও কুঠি অবস্থিত ছিল, ইহাই ছিল ফরাসী ভারতের রাজধানী। গভর্ণর দ্যুপ্লের (Dupleix, Marquis Joseph Francis 1697-1764) নিকট লিখিত একটি পরিচয় পত্রই ছিল দ্যুপের্‌ঁর সম্বল। পণ্ডিচেরী পৌছিয়া দ্যুপের্‌ঁ সংবাদ পাইলেন যে দ্যুপ্লে ইতিমধ্যে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তদানীন্তন গভর্ণর দ্যুপের্‌ঁকে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন। পণ্ডিচেরীর ইউরোপীয় সমাজে বিদ্যা আহরণার্থে তাঁহার ভারত আগমন হাস্য-পরিহাসের ব্যাপার হইয়া উঠিল। সৌভাগ্যক্রমে দ্যুপের্‌ঁ পণ্ডিচেরীর সৈন্যাধ্যক্ষের গৃহে আশ্রয় পাইলেন। এখানে দ্যুপের্‌ঁ দেশীয় পণ্ডিতদের সহিত পরিচিত হইবার

সুযোগ পাইলেন। বহু চেষ্টার পর গভর্ণর তাঁহার জন্য কিছু ভাতাও মঞ্জুর করিলেন। সামান্য ভাতার উদ্বৃত্ত অর্থে দ্যুপের্ঁ একজন ফারসী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট ফারসী শিক্ষা করিতে লাগিলেন। আশ্রয়দাতা সৈনাধ্যক্ষকে কার্যোপলক্ষে পণ্ডিচেরী হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে গিঙ্গী নামক স্থানে যাইতে হয়। দ্যুপের্ঁকেও তাঁহার সহগামী হইতে হয়। এখানে তিনি বেতন দিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। ভাতার অর্থ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ক্রয় ও শিক্ষকের বেতনেই নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে দ্যুপের্ঁ অতি কায়ক্লেশে প্রায় অনাহারেই দিনাতিপাত করিতেন। গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহাকে পণ্ডিচেরীতে স্থানান্তরিত করা হয়। আরোগ্য লাভের পর তিনি পণ্ডিচেরী ত্যাগ করিয়া চন্দননগর অভিমুখে যাত্রা করেন। চন্দননগরে সংস্কৃতশিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভের আশাই তাঁহার পণ্ডিচেরী ত্যাগের কারণ। চন্দননগর পৌঁছানোর পর চন্দননগরের ফরাসী কর্তৃপক্ষও তাঁহার জন্য সামান্য ভাতা মঞ্জুর করেন।

চন্দননগরে দ্যুপের্ঁ ফারসী ভাষার চর্চা ও বাঙ্গালীদের সহিত আলাপ আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এই সময় নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরাজদের সঙ্ঘর্ষ চলিতেছিল, ইংরাজেরা ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ইংরাজদের আসন্ন আক্রমণ হইতে চন্দননগর রক্ষার্থ নবাবের সাহায্য প্রার্থনা মানসে দ্যুপের্ঁ কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানাইয়া কাশিমবাজার যাত্রা করিলেন। সিরাজউদ্দৌলাকে চন্দননগর রক্ষার্থে সৈন্য বাহিনী পাঠাইতে স্বীকৃত করাইয়া দ্যুপের্ঁ চন্দননগর উপান্তে ফিরিয়া দেখিলেন যে সেইদিনই ক্লাইভ ও ওয়াটসন চন্দননগর অধিকার করিয়াছেন। চন্দননগরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্যুপের্ঁ পুনরায় কাশিমবাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। কাশিমবাজার হইতে কাশী গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করাই তিনি স্থির করিলেন, কারণ বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁহার বিদ্যার্জনের প্রতিকূল হইবে ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কাশিমবাজার পৌঁছিয়া দ্যুপের্ঁ তত্রস্থ ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জাঁ ল'র (Jean Law) সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ল'র সহিত ইতিপূর্বেই তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। এই সময় ল' তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া পাটনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। দ্যুপের্ঁও তাঁহার সহগামী হইলেন। কিছুদূর যাত্রার পর সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন নায়কের সহিত দারুণ মনান্তর হওয়াতে দ্যুপের্ঁ

সামান্য জিনিসপত্র সঙ্গে লইয়া রাজমহল হইয়া মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। বহু মূল্যবান কাগজ পত্র তাঁহাকে পথে ফেলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

ইংরাজ কবলিত চন্দননগরে প্রত্যাবর্তন অসম্ভব বোধ করিয়া পণ্ডিচেরী যাত্রার উদ্দেশ্যে কাটোয়া-বর্ধমান, কামারপুকুর, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক হইয়া তিনি পুরীতে আসেন। পুরীতে তিনি জগন্নাথের মন্দির দর্শন করেন। দ্যুপের় পুরী হইতে গঞ্জাম, মসলিপত্তন হইয়া বহু কষ্টে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পণ্ডিচেরী পৌছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি অপ্রত্যাশিত রূপে তাঁহার কনিষ্ট সহোদরের সাক্ষাৎ পাইলেন। ইনি তখন সুরাট কুঠির ভারপ্রাপ্ত হইয়া সবেমাত্র পণ্ডিচেরী পৌছিয়াছেন। অক্টোবর মাসে দ্যুপের় ভ্রাতার সঙ্গে সুরাট যাত্রা করিলেন। পথে জাহাজ যখন মাহেতে থামিল তখন দ্যুপের় এখানে নামিয়া পড়িলেন। ইতিপূর্বে প্যারীতে অবেস্তার পুঁথির কয়েকটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই অবেস্তার মর্মোদ্ধারের বাসনা তাঁহার হৃদয়ে সদাই জাগরূক ছিল। মাহেতে তিনি বহু সংস্কৃত ও পার্শী ধর্মগ্রন্থ অবেস্তার পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। এই অঞ্চল কিছুকাল পরিভ্রমণ করিয়া পরের বৎসর মে মাসে তিনি সুরাটে আসিলেন। এই খানেই তিনি অবেস্তার অনুবাদ আরম্ভ করেন, অনুবাদ কার্যে দোরাব দস্তুর নামে একজন পার্শী পণ্ডিত তাঁহার সহায়তা করিতেন। অর্থসঙ্গতি নিতান্ত সীমাবদ্ধ থাকায় এই সময়ে দ্যুপের় অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেন। পণ্ডিতদের বেতন ও সংস্কৃত, পার্শী ও ফারসী পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিতেই তাঁহার সমস্ত অর্থ ফুরাইয়া যাইত। সুরাটে অবস্থান কালে বৈদিক সাহিত্য, সংস্কৃত অভিধান, ব্যাকরণ ও অন্যান্য ভাষার প্রায় দুইশত পুঁথি দ্যুপের় সংগ্রহ করেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দ্যুপের পুঁথিগুলি পড়াইয়া লইতেন, ফারসী পণ্ডিতেরা ঐগুলি সঙ্গে সঙ্গে দ্যুপের়ের জন্য ফারসীতে অনুবাদ করিয়া দিতেন। সংস্কৃত ভাষা দ্যুপের় কিছু শিক্ষা করিলেও ফারসী ভাষাতেই তাঁহার সমধিক ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। সময়মত ফারসী হইতে এইগুলি ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইবার মানসে দ্যুপের় একই সঙ্গে সংস্কৃত ও ফারসী পণ্ডিতদের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। এই সময় ভারতজাত শস্য, ফুল, বৃক্ষ, পত্র, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যও তিনি সংগ্রহ করেন। সুরাটের কার্যশেষে কাশীতে গিয়া ভালরূপে সংস্কৃত শিখিবেন ও পরে

চীনদেশে যাইবেন তাঁহার এইরূপ বাসনা ছিল। সুরাটে বাসকালে দ্যুপের্ একদিন দেখিতে পান যে একজন ভারতীয় শ্রমিক একটি ভারী জিনিষ উঠাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে, দ্যুপের্ তাঁহাকে এই জিনিসটি তুলিতে সাহায্য করেন। গুরুভার উত্তোলনের ফলে তাঁহার নাভি স্থানচ্যুত হওয়ার জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকিতে হয়। এই সময় ইংরাজের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতাপে ভারতে ফরাসী শক্তি ক্রমাগত পর্যুদস্ত হইতেছিল, ইহাতে দ্যুপের্র জ্ঞান সাধনা বিঘ্নিত হইয়াছিল। যে অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার তিনি এ যাবৎ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ইংরাজ-ফরাসী সঙ্ঘর্ষের পরিণামে তাহা হারাইবার আশঙ্কায় ভারত ত্যাগ করিয়া তিনি এখন স্বদেশ প্রত্যাবর্তনই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। ফরাসী জাহাজে প্রত্যাবর্তনের সুবিধা না পাইয়া অগত্যা তিনি ইংরাজদের শরণাপন্ন হইলেন। ভারতস্থ ইংরাজেরা এই সময়ে ফরাসীদের বিষ-দৃষ্টিতে দেখিলেও এই নির্বিরোধী জ্ঞান-তপস্বীকে তাঁহারা বিমুখ করিলেন না।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে দীর্ঘ ছয় বৎসর ভারতবাসের পর দ্যুপের্ ব্রিটিশ জাহাজে উঠিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। নভেম্বর মাসে জাহাজ পোর্টসমাউথে পৌছিলে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ফরাসী প্রজা বিধায় দ্যুপের্কে বন্দী করিলেন। তিনমাস বন্দীদশার পর মুক্তি পাইয়া পরের বৎসর জানুয়ারী মাসে তিনি অক্সফোর্ডের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত মিলিত হন। ইতোমধ্যেই দ্যুপের্র বিদ্যা-বত্তা ও অধ্যবসায়ের খ্যাতি ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট পৌছিয়াছিল। অক্সফোর্ডের বহু পণ্ডিত দ্যুপের্র প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেন। অক্সফোর্ডে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে দ্যুপের্ ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিলেন। প্যারী পৌছিয়াই দ্যুপের্ ভারতে সংগৃহীত একশ আশীটি পুঁথি সরকারী পাঠাগারে (Bibliotheque Royale, পরে ইহার নাম হয় Bibliotheque Nationale) গচ্ছিত রাখিলেন। এইসব পাণ্ডুলিপির সাহায্যে ভবিষ্যৎকালে বহু ফরাসী পণ্ডিত প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যান। প্যারী প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরেই দ্যুপের্ ফরাসী একাডেমীর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দ্যুপের্ তিনটি বৃহৎখণ্ডে পার্শী ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্ অবেস্তার মূল ও ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন[২]। প্রতীচ্যদেশে প্রাচ্য ধর্মগ্রন্থের এই প্রথম অনুবাদ। এই অনুবাদের পর

(২) Avesta, Ouvrage de Zorostre, Paris, 1771 (3 vols.)

দ্যুপের্ঁর খ্যাতি অতি বিস্তৃত হয়, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য-বিদ্যা-বিদের সম্মান তাঁহার প্রাপ্য হয়। ইহার পর প্রায় একশত বৎসর ধরিয়া ইউরোপে জেন্দ্‌ অবেস্তার উপর গবেষণা চলিতে থাকে। ফরাসী গবেষক জেমস্‌ ডারমেষ্টেটর (Darmesteter James, 1849-94) ও বুর্ণুফ (Eugene Burnouf, 1801-1852) উত্তরকালে দ্যুপের্ঁর প্রদর্শিত পথে আরও অগ্রসর হইয়া অবেস্তাবিশারদ হিসাবে চিরস্থায়ী কীর্তি অর্জন করেন। দ্যুপের্ঁর অবেস্তা উত্তরকালে ইউরোপীয় সুধিবর্গকে কিরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল জার্মান দার্শনিক নীট্‌শে (F. Nietzsche, 1844-1900) রচিত Thus Spake Zarathustra-ই তাহার প্রমাণ। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যদেশীয় আইন সম্বন্ধে দ্যপ্যের্ঁ একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন[৩]। প্রাচ্যদেশে বিশেষতঃ ভারতে সমাজজীবনে দুর্বলের প্রতি অত্যাচারই মূলনীতি, এই প্রচলিত বিশ্বাসের ভ্রান্তি দেখানোর জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পত্রিকাদিতে নানা নিবন্ধ রচনা ব্যতীত ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাস ও ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধে দ্যুপের্ঁর অপর একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়[৪]। দ্যুপের্ঁর জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি দারা শিকোর ফার্সী ভাষায় অনূদিত উপনিষদের ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ। এই অনুবাদ ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে কিরূপ চমৎকৃত করিয়াছিল শোপেনহাউআ্যরের সশ্রদ্ধ উক্তিই তাহার প্রমাণ। ১৮১৬-১৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অনেকগুলি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করেন, এইগুলি ইউরোপে প্রচুর সমাদর লাভ করে। দ্যুপের্ঁর ল্যাটিন অনুবাদ উপনিষদ সম্বন্ধে ইউরোপবাসির মধ্যে যে আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে তাহা রাজা রামমোহনের উপনিষদ প্রচার প্রচেষ্টার বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

পরবর্তী কালে জার্মান পণ্ডিত ভেবর (A. Weber) তাঁহার Indische Studien পত্রিকার ১ম, ২য় ও ৯ম খণ্ডে দ্যুপের্ঁর ল্যাটিন অনুবাদ Oupenekhat এর বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। [সম্প্রতি ইরাণ দেশীয় পণ্ডিত জালালি নাইনি (Jalali Naini) দারা শিকো কর্তৃক ফার্সীতে অনূদিত উপনিষদটি সুবিস্তৃত ভূমিকা সহ সম্পাদন

(৩) Legislation Orientale, Amsterdam, 1778.

(৪) Rescherches historiques et geographiques Sur L' India, Berlin, 1786.

করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতস্থিত ইরাণের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক এই অনুবাদটি ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীতে ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধান মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হয়।]

সত্যবাদী ও স্পষ্ট বক্তা দ্যুপেরঁ জীবনে কোন দিন শান্তি পান নাই। ভারতে বার বার এজন্য তাঁহাকে নিজের স্বদেশীয়দের হস্তেই অশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর নিজের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া তিনি কখনও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করেন নাই; এইজন্য ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সাধক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিলেও সারাজীবন তাঁহাকে অতিশয় অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের কালে তাঁহার দুর্দশা চরম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত অধ্যায় তাঁহার আদৌ সমর্থন লাভ করে নাই, যদিও তিনি রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারের বিরোধী ছিলেন। শত্রুরা দ্যুপেরঁকে নানাভাবে বিব্রত করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু সাংসারিক ক্ষয়-ক্ষতি ও শত্রুতা কখনও তাঁহার মনের স্থৈর্য নষ্ট করিতে পারে নাই। উপনিষদের বাণী দ্যুপেরঁর মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। পরমব্রহ্মের সহিত একাত্মতা ও তাঁহার মহিমা প্রচারই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, শেষ জীবনে তিনি এই ভাবে আত্মপরিচয় ঘোষণা করিতেন। শেষ জীবনে তিনি প্রাচীনকালের ভারতীয় ঋষির মতই জীবন যাপন করিতেন। একবার মাত্র তিনি নিরামিষ আহার করিতেন, জল ব্যতীত কোন পানীয় গ্রহণ করিতেন না, প্যারীর নিদারুণ শীতে তিনি শয়ন কক্ষে আগুন জ্বালাইতেন না, বিনা শয্যায় কাঠের তক্তার উপর শয়ন করিয়া তিনি নিদ্রা যাইতেন। স্বাধীনচিত্ত দ্যুপেরঁ অর্থকষ্ট সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সরকারী পেন্সন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। দ্যুপেরঁ কখনও বিবাহাদি করিয়া সংসারী হন নাই।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী জন্মনগরী প্যারীতেই অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় এই জ্ঞান তপস্বী চিরকুমার দ্যুপেরঁ প্রাণত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ঐতিহাসিক লুই পিয়ের জীবিত ছিলেন।

বর্তমানকালে বেদ, উপনিষদ ও অবেস্তার বহু অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, দেশে ও বিদেশে এতৎসম্বন্ধীয় গবেষণার ক্ষেত্রও বিস্তৃত হইয়াছে। উত্তরকালে ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই, চার্চ, অথবা রাষ্ট্রের পৃষ্টপোষকতা পাইয়াছেন। অশেষ দুঃখ কষ্টের

মধ্যে হ্যুপের দুইশতবর্ষ পূর্বে ছয় বৎসরকাল ভারতে বাস করিয়া গিয়াছেন এবং অর্ধশতাধিক বৎসরকাল ধরিয়া স্বাধীনভাবে বিনা পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি ইউরোপে ভারততত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হ্যুপের্‌র পূর্বে কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতই ভারত-বিদ্যা অর্জনের জন্য এত পরিশ্রম স্বীকার করেন নাই। হ্যুপের্‌র ভারত ভ্রমণ. অধ্যবসায় ও ভারত বিদ্যানুরাগ খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

[তথ্যপঞ্জী : The French in Bengal—S. C. Hill, 1903 ; A History of Sanskrit Literature—Dr. S. N. Dasgupta, Vol. I ; History of Indian Literature (Eng, Tr.) M. Winternitz, Vol. I ; Anquetil Duperron—H. Beveridge (Calcutta Review, Oct, 1896) ; Anquetil Duperron—Raymond Schwab, Paris 1934.]

উইলিয়ম জোন্স

(*Sir William Jones, 1746—1794*)

উইলিয়ম জোন্স ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। উইলিয়ম জোন্সের পিতা একজন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ছিলেন ও এক সময়ে রয়াল সোসাইটির উপ-সভাপতি (ভাইস প্রেসিডেণ্ট) নির্বাচিত হইয়াছিলেন। উইলিয়ম জোন্সের জন্মের তিন বৎসর পর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার পিতা পরলোকগমন করেন। শৈশবাবস্থাতেই জোন্সের অপর একটি ভ্রাতার মৃত্যু হয়। জোন্সের মাতা সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন। মাতার সুশিক্ষায় জোন্স চার বৎসর বয়সের সময় শুদ্ধ ইংরাজী বলিতে পারিতেন। এই বয়সেই তিনি সেক্সপীয়রের রচনার অংশবিশেষ আবৃত্তি করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে জোন্স হ্যারোর প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার অপূর্ব মেধা ও স্মৃতিশক্তির পরিচয় তাঁহার সহপাঠী ও শিক্ষকদের মুগ্ধ করিত। মাত্র দশবৎসর বয়সেই জোন্স ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। অসাধারণ ছাত্র হিসাবে জোন্সের খ্যাতি এতদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে হ্যারো বিদ্যালয় দেখিতে গিয়া দর্শক তথাকার জোন্স নামক অসাধারণ ছাত্রটিকে দেখিয়া আসিতে ভুলিত না। জোন্সের লোকোত্তর মেধা লক্ষ্য করিয়া হ্যারো বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ডাঃ থ্যাকারে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে এই বালকটিকে সলিসবেরির জনশূন্য প্রান্তরে নিরাশ্রয় ও নগ্ন অবস্থায় ফেলিয়া আসা হইলেও সে জীবনে উন্নতির পথ খুঁজিয়া লইবে। হ্যারোতে ছাত্রাবস্থায় জোন্স অনেকগুলি কবিতা ও দাবা খেলার বিষয় অবলম্বন করিয়া একটি কাব্য রচনা করেন।

হ্যারোর পাঠ শেষ করিয়া ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে জোন্স অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রবিষ্ট হন ও এখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইতিমধ্যে তিনি ইংরাজী ও ফরাসী ব্যতীত হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফার্সী, ইতালীয়, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষায় দক্ষতালাভ করিয়াছিলেন।

স্বামীর অকালমৃত্যুর পর জোন্স-জননী অতি কষ্টেই তাঁহার একমাত্র পুত্রের

শিক্ষাব্যয়-নির্বাহ করিতেন। পঠদ্দশাতেই মাতাকে সাহায্য করার জন্য ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে জোন্স আর্ল স্পেন্সারের একমাত্র পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। জোন্সের এই ছাত্রটি পরবর্তীকালে লর্ড আলথোপ ও আরো পরে আর্ল অফ স্পেন্সার (George John Spencer, 1758—1834) নামে বিখ্যাত হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এই প্রিয় ছাত্রটি জোন্সের অন্তরঙ্গ সুহৃদে পরিণত হইয়াছিলেন। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে জোন্স স্পেন্সার পরিবারের সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণকালে জার্মান ও চীনাভাষা শিক্ষা করেন। ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব (বি-এ উপাধি) লাভ করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ডিগ্রীও লাভ করেন। ফারসী ও ফরাসী ভাষার পণ্ডিতরূপে তরুণ উইলিয়ম জোন্সের নাম ইউরোপে এতদূর বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল যে ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ক্রিষ্টিয়ান (Christian II) তাঁহার নিকট রক্ষিত ফার্সী ভাষায় লিখিত নাদিরসাহের একটি জীবনী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিবার জন্য জোন্সকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। ১৭৬৮-৬৯ খৃষ্টাব্দে এই অনুবাদটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইলে ফরাসী ভাষায় জোন্সের দক্ষতা দেখিয়া ফ্রান্সবাসিরাও মুগ্ধ হইয়া যান। এই পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার পর ঘটনাচক্রে ফরাসী সম্রাট্ ষোড়শ লুই-এর সহিত জোন্সের পরিচয় স্থাপিত হয়। জোন্সের ফরাসী ভাষাজ্ঞান লক্ষ্য করিয়া ষোড়শ লুই মন্তব্য করেন—মানুষটি কি অদ্ভুত! ইনি আমার জাতির ভাষা আমাপেক্ষাও ভাল জানেন দেখিতেছি ["He is a most extraordinary man. He understands language of my people more than myself"]।

ছাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার শিক্ষা-সমাপ্তির পর গৃহশিক্ষকতার প্রয়োজন হইবে না—ইহা চিন্তা করিয়া জোন্স ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে আইন অধ্যয়নের জন্য মিডিল্ টেম্পলে (Middle temple) যোগদান করেন। আইন অধ্যয়নের জন্য প্রাচ্যভাষা ও সাহিত্যচর্চায় তাঁহার নিষ্ঠা ব্যাহত হয় নাই। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় তাঁহার প্রাচ্য ভাষার কবিতা সম্বন্ধে একটি আলোচনা হাফিজের কয়েকটি গীতি কবিতার অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে জোন্স ফারসী ভাষার একটি ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (A Grammar of the Persian Language)। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত

একমাত্র লণ্ডন হইতেই এই পুস্তকটির ১১টি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় আরবী ফারসী প্রভৃতি প্রাচ্যভাষাগুলি হইতে অনূদিত জোন্সের কবিতা সংগ্রহ প্রকাশিত হইলে জোন্সের কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বৎসরই জোন্স ইংল্যাণ্ডের প্রমুখ বিদ্বৎসংস্থা রয়াল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে তিনি বাগ্মিবর বার্ক (Edmund Burke, 1729-'97), রাজনীতিজ্ঞ ও নাট্যকার শেরিডেন (R. B. Sheridan, 1751—1816), নটকুলতিলক গ্যারিক (David Garrick, 1717-'79), ঐতিহাসিক গিবন (Edward Gibbon, 1737-'94), শিল্পী জোশুয়া রেনল্ডস (Sir Joshua Reynolds, 1723-'92) ও সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ জনসনের (Dr. Samuel Johnson, 1709-'84) আন্তরিক সৌহার্দ্য লাভ করেন। ডাঃ জনসন প্রতিষ্ঠিত বহু-বিখ্যাত ক্লাবের জোন্স ছিলেন একজন বিশিষ্ট সদস্য। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন। জোন্স রচিত ফার্সী ভাষার ব্যাকরণ প্রকাশিত হইলে ডাঃ জনসন উহার প্রতি ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডাঃ জনসনের মতে জোন্স ছিলেন মানব-সমাজের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ-পুরুষ।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জোন্স আইনজীবী বলিয়া পরিগণিত হন ও আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কতিপয় রাজনীতিজ্ঞ বন্ধুর সংস্পর্শে আসিয়া জোন্স রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি আমেরিকার স্বাধীনতার স্বপক্ষে ও দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ল্যাটিন ভাষায় এশিয়ার ভাষাগুলি হইতে অনূদিত তাঁহার কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত হয় (Commentaries on Asian Poetry)।

সাহিত্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আইন ব্যবসায়েও জোন্স সাফল্যলাভ করিতে থাকেন। An Essay on Bailments (1781) ও Principles of Government (1782) নামক দুইখানি পুস্তক রচনা দ্বারা জোন্স আইন ও প্রশাসন বিষয়ক রচনাতেও তাঁহার দক্ষতা প্রমাণিত করেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ জোন্স ভারতে কোন একটি উপযুক্ত পদলাভের বাসনা অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতাসীন দলের বিরোধীপক্ষের সহিত সম্পৃক্ত থাকায় জোন্সের মনোবাসনা সহজে পূর্ণ হয়

নাই। বহু অপেক্ষার পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে উইলিয়ম জোন্সের কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিয়োগের সংবাদ ঘোষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। এই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ৮ই এপ্রিল জোন্স উইঞ্চেষ্টারের ডীন ডাঃ জোনাথন্ শিপলের কন্যা আনা মেরিয়া শিপলের পাণিগ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল যাবৎ জোন্স আনার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিলেন, সুতরাং এই বিবাহে নব-দম্পতি যে সুখী হইয়াছিলেন ইহা বলাই বাহুল্য।

শুভ-বিবাহের কয়েকদিন পরেই ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জোন্স দম্পতি কলিকাতায় পদার্পন করেন। এই দিনটি ভারত বিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে স্যার উইলিয়ম জোন্স সুপ্রীম কোর্টে বিচারপতির (Puisne Judge) আসন গ্রহণ করেন। প্রথম কেসটি জুরীদের বুঝাইয়া দিবার জন্য জোন্স যে বক্তৃতা করেন যথাযথ উপস্থাপনা ও বাক্ বৈদগ্ধ্যের জন্য কলিকাতা বিচারালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে তাহা আদর্শস্থানীয় হইয়া আছে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জোন্স বিচারপতি পদে সমাসীন ছিলেন। ন্যায়পরায়ণ ও হৃদয়বান বিচারক হিসাবে তিনি প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা জোন্সের জীবনের পরম অভীষ্ট ছিল। ভারতে আসিয়া তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা শতগুণ বৃদ্ধি পায়। চার্লস উইলকিন্সের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া দেশীয় পণ্ডিতদের নিকট তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সংস্কৃত শিক্ষা-মানসে তিনি তরুণ শিক্ষার্থীদের ন্যায় পরিশ্রম করেন। দুই বৎসর অধ্যয়নের পর তিনি পণ্ডিতদের সহিত কথোপকথনের উপযুক্ত সংস্কৃতজ্ঞান অর্জন করেন। সংস্কৃত শিক্ষার পূর্বে তিনি আরও ২৭টি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

জোন্স ছিলেন প্রকৃতই বিদ্যোৎসাহী, শুধুমাত্র নিজের সাধনা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিবার মত স্বার্থপর তিনি ছিলেন না। ভারতে আসিয়াই তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে প্রাচ্য-বিদ্যা-চর্চা একক চেষ্টায় সম্ভব নহে, বহুজনের সাধনায় প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করা সম্ভব—এবং এই কার্য সিদ্ধ করিবার জন্য উপযুক্ত কেন্দ্র কলিকাতা নগরী।

কলিকাতায় আগমনের অল্পদিন পর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী জোন্সের আমন্ত্রণে কলিকাতাপ্রবাসী ত্রিশজন ইউরোপীয় কৃতবিদ্য নাগরিক

সমবেত হইয়া এশিয়াটিক সোসাইটি গঠন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে জোন্স ঘোষণা করেন যে এশিয়ার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে প্রাকৃতিক বিষয় ও মনুষ্যকৃত কীর্তিরাজির চর্চাই হইবে এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ("The bounds of its investigations will be the geographical limits of Asia, and within these limits its enquiries will be extended to whatever is performed by man or produced by nature.")।

যে ত্রিশজন ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি গঠিত হয়। ইঁহাদের মধ্যে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রবার্ট চেম্বার্স (1737-1803), সার জন শোর (1751-1834) ও চার্লস উইলকিন্সের (1750-1836) নাম উল্লেখযোগ্য। এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার চারি বৎসর পূর্বে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ডাচ্ পণ্ডিতগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আর একটিমাত্র প্রাচ্য-বিদ্যা-চর্চা কেন্দ্র ছিল জাভা বা যবদ্বীপের বাটাভিয়া নগরীস্থ Bataviaasch Genootschap Van Kunst en Wittenschappen। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরে সোসাইটির আদর্শেই ১৮২২ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরীতে 'সোসাইটি এশিয়াটিক' ও ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ গ্রেট ব্রিটেন য়্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই উত্তরকালে আমেরিকার ওরিয়েণ্টেল সোসাইটি (ইয়েল, নিউ হ্যাভেন ১৮৪২) ও জার্মান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটি (Deutsche Morgenlandische Gessellschaft, 1844) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বোম্বাই, সিংহল, চীন ও মালয়ে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন য়্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি যে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান প্রেরণাদাতা ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে উহার সভাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান হয়। সোসাইটির উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ সমর্থন থাকা সত্ত্বেও সময়াভাবের জন্য হেষ্টিংস এই পদ গ্রহণে সম্মত না হওয়ায় তাঁহারই অনুরোধে জোন্স ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সোসাইটির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জোন্স এই আসন পরিত্যাগ করেন নাই।

জোন্স প্রতিবৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে সোসাইটির সাধারণ সভায়

প্রাচ্য-বিদ্যার কোন একটি বিষয়ে ভাষণদান করিতেন। ১৭৮৪ হইতে ১৭৯৩ পর্যন্ত তিনি এইরূপ দশটি ভাষণ দান করেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে জোন্সের বাৎসরিক ভাষণের বিষয় ছিল হিন্দু জাতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি। এই ভাষণদান প্রসঙ্গে জোন্স এই মত প্রকাশ করেন যে ইউরোপের প্রাচীন ভাষাগুলি ও প্রাচীন পারসিক ভাষা জেন্দ এবং সংস্কৃত ভাষা সমসূত্র হইতে উদ্ভূত একই গোষ্ঠির ভাষা। জোন্সের পূর্বে ইটালীদেশীয় পণ্ডিত Sasseti (১৫৮৫), ফরাসী পণ্ডিত Coerdoux (১৭৬৮) প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃতের সহিত গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। জোন্সের এই ঘোষণার ফলেই ইউরোপে তুলনামূলক ব্যাকরণ শাস্ত্রের চর্চা আরম্ভ হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত ফ্রেড্‌রিখ শ্লেগেল (১৭৭২—১৮২৯) তাঁহার 'ভারতীয় ভাষা ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডার' (Uber die sprache und Weiheit der Inder, 1808) নামক গ্রন্থে জোন্সের এই উক্তির প্রতিধ্বনি করেন। জার্মান পণ্ডিত বোপ (F. Bopp, 1781-1867) জোন্স ঘোষিত মতটিকে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রসঙ্গে অপর এক জার্মান পণ্ডিত গ্রীম (Jakob Ludwig Karl Grimm, 1785-1863) ও ডেনমার্কবাসী পণ্ডিত রেসমাস রাস্কের (Rasmus Rask, 1787-1832) নামও উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত ভাষণ ব্যতীত জোন্সের প্রদত্ত বাৎসরিক ভাষণগুলির নিম্নলিখিত তালিকা হইতে জোন্সের বহু বিস্তৃত অধ্যয়ন ও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যাইবে : On the Orthography of Asiatik words—1784 ; On the Gods of Italy, Greece and India 1785 ; On the Arabs, 1787 ; On the Tartars, 1788 ; On the Persians 1789 ; On the Chinese, 1790; On the Borderers (Mountaineers & Islanders of Asia), 1791 ; On the origin and Family of Nations, 1792; On the Asiatic History, Civil and Natural 1793।

জোন্সের এই ভাষণগুলি তাঁহারই সম্পাদিত সোসাইটির মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেস পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট হয় (এসিয়াটিক রিসার্চেস, ভলুম ১-৪)। ভাষণগুলি জোন্সের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীতেও স্থান পাইয়াছে।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জোন্স মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'

নাটকটির ইংরাজী অনুবাদ Sacontala or the Fatal Ring নামে প্রকাশ করেন। ইহার পূর্বে সংস্কৃত কোন নাটক কোন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় নাই। কালিদাসের রচনাকে জোন্সই সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রচারিত করেন। জোন্সের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বন করিয়া ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে গেঅর্গ ফরষ্টার জার্মান ভাষায় শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশ করিলে উহা জার্মান মনীষী মহাকবি গ্যেটে ও হার্ডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শকুন্তলার রচনানৈপুণ্যে বিমোহিত হইয়া গ্যেটে লিখিয়াছিলেন যে বসন্তের পুষ্প ও পরিণত ফল এবং স্বর্গ ও মর্তের দুর্লভ সমাবেশ যদি কেহ দেখিতে চান তবে শকুন্তলাই তাঁহার উপজীব্য।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জোন্স বিষ্ণুশর্মা রচিত হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদটি জোন্সগ্রন্থাবলীর ত্রয়োদশভাগে সন্নিবিষ্ট হয় (১৮০৭)। পর বৎসর (১৭৯২) জোন্স মহাকবি কালিদাস রচিত ঋতু-সংহার কাব্যটি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকটিই সংস্কৃত ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ কাব্যটিও জোন্স ইংরাজীতে সর্বপ্রথম অনূদিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই অনুবাদটি তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় (৪র্থ ভাগ)।

হিন্দুস্মৃতি অনুযায়ী ভারত শাসনের সুবিধার্থ চার্লস উইলকিন্স মনুসংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাত্র এক তৃতীয়াংশ অনুবাদের পর উইলকিন্স এই কর্ম ত্যাগ করায় জোন্স এই কার্যের ভার লইয়া বিপুল পরিশ্রম সহকারে উহা সম্পন্ন করেন। জোন্সের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (The Institutes of Hindu Law or the Ordinances of Menu according to glossary of Culluca, 1794)। ইসলামী উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও জোন্স একটি গ্রন্থ রচনা করেন (Mohammedan Law of succession of property to intestates and Mohammedan Law of inheritace. 1792)।

ভারতে আসিয়া ও প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সুযোগ পাইয়া জোন্স সাতিশয় আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। অবসরকালে কলিকাতার বাহিরে নানাস্থানে গিয়া তিনি এই সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিতে ভালবাসিতেন। ভারতে আসিয়া তিনি যে বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভূতপূর্ব ছাত্র লর্ড আলথোপের নিকট লিখিত একটি পত্র হইতে বুঝা যায় (দ্রঃ Asiatic Jones, Arberry, P. 22)।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড আলথে,াপকে লিখিত আর একটি পত্রে তিনি জ্ঞাপন করেন যে, যে কোন ইউরোপীয় অপেক্ষা এই দেশ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান অর্জনই তাঁহার লক্ষ্য।

সংস্কৃত অধ্যয়নের গুরু পরিশ্রমে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জোন্স অসুস্থ হইয়া পড়েন, এই সময় রোগশয্যায় ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং উদ্ভিদ-বিদ্যায় গবেষণার জন্য বহু পরিশ্রমে প্রচুর তথ্যসংগ্রহ করেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইংল্যাণ্ডে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে একটি পত্র লিখিয়া তিনি জানান যে, উদ্ভিদ-বিদ্যা-চর্চা এবং পণ্ডিতদের সহিত দেবভাষায় (সংস্কৃতে) কথোপকথনই তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা সুখপ্রদ (দ্রঃ Asiatic Jones, Arberry, P. 27)। আধুনিক ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার অন্যতম প্রবর্তক জোন্সের নাম চিরস্মরণীয় করার নিমিত্ত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডাঃ উইলিয়ম রক্সবার্গ ভারতীয় সাহিত্যে সুপরিচিত অশোক বৃক্ষের "জোনেসিয়া অশোক" (Jonesia Asoka) নামকরণ করেন। এই বৃক্ষটি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে রক্সবার্গ প্রদত্ত নামেই পরিচিত হইয়াছে। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান ব্যতীত ভারতের অতীত ইতিহাস, ভূবৃত্তান্ত, হিন্দু-সঙ্গীত ও প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও জোন্সের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এই সব বিষয়ে তিনি অনেকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধও রচনা করিয়াছিলেন। এই সব বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণারও তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ।

সুপ্রীম কোর্টের কর্মক্ষেত্রে, এশিয়াটিক সোসাইটির পরিচালনায় ও নিজের ব্যক্তিগত বিদ্যাচর্চার পরিবেশে জোন্স ভারতে আসিয়া সবিশেষ হৃষ্টবোধ করেন ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। জোন্স-পত্নী আনা ছিলেন পতির একান্ত অনুগতা সহধর্মিণী, স্বামীর প্রতিটি কাজে তাঁহার আন্তরিক সমর্থন ও উৎসাহ ছিল। ভারতে আসিয়া তাঁহার শরীর ভাল থাকিত না তথাপি তিনি চিকিৎসকদের পরামর্শমত স্বামীকে ভারতে একাকী রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হইতেন না। ভারতে স্বাস্থ্যোদ্ধারের কোন আশা না থাকায় অগত্যা জোন্স-পত্নী ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত ত্যাগ করেন। ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আরও অধিকতররূপে আয়ত্ত না করিয়া ভারত ত্যাগ করিবার স্পৃহা জোন্সের ছিল না—কিন্তু স্ত্রীর বিচ্ছেদ দীর্ঘকাল সহ্য করা তাঁহার মত অনুরক্ত স্বামীর পক্ষে সম্ভব হইবে না চিন্তা

করিয়া তিনি পরিকল্পনা করেন যে, আরও এক বৎসরকাল ভারতে বাস করিয়া মনুস্মৃতির অনুবাদ প্রকাশান্তে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবেন। স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবার জন্য তাঁহাকে ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছিল নতুবা আদৌ তাঁহার ভারত ত্যাগের ইচ্ছা ছিল না। বিধাতার অমোঘ বিধানে সশরীরে ভারত ত্যাগ করা জোন্সের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। স্ত্রীর সহিতও তিনি ঈপ্সিত মিলন ইহলোকে আর লাভ করেন নাই।

বাল্যকাল হইতেই জোন্স অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। ভারতে আসিয়া বিচারকের কার্য করিয়া যে অবসরটুকু পাইতেন তাহা তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে ও নিজের পড়াশুনায় ব্যয় করিতেন। আহার-বিহারে তিনি যথেষ্ট সংযমী ছিলেন, তথাপি সাধ্যাতিরিক্ত গুরু পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল জোন্স অসুস্থবোধ করিয়া শয্যাগ্রহণ করেন। সপ্তাহকালের মধ্যে ২৭শে এপ্রিল কলিকাতায় তিনি পরলোকগমন করেন। জোন্সের পরলোকগমন সংবাদে কলিকাতার দেশীয় বিদেশীয় সকল প্রকার নাগরিকই শোকমগ্ন হয়। বহু দেশীয় পণ্ডিতের সহিত জোন্সের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল, জোন্সের মৃত্যুতে তাঁহারা আত্মীয় বিয়োগ বেদনা অনুভব করেন। উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে জোন্সের নশ্বর দেহ পার্ক ষ্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয় (সাউথ পার্ক ষ্ট্রীট বেরিয়াল গ্রাউণ্ড)। জোন্সের ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সমাধিক্ষেত্রের স্মৃতিস্তম্ভের মর্মর ফলকে তাঁহারই রচিত এই কয়টি পংক্তি খোদিত করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে ন্যায়পরায়ণ, উদার হৃদয়, পরদুঃখকাতর, মহানুভব জোন্সের প্রকৃত পরিচয়ই ইহার মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে :

HERE WAS DEPOSITED
THE MORTAL PART OF A MAN,
WHO FEARED GOD, BUT NOT DEATH,
AND MAINTAINED INDEPENDENCE,
BUT SOUGHT NOT RICHES,
WHO THOUGHT
None below him but those base and unjust,
None above him but the wise and virtuous

Who loved
His parents, kindred, friends, country
With an ardour
Which was the chief source of
All his pleasures and pains
AND WHO HAVING DEVOTED
HIS LIFE TO THEIR SERVICE
and To
The improvement of His mind
Resigned it Calmly,
Giving Glory to his Creator,
Wishing peace on Earth
And with
Good Will To All Creatures.

জোন্সের অকাল মৃত্যুর পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লণ্ডনের সেণ্টপলস্ ক্যাথিড্রেলে জোন্সের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকস্তম্ভ উৎসর্গ করেন। জোন্সের একটি মর্মরমূর্তিও কোম্পানীর ব্যয়ে নির্মিত হইয়া কলিকাতায় স্থাপনের জন্য প্রেরিত হয়। জোন্স-পত্নী স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি কলেজের ভোজনাগারের পার্শ্বে তাঁহার একটি মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জোন্সের সমগ্র প্রকাশিত রচনা একত্রিত করিয়া ছয়খণ্ডে উহা সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করেন (The Works of Sir William Jones, London, 6 vols, Ed. by Anna Maria Jones)। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে জোন্সের পক্ষে তদীয় সহধর্মিণী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীই "সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রশংসনীয় ও অবিনশ্বর কীর্তিস্তম্ভ" (দ্রঃ-পৃঃ ১৯৫, জীবন-চরিত, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী, শিক্ষা ও বিবিধ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৪৬)। ভারতের গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোর (পরে লর্ড টেনমাউথ) জোন্সের একজন গুণমুগ্ধ সুহৃৎ ছিলেন। ইনি সার উইলিয়ম জোন্সের মহাপ্রয়াণকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন। জোন্সের জীবনী ও রচনাবলী সম্বন্ধে তিনি দুইখণ্ডে একটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন (Memoirs of Life, Writings

and Correspondence of Sir William Jones—Lord Teignmouth, London, 1804)। জোন্সের সমগ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তেরটি খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হয়। লর্ড টেনমাউথের পুস্তকটি এই গ্রন্থাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগরূপে সন্নিবিষ্ট হয়। এখানে প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে সার জন শোর সার উইলিয়ম জোন্সের মৃত্যুর পর এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতিরূপে তাঁহার শূন্য আসন পূর্ণ করিয়াছিলেন।

জোন্স তাঁহার জীবদ্দশাতেই "এশিয়াটিক জোন্স" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন ; এশিয়ার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার প্রতীচ্য জগতের নিকট উন্মুক্ত করিয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। নিজকৃত অজস্র অনুবাদের মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য জগতকে প্রাচ্য-ভাষার অমূল্য সম্পদগুলির সহিত পরিচিত করাইয়াছিলেন। জোন্স ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে সাধারণ খৃষ্টানসুলভ ধর্মান্ধতা ছিল না। তিনিই প্রথম ইউরোপীয় যিনি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি কারতে পারিয়াছিলেন এবং ইউরোপে তাহা প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। জোন্সের রচনার মাধ্যমে প্রাচ্য ভাবধারা অষ্টাদশ শতকে ইংরাজী সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া উহার পুষ্টি সাধন করে। এই শতকের সাদে (Robert Southey, 1774-1843), টমাস মুর (Thomas Moore, 1779-1852), শেলী (P. B. Shelley, 1792-1822), টেনিসন (Alfred Tennyson, 1809-92) প্রভৃতির রচনায় উইলিয়ম জোন্সের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতে বাসকালে জোন্স দুর্গা, ভবানী, সূর্য, গঙ্গা, ইন্দ্র, মহাদেব, লক্ষ্মী, সরস্বতী, নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে ভারতীয় কল্পনা অনুযায়ী ইংরাজী ভাষায় কতকগুলি স্তোত্র রচনা করেন। ইহার মধ্যে কয়েকটি ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক মিসেলেনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এই স্তোত্রগুলি জোন্সের সম্পূর্ণ গ্রন্থ-সংগ্রহে (ত্রয়োদশ খণ্ড) ও পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। জোন্সের শকুন্তলার সাবলীল অনুবাদ ও স্তোত্র সংগ্রহ অষ্টাদশ শতকের ইংরাজ কবিকুলের প্রিয় পাঠ্য ছিল (দ্রঃ Oriental Influences in the English Literature of the Early Nineteenth Century—Marie E. D. Meester, p. 10)। শেলীর প্রথম জীবনের রচনায় যে নাস্তিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়—উত্তরকালে প্রকৃতি-পূজা ও অধ্যাত্ম-চেতনা তাহার স্থান অধিকার করে।

উইলিয়াম জোন্সের রচনার প্রভাবই শেলীর এই মানসিক বিবর্তনের কারণ বলিয়া অনুমিত হয় (দ্রঃ—Sir William Jones and English Literature—Pinto. V. De. Sola, P. 694)। অধ্যাপক হিউয়েটর মতে জোন্সের "হিমস্ টু নারায়ণ" দ্বারা প্রভাবিত হইয়া শেলী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কবিতা "হিমস্ টু ইনটেলেকচুয়াল বিউটি" রচনা করেন (দ্রঃ—Harmonious Jones—R. M. Hewitt)। কীটস্-এর 'হাইপেরিয়ন' কবিতার প্রথমাংশের উপর জোন্সের 'হিমস্' গুলির প্রভাবও লক্ষণীয় (দ্রঃ—Anglo Indian Verse—H. Sharp, P. 100)।

জোন্স ও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি

বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত, সুলেখক ও সুকবি হিসাবে সার উইলিয়াম জোন্স অবশ্যই স্মরণীয় পুরুষ কিন্তু কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-রূপে তিনি যে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার অপর সকল কীর্তিকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। বর্তমানে জোন্স প্রতিষ্ঠিত এই সোসাইটির বয়স ১৯৩ বৎসর চলিতেছে। সোসাইটির প্রায় দুই-শতাব্দীব্যাপী ইতিহাসের আলোচনা সোসাইটি প্রতিষ্ঠাতা জোন্সের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এশিয়াটিক সোসাইটি ইহার সূচনাকাল হইতে ভাষা, সাহিত্য ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, (Epigraphy and Palæography) মুদ্রাতত্ত্ব, শিল্পকলা, ধর্ম, দর্শন ও লোকসাহিত্যের গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেরণাতেই ইউরোপে সংস্কৃতচর্চার প্রসার হইয়াছে। গত দেড়শত বৎসরে ইউরোপে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার উৎসস্থল কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি। এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মী জেমস প্রিন্সেপ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মী লিপির পাঠোদ্ধার করেন। সোসাইটির অন্যান্য গবেষকগণ কর্তৃক লিপি-মালার পাঠোদ্ধার ও প্রাচীন মুদ্রাগুলির কাল নির্ণয় দ্বারা ভারতের অতীত ইতিহাস উদ্ধারে সহায়তা করা হইয়াছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গবেষণায় অগ্রণী এশিয়াটিক সোসাইটির দৃষ্টান্তে ভারত সরকার ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ (Archæological Survey of India) প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্বুদ্ধ হন। ভারতের মুদ্রাতত্ত্ব-সমিতি ও সম্মেলন (Numismatic Society of India and All India

Numismatic Conference) এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যগণ কর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ভারত সরকারের ভাষা সমীক্ষা বিভাগ (Linguistic Survey of India) সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট হয়। প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়েও এশিয়াটিক সোসাইটির দান অসামান্য। দেশে ও বিদেশে এই বিষয়ে সোসাইটির কর্ম-প্রণালীই আদর্শ হইয়া আছে। শতবর্ষ পূর্বে সোসাইটি 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা' (Bibliotheca Indica) নামীয় গ্রন্থমালায় অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ করে, এই গ্রন্থমালায় এযাবৎ কয়েক শত পুস্তক অতি সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা জোন্সের পরে সোসাইটির উল্লেখযোগ্য কর্মিদের মধ্যে উইলকিন্স, কোলব্রুক, উইলসন, প্রিন্সেপ, কানিংহাম, ব্লকম্যান (Blochman 1838-1878), বিভারিজ, হজসন, কোমা দ্য করোসী, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) মহোমহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) প্রভৃতি ভারতবিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিক্‌পাল পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠাকালে জোন্স সোসাইটির উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, এশিয়ার ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে মনুষ্য-কৃত সকল বিষয় ও প্রকৃতি-সৃষ্ট সমুদয় বস্তু সোসাইটির আলোচনীয় হইবে। প্রতিষ্ঠাতার পরিকল্পনা অনুযায়ী সোসাইটি প্রথম হইতেই বিজ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হয়। সোসাইটি প্রকাশিত Transactions ও Journal ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানালোচনা প্রবর্তন করিয়াছিল। এই দুইটির মাধ্যমেই ভারতে গণিত, আবহতত্ত্ব, সমুদ্র-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ (Tidal Observation), ঝটিকাগতিতত্ত্ব (Law of Storms), বিদ্যুৎতত্ত্ব, ভূ-বিজ্ঞান, পশুতত্ত্ব (Zoology), উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, ভূগোল, জাতিতত্ত্ব (Ethnology), রসায়ন-শাস্ত্র প্রভৃতির চর্চা অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়। ভারতে ভূতত্ত্ববিদ্যার জন্মদাতা Voysey ও ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষার প্রবর্তক Thomas Oldham (1816-1873), William Lambton (1756-1823), Thomas John Newbold (1807-1850) প্রভৃতি খ্যাতিমান ভূতত্ত্ববিদ্‌দের প্রাথমিক কর্মকেন্দ্র ছিল এশিয়াটিক্ সোসাইটি। আলিপুর পশুশালার প্রথম অধ্যক্ষ সোয়েনড্ডার (Schwendler), ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যার জন্মদাতা রক্সবার্গ (Roxburgh, 1751-1815), নৃতত্ত্ববিদ্ ডালটন (E. T. Dalton, 1815-1880) প্রভৃতি সোসাইটির

সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং ইঁহাদের গবেষণাগুলি সোসাইটির পত্রিকাগুলিতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ভারতে বিজ্ঞানের সকল শাখাগুলিরই আলোচনার সূত্রপাত সোসাইটির মাধ্যমেই হইয়াছিল ইহা বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। আধুনিক কালে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়দ্বয়ের প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রবন্ধ দুইটিই এশিয়াটিক সোসাইটিতেই পঠিত ও সোসাইটির পত্রিকাতেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিভাগগুলির প্রায় সব কয়টিই সোসাইটির প্রেরণায় ও সহায়তায় সৃষ্ট হইয়াছে ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতীয় ত্রিকোণ-মিতি-সমীক্ষা (১৮১৮), ভারতীয় ভূতত্ত্ব সমীক্ষা (১৭৫১), ভারতীয় আবহ বিভাগ (১৮৭৫), ভারতীয় পশু-বিজ্ঞান সমীক্ষা (১৯১১), ভারতীয় উদ্ভিদ-বিদ্যা সমীক্ষা (১৯১২) ও অধুনা সৃষ্ট নৃতত্ত্ব বিভাগের নাম করা যাইতে পারে। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনস্, আলিপুর পশুশালা ও ভারতীয় যাদুঘর (Indian Museum) প্রতিষ্ঠায় এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা অতি উল্লেখযোগ্য। আধুনিককালে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির চেষ্টাতেই 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস' জন্মলাভ করে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের এই প্রমুখ সংস্থা আবার অনেকগুলি শাখা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা। এশিয়াটিক সোসাইটিতে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত একটি চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাখাও কার্যকরী ছিল। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠায় সোসাইটির কোন প্রয়াস ছিল কিনা ইহা বর্তমানে নিশ্চিত-রূপে বলা যায় না, তবে সোসাইটির পুরাতন কাগজপত্রে দেখা যায় যে সোসাইটির কয়েকজন সদস্য গত শতাব্দীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে মেডিকেল কলেজে বিশিষ্ট দায়িত্বভার বহন করিতেন। কলিকাতায় একটি 'ট্রপিকাল স্কুল অফ্ মেডিসিন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এশিয়াটিক সোসাইটির একজন ভূতপূর্ব সভাপতি ডক্টর অ্যানাডেল্ (Dr. N. Annadale) কর্তৃকই সর্বপ্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল।

'ট্রপিক্যাল স্কুল অফ্ মেডিসিন' প্রতিষ্ঠার পর সোসাইটির চিকিৎসা-বিদ্যাসংক্রান্ত সকল পত্রিকাদি এই স্কুলের লাইব্রেরীতে দান করা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ২৯ জন ফেলো লইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার মধ্যে ২০ জন ছিলেন সোসাইটির অতি উৎসাহী

সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলারের আসন যিনি অলঙ্কৃত করেন তিনি ছিলেন এই সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি স্যার জেমস উইলিয়ম কোলভিল (Sir James William Colville, 1810-1880)। বর্তমানেও সোসাইটির জার্ণালে (Journal) বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের গবেষণাদি প্রকাশ করা হয়। বর্তমানেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সোসাইটি হইতে ১১টি পদক পুরস্কার বিতরিত হইয়া থাকে। ইতিহাস বিষয়ে গবেষণার জন্যও তুইটি পদকের ব্যবস্থা আছে। সোসাইটি কর্তৃক পুরস্কৃতদের মধ্যে সকলেই বিশ্বব্যাপী খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সোসাইটিতে গবেষণা কার্যের জন্য নিম্নলিখিত চারিটি রিসার্চ ফেলোশিপের ব্যবস্থা আছে—স্যার উইলিয়ম জোন্স ফেলোশিপ (সংস্কৃত গবেষণা), রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ফেলোশিপ (বৌদ্ধশাস্ত্র গবেষণা), জেমস প্রিন্সেপ স্কলারশিপ (লিপিতত্ত্ব ও মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা), আর. জি. কেসি ফেলোশিপ (ইসলামীয় গবেষণা)।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সোসাইটি একটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। সোসাইটির মিউজিয়মে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি সংগৃহীত হইবে স্থিরীকৃত হয়—প্রস্তর, তাম্র অথবা প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভের উপর উৎকীর্ণ লিপি (হিন্দু অথবা মুসলমান শাসন-কালীন), হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন পুঁথি, প্রাচ্যদেশীয় যুদ্ধাস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, ধর্মীয় কার্যে ব্যবহৃত তৈজসাদি, কুটির-শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি (implements of native art and manufacture), ভারতেই যাহা পাওয়া যায় এমন প্রাণীর শুষ্ক অথবা সংরক্ষিত মৃতদেহ, (stuffed) এই জীবজন্তুর সম্পূর্ণ কঙ্কাল অথবা অস্থি, শুষ্ক ফল ও লতাগুল্ম, খনিজ দ্রব্য, পরিষ্কৃত ও অপরিষ্কৃত লৌহপিণ্ড (ওরস), উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে প্রস্তুত দ্রব্য (খই, চিঁড়া, মুড়ি, গুড় প্রভৃতি), ধাতব দ্রব্য ইত্যাদি। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সোসাইটির মিউজিয়ম বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলে এই বৎসর মিউজিয়মে সংগৃহীত দ্রব্যাদির একটি তালিকা-পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১০৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে সোসাইটি গভর্ণমেণ্টকে সর্বসাধারণের জন্য একটি মিউজিয়ম স্থাপনে অবহিত করিতে থাকে। সোসাইটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্টকে জানান যে গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়ম স্থাপন করিলে সোসাইটির নিজস্ব সংগ্রহ গভর্ণমেণ্ট-মিউজিয়মে দান করা হইবে। সোসাইটির নিকট হইতে অবিরত অনুরোধ পাইয়া ভারত সরকার অবশেষে

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে একটি Act এর দ্বারা কলিকাতায় 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' স্থাপন করেন। সোসাইটির পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব ও পশু-বিদ্যা সংক্রান্ত সকল সংগ্রহগুলি লইয়া এইভাবে ভারতীয় যাদুঘর বা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রতিষ্ঠা হয়। পরে সোসাইটির মুদ্রাসংগ্রহও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে দান করা হয়। সোসাইটির প্রেরণা ও অকুণ্ঠ দানেই 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' বর্তমানে বিশ্বের একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহশালায় পরিণত হইতে পারিয়াছে।

সোসাইটির কার্যবিবরণী (সভায় পঠিত প্রবন্ধাদি সহ) 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' নামীয় পত্রিকায় ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৭৮৮-১৮৩৮ পর্যন্ত এই পত্রিকার ২০টি খণ্ড প্রকাশিত হয়, এই খণ্ডগুলির বিষয়বস্তুর নির্ঘণ্ট হিসাবে আরও একটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। সোসাইটির প্রয়োজনের অনুপাতে এশিয়াটিক রিসার্চেসের আয়তন পরিমিত না হওয়ায় কিছুকাল অবশিষ্ট তথ্যাদি হোরেস হেমান উইলসন প্রবর্তিত 'কোয়াটার্লি ওরিয়েণ্টাল জার্ণাল' (১৮২১-১৮২৭) এবং "ট্রানজাক্সানস অফ দি মেডিকেল অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি" পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক রিসার্চেসের পরিপূরক এই দুইটি পত্রের প্রকাশ বন্ধ হইয়া গেলে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এইগুলি জে. ডি. হারবার্টের "গ্লিনিংস ইন সায়েন্স" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ এই পত্রিকার ভার গ্রহণ করিলে সোসাইটির অনুমতিক্রমে এই পত্রিকাটির নাম পরিবর্তন করা হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এই পত্রিকাটি "জার্ণাল অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামে প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। ১০ বৎসর কাল এই পত্রিকাটি জেমস প্রিন্সেপের নিজ দায়িত্ব ও ব্যয়ে প্রকাশিত হইত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির নিজস্ব পত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকা বিলুপ্ত হইলে সোসাইটি স্বয়ং প্রিন্সেপ প্রবর্তিত "জার্ণাল অব্ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল"-এর পরিচালন ভার গ্রহণ করে। এই জার্ণালের প্রথম সিরিজে (১৮৩২-১৯০৪) প্রত্যেকের দুইটি ভাগসহ মোট ৭৫ মূল খণ্ড আরও অতিরিক্ত কয়েকটি খণ্ডসহ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬৫ হইতে ১৯০৪ পর্যন্ত সোসাইটির কার্যবিবরণী ৪০টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত সোসাইটির জার্ণাল (দ্বিতীয় সিরিজ) কার্যবিবরণীসহ ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। জার্ণালের তৃতীয় সিরিজে (১৯৩৫-১৯৫৮ পর্যন্ত) ২৪টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও বার্ষিক বিবরণী এই খণ্ডগুলির

অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৯ হইতে জার্ণালের চতুর্থ সিরিজ আরম্ভ হইয়াছে। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের উনবিংশ খণ্ড হইতে এই জার্ণালটি "জার্ণাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত সোসাইটি হইতে এ পর্যন্ত ১২ খণ্ড 'মেমোয়ারস্' (Memoirs) ও এক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে রচিত ২১ খণ্ড পুস্তক (মনোগ্রাফস্) প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সোসাইটি হইতে একটি 'মান্থলি বুলেটিন' প্রকাশিত হইতেছে।

শতবর্ষ পূর্বে সোসাইটি 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করে। এই গ্রন্থমালায় এ যাবৎ প্রায় ৬৮০ খানি প্রাচীন মূল্যবান পুস্তক অতি দক্ষতার সহিত বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক সম্পাদিত বা অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, তিব্বতীয়, বাঙ্গালা, মৈথিলী, রাজস্থানী, কাশ্মীরী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার এতগুলি পুস্তকের সুষ্ঠু সম্পাদন, অনুবাদ ও প্রকাশ এশিয়াটিক সোসাইটির অতন্দ্র কর্মকুশলতার পরিচায়ক। তিব্বতীয় ভাষা ও তিব্বত বিদ্যাচর্চায় বিশ্বে এশিয়াটিক সোসাইটিই পথপ্রদর্শক। 'বিবলিওথেকা ইণ্ডিকা' সিরিজের এতগুলি পুস্তক প্রকাশ ব্যতীত সোসাইটির সাহায্যে আরও প্রায় চল্লিশটি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন পুঁথি সম্বন্ধে সোসাইটি অনেকগুলি প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রকাশ করে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি প্রাচ্য বিদ্যা-ধুরন্ধরদের দ্বারা রচিত এই রিপোর্টগুলির সহায়তায় বহু মূল্যবান পুস্তক চিরবিস্মৃতির অতলগর্ভ হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছে।

বর্তমানে সোসাইটির পাঠাগার পাঁচ ভাগে বিভক্ত (১) সাধারণ বিভাগ (২) সংস্কৃত বিভাগ, (৩) ইসলামী বিভাগ, (৪) ভোটমোঙ্গল বিভাগ, (৫) লেখমালা ও মুদ্রা বিভাগ। সাধারণ বিভাগে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রিত পুস্তক আছে। পুস্তকগুলির অধিকাংশ ভারততত্ত্ব, এশিয় লোকসাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্বন্ধীয়। এই পুস্তকগুলির মধ্যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুদ্রিত পুস্তকও আছে। এই সংগ্রহের বহু পুস্তক অন্যত্র দুর্লভ। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত গবেষণামূলক সাময়িক পত্র-সংগ্রহও এই বিভাগের বৈশিষ্ট্য। সোসাইটির সংস্কৃত বিভাগে মুদ্রিত ও অমুদ্রিত উভয় প্রকার পুস্তকই আছে। এই বিভাগে সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় ৪০,০০০ ; এইগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন পুঁথিটির লিপিকাল সপ্তম শতাব্দী। ভারতের প্রায় প্রতিটি ভাষায়

এবং প্রচলিত প্রায় প্রতিটি লিপিতে (স্ক্রিপ্‌টস) লিখিত এই পুঁথিগুলি হইতে ভারত-বিস্তার বহু বিস্তৃত শাখাগুলির অতীত সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুঁথিগুলির মধ্যে কতকগুলি চিত্রিত পুঁথিও আছে। ইহাদের কোন কোনটি দশম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুঁথিগুলিতে হস্তনির্মিত কাগজ ব্যতীত তালপত্র, ভূর্জপত্র, ও সোলা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইসলামী বিভাগে মুদ্রিত পুস্তক ব্যতীত আরবী, ফার্সী, তুর্কী, পুস্ত প্রভৃতি ভাষায় লিখিত ছয় সহস্র পুঁথি আছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পুঁথি চিত্রিত। ইসলামী সংগ্রহের কিছু কিছু পুঁথি একদা মুঘল সম্রাটদের রাজকীয় পাঠাগারে রক্ষিত ছিল। ভোট-মোঙ্গল বিভাগে (সিনো-টিবেটিয়ান সেকশন্) চীনা ও তিব্বতীয় ভাষার পুঁথি ব্যতীত চৈনিক ভাষায় কাষ্ঠে খোদাই পুঁথি আছে (Xylographs)। চীনা ভাষায় লিখিত পুঁথিগুলি ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনুবাদ। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগে বর্মা, যবদ্বীপ শ্যাম ও সিংহল দেশ হইতে সংগৃহীত এই সব দেশীয় ভাষায় লিখিত পুঁথিও আছে। লেখমালা ও মুদ্রা বিভাগে—খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত প্রায় অর্ধশত তাম্রশাসন আছে। ১৯০৬ পর্যন্ত সোসাইটির সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাগুলি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে দান করা হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের পর সংগৃহীত মুদ্রাগুলিই বর্তমানে সোসাইটির সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। সোসাইটির লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত পুঁথির তালিকা অনেকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, বাকী খণ্ডগুলি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য সোসাইটির গ্রন্থশালা বিদ্যোৎসাহিদের নিকট অবারিত।

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর বিংশ বর্ষকাল ধরিয়া সুপ্রীম কোর্টের "গ্রাণ্ড জুরী" কক্ষে সোসাইটির সভা অনুষ্ঠিত হইত। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির সভাপতি সার উইলিয়ম জোন্সের মৃত্যুর পর এই "গ্রাণ্ড জুরী রুম" ব্যবহার লইয়া অসুবিধা দেখা দিলে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ গভর্ণমেণ্টকে সোসাইটির জন্য একখণ্ড জমি দিবার জন্য অনুরোধ জানান। ইহা আরও স্থির করা হয় যে সদস্য শ্রেণীভুক্ত হওয়ার সময় প্রার্থীগণকে দুইটি সুবর্ণ মুদ্রা (মোহর) প্রবেশ দর্শনী দিতে হইবে। সদস্যদের দেয় ত্রৈমাসিক এক মোহর চাঁদা ও প্রবেশকালীন চাঁদা হইতে উদ্বৃত্ত অর্থ সোসাইটির গৃহনির্মাণ কাজে ব্যয়িত হইবে স্থির করা হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার পার্ক ষ্ট্রীটে

একখণ্ড জমি সোসাইটিকে দান করেন। সরকারী পূর্ত-বিভাগের ক্যাপটেন লক (Captain Lock) কর্তৃক প্রস্তুত পরিকল্পনা অনুযায়ী সোসাইটির নিজস্ব ভবন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। গত দেড় শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া এই ভবনটি সোসাইটির কর্মকেন্দ্র। ১নং পার্ক ষ্ট্রীটের এশিয়াটিক সোসাইটি ভবন কলিকাতার প্রাচীন সৌধগুলির অন্যতম। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সংলগ্ন কিছু ভূমিখণ্ড লাভের পর সোসাইটি ভবন কিছু সম্প্রসারিত হয়। সোসাইটির কর্মধারার বিস্তৃতি হেতু এই বিশাল ভবনটিতেও স্থানাভাব অনুভূত হওয়ায় ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে এই ভবনটি বর্তমানে পশ্চিম দিকে চৌরঙ্গী সরণি অভিমুখে সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়াবী ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণন সোসাইটিব নব-নির্মিত সম্প্রসারিত ভবনের দ্বার উন্মোচন করেন।

সোসাইটি ভবনের মধ্যে প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত অনেক গুলি চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। Rubens, Guido, Domenichino, Reynolds, Canaletti, Kettle, Home, Chinnery, Poe, Daniel, Say প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত শিল্পীগণ অঙ্কিত চিত্রাবলীর সমাবেশে সোসাইটি ভবন চিত্রামোদিগণের অবশ্য দর্শনীয়। প্রসিদ্ধ ভাস্করদের দ্বারা নির্মিত কয়েকটি মর্মর মূর্তি ও সোসাইটির অভ্যন্তর ভাগের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। যাঁহাদেব মূর্তি এখানে রক্ষিত আছে তাঁহাদের সকলের সেবায় সোসাইটি তথা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছিল। সোসাইটি ভবনে প্রবেশ করিলে মনে হয় যে পরলোকগত জ্ঞানসাধকদের প্রতিমূর্তিগুলি শরীরীরূপে উত্তরসাধকদের সাধনা সাগ্রহে লক্ষ্য করিতেছে।

উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠার সময় সোসাইটির নাম ছিল The Asiatick Society, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক শব্দ হইতে K বর্ণটি বাদ দেওয়া হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ সোসাইটির অনুমতিক্রমে 'গ্লিনিংস ইন্ সায়েন্স' পত্রিকাটি "জার্ণাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে প্রকাশ আরম্ভ করেন। লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত নামসাযুজ্যে পাঠকেরা বিভ্রান্ত হইতে পারেন ভাবিয়া প্রিন্সেপ ইহা "জার্ণাল অব এশিয়াটিক্ সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামে প্রকাশ করেন। "এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" অভিধাটি জার্ণালের মধ্য দিয়া সুপরিচিত ও বহু ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সোসাইটি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে কাগজ পত্রাদিতে

সরকারীভাবে এই নামটিরই ব্যবহার আরম্ভ করে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী সোসাইটির ১৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় সদস্যগণ রাজকীয় অনুমতি সাপক্ষে সোসাইটির নাম 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি' রাখার সিদ্ধান্ত করেন। ভারতের গবর্নর জেনারেলের নিকট হইতে প্রাপ্ত রাজকীয় অনুমতি অনুসারে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সোসাইটি "রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল" নামে পরিচিত হইতে থাকে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর রয়েল ও বেঙ্গল কথা দুইটি বাদ দিয়া ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে সোসাইটি ইহার প্রাচীনতম নামটি গ্রহণ করিয়া "এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে পুনরায় পরিচিত হইয়াছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির সেবা-ধন্য ভারতবাসির অন্তরে ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহামতি সার উইলিয়ম জোন্সের স্মৃতি চিরকাল ভাস্বর হইয়া বিরাজ করিবে ইহাই আশা করা যায়।

তথ্যপঞ্জী : The Works of Sir William Jones (6 vols). Ed. by Anna Maria Jones, London, 1799; in 13 vols, London, 1807.

The Poetical Works of Sir William Jones, London, 1808.

The Poems of Sir William Jones in "The Works of the English Poets, VII" London, 1810.

Sir William Jones—the Orientalist,—G. H. Cannon (Jr). Honolulu, Hawai, 1952

Asiatic Jones—A. J. Arberry, London, 1946.

সার চার্লস উইল্‌কিন্স

(*Sir Charles Wilkins. 1750-1836*)

ইংল্যাণ্ডের সমারসেটশায়ারে (Somersetshire) ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে এক দরিদ্র পরিবারে চার্লস উইল্‌কিন্স জন্মগ্রহণ করেন। উইল্‌কিন্সের বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সংবাদ পাওয়া যায় না, অনেকের মতে তিনি ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ওয়াণ্টার উইল্‌কিন্স। পিতার দারিদ্র্যের জন্য চার্লস উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হন। নিজের চেষ্টায় যেটুকু জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন তদ্বারা স্বদেশে জীবিকা অর্জনের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া চার্লস ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'রাইটার' (writer) এর চাকুরী সংগ্রহ করিয়া ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে মাত্র একুশ বৎসর বয়সে ভারতে আগমন করেন। কলিকাতায় কিছুদিন চাকুরী করার পর তাঁহাকে মালদহে কোম্পানীর কুঠির অধ্যক্ষের সহকারী করিয়া পাঠানো হয়।

উচ্চশিক্ষা না পাইলেও উইল্‌কিন্স উচ্চাভিলাষী ও অধ্যয়নশীল ছিলেন। বাঙ্গলা দেশে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালা ও ফারসী শিখিতে আরম্ভ করেন ও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই দুইটি ভাষাই উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। এই সময়ে তাঁহার সহিত কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী ন্যাথেনিয়েল ব্রেসি হ্যালহেডের (N. B. Halhed) পরিচয় হয়। হ্যালহেডের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে উৎসুক হন ও একজন পণ্ডিতের সাহায্যে অচিরকালের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তিনি বোপদেব প্রণীত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টোজী দীক্ষিতের সিদ্ধান্ত কৌমুদী ও রামচন্দ্র প্রণীত সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণগ্রন্থ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে চার্লস উইল্‌কিন্সই সর্বপ্রথম সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

উইল্‌কিন্সের বন্ধু হ্যালহেড উত্তমরূপে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বাঙ্গালাভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য একটি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন। এই বইখানি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা হরফের

প্রয়োজন অনুভূত হয়। এই সময়ে মুদ্রাঙ্কনের জন্য বাঙ্গালা টাইপের সৃষ্টি হয় নাই। ইতিপূর্বে পর্ত্তুগালের লিসবন শহর হইতে তিনখানি বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল বটে তবে এইগুলি ছিল রোমান অক্ষরে মুদ্রিত। বোল্টস (Bolts) নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোক বাঙ্গালা টাইপ প্রস্তুতের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। দুঃসাহসী চার্লস উইল্‌কিন্স হ্যালহেডের ব্যাকরণ মুদ্রণের উদ্দেশ্যে এক প্রস্থ বাঙ্গালা টাইপ নির্মাণের কাজে অগ্রসর হইলেন, এই কাজে তাঁহার সামান্য পূর্ব-অভিজ্ঞতা ছিল। টাইপ বা হরফ প্রস্তুতের কাজে ঢালাই বা পেটাই-এর কাজ জানা একজন লোকের সন্ধান করিতে যাইয়া তিনি পঞ্চানন কর্মকার নামে একজন বাঙ্গালী কর্মকারকে সহযোগী পান। নিজহস্তে ছেনিদ্বারা বাঙ্গালা হরফের ছাপ প্রস্তুত করিয়া পঞ্চাননের সহায়তায় তিনি ব্যাকরণ প্রকাশের উপযোগী একপ্রস্থ হরফ প্রস্তুত করেন। এই হরফগুলি বিন্যস্ত করিয়া উইল্‌কিন্স ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীর সাহ্টার এণ্ড্রুজের ছাপাখানা হইতে হ্যালহেডের ব্যাকরণটি ছাপাইয়া বাহির করেন (A Grammar of Bengali Language, 1778)। হ্যালহেড তাঁহার ব্যাকরণের ভূমিকায় অকুণ্ঠ চিত্তে উইল্‌কিন্সের ঋণ স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন:

"In a Country so remote from all connexions with European Artists, he has been obliged to charge himself with all the various occupations of the Metallurgist, the Engraver, the Founder and the Printer. To the merit of invention he was compelled to add application of personal labour. With a rapidity unknown in Europe, he surmounted all the obstacles which necessarily clog the first rudiments of a difficult art as well as disadvantages of solitary experiment."

ক্যাক্সটন্ (William Caxton, 1412-1462) ইংরাজী টাইপ উদ্ভাবন করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন। চার্লস উইল্‌কিন্সকে বাঙ্গালা টাইপের জন্মদাতা বাঙ্গালার ক্যাক্সটন্ বলা যাইতে পারে। উইল্‌কিন্স জীবনে বহু কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালা হরফ উদ্ভাবনার কৃতিত্ব তাঁহার সকল কৃতিত্বকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী পঞ্চানন কর্মকারের দানও স্মরণীয়। পরে স্বাধীন ভাবে পঞ্চানন বাঙ্গালা

টাইপের আরও উন্নতি সাধন করেন। উত্তরকালে পঞ্চানন উইলিয়ম কেরীর (Dr. William Carey, 1761-1834) শ্রীরামপুরস্থ ব্যাপ্টিষ্ট্ মিশন প্রেসের সহিত যুক্ত ছিলেন। পঞ্চাননের জামাতা মনোহর ও মনোহরের এক পুত্রও দক্ষ হরফ প্রস্তুত-কারক হিসাবে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। উইল্‌কিন্স ও পঞ্চাননের প্রস্তুত টাইপগুলি কলিকাতায় কোম্পানীর প্রেস স্থাপিত হইলে সরকারী ইস্তাহার প্রভৃতি মুদ্রণের কাজে ব্যবহৃত হইত।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সার উইলিয়ম জোন্স (Sir Willam Jones, 1746-1794) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরূপে ভারতে আগমন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি উইল্‌কিন্সের সহিত পরিচিত হন। উইল্‌কিন্স ইতিমধ্যেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; সংস্কৃতে তাঁহার গভীর জ্ঞান দেখিয়া জোন্স মুগ্ধ হইয়া যান। উইল্‌কিন্সের সহায়তায় জোন্স অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন। জোন্স স্বীকার করিয়াছিলেন যে উইল্‌কিন্সের সাহায্য ব্যতীত তাঁহার পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা অসম্ভব হইত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী প্রাচ্য বিদ্যা গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে উইলিয়ম জোন্সের উদ্যোগে কলিকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ত্রিশজন সদস্য লইয়া 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় চার্লস উইল্‌কিন্স তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এশিয়াটিক সোসাইটির শতবর্ষ অতিবাহিত হইলে সোসাইটির শতবর্ষের ইতিহাস প্রকাশিত হয়, উহা রচনা করেন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বহু ভারত-সাধকের সেবাধন্য সোসাইটির শতবর্ষের জীবনে সোসাইটি যাঁহাদের নিকট সর্বাধিক ঋণী তাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা জোন্স সহ দ্বাদশজন কর্মীর নাম রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। চার্লস উইল্‌কিন্স ইঁহাদের মধ্যে অন্যতম (দ্রঃ Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal—from 1784 to 1883, Part I—Rajendra Lal Mitra)।

ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংস (Warren Hastings, 1733-1818) ভারতের ইতিহাসে একটি ধিক্কৃত চরিত্র। ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে এই বহু নিন্দিত ব্যক্তিটির একটি গৌরবজনক ভূমিকা আছে, ইহা অবশ্যই স্মরণীয়। হেষ্টিংস সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের একজন অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল রূপে তিনি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ভারতীয় আইন ও রীতি-

নীতি অনুসারেই ভারতের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হইবে। ইংরাজ সিভিলিয়নরা এই সময়ে কেহই সংস্কৃত জানিতেন না সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা সংস্কৃত স্মৃতি পুস্তক অনুযায়ী বিচার ও শাসন পরিচালনা সম্ভব ছিল না। এই বাধা দূরীকরণার্থে হেষ্টিংস দেশীয় পণ্ডিতদের দ্বারা হিন্দু স্মৃতি গ্রন্থের "বিবাদার্ণব সেতু" নামে একটি সার সঙ্কলন প্রস্তুত করান। অনেক সংস্কৃতজ্ঞের ফার্সী জ্ঞান ছিল বলিয়া প্রথমে উহা ফার্সীতে অনুবাদ করানো হয়। হ্যালহেড ফার্সী জানিতেন, তিনি এই পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দেন। এই অনুবাদটি "A Code of Gentoo Laws" নামে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। উইল্‌কিন্সকে ওয়ারেন হেষ্টিংস সংস্কৃত শিক্ষালাভে ও বাংলা টাইপ সৃষ্টির কাজে প্রভূত উৎসাহ দান করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার কাজেও তিনি স্যার উইলিয়ম্ জোন্সকে উৎসাহিত করেন। অধস্তন কর্মচারী উইল্‌কিন্সকে ভারতের প্রবল প্রতাপান্বিত গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস "বন্ধু" বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এমনি ছিল তাঁহার গুণগ্রাহিতা। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পর উইল্‌কিন্স রচিত ভগবদ্‌গীতার সম্পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ উইল্‌কিন্সের জীবনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। হেষ্টিংসের সুপারিশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা কোম্পানীর ব্যয়ে লণ্ডন হইতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রকাশ করেন (১)। ইউরোপীয় ভাষায় গীতার ইহাই প্রথম অনুবাদ। উইল্‌কিন্স কৃত গীতার অনুবাদের মাধ্যমেই ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অতুল ঐশ্বর্যের সন্ধান লাভ ইউরোপের পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। উইলকিন্সের অনুবাদ প্রকাশের পরে এই মহা গ্রন্থটি রুশ, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উইল্‌কিন্স কৃত ভগবদ্‌গীতার ভূমিকা রচনা করেন স্বয়ং ওয়ারেন হেষ্টিংস। এই ভূমিকায় হেষ্টিংস লেখেন যে, "গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে পূজা উহা বহু শতাব্দী যাবৎ মনুষ্য জাতির এক বৃহদংশের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে তাহার দ্বারা গীতা সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। উহার সাহিত্য-গুণাবলী জগতে অননুকরণীয়। গীতাপাঠে শুধু ইংরাজগণ কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতাধর্মের অনুশীলনে মানব জীবন শান্তি ধামে পরিণত হইবে" (শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা-ভূমিকা, পৃঃ ১৫, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা)।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পূর্বেই চার্লস উইলকিন্স পঞ্চম পালরাজ বিগ্রহপাল দেবের একটি তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার করেন। এই তাম্রলিপিটি মুঙ্গেরে পাওয়া যায়। এই লিপিটির অনুবাদ 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকার ১ম খণ্ডে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে তিনি দিনাজপুরে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর লিপিরও পাঠোদ্ধার করেন—এই লিপির অনুবাদ ও আলোচনাও 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার ও তাহার সাহায্যে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ইতিহাস রচনার কাজে এইভাবে চার্লস উইলকিন্স এদেশে পথ প্রদর্শন করিয়া যান। বাঙ্গালা টাইপ নির্মাণের পর উইলকিন্স ফার্সী হরফ প্রস্তুত করেন। কোম্পানীর ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হইলে উইলকিন্স তাহার ভার প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালা ইস্তাহার ইত্যাদির মত এই প্রেস হইতে সরকারী কাগজ পত্র ফার্সীতেও ছাপা হইত, বলাবাহুল্য বাঙ্গালা হরফগুলির ন্যায় ফার্সী হরফগুলিও ছিল উইল্‌কিন্স কর্তৃক নির্মিত।

গুরুপরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উইল্‌কিন্স ভারত ত্যাগ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনান্তে প্রথমে তিনি বাথ (Bath) নগরীতে কিছুকাল বাস করেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি দেবনাগরী হরফ প্রস্তুত করেন—এবং নিজ গৃহেই একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন; এই সময়ে ইউরোপে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রণের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

বাথনগরীতে বাসকালে তিনি সংস্কৃত হিতোপদেশ গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন (২)। ইহার পর তিনি মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে শকুন্তলার অনুবাদ প্রকাশ করেন (৩)। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে উইল্‌কিন্স পুনরায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপু সুলতানের পতনের পর তাঁহার পাণ্ডুলিপির বিরাট সংগ্রহ কোম্পানীর হস্তগত হইয়া লণ্ডনে আনীত হয়, অন্যসূত্র হইতেও কিছু পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সংগ্রহগুলি সহ লণ্ডনস্থ 'ইণ্ডিয়া অফিসে' একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উইল্‌কিন্সকে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর শিক্ষানবিশদের জন্য হেলবেরী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে উইলকিন্স ইহার পরিদর্শক ও পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে উইলকিন্সের নামও উল্লেখযোগ্য।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে উইল্‌কিন্স রচিত একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (৪)। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বইটি রচনা করিয়া স্বহস্তে খোদিত দেবনাগরী হরফে নিজের ছাপাখানায় ইহা ছাপাইবার উদ্যোগ করেন, অগ্নিকাণ্ডের ফলে ছাপাখানা বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় পুস্তকটি তখন আর ছাপা হয় নাই। এইবারও পুস্তকটি তাঁহার নিজের খোদিত হরফে মুদ্রিত হয়। এই ব্যাকরণটি সংস্কৃত শিক্ষার্থিদের নিকট প্রচুর সমাদর লাভ করে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে উইল্‌কিন্স সংস্কৃত ভাষার ধাতু সম্বন্ধে (ধাতু মঞ্জরী) আর একটি ব্যাকরণ রচনা করেন (৫)। প্রাচ্যবিদ্যাপারঙ্গমতার জন্য দেশে ও বিদেশে উইল্‌কিন্স জীবদ্দশায় বহু সম্মানে ভূষিত হন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিদ্বৎ সংস্থা রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডক্টর অফ সিভিল ল" উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ তাঁহাকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মে উইলকিন্স লণ্ডনে পরলোক গমন করেন। উইল্‌কিন্সের দুইবার বিবাহ হয়। তাঁহার তিনটি কন্যাসন্তান ছিল।

---

(১) Bhagavad Gita—London, 1785.

(২) Hitopadesa—Bath, 1787.

(৩) Story of Sakuntola from Mahabharata—1793.

(৪) Grammar of Sanskrit Language—1808.

(৫) Radicals of Sanskrit Language—1815.

হেনরী টমাস্ কোলব্রুক

(*Henry Thomas Colebrooke, 1775-1837*)

হেনরী টমাস্ কোলব্রুক ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সার জর্জ কোলব্রুক (ব্যারণ) একজন ধনী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার সবিশেষ আগ্রহ ছিল; সাধারণ ভাবে তিনি একজন মার্জিতরুচি ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল; ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর ও পরে ইহার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। টমাস্ কোলব্রুকের পিতা তাঁহাকে গতানুগতিকভাবে কোন বিদ্যালয়ে ভর্তি না করিয়া স্বগৃহেই তাঁহার অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দেন। মেধাবী ও অধ্যয়নশীল টমাস্ অতি অল্প বয়সেই বিবিধ বিদ্যা আয়ত্ত করেন। গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা এবং গণিতশাস্ত্রের চর্চাতেই তাঁহার সমধিক আগ্রহ ছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটারের (Writer) পদ লাভ করিয়া টমাস্ কোলব্রুক ভারতে আসেন। কলিকাতায় আসার কিছুদিন পর তাঁহাকে সরকারী হিসাব বিভাগে (Board of Accounts) নিযুক্ত করা হয়। কলিকাতায় আসিয়া কোলব্রুক মনে শান্তি পান নাই। কোম্পানীর নির্মম শাসন ও শোষণের দৃষ্টান্ত তাঁহার মানসিক স্থৈর্য নষ্ট করে। কলিকাতায় য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের ধর্ম ও নীতি বর্জিত জীবনযাত্রা প্রণালীর সহিত তিনি নিজের জীবন ধারার সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। এই মানসিক অস্থিরতার ফলে ভারতবাসের প্রথম পর্যায়ে তিনি ভারতবর্ষের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি কোন শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারেন নাই। চার্লস উইল্‌কিন্সের (Charles Wilkins, 1749-1836) সংস্কৃত-নিষ্ঠা এই সময়ে তাঁহার নিকট পাগলামি বলিয়া মনে হইয়াছিল। পিতার নিকট লিখিত একটি পত্রে তিনি চার্লস উইল্‌কিন্সকে সংস্কৃত পাগল (Sanskrit Mad) বলিয়া অভিহিত করেন। ভারতবিদ্যানুরাগী পিতা সার জর্জ পুত্রকে

প্রায়ই ভারতবিদ্যা চর্চা করিতে উপদেশ দিয়া পত্র লিখিতেন ও নানা প্রশ্ন করিয়া পাঠাইতেন। পুত্র টমাস্ সময়াভাবের অজুহাতে ভারতবিদ্যা চর্চা এড়াইয়া যাইতেন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুককে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভূক্ত ত্রিহুতের (মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা) সহকারী কালেক্টর রূপে বদলী করা হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন পূর্ণিয়ার য়্যাসিষ্টেণ্ট্ কালেক্টর তখন তাঁহাকে রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট লেখার ভার দেওয়া হয়। এই রিপোর্ট লিখিতে গিয়া তিনি তৎকালীন বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সির কৃষি ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীন ব্যবসায় বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। কোম্পানী প্রজাদের কী নির্মম ভাবে শোষণ করেন এবং তাঁহাদের একচেটিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য নীতিতে বাঙ্গলা দেশের ছোট ছোট কুটির শিল্পগুলি কি ভাবে ধ্বংস হইতেছে তাহার এক যথাযথ চিত্র এই রিপোর্টে উপস্থাপিত করা হয়। এই রিপোর্টটি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী ব্যবহারের জন্য মুদ্রিত হইলে (১) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিব্রত বোধ করেন। এই রিপোর্টটি যাহাতে কোনক্রমেই লণ্ডনে না পৌছায় তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এই রিপোর্টটি পাওয়ার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোলব্রুকের উপর নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হন। সম্ভবতঃ স্বদেশে কোলব্রুকের পিতা সার জর্জের অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া কর্তৃপক্ষ কোলব্রুককে কোম্পানীর চাকুরী হইতে অপসারিত করার চেষ্টা হইতে বিরত হন। পূর্ণিয়ায় বাসকালে কোলব্রুক মনোযোগ সহকারে আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণ উত্তমরূপে অধিগত হওয়ার পর তিনি সংস্কৃত ও ভারতবিদ্যার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। উইলিয়ম জোন্স ও উইল্‌কিন্সের ভারতবিদ্যানুরাগ ও সাফল্য তাঁহাকে সংস্কৃত চর্চায় অনুপ্রাণিত করে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিনি হিন্দুদের প্রাচীন স্মৃতি শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে নাটোরে কালেক্টর রূপে কার্য করিবার সময় হিন্দু স্মৃতি শাস্ত্র অনুযায়ী চুক্তি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সুবিখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সঙ্কলিত 'বিবাদভঙ্গার্ণব' গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পণ করা হয়। সার উইলিয়ম জোন্স ইহা আরম্ভ করিয়া যান। তাঁহার অকালমৃত্যুর পর সরকারী অনুরোধে কোলব্রুক এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া কোলব্রুক এই

দায়িত্ব পালন করেন। এই পুস্তক চারিখণ্ডে কলিকাতা হইতে ১৭৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (২)। ইতিপূর্বে হ্যালহেড্ (N. B. Halhed, 1751-1830) কর্তৃক সঙ্কলিত A Code of Gentoo Laws পুস্তকখানি হইতে এই পুস্তকখানি সর্বাংশে উৎকৃষ্ট ও নির্ভরযোগ্য হওয়ায় ইহা দ্বারা দেশে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। এই যুগান্তকারী গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য ভারতের গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং কোলব্রুককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইতিপূর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র এশিয়াটিক রিসার্চেস (Asiatic Researches) পত্রিকায় হিন্দুবিধবার কর্তব্য, ভারতীয় পরিমাপ (ওজন), ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং হিন্দুদের উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া কোলব্রুক ভারতবিদ্যাবিদদের প্রশংসা অর্জন করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে সরকারী কার্যে কয়েক বৎসর কোলব্রুককে বারাণসীর নিকট মির্জাপুরে বাস করিতে হয় ; এই সময়ে তিনি বারাণসীর পণ্ডিতদের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া নিজের সংস্কৃত বিদ্যা পরিবর্ধিত করেন। মির্জাপুর হইতে স্থানান্তরিত হইয়া কোলব্রুক কিছুকাল নাগপুরেও বাস করেন। অতঃপর হিন্দু আইনে গভীর ব্যুৎপত্তির স্বীকৃতি রূপে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক কলিকাতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতির পদ লাভ করেন। তদানীন্তন কালে সুপ্রীম কোর্টের পরেই এই আদালতের স্থান ছিল—এখানে শরিয়ৎ ও হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী বিচার নিষ্পন্ন হইত। চারি বৎসর পরে কোলব্রুক এই বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লী (Lord Wellesley, 1760-1842) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি কোলব্রুককে লর্ড ওয়েলেস্‌লী এই নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজে সংস্কৃত ও হিন্দু আইনের অবৈতনিক অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। দীর্ঘকাল পরে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ও বিচারপতি এবং অধ্যাপক এই দুইটি মনোমত পদ লাভ করিয়া কোলব্রুক সাতিশয় সন্তোষ লাভ করেন। অধ্যাপনার সুবিধার জন্য কোলব্রুক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন (৩)। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া অধ্যাপনা ও বিচার কার্যের অবসরে কোলব্রুক সর্বদা সংস্কৃত অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিমগ্ন

থাকিতেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় কোলব্রুক বেদ সম্বন্ধে গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus, Asiatic Researches), ইহার পূর্বে বেদ সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই পরিজ্ঞাত ছিল। ডাঃ উইনট্যর্‌নিৎজ তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে কোলব্রুকই বেদ সম্বন্ধে প্রথম নির্ভরযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট আলোচনা করেন (দ্রঃ History of Indian Literature, Vol I,—Winternitz, P. 15)। বেদ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম গবেষণা সমৃদ্ধ এই নিবন্ধটি উত্তরকালে কোলব্রুকের "Miscellaneous Essays" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কলিকাতার বাহিরে অবস্থান কালে এশিয়াটিক সোসাইটি ও উহার প্রতিষ্ঠাতা সার উইলিয়ম জোন্সের সহিত কোলব্রুকের হৃদ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সার উইলিয়ম জোন্স কোলব্রুকের সংস্কৃত চর্চায় অন্যতম উৎসাহ দাতা ছিলেন। দীর্ঘকাল মফঃস্বলে থাকার পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন তাহার ছয় বৎসর পুর্বে তাঁহার সংস্কৃত চর্চাব উৎসাহদাতা জোন্স গতায়ু হইয়াছেন। কলিকাতায় আসিয়া কোলব্রুক এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মধারার সহিত স্বাভাবিক ভাবেই সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়েন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ভারত ত্যাগের প্রাক্‌কাল পর্যন্ত তিনি সোসাইটির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। কলিকাতায় আসার পূর্বেই তিনি সোসাইটির মুখপত্র Asiatic Researches পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কলিকাতায় থাকা কালে কোলব্রুক Asiatic Researches পত্রিকায় জৈনধর্ম, হিন্দু ও আরবীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান, সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতা, সংস্কৃত লেখমালা, গঙ্গানদীর উৎস, হিমালয়ের উচ্চতার পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি মৌলিক গবেষণা-সমৃদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধগুলির উপজীব্য কয়েকটি বিষয়ে ভারতবিদ্যাবিদ্‌দের মধ্যে সর্বপ্রথম কোলব্রুকই হস্তক্ষেপ করেন। হিমালয়ের উচ্চতা নির্ধারণ ও গঙ্গানদীর উৎস সন্ধান প্রচেষ্টার প্রবর্তক হিসাবে কোলব্রুক চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। হিন্দুজ্যোতির্বিজ্ঞান ও জৈনধর্ম সম্বন্ধীয় গবেষণারও তিনিই প্রবর্তক ছিলেন (৪)। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত কোলব্রুক তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন হইতে দেন নাই। ভারতত্যাগের পর হইতেই আমরণ তিনি

ইংল্যাণ্ডে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিনিধির (এজেণ্ট) দায়িত্ব পালন করেন। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির শতবার্ষিক সমীক্ষায় (Centenary Review, 1784-1883) কোলব্রুককে সোসাইটির প্রথম পর্যায়ের অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের পর সুপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-১৮৯১) মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"a man of extra-ordinary industry, combined with rare clearness of intellect and sobriety of judgement.…the first to handle Sanskrit Language and Literature on scientific principles, he published many texts, translations and essays dealing with every branch of Sanskrit learning thus laying the solid foundations on which later scholars have built.…As a great mathematician, zealous astronomer and profound Sanskrit Scholar, he wrote nothing that did not at once command the high attention from the public and notwithstanding the great advance that has been made in Oriental researches of late years, his papers are still looked upon as models of their kind"।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সর্বোচ্চ পরিষদের (Supreme Council) সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত রাখিয়াই তিনি কাউন্সিল সদস্যের কাজ চালাইয়া যান। ১৮১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোলব্রুক রাজস্ব বোর্ডের সদস্য ছিলেন (Member of the Board of Revenue)

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক সংস্কৃত কোষগ্রন্থ অমরকোষ মূল ও অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন (৫)। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু উত্তরাধিকার সম্বন্ধে তাঁহার দ্বিতীয় আইন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (৬)।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রৌঢ় বয়সে কোলব্রুক জনসন উইলকিনসনের কন্যা এলিজাবেথকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁহাদের তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। দীর্ঘদিন কোলব্রুক দাম্পত্য-জীবন উপভোগ করিতে পারেন নাই। অবসর লাভের প্রাক্কালে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতত্যাগের

পূর্বে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কলিকাতার সাউথ পার্ক ষ্ট্রীট সমাধি ক্ষেত্রে কোলব্রুক-পত্নী এলিজাবেথ চিরনিদ্রায় শয়ান রহিয়াছেন। ৩২ বৎসর কাল ভারতে চাকুরীর পর পুত্রদের লইয়া কোলব্রুক ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রথমে তিনি বাথনগরীতে (Bath) বাস করেন। পরে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে চলিয়া আসেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই অতিবাহিত করেন। ভারতত্যাগ করিলেও আজীবন কোলব্রুক নিজেকে ভারতবিদ্যা চর্চায় নিমগ্ন রাখিয়া ছিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক ভারতীয় বীজগণিত, গণিত ও পরিমিতি বিদ্যা সম্বন্ধে একটি অতি উচ্চ গবেষণা মূলক পুস্তক প্রকাশ করেন (৭)। কোলব্রুক রচিত হিন্দুগণিত ও ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত আরও কতকগুলি প্রবন্ধ ইংলণ্ডের Geological Society ও Astronomical Society-র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতবিদ্যা ব্যতীত বৈজ্ঞানিক বিষয়ে 'কোয়ার্টার্লি জার্নাল' (Quarterly Journal) পত্রিকাতেও তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কোলব্রুক তাঁহার বিশাল পুঁথি-সংগ্রহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর India Office লাইব্রেরীতে দান করেন। দশ হাজার পাউণ্ড অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি এই পুঁথিগুলি ক্রয় করিয়াছিলেন। কোলব্রুকের সংগৃহীত পুঁথিগুলি ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরীর (বর্তমানে কমনওয়েলথ রিলেশনস্ আপিস) অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির দৃষ্টান্তে লণ্ডনে 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়ারল্যাণ্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। কোলব্রুক এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় প্রধানতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ইংল্যাণ্ডে এই সময় তাঁহার ন্যায় প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সর্বজনমান্য ভারতবিদ্ আর কেহ ছিলেন না, এইজন্য তাঁহাকে সোসাইটির সভাপতি পদ গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। কোলব্রুক স্বয়ং সভাপতির পদ গ্রহণ না করিয়া পার্লামেণ্ট সদস্য Rt. Hon'ble Charles Watkin Williams Wynn কে সভাপতি নির্বাচিত করেন ও নিজে পরিচালকের (Director) পদ গ্রহণ করেন। উত্তর কালে কোলব্রুকের পুত্র সার টমাস এডোয়ার্ড কোলব্রুক (Sir Thomas Edward Colebrooke, 1813-1890) তিনবার পিতার প্রতিষ্ঠিত এই সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৮৬৪-৬৬, ১৮৭৫-৭৭, ১৮৮১)। এই এডোয়ার্ড কোলব্রুক ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে জন্মগ্রহণ

করেন, পিতার ন্যায় ভারতবিদ্যাবিশারদ না হইলেও ভারত-বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর আগ্রহ ছিল। পার্লামেন্টের সদস্যরূপে তিনি সর্বদাই ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতেন। এডোয়ার্ডের চেষ্টায় সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত কোলব্রুকের নিবন্ধগুলি Miscellaneous Eassays নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল (৮)।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কোলব্রুক ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে (সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন, চার্বাক, লোকায়ত, পাশুপত, মাহেশ্বর) লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঁচটি দীর্ঘ নিবন্ধ পাঠ করেন। এইগুলি পরে সোসাইটির Transactions-এ প্রকাশিত হয় (৯)। এইগুলিও পরে Miscellaneous Eassays গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। শেষ জীবনে হিন্দু স্মৃতি সম্বন্ধে কোলব্রুক আর একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (১০)।

টমাস কোলব্রুকের অধ্যয়নানুরাগ ছিল অতুলনীয়। মাত্র পনের বৎসর বয়সেই স্বাধীনভাবে প্রচুর অধ্যয়নের ফলে তিনি যে বিদ্যা অর্জন করেন তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তরের ছাত্রের সহিত তুলনীয় ছিল।

কোলব্রুক যখন ভারতে বাস করিতেন তখন তাঁহার পিতা তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকে রাশি রাশি পুস্তক প্রেরণ করিতেন। কথিত আছে যে একবার জাহাজে যাত্রীরূপে তাঁহার নিকট অপঠিত আর কোন পুস্তক ছিল না; উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি জাহাজের ডাক্তারের নিকট যে কয়েকটি ডাক্তারি পুস্তক ছিল তাহা চাহিয়া লইয়া সেগুলি পড়িয়া ফেলেন। আজীবন অতিরিক্ত অধ্যয়নের নিমিত্ত কোলব্রুক শেষ জীবনে দৃষ্টি শক্তি হারাইয়া ফেলেন। স্ত্রী ভারত ত্যাগের পূর্বেই গত হইয়াছিলেন, তিনটি পুত্রের মধ্যে দুইটি পুত্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। রোগব্যাধিক্লিষ্ট কোলব্রুক ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ লণ্ডনে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

---

(১) Remarks on the Present State of Husbandry and Commerce in Bengal, Calcutta, 1795.

(২) A Digest of Hindu Law on Contracts and Successions with a Commentary by Jagannath Tarkapanchanan, translated from the Original Sanskrit. 4 Vols., Calcutta, 1797-98.

(৩) A Grammar of Sanskrit Language, Calcutta, 1805.

(৪) Colebrooke's Articles in Asiatic Researches :—

(ক) On the Duties of a Faithful Hindu Widow, Vol. IV. 1795.

(খ) Enumeration of Indian Classes, Vol. V, 1798.

(গ) On Indian Weights and Measures, Vol. V, 1798.

(ঘ) Translation of One of the Inscriptions on the Pillar at Delhi, Vol. VII, 1801.

(ঙ) On Sanskrit & Prakrit Languages. Vol. VII, 1801.

(চ) On the Vedas or Sacred Writings of the Hindus, Vol. VIII, 1805.

(ছ) Observations on Sects of Jains, Vol. IX, 1807.

(জ) On the Indian and Arabic Divisions of the Zodiac, Vol, IX, 1807.

(ঝ) On Ancient Monuments containing Sanskrit Inscriptions, Vol. IX, 1807.

(ঞ) On Sanskrit and Prakrit Poetry, Vol. X, 1808.

(ট) On the Sources of Ganges in Himadri, Vol, XI 1810.

(ঠ) On the Notions of the Hindu Astronomers Concerning Precession of the Equinoxes and Motions of the Planets, Vol. XII, 1816.

(ড) On the Height of Himalaya Mountain, Vol. XII. 1816.

(৫) The Amarcosha, a Sanskrit Lexicon with marginal translations, Serampore, 1808.

(৬) Translation of two Treatises on Hindu Law of Inheritance, Calcutta, 1810.

(৭) Algebra with Arithmetic and Mensuration from Sanskrit of Brahma Gupta and Bhascara preceded by a dissertation on the state of Science as known to the Hindus, London, 1817.

(৮) Miscellaneous Essays by H. T. Colebrooke, 2 Vols. 2nd Edition, Madras, 1872.

(৯) Colebrooke's Articles In the Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland :

On the Philosophy of the Hindus P. I. (Sankhya system) Vol. (i)

„ „ „ „ P. II. (Naiya & Vaiseshika) Vol (i)

„ „ „ „ P. III, (Mimansa) Vol. (i)

„ „ „ „ P. IV. (Jaina, Buddha, Charvaka, Lokayata, Maheswara, Pasupata, etc,) Vol. (ii)

„ „ „ „ P. V. (Vedanta) Vol. (ii)

(১০) On Hindu Courts of Justice, 2 Vols, 1828 (?)

আউগুস্ট্ উইল্‌হেলম্ শ্লেগেল্

(*August Wilhelm Schlegel, 1767-1845*)

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর জার্মানীর অন্তর্গত হ্যানোভার নামক স্থানে আউগুস্ট্ উইল্‌হেলম্ শ্লেগেল্ জন্মগ্রহণ করেন। আউগুস্টের পিতা এডলফ্ শ্লেগেল্ একজন প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মযাজক ছিলেন। হ্যানোভারে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া আউগুস্ট্ উইল্‌হেলম্ গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর শ্লেগেল্ কিছুদিন আমষ্টারডামে এক ধনী ব্যক্তির গৃহে গৃহশিক্ষকতা করেন। আমাষ্টারডাম হইতে কিছুকাল পরে শ্লেগেল্ জার্মানীর অন্তর্গত জেনা নগরে আগমন করেন এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তথায় ক্যারোলিন নাম্নী এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেক্সপীয়রের সমগ্র রচনাবলী জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন। অচিরকালের মধ্যেই এই অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়। শ্লেগেল্ অনূদিত এই সেক্সপীয়র গ্রন্থাবলী আজিও জার্মান ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়। জার্মানীতে সেক্সপীয়রের যে বিপুল জনপ্রিয়তা আছে তাহা ইংল্যাণ্ডের তুলনাতেও অল্প নহে। শ্লেগেলের সার্থক-অনুবাদের মাধ্যমেই জার্মানীতে সেক্সপীয়রের রচনাবলী এই জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে পারিয়াছিল। জেনায় অবস্থান কালে শ্লেগেল্ প্রসিদ্ধ জার্মান লেখক শীলার (Friedrich Schiller, 1759-1805) সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায় নিয়মিত লিখিতেন ও স্বয়ং কনিষ্ঠভ্রাতা ফন ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেলের (Friedrich Schlegel, 1772-1829) সহযোগিতায়—"এথেনিয়ম" নামে একটি পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এথেনিয়ম ছিল জার্মানীতে নব ভাবধারা বা "রোমাণ্টিক" আন্দোলনের প্রচারক। শ্লেগেল্ ভ্রাতৃদ্বয় এই রোমাণ্টিক আন্দোলনের প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। শীলার, ফিক্টে, (Fichte, Immanuel Hermann von, 1797-1879) শিলিং (Schelling, Friedrich Wilhelm Joseqh von, 1775-1854) প্রভৃতি জার্মান সুধিগণ 'রোমাণ্টিক'

আন্দোলন প্রবর্তনায় শ্লেগেল্ ভ্রাতৃদ্বয়ের সহযোগী ছিলেন। গেটে (J. W. Goethe, 1749-1832) হার্ডার (J. G. Harder, 1744-1803) প্রভৃতি চিন্তানায়কেরাও এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে শ্লেগেল্ বার্লিন গমন করেন এবং সাহিত্য শিল্প বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দান করেন। পর বৎসর শ্লেগেল্ গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের অনুকরণে একটি নাটক ও বিভিন্ন দেশের কয়েকটি নাটক ও গীতি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভিয়েনায় আমন্ত্রিত হইয়া নাট্যকলা ও সাহিত্য সম্বন্ধে শ্লেগেল্ যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা ইউরোপের সুধি-সমাজে সবিশেষ আদৃত হয় ও বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

সাহিত্য সমালোচক ও সৃজনধর্মী লেখক ও কবি রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পথে শ্লেগেল্ যখন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তখন তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সহসা ভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার সার্থকতা খুঁজিয়া পায়। প্রৌঢ় শ্লেগেল তাঁহার অনুজ ও সহধর্মী ফন্ ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেলের আদর্শ অনুসরণ করিয়া পরিণত জীবনে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে জর্জ ফরষ্টার (১৭৫৪-১৭৯৪) প্রণীত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" এর জার্মান অনুবাদ পাঠ করিয়া মহাকবি গেটে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। ভারতীয় সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে জার্মান চিন্তানায়ক হার্ডারও (১৭৪৪-১৮০৩) ভারত সভ্যতার সাতিশয় অনুরাগী হইয়া পড়েন। গেটে ও হার্ডারের এই ভারত-বিদ্যানুরাগ জার্মানীর যে সব তরুণ সাহিত্যিকদের প্রভাবান্বিত করে তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন আউগুস্ট্ উইল্‌হেলম্ শ্লেগেলের কনিষ্ঠভ্রাতা ফন্ ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেল। ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেলের সহিত প্যারী নগরীতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আকস্মিক ভাবে আলেক্‌জাণ্ডার হ্যামিলটন (১৭৬২-১৮২৪) নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিতের পরিচয় স্থাপিত হয়। হ্যামিলটন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে নৌ-বিভাগে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কালে তিনি ফ্রান্সে অবতরণ করেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় ইংরাজ নাগরিক হিসাবে তাঁহাকে ফ্রান্সেই আটক রাখা হয়। এই কারণে হ্যামিলটন কয়েক বৎসর প্যারী নগরীতে বাস করিতে বাধ্য হন। ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেল্ এই সুযোগে দুই

বৎসর কাল হ্যামিলটনের নিকট অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিখিয়া লন। হ্যামিলটন মুক্তি পাইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলে ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেল্ প্যারীর পুস্তকাগারে রক্ষিত প্রায় দুইশত সংস্কৃত পুঁথি পড়িয়া ফেলেন। এই পরিশ্রমের ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রীড্‌রিখ্ শ্লেগেল্‌কৃত ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতের জ্ঞান ভাণ্ডার নামে জার্মান ভাষায় একটি অতি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয় (Uber die sprache Und Weisheit der Inder)। তুলনামূলক ভাষা চর্চার সঙ্গে এই পুস্তকটিতে রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্‌গীতা, শকুন্তলা প্রভৃতি পুস্তকের উল্লেখযোগ্য অংশগুলির মূল সংস্কৃত হইতে জার্মান অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হয়। এই পুস্তকখানির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সুধীসমাজে সংস্কৃতের সমাদর সাতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অনুজ ফ্রীড্‌রিখের সংস্কৃত নিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হইয়া অগ্রজ আউগুস্ট্ উইল্‌হেলম্ শ্লেগেল্ ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্যারীতে অধ্যাপক এ. এল. শেজির (A. L. de Chezy, 1773-1832) নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। হ্যামিলটন ফ্রান্স ত্যাগ করার পর ইতিমধ্যে শেজি উত্তম-রূপে সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন ও প্যারীতে সংস্কৃতের অধ্যাপকপদ সৃষ্ট হইলে ঐ পদে প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিভাধর মেধাবী আউগুস্ট্ উইল্‌হেল্‌ম্ অচিরকালের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক পদ সৃষ্ট হইলে উইল্‌হেলম্ শ্লেগেল্ ঐ পদ লাভ করেন। এই সময় হইতে জীবনান্ত কাল পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষার পঠন-পাঠনই তাঁহার জীবনের ব্রত রূপে পর্যবসিত হয়। তাঁহার অধ্যাপনার কৃতিত্বে ইউরোপের মধ্যে বন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত চর্চার প্রধান কেন্দ্র—"ইউরোপের বারাণসী" বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। আজিও বন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই খ্যাতি অক্ষুন্ন আছে। বন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বর্তমানে জার্মান ভাষায় ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত একটি তথ্যবহুল সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয় (Bonner Oriental Studien)।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ভারত-বিদ্যাচর্চার পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে শ্লেগেল্ একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন (Indische Bibliothek, 1823-30)। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত এই পত্রিকার অধিকাংশ অংশই ছিল উইল্‌-হেলম্ শ্লেগেলের ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিবন্ধ। এই পত্রিকার একটি

নিবন্ধে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষের ভাষা ও সভ্যতা ইংরাজদের একচেটিয়া অধিকার ভুক্ত নহে। ইংরাজেরা লবঙ্গ ও দারুচিনির ব্যবসা এইভাবে ভোগ করিতে থাকুক ইহাতে কাহারও আপত্তি নাই কিন্তু ভারতের সাহিত্য ও সভ্যতার উত্তরাধিকার সমগ্র সভ্যজগতের মানুষেরই প্রাপ্য। ["Will the English perhaps claim a monopoly of Indian literature? It would be too late. Cinnamon and cloves they may keep, but these mental treasures are the common property of the educated world." Ind. Bib. I, 15]

শ্লেগেলের কালে ইউরোপে দেবনাগরী অক্ষরে সংস্কৃত মূল মুদ্রণ সহজ সাধ্য ছিল না। দেবনাগরী হরফে সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশের নিমিত্ত শ্লেগেল্ বন নগরীতে একটি সংস্কৃত মুদ্রণালয় স্থাপন করেন। প্যারীতে রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথির হরফ হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে তিনি ছাঁচ হইতে অক্ষর ঢালাই-এর ব্যবস্থাও করেন। নিজের মুদ্রণালয়ে স্বলিখিত পুস্তকের হরফ তিনি নিজেই সাজাইতেন। নির্ভুল ভাবে সংস্কৃত শব্দ অথবা বাক্যাবলী মুদ্রণের আগ্রহেই তিনি নিজেকে এইরূপ তথাকথিত ছোটকাজে (কম্পোজ) লিপ্ত করিতেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে শ্লেগেলের নিজের মুদ্রণালয় হইতে ল্যাটিন অনুবাদ ও সংস্কৃত মূল সহ তাঁহার "ভগবদ্গীতা" প্রকাশিত হয় (১)। ইতিপূর্বে ইউরোপে শুধু মাত্র সার চার্লস উইলকিন্স কৃত ইংরাজী গীতার অনুবাদই প্রচারিত হইয়াছিল (১৭৮৫)। মূল সংস্কৃত সহ গীতার শ্লেগেল্ কৃত ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক সবিশেষ সমাদৃত হয়। শুদ্ধ সংস্কৃত পাঠ এই পুস্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। পরবর্তী সময়ে গীতা প্রকাশকালে শ্লেগেল্ কৃত পাঠই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইত, ইহা শ্লেগেলের অসাধারণ সংস্কৃত-জ্ঞান ও সম্পাদন নৈপুণ্যের পরিচায়ক। প্রসিদ্ধ জার্মান সুধী হামবোল্ট (Wilhelm von Humboldt, 1767-1853) শ্লেগেল্ কৃত এই অনুবাদ পাঠ করিয়া মন্তব্য করেন যে ভগবানকে ধন্যবাদ যে গীতার এই অনুবাদ পাঠ করার সুযোগ পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে জগতে গীতা অপেক্ষা গূঢ় তাৎপর্য ও উচ্চচিন্তা-সমৃদ্ধ গ্রন্থ আর কিছুই হইতে পারে না। প্রসিদ্ধ জার্মান কবি হেনরিখ্ হাইনের (Heinrich Heine,

1797-1857) রচনায় ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। বনে অবস্থান কালে হাইনে শ্লেগেলের সংস্পর্শে আসেন। হাইনে-বিশেষজ্ঞদের মতে হাইনের ভারতানুরক্তি তাঁহার উপর শ্লেগেলের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফল।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে শ্লেগেল্ জার্মান ভাষায় অনুবাদ সহ রামায়ণের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। মনীষী গেটে এই রামায়ণ অনুবাদ কার্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নানা কারণে রামায়ণের অপর খণ্ডগুলি প্রকাশিত হয় নাই। ১৮২৯-৩১ এই তিন বৎসরে শ্লেগেল্ কর্তৃক সংস্কৃত হিতোপদেশ মূল ল্যাটিন অনুবাদ সহ দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে শ্লেগেলের একটি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয় (৪)।

বন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালেই ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই মে শ্লেগেলের জীবনান্ত হয়। শ্লেগেল্ বন নগরীতে সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষা-চর্চার যে আলোক প্রজ্বলিত করেন তাহা ক্রমশঃ সমগ্র জার্মানীতে পরিব্যাপ্ত হয়। সার্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রহিয়াছে।

শ্লেগেলের অগণিত কৃতী শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক ক্রিষ্টিয়ান লাজেনের নাম (Lassen, Christian, 1800-1876.) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

(১) Bhagavat Gita—Textum Recensuit et interpretationeum Latinam, Bonn, 1823

(২) Ramayana—1829

(৩) Hitopodesas, 2 parts, Bonn, 1829-31

(৪) Reflexions Sur l'etudes des langues asiatiques, 1832.

হোরেস্ হেম্যান্ উইল্সন্

(*Horace Hayman Wilson, 1786-1860*)

হোরেস্ হেম্যান্ উইল্সন্ ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন নগরীতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সোহো স্কোয়ারে একটি বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সময়ে তিনি মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন ও পাঠ্যবহির্ভূত নানা বিষয় তিনি গৃহে বসিয়াই আয়ত্ত করিয়া ফেলেন। উইল্সনের এক নিকট আত্মীয় সরকারী টাঁকশালে (Mint) কর্ম করিতেন, সুবিধা পাইলেই উইল্সন্ ইঁহার সহিত টাঁকশালে গিয়া টাঁকশালের বিভিন্ন বিভাগের কাজগুলি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতেন। টাঁকশালের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিতে করিতে তিনি রসায়ন-শাস্ত্র, ধাতু-বিদ্যা ও মুদ্রা-প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। উত্তরকালে টাঁকশালের এই অভিজ্ঞতা উইল্সনের সবিশেষ সহায়ক হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি গভীর আকর্ষণ সত্ত্বেও উইল্সনের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ সম্ভব হয় নাই, কারণ পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দানের মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁহার পিতার ছিল না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উইল্সন্ চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থী হিসাবে সেণ্ট্ টমাস্ হসপিট্যালে প্রবিষ্ট হন। চারি বৎসর পর তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন। এই বৎসরই তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সামরিক বাহিনীর চিকিৎসকের পদ লাভ করেন। বাঙ্গলা দেশ তাঁহার কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সৈন্যবাহিনীর সহিত ইংল্যাণ্ড হইতে তিনি জাহাজে করিয়া ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে জাহাজে দুর্ঘটনা ঘটায় জাহাজটির ভারতে পৌছিতে ছয় মাস সময় লাগে। এই সময়টুকু উইল্সন্ অবহেলায় নষ্ট করেন নাই, এই সময়ের মধ্যে তিনি জাহাজের একজন ভারতীয় সহযাত্রির সাহায্য লইয়া হিন্দুস্থানী ভাষা শিখিয়া ফেলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে উইল্সন্ কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় আসার পর তাঁহাকে পূর্বনির্ধারিত মত সামরিক চিকিৎসকের জীবিকা গ্রহণ করিতে হয় নাই। কলিকাতায় আসার অল্প দিনের মধ্যে কলিকাতা টাঁকশালের সহকারী য়্যাসে মাষ্টারের (Assay Master) শূন্য পদটি উইল্সন্ তাঁহার পূর্বার্জিত

রসায়ন শাস্ত্র ও মুদ্রা-প্রস্তুত প্রণালী জ্ঞানের জন্য সহজেই পাইয়া যান। এই সময় মিণ্টে (টাঁকশাল) উইল্‌সনের উপরিতন কর্মচারী ছিলেন ডাঃ জন লিডেন (Dr. John Leyden, 1775-1811)। লিডেন একজন ভারত-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। এই সময়ে বিদেশীদের মধ্যে ভারতে ভারতবিদ্ হেনরী টমাস্ কোলব্রুকের পরেই তাঁহার স্থান ছিল। কলিকাতায় আসার পর উইলিয়ম জোন্সের জীবনী পাঠ করিয়া এবং তাঁহার কার্যাবলীর পরিচয় পাইয়া উইল্‌সন্ ভারত-বিদ্যা বিশেষভাবে সংস্কৃত-ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে সম্ভবতঃ লিডেনের মাধ্যমে উইল্‌সনের সহিত কোলব্রুকের পরিচয় স্থাপিত হয়। কোলব্রুকের উৎসাহে ও সহায়তায় মেধাবী ও অধ্যয়নানুরাগী উইল্‌সন্ অল্প দিনের মধ্যেই অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ফেলেন। উইল্‌সনের মেধা ও ভারত-বিদ্যানুরাগ কোলব্রুককে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল যে তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দে নিজের প্রভাব প্রয়োগ করিয়া উইল্‌সনকে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক নির্বাচিত করেন। কোলব্রুক স্বয়ং ছিলেন এই সময়ে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি। ১৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় একাদিক্রমে উইল্‌সন্ এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উইল্‌সনের অক্লান্ত সেবায় এশিয়াটিক সোসাইটির বহু উন্নতি সাধিত হয়। সোসাইটির বেসরকারী মুখপত্র 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকায় উইল্‌সনের নয়টি সুলিখিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮২১ হইতে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উইল্‌সন্ স্বয়ং Quarterly Oriental Journal নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়। 'এশিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রিকার পরিপূরক রূপে উইল্‌সন্ এই পত্রিকাটি পরিচালনা করিতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে উইল্‌সন্ যখন সোসাইটির সম্পাদক, তখন তাঁহারই প্রস্তাবানুযায়ী সর্বপ্রথম কয়েকজন ভারতীয়কে সোসাইটির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় প্রতিষ্ঠাকাল হইতে এ যাবৎ কোন ভারতীয়কেই সোসাইটির সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় নাই, অবশ্য কোন ভারতীয়কে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইবে না এরূপ কোন নিষেধ সোসাইটি কর্তৃক বিধিবদ্ধ ছিল না। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকালে সার উইলিময় জোন্স ঘোষণা করেন যে ভবিষ্যতে দেশীয়দের সদস্য করা হইবে কিনা, তাহা নিষ্পত্তির ভার সোসাইটির উপরই ন্যস্ত থাকিবে।

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে উইল্‌সন্ মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত মূল সংস্কৃত, স্বকৃত

পদ্যানুবাদ ও টীকা টিপ্পনিসহ প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে মেঘদূতের কোন অনুবাদ কোন ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। উইল্‌সনের সরল ও স্বচ্ছন্দ পদ্যানুবাদটি দেশে ও বিদেশে সবিশেষ আদৃত হয় (১)। উইল্‌সনকৃত মেঘদূত অনুবাদের নিম্নোদ্ধৃত প্রথম ছয়টি পংক্তি হইতে এই অনুবাদ কতদূর উপাদেয় হইয়াছিল তাহা বুঝা যাইবে :—

"Where Ramagiri's shadowy woods extend
And those pure streams where Sita bathed descend,
Spoiled of his glories, severed from his wife,
A banished Yaksha passed his lonely life,
Doomed by Kuvera's anger to sustain
Twelve tedious months of solitude and pain."

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে উইল্‌সন্ মিন্টের য়্যাসে মাষ্টারের পদে উন্নীত হন, কিছু দিন পর তিনি ইহার সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। উইল্‌সনের কর্মদক্ষতা ও বিদ্যাবত্তা সরকারী মহলে এত দূর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে গভর্ণমেণ্ট নিজ পদের দায়িত্বের উপরেও তাঁহার উপর অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করিতেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে সরকারী অনুরোধে বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ সংগঠনের ভার লইয়া উইল্‌সন্ কিছুকাল বারাণসীতে বাস করেন। সরকারী কার্যের সূত্রে বারাণসীর সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসিয়া উইল্‌সন্ তাঁহার সংস্কৃত-জ্ঞান পরিপুষ্ট করেন এবং এখানে অল্প দিন বাসের সুযোগে তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্যও অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। ১৮.৯ খৃষ্টাব্দে সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় একটি সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান সঙ্কলন ও প্রকাশ করিয়া উইল্‌সন্ বিদ্বৎ-সমাজে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন (২)। গুরুদায়িত্বপূর্ণ সরকারী কার্য, তাহার উপর এশিয়াটিক সোসাইটি পরিচালন ও সরকারী অনুরোধে সংস্কৃত শিক্ষা সংস্কার প্রভৃতি কর্তব্য পালনের পর এইরূপ সুবৃহৎ অভিধান সঙ্কলন করিবার জন্য উইল্‌সনকে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল ইহা সহজেই অনুমেয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে এই অভিধানটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

রোট্-ব্যট্‌লিঙ্কের (Roth-Bohtlingk) জার্মান-সংস্কৃত অভিধান প্রকাশের কাল পর্যন্ত (১৮৭৫) ইউরোপের সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের পক্ষে উইল্‌সনের অভিধানটিই ছিল সংস্কৃত ভাষা চর্চার একমাত্র নির্ভরযোগ্য অভিধান।

ভারতে আসার কিছুকাল পরই বাঙলা দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে আন্দোলন সৃষ্টি হয় উইল্সন্ তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এদেশে শিক্ষা প্রচারের ইতিহাসে মহামতি ডেভিড হেয়ারের (David Hare 1775-1842) নাম চিরস্মরণীয়। শিক্ষা বিস্তারের কাজে ডেভিড হেয়ারের অন্যতম পরামর্শদাতা ও সহায়ক ছিলেন উইল্সন্ (দ্রষ্টব্য-রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৪৯, ১৩৬২ সং—শিবনাথ শাস্ত্রী)।

বাঙলা দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, উইল্সন্ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাতৃদের অন্যতম। প্রথম হইতেই কলেজটি তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রথমে তিনি এই কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত হন, পরে ইহার সম্পাদক বা সেক্রেটারীর কার্যভার গ্রহণ করেন। ইংরাজেরা দীর্ঘকাল যাবৎ সরকারীভাবে এই দেশ শাসন করিলেও এ পর্যন্ত এদেশে শিক্ষা প্রসারের কোন চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। দেশে যতটুকু শিক্ষা বিস্তার হইয়াছিল তাহা শুধু বেসরকারী প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছিল। দেশীয় সমাজ-সংস্কারক ও ভারত হিতৈষী ইংরাজদের আন্দোলনের ফলে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী য়্যাক্ট গৃহীত হয়। ইহার ৪৩তম ধারায় ভারতে প্রাচ্য বিদ্যার চর্চা ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই য়্যাক্ট পাশ হইবার দীর্ঘকাল পরে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জনশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয় (General Committee for Public Instruction)। অতঃপর ভারতের পূর্বাঞ্চলের শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ভার এই কমিটির হাতে দেওয়া হয়। কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন হার্বার্ট হ্যারিংটন (J. H. Harrington, 1764-1828) এই কমিটির সভাপতি ও উইল্সন্ ইহার সম্পাদক (Secretary) নিযুক্ত হন। পদাধিকার বলে উইলসন্ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বহুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় দুই বৎসর পর ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই কলেজ ও স্কুলসহ হিন্দু কলেজও গোলদীঘির উত্তর পার্শ্বে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত হয়। উইল্সন্ তাঁহার পরিকল্পিত সংস্কৃত কলেজটিরও পরিচালন ভার গ্রহণ করেন।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে উইল্সনের "সিলেক্ট স্পেসিমেন্ অফ্ দি থিয়েটার অফ্ দি হিন্দুস" নামে বিখ্যাত পুস্তকটি প্রকাশিত হয় (৩)। এই পুস্তকের মুখবন্ধে

৭০টি পৃষ্ঠাতে উইল্‌সন্ হিন্দু-নাট্য-শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার মৌলিক অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। বাকী অংশটুকুতে শূদ্রক রচিত মৃচ্ছকটিক, কালিদাসের বিক্রমোর্বশী, ভবভূতির উত্তররামচরিত ও মালতী-মাধব, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস ও শ্রীহর্ষ রচিত রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী গদ্যানুবাদ এবং আরও অন্যান্য ২৩টি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবিষ্ট হয়। ইউরোপের পণ্ডিত সমাজে এই পুস্তকটি সবিশেষ আদৃত হয়, কারণ এই নাটকগুলি ইতিপূর্বে ইউরোপের কোন ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। অল্প দিনের মধ্যেই এই অতি উপাদেয় পুস্তকটি জার্মান ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। পরে এই ইংরাজী পুস্তকের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় বাসকালে টাঁকশালের য়্যাসে মাষ্টার ও সেক্রেটারী, পাব্লিক ইন্স্‌ট্রাকশান কমিটির সেক্রেটারী, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের দায়িত্ব এবং এশিয়াটিক সোসাইটির কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও কলিকাতার সামাজিক জীবনে উইল্‌সন্ সাতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তিনি নিজে সুগায়ক ও সু-অভিনেতা ছিলেন। ভিক্টোরীয় যুগের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রীর (Mrs. Sarah Siddons, 1755-1831) এক পৌত্রীকে উইল্‌সন্ বিবাহ করেন। উইল্‌সন্ বেশ ভালভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। বেশ ভাল বাংলা কথা বলিতে পারিতেন বলিয়া উইল্‌সন্ অতি সহজেই বাঙ্গালী সমাজে "আপনার জন" বলিয়া গৃহীত হইতে পারিয়াছিলেন। বাংলা ছাড়া হিন্দুস্থানী, তামিল প্রভৃতি আরও কয়েকটি ভারতীয় ভাষাতেও উইল্‌সন্ পারদর্শী ছিলেন। কলিকাতার চৌরঙ্গী থিয়েটারের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনায়ও উইল্‌সনের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের চেষ্টায় প্রথম দেশীয় নাট্যশালা "হিন্দু থিয়েটার" স্থাপিত হয়। উইল্‌সন্ প্রসন্নকুমারকে দেশীয় নাট্যশালা স্থাপনে উৎসাহিত করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমারের শুঁড়া বেলিয়াঘাটার বাগান-বাড়ীতে হিন্দু থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। প্রথম রাত্রে উইল্‌সন্ রচিত উত্তর-রামচরিতের অনুবাদ এবং ইংরাজী জুলিয়স্ সীজার নাটকের এক অংশ অভিনীত হয়। উইল্‌সন্ স্বয়ং এই অভিনয়ে অভিনেতাদের নির্দেশ দান করেন।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল বোডেন (Col. Joseph Boden) নামে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সংস্কৃত-শিক্ষা বিস্তারার্থে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। এই অর্থ হইতে অক্সফোর্ডে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা

দানের জন্য একটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় উইল্সন্‌কে এই পদের জন্য মনোনীত করেন। "বোডেন্ অধ্যাপকের" পদ লাভ করিয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে উইল্সন্ ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি হিন্দু কলেজের সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেওয়ান রামকমল সেন, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু কলেজে তাঁহার একটি প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষ ত্যাগের প্রাক্‌কালে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা ডেভিড হেয়ার, জেমস্ প্রিন্সেপ্ (James Prinsep, 1799-1849) প্রভৃতির উপস্থিতিতে তাঁহাকে মানপত্র ও রৌপ্যময় জলপাত্র প্রভৃতি দান করিয়া যথোচিত বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। [সমাচার দর্পণ, ৯ই জানুয়ারী, ১৮৩৩,] কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি হইতেও একটি সভায় উইল্সন্‌কে বিদায়সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল।

.৮৩৩-৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উইল্সন্ অক্সফোর্ডেই বাস করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস উইল্কিন্সের স্থলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গ্রন্থাগারিকের (Librarian) পদলাভ করিয়া তিনি লণ্ডনে বাস করিতে থাকেন, অতঃপর "বোডেন অধ্যাপকের" লেকচার দিবার সময়েই তিনি অক্সফোর্ডে আসিতেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সাংখ্যদর্শনের মূল ও অনুবাদসহ একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৪)। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রচিত বিষ্ণু-পুরাণের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হয় (৫)। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় একটি নিবন্ধে তিনিই প্রথম পুরাণ সম্বন্ধীয় আলোচনায় পদক্ষেপ করেন। বিষ্ণুপুরাণ অনুবাদের ভূমিকায় এবং টীকা-টিপ্পনীগুলিতে তিনি পুরাণগুলি সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ডাঃ উইণ্ট্যর্‌নিট্‌স তাঁহার পুস্তকে উইল্সন্‌কেই পুরাণ সম্বন্ধীয় ব্যাপক গবেষণার প্রথম পথিকৃৎ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (History of Indian Literature Vol 1, পৃঃ ৫১৭)। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে উইল্সনের কতকগুলি বক্তৃতা একত্র সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় (৬)।

মুদ্রাতত্ত্বের প্রতি উইল্সনের আবাল্য অনুরাগ ছিল, কলিকাতা টাঁকশালের এককালীন য়্যাসে মাষ্টার ও সেক্রেটারী উইল্সন্ "বোডেন্ অধ্যাপক" রূপেও তাঁহার এই প্রিয় বিষয়টির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন

নাই। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্তানের (প্রাচীন গান্ধার) প্রাচীন-মুদ্রা সম্বন্ধে তাঁহার একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৭)। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাজতরঙ্গিনীর (কল্হন প্রণীত) উপর ভিত্তি করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (Asiatic Researches) উইল্সনের কাশ্মীরের ইতিহাস নামে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এই পুস্তকটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া প্যারিস হইতে প্রকাশিত হয়। আফগানিস্তানের প্রাচীন মুদ্রা সম্পর্কিত এই গবেষণা পুস্তকটিও উল্লিখিত ইতিহাস পুস্তকটির ন্যায় সবিশেষ সমাদর লাভ করে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে উইল্সনের "স্কেচেস অফ দি রিলিজিয়স সেক্টস্ অফ দি হিণ্ডুস্" নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৮)। এই পুস্তকটির বিষয়বস্তু ইতিপূর্বেই কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র "এশিয়াটিক রিসার্চেস্" পত্রিকার ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। উত্তরকালে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ দুইটি অবলম্বন করিয়া স্বর্গত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় দুইখণ্ডে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" রচনা করেন (১ম ১৮৭০, ২য় ১৮৮৩ খৃঃ)।

এই বৎসরই উইল্সন্ দণ্ডী বিরচিত "দশকুমার চরিত" নামক সংস্কৃত আখ্যায়িকা পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ইতিপূর্বে কলিকাতা কোয়াটার্লি পত্রিকায় তিনি দশকুমার চরিতের আংশিক অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পত্রিকায় এবং লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে (Transactions) তিনি সংস্কৃত কাহিনী-পুস্তকগুলির সম্বন্ধে গবেষণা মূলক নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া এই বিষয়ে পথিকৃতের সম্মান লাভ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে উইল্সনের রচিত সংস্কৃত ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় (৯)।

ছয় খণ্ডে প্রকাশিত ঋগ্বেদের সম্পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ উইল্সনের জীবনের এক বিরাট কীর্তি। সায়ণ ভাষ্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি এই অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের চারি খণ্ড ১৮৫০ হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, বাকী দুই খণ্ড উইল্সনের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছিল (১০)। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রচলিত রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত শব্দগুলির সূচি ও অর্থসহ একটি অভিধান উইল্সন্ কর্তৃক সঙ্কলিত হয়, সরকারী অর্থে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল (১১)।

উইল্সন্ লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-

সভ্য ছিলেন, দীর্ঘকাল তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির প্রচলিত নিয়মানুযায়ী তাঁহাকে সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান-পরিচালক বা ডিরেক্টর (Director) পদে আসীন ছিলেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে অস্ত্রোপচারকালে উইল্‌সন্ লণ্ডনে পরলোক গমন করেন। জীবদ্দশায় ইউরোপে এমন কি ভারতেও সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দু-ধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহার মৃত্যুতে খেদ প্রকাশ করিয়া এইরূপ মন্তব্য করেন :

"In him the Society has lost a leader and an instructor whose place will be impossible immediately to supply ; but we have this consolation that the store of knowledge acumulated by him in a life of literary labour extended to the full ordinary limits of intellectual power, will less die with him than with other ripe scholars similarly cut off at the maturity of their fame ; for in the same degree as he was assiduous in acquisition, so was he bountiful in imparting fruits of his study ; but he has left, in his invaluable works and publications, and in his contributions to the Journal of this and other societies of analogous aim, records that will remain for ever for the instruction of oriental students, and for the aid and guidance of all searchers in the mine of Asiatic lore.…"—(From the Annual Report of the Royal Asiatic Society read at the 37th Anniversary Meeting of the Society held on 19th May, 1860.)

উইল্‌সন্ প্রত্যক্ষভাবে ভারত বিদ্যার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এমন কতকগুলি বিষয়েও অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যের রচিত সাতখানি পুস্তক সম্পাদনা করেন। উইল্‌সনের প্রকাশিত পুস্তকাবলী ও নানা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি একত্রে সংগৃহীত হইয়া ১৮৬২ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাঃ আর রষ্ট (R. Rost) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বারটি সুবৃহৎ খণ্ডে লণ্ডন

হইতে প্রকাশিত হয় (১২)। অদ্যাবধি এই খণ্ডগুলি ভারত-বিদ্যা সম্বন্ধীয় "বিশ্বকোষ" রূপে আদৃত হইয়া থাকে। উইল্‌সন্ বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে তিনি পাঁচশ চল্লিশ খানি বৈদিক ও সংস্কৃত পুঁথি অক্সফোর্ডের বোডলিয়েন পাঠাগারে দান করিয়া যান।

ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেও উইল্‌সন্ তাঁহার কলিকাতা বাসের স্মৃতি কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই। ভূতপূর্ব সহযোগী, সুহৃৎ ও শিষ্যদের সহিত তাঁহার পত্রের আদান প্রদান চলিত। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকে একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"অমৃতং মধুরং সম্যক্ সংস্কৃতং হি ততোঽধিকম্।
দেবভোগ্যমিদং যস্মাদ্ দেবভাষেতি কথ্যতে ॥
ন জানে বিদ্যতে কা সা স্বাদুতাঽত্রৈব সংস্কৃতে।
সর্বদৈব সমুন্মত্তা যয়া বৈদেশিকা বয়ম্ ॥
যাবদ্ ভারতবর্ষ স্যাদ্ যাবদ্ বিন্ধ্য হিমাচলৌ।
যাবদ্ গঙ্গা চ গোদা চ তাবদেব হি সংস্কৃতম্ ॥"

[অমৃত মধুর কিন্তু সংস্কৃত ভাষা ততোধিক মধুর, দেবভোগ্য বলিয়াই যেন ইহার নাম দেবভাষা। সংস্কৃতভাষার মাধুর্যে আমরা বিদেশী হইয়াও আনন্দে উন্মত্ত হইয়া থাকি। যতদিন ভারতবর্ষ, বিন্ধ্য ও হিমাচল এবং গঙ্গা ও গোদাবরী নদী বর্তমান থাকিবে ততদিন সংস্কৃত ভাষা জীবিত থাকিবে]।

উইল্‌সন্ ভারত-বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে অগণিত কৃতী শিষ্যমণ্ডলী রাখিয়া যান। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে মনিয়ার উইলিয়মস্ ও ই. বি. কাউয়েলের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্ যখন কলিকাতায় ট্যাকশালের য়্যাসে মাষ্টার তখন জেমস্ প্রিন্সেপ ট্যাকশালে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। উইল্‌সনই প্রিন্সেপকে ভারত-বিদ্যা চর্চায় দীক্ষা দান করেন। উত্তরকালে প্রিন্সেপ অশোক-লিপির পাঠোদ্ধার ও অন্যান্য নানা কীর্তি দ্বারা পণ্ডিত সমাজে স্মরণীয় হন। প্রিন্সেপের "এসেস্ অন ইণ্ডিয়ান এন্টিকুইটি" গ্রন্থটি উইল্‌সনের নামেই উৎসর্গীকৃত হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন উইল্‌সনের সবিশেষ স্নেহ ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। উইল্‌সন্ লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতা ত্যাগ করিবার কালে, 'বিশেষভাবে রামকমল সেনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ তাঁহার পক্ষে বড়ই

মর্মপীড়াদায়ক বোধ হইয়াছিল। অতি সামান্য অবস্থা হইতে উইল্সনেরই আনুকূল্যে রামকমল কলিকাতার সমাজ-জীবনে খ্যাতি প্রতিপত্তির উচ্চতম চূড়ায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগের পর হইতে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে রামকমলের মৃত্যুকাল পর্যন্ত উইল্সন্ তাঁহার সহিত নিয়মিত পত্রালাপ করিতেন। প্যারীচাঁদ মিত্র কৃত "Life of Dewan Ramcomul Sen" (Calcutta, 1880) গ্রন্থে রামকমলকে লিখিত উইল্সনের অনেকগুলি পত্রের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এই পত্রগুলি হইতে উইল্সনের মহাপ্রাণতা, বন্ধু-বৎসলতা ও ভারত হিতৈষিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

উইল্সনের দীর্ঘকালীন সেবা-ধন্য কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি-ভবনে তাঁহার একটি মনোরম তৈল-চিত্র ও একটি সুন্দর মর্মর মূর্তি রক্ষিত আছে। যে সমস্ত ইংরাজ ভারত-হিতৈষী হিসাবে স্মরণীয়—উইল্সন্ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

---

(১) Meghaduta—Sanskrit Text with Translation & Annotations, Calcutta 1813, reprinted in English—London, 1814, reprinted with Sanskrit Text, London, 1843.

(২) Sanskrit-English Dictionary—Calcutta, 1819, 1832; London 1874.

(৩) Select Specimen of the theatre of the Hindus, 3 Vols, Calcutta, 1827 ; In 2 Vols, London 1885.

(৪) Sankhya-Karika—Oxford, 1837.

(৫) Vishnu Purana—London, 1840.

(৬) Lectures on the Religions & Philosophical system of the Hindus, Oxford, 1840.

(৭) Ariana Antiqua—Antiquities of coins of Afganisthan, London, 1841.

(৮) Sketches of the Religious Sects of the Hindus, Calcutta, 1846.

(৯) Grammar of Sanskrit Language, Oxford, 1847.

(১০) Complete Translation of Rigveda in six vols—, Vol. I-IV (1850-57). Vols V. & VI published after 1860.

(১১) Glossary of Indian Revenue, Judicial and other useful terms in different languages of India, London 1855.

(১২) Works (H. H. Wilson) in 12 Vols, Published by Trubner & Co., London, (1862-71).

ফ্রান্ট্‌স্‌ বোপ্‌

(*Franz Bopp*, *1791-1867*)

তুলনামূলক ব্যাকরণ বিজ্ঞানের প্রবর্তক ফ্রান্ট্‌স্‌ বোপ্‌ ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত মেইনজ (Mainz) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বোপের জন্মের অনতিকাল পরে তাঁহার পিতামাতা রাজনৈতিক গণ্ডগোলের কারণে ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে চলিয়া আসেন ও তথায় বসবাস আরম্ভ করেন। ব্যাভেরিয়ার আশাফেনবুর্গে (Aschaffenburg) Karl J. Windishmann নামক অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন কালে তাঁহার অনুপ্রেরণায় বোপ্‌ সংস্কৃতভাষার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময়ে ফ্রান্সের প্যারী নগরী ইউরোপে সংস্কৃতচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ব্যাভেরিয়া সরকারের নিকট হইতে একটি বৃত্তি লাভ করিয়া বোপ্‌ প্যারী নগরীতে আগমন করেন। এখানে তিনি ডি শাসি (Silvestre de Sacy 1758-1838), শেজি (A. L. de Chezy, 1773-1832), বুর্ণুফ (E. Burnouf, 1801-1852) প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। এই সময়ে প্যারীর সরকারী পুস্তকাগারে শ্রীরামপুর হইতে সংগৃহীত বহু পুঁথি সঞ্চিত হইয়াছিল ; এই পুঁথিগুলি তালিকাভুক্ত করার কাজে বোপ্‌ পাঠাগার কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিয়াছিলেন। প্যারীতে অবস্থানকালে রুশ ও ইংরাজ সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে সেখানে যে উপদ্রুত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন। গভীর অভিনিবেশের ফলে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় বোপ্‌ বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃতভাষায় ধাতুরূপের প্রকৃতি সম্বন্ধে বোপের প্রথম পুস্তক জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট নগরী হইতে তাঁহার শিক্ষাগুরু উইণ্ডিস্‌ম্যানের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় (১)। এই পুস্তকে বোপ্‌ সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত ধাতুরূপগুলির গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। সংস্কৃত ভাষার এই ধাতুগুলির সহিত গ্রীক ল্যাটিন, ফার্সী ও জার্মানভাষার ধাতুগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি

প্রমাণিত করেন যে এই বিভিন্ন ভাষার ধাতুগুলি একই মূল হইতে উদ্ভুত। সার উইলিয়ম জোন্স্ প্রভৃতি প্রাচ্যভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা ইতিপূর্বে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সংস্কৃত ও গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে জ্ঞাতি-সম্পর্ক রহিয়াছে। এই অস্পষ্ট অভিমতগুলি বোপের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইয়া যায়। সংস্কৃতের সহিত ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষাগুলির একই গোষ্ঠীভুক্তির প্রমাণ আবিষ্কার ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতির জগতের একটি মুখ্য ঘটনা। এই আবিষ্কারের ফলও সুদূর প্রসারী হয়। ধাতুরূপ সম্পর্কীয় এই পুস্তকখানি প্রকাশের পর জগতের পণ্ডিত-মণ্ডলী বোপের সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করিয়া লন ও তুলনামূলক ব্যাকরণ ও ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বোপের নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়।

প্যারীতে সরকারী পাঠাগারে গবেষণা কালে মহাভারতের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি বোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধাতুরূপ সম্বন্ধীয় পুস্তকের বক্তব্য বিষয়গুলিকে পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে বোপ্ রামায়ণ ও মহাভারতের কতিপয় আখ্যায়িকা ও বেদের অংশ বিশেষের পদ্যানুবাদ ইহার পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করেন। ইহা দ্বারা ইউরোপে রামায়ণ, মহাভারত ও বেদ সম্বন্ধে প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে বোপ্ মহাভারতের নল-দয়মন্তী উপাখ্যানের একটি অতিসুন্দর অনুবাদ টীকা টিপ্পনী ও মূল সহ ল্যাটিন ভাষায় প্রকাশ করেন (২)। ইহার পরে মহাভারতের আরও কয়েকটি আখ্যায়িকা বোপ্ কর্তৃক জার্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয় (৩)। মহাভারত তাঁহাকে এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিল যে তিনি একসময়ে মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিতে মনস্থ করেন। ইউরোপীয় ভাষায় মহাভারত প্রকাশের কাজে অন্য পণ্ডিতদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া পরে তিনি এই সঙ্কল্প ত্যাগ করেন। সাত আট বৎসর প্যারীতে অবস্থানের পর বোপ্ লণ্ডন আগমন করেন। লণ্ডনে তিনি সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ও টিউটনীয় ভাষার ব্যাকরণ সমূহের একটি তুলনামূলক আলোচনা প্রকাশ করেন (৪)। পূর্ব প্রকাশিত পুস্তকে যে আলোচনা শুধু ধাতুরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই পুস্তকে সেই আলোচনা ব্যাকরণের অন্যান্য অঙ্গগুলিতেও প্রসারিত করা হয়। এই সময়ে প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত হামবোল্ড (Wilhelm Von Humboldt, 1767-1835) ইংল্যাণ্ডে জার্মানীর রাষ্ট্রদূত রূপে বৃত ছিলেন।

বোপের সহিত পরিচয় স্থাপিত হইলে রাজনীতিবিদ্‌ ও প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী হামবোল্ড স্বদেশীয় পণ্ডিত বোপের বিদ্যাবত্তার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় বোপ্‌ ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ব্যাকরণের-প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। জীবনের অবশিষ্টাংশ সময় বোপ্‌ এই পদেই সমাসীন ছিলেন। বার্লিনে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়ার কিছুকাল পরেই তিনি প্রুশিয়ার রয়্যাল সোসাইটির সদস্য পদ লাভ করেন। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের কিছুকাল পরে ১৮২৪ হইতে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বোপ্‌ তিনখণ্ডে একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (৫)। এই বইখানির একটি ল্যাটিন অনুবাদও প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার রচিত একটি সংস্কৃত পারিভাষিক রচনা-কোষ প্রকাশিত হয় (৬)।

বোপের জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি সংস্কৃত-জেন্দ্‌-গ্রীক-ল্যাটিন, লিথুয়ানীয়, গথীয়, জার্মান ও স্লাভোনীয় ভাষা সমূহের তুলনামূলক-ব্যাকরণ রচনা ও প্রকাশ। এই পুস্তক ছয়খণ্ডে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় (৭)। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর সমগ্র বিশ্বে বোপ্‌ তুলনামূলক ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত হন। সংস্কৃতভাষাকে মানদণ্ড রূপে ধরিয়া অন্যান্য ভাষাগুলির সহিত তাহার তুলনামূলক বিচার ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন বোপের এই পুস্তকটির বৈশিষ্ট্য। বোপের তুলনামূলক বিচারে ইহাই প্রমাণিত হয় যে সুদূর গঙ্গাতীরবাসী ভারতীয় হিন্দু ও ইউরোপীয় জাতিসমূহ মূলতঃ একই ভাষাভাষী। বোপের সমসাময়িক কালে যাঁহারা তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের চর্চা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে জার্মানীর গ্রীম, (Jacob Grimm, 1785-1863), শ্লেগেল্‌, হামবোল্ড ও ডেনমার্কের রেসমাস রাস্কের (Rasmus Kristen Rask, 1787-1832) নাম উল্লেখযোগ্য। গবেষণার বিস্তৃতি, গভীরতা ও অভ্রান্ততা হেতু বোপের কীর্তি এই সব মনীষীর কীর্তিকে ম্লান করিয়া দেয়। হামবোল্ডের সহিত বোপের সম্বন্ধ ছিল বন্ধু ও উপদেষ্টার। গ্রীম বোপকে পথ-প্রদর্শক গুরুরূপে মান্য করিতেন। সংস্কৃতের সহিত ইউরোপীয় ভাষাসমূহের আত্মীয়তা বোপের একক আবিষ্কার না হইলেও বহু পণ্ডিতের এই মতবাদকে সুষ্ঠু ভাবে একটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা দান ও প্রথম তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার কৃতিত্ব অবশ্যই বোপের প্রাপ্য। একজন প্রসিদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিকের মত এই যে—বোপ্‌ শুধু পাণ্ডিত্য

ও অভিজ্ঞতার জন্যই স্মরণীয় নহেন, শুধু উপরোক্ত দুইটি কারণেই বোপের মত কীর্তির অধিকারী হওয়া সম্ভব নহে। বোপ্ ছিলেন লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী ("His comparative grammar is based upon a series of discoveries which were not due to learning and experience but to a gift of nature which we can not analyze"—Introduction to the Study of language, B. Delbruck, Leipzig, 1882)। বোপের এই অবিস্মরণীয় তুলনামূলক ব্যাকরণ ১৮৪৫-৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনভাগে ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় (A Comparative grammar of the Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German and Slavonic languages—)। লেঃ ঈষ্টউইক্ (Lt. EastWick) এই অনুবাদ প্রণয়ন করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বোডেন অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হোরেস্ হেম্যান্ উইল্‌সন্ এই অনুবাদ প্রকাশে সহায়তা করেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় অধ্যাপক উইলসনের নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য :

"…In this work a new remarkable class of affinities has been systematically and elaborately investigated. Taking as his standard the Sanskrit, Prof. Bopp has traced the analogies which associate with it and with each other Zend, Greek, Latin, Gothic, German and Slavonic tongues. …He may be considered to have established beyond reasonable question a near relationship between the languages of the nations separated by the intervention of centuries distance of half the globe, by differences of physical formation and social institutions,—between the forms of speech current among dark natives of India and fair skinned races of ancient and modern Europe, a relationship of which no suspicion existed fifty years ago and which has been satisfactorily established within recent period during which Sanskrit has been studied…."

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে মঃ ব্রিয়েল কর্তৃক (M. Breal) এই পুস্তকটি ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।

আজীবন প্রামাণ্য পুস্তক রচনা ও সাময়িক পত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া বোপ্ ভারত-বিদ্যা চর্চার পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন—ইহা তাঁহার জীবনের একদিক। তাঁহার জীবনের আর একদিক হইল বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে বহু ছাত্রকে সংস্কৃত ও ভারতবিদ্যা চর্চায় উৎসাহ দান। পরলোকগত ডাঃ উইন্‌ট্যারনিট্‌জ্ তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে ইউরোপে ভারতীয় সাহিত্য চর্চায় এই অতিবিচক্ষণ পণ্ডিতের দান অতুলনীয়। জার্মানীতে সংস্কৃত সাহিত্যের পঠন-পাঠনের প্রসারে বোপের গ্রন্থরাজি অপরিমেয় প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। বোপের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ম্যাক্স্‌মুল্যর্, বেনফি, ব্যট্‌লিঙ্ক, অফ্রেখট্ (F. Maxmueller, 1823-1900 ; Theodor Benfey, 1809-1881 ; Otto Von Bohtlingk 1815-1904 ; Theodor Aufrecht, 1822-1907) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বোপের সংস্কৃত ধাতুরূপ সম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত পুস্তক প্রকাশের পঞ্চাশত্তম বার্ষিকী উপলক্ষে সমগ্র বিশ্বের পণ্ডিতমণ্ডলীর দানে বোপের নামে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয়। বোপের অতি প্রিয় তুলনামূলক-ব্যাকরণ বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের প্রসারকল্পে এই ধনভাণ্ডার উৎসর্গীকৃত হয়।

বিশ্ব-বিশ্রুত কীর্তির অধিকারী হইলেও বোপ্ ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সম্পূর্ণ নিরভিমান। হৃদয়বত্তার জন্য বোপ্ পরিচিত মাত্রেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর বোপ্ বার্লিন নগরীতে পরলোক গমন করেন।

---

(১) Das Conjugations system der Sanskrit sprache in Vergleichung mit Jenen der griechischen, lateinichen, peresischen und germanischen sprache, Frankfurt-1816.

(২) Nalas, German Sanskritum Mahabharata, London, 1819.

(৩) (ক) Matsyopakhyana—1829.
(খ) Indralokagamanam—1824.

(৪) Analytical comparsion of the Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic Languages (In the Annals of the oriental literature) London, 1820.

(৫) Ausfuhrlinches Lehrgebaude der Sanskrit sprache.

(৬) Glossarium linguae Sanskritae, 1830.

(৭) Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zen, Griechischen, Lateinschen, Litthauischen, Altslavischen, Gothischen und Deutschen. In six Parts (1833-1852).

ইউজীন্ বুর্ণুফ্

(*Eugene Burnouf, 1801-1852*)

ইউজীন্ বুর্ণুফ্ ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল ফ্রান্সের প্যারী (Paris) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইউজীনের পিতা জঁা লুই বুর্ণুফ্ (Jean Louis Burnouf, 1775-1844) সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার রচিত গ্রীক্ ভাষার ব্যাকরণ তৎকালে ফ্রান্সে সুপরিচিত ছিল। শিশুকাল হইতেই বুর্ণুফ্ মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। Louis le grand ও Ecole des chartes বিদ্যালয়ে অধ্যয়নান্তর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন ও সাহিত্য বিষয়ে স্নাতকত্ব (বি. এ.) উপাধি লাভ করেন। অতঃপর সংস্কৃতানুরাগী পিতার নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। এই সময় প্যারী নগরীতে সংস্কৃত শিক্ষার সবিশেষ সুযোগ ছিল। ইউরোপে প্যারীতেই (কলেজ দ্য ফ্রাঁ) ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয়। প্যারীর দৃষ্টান্ত অনুসরণে পরে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতেও সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হইয়াছিল। কলেজ দ্য ফ্রাঁর তৎকালীন সংস্কৃত অধ্যাপক দ্য শেজি (A. L. de Chezy) ও স্বীয় পিতার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিয়া বুর্ণুফ্ স্বীয় মেধার সাহায্যে অচিরকালের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষার চর্চা বুর্ণুফ্কে এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিল যে তিনি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আইন-ব্যবসায় বৃত্তি গ্রহণ না করিয়া সংস্কৃত তথা প্রাচ্য-বিদ্যার সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে মনস্থ করেন। সার্থক আইনজীবীর যে সব গুণাবলী আবশ্যক তাহার সবগুলিই বুর্ণুফের আয়ত্ত ছিল; আইন ব্যবসায়কে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করিলে অচিরকালের মধ্যেই তিনি প্রভূত সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন। ধন-মান লাভের এই সহজ পথে অগ্রসর না হইয়া বুর্ণুফ্ সংস্কৃত তথা প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার দারিদ্র্যসঙ্কুল পথই বাছিয়া লইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞানের সাহায্যে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মোদ্ধারেই তিনি আজীবন ব্রতী ছিলেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ক্রিষ্টিয়ান লাজেনের (Christian Lassen)

সহযোগিতায় পালিভাষা সম্বন্ধে বুর্ণুফের একটি নিবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়, (Essai sur le Pali, 1826)। এই সময়ে ইউরোপে পালিভাষা একরূপ অপরিজ্ঞাত ছিল। অনেকেই পালি ভাষাকে পাহ্লবী বা ঐ জাতীয় ভাষার নামান্তর বলিয়া মনে করিতেন। বুর্ণুফ্ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার সাহায্যে এই নিবন্ধে প্রমাণিত করেন যে সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের ধর্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত এই ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ব্যাকরণ বিশেষতঃ পাণিনি ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির জন্য বুর্ণুফ্ তাঁহার সিদ্ধান্তের সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করেন। এই নিবন্ধ প্রকাশের পর তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। পর বৎসর পালি ব্যাকরণ সম্বন্ধে তাঁহার আর একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (Observation grammaticales sur quelques passages de le essai sur le Pali, Paris, 1827)। বুর্ণুফের পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্মানুরাগ জীবনের শেষ ভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় লিখিত তাঁহার ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস (Introductio a l' Histoire du Bouddhisme Indien, Paris, 1844.) প্রকাশিত হয়। প্যারীর এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত নেপাল হইতে সংগৃহীত ৮৮টি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পুঁথি অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হয়। H. B. Hodgson (১৮০০-১৮৯৪) কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া এইগুলি প্যারীতে প্রেরিত হয়, বুর্ণুফের পূর্বে কেহই পুঁথিগুলি ব্যবহার করেন নাই। এই পুস্তকে বুর্ণুফ্ বৌদ্ধধর্মের কাল সঠিক ভাবে নিরূপিত করেন; বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এযাবৎ অজ্ঞাত বহু তথ্যে পুস্তকখানি সমৃদ্ধ। বুর্ণুফের পূর্বে কোন ভারতীয় বা বিদেশীয় পণ্ডিত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তথ্য-নির্ভর বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই। গত শতকের শেষ ভাগে আমাদের দেশে ডাঃ রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭) বুর্ণুফের দ্বারা পরিবেশিত তথ্যগুলি যত্নের সহিত অনুধাবন করিয়াছিলেন এবং মাতৃভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ সদ্ধর্ম-পুণ্ডরীকের বুর্ণুফ্ কৃত ফরাসী অনুবাদ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (Lotous de la Bonne Loi, Paris, 1852)। বুর্ণুফ্ পালিভাষায় একটি ব্যাকরণ ও একটি অভিধান রচনা করেন, এই পুস্তকগুলি বুর্ণুফের জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে প্যারীর নর্মাল বিদ্যালয় হইতে তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য বুর্ণুফ্কে আহ্বান করা হয়। ১৮২৯ হইতে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ

পর্যন্ত চারি বৎসর ধরিয়া বুর্ণুফ্ তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্বন্ধে এই বিদ্যালয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দেন। বুর্ণুফের এই বক্তৃতাগুলি প্রকাশিত হয় নাই, তবে তাঁহার রচিত ৪৫০ পৃষ্ঠাব্যাপী 'নোটস্' বহুবৎসর যাবৎ এই বিদ্যালয়ে রক্ষিত ও ছাত্রগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বুর্ণুফ্ একাডেমি অব্ ইন্সক্রপশনের সদস্যপদ লাভ করেন। উত্তরকালে তিনি এই বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নির্বাচিত হন। নির্বাচনের এই সর্ত ছিল যে বুর্ণুফ্ যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন আর অন্য কাহাকেও সম্পাদক নির্বাচিত করা হইবে না।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তদীয় শিক্ষাগুরু দ্য-শেজির স্থলে বুর্ণুফ্‌কে কলেজ-দ্য ফ্রাঁতে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। আমরণ এই কলেজে বুর্ণুফ্ সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন।

বুর্ণুফের বহুমুখী প্রতিভা ও বিস্তৃত বিদ্যা-বৈভব শুধু সংস্কৃত ও পালির চর্চাতেই নিবদ্ধ থাকে নাই। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি জরথুষ্ট্রীয় ধর্মপুস্তক (পার্শী) জেন্দ্-অবেস্তার একাংশের এক সুবিস্তৃত টিকা প্রকাশ করেন (Commentaire sur le yascna, Paris, 1833)। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে দ্যুপের্ঁ (১৭৩১-১৮০৫) জেন্দ্ অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। অবেস্তার পুঁথি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র দ্যুপের্ঁ মৃত্যুর পূর্বে প্যারীর সরকারী পাঠাগার—বিব্লিওথেক ন্যাশানেলে গচ্ছিত রাখিয়া যান। দ্যুপের্ঁ মূল জেন্দ্ ভাষার সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। যে সমস্ত পার্শী পণ্ডিতের সহায়তায় দ্যুপের্ঁ অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ সম্পন্ন করেন, তাঁহারাও মূল জেন্দভাষা জানিতেন না। অবেস্তা রচনা কালে উহা যে ভাষায় লিখিত হয়, তাহা সাধারণতঃ জেন্দ্ নামে পরিচিত, সুপ্রাচীনকালে খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্বে পাহ্লবী ভাষা জেন্দ্-এর স্থানে অধিকার করে। খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীতে ইরাণে (পারস্য) ইসলাম ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিলে জরথুষ্ট্র-উপাসক ইরাণীরা ব্যাপক-ভাবে দেশত্যাগ করিতে থাকেন। ইঁহাদের একটি শাখা ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া বোম্বাই-সুরাট অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন। বর্তমানে ইঁহাদের বংশধরেরাই 'পার্শী' নামে ভারতবর্ষে পরিচিত। জরথুষ্ট্র-পন্থীদের যাযাবর অবস্থায় অবেস্তার বহু অংশ লুপ্ত হইয়া যায়। বাকী অংশের পাহ্লবী রূপই ভারতে উপনিবিষ্ট পার্শী সম্প্রদায়ের উপজীব্য হয়। মূলতঃ দ্যুপের্ঁ কৃত অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ স্থূলতঃ অবেস্তার এই পাহ্লবী অনুবাদ অবলম্বনেই লিখিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নেরিওসেঙ্গ (Nerioseng)

নামক এক পণ্ডিত লিখিত অবেস্তার খণ্ডাংশ যশ্নের (পাহ্লবী হইতে) একটি সংস্কৃত-অনুবাদ দৈবক্রমে বুর্ণুফের অধিগত হয়। এই সংস্কৃত অনুবাদ অবলম্বন করিয়া বুর্ণুফ্ খৃঃ পূর্ব পঞ্চম ষষ্ঠ-শতাব্দীতে প্রচলিত অবলুপ্ত মূল জেন্দ্ ভাষাকে পুনরুদ্ধার করেন। দ্যুপের রচিত অবেস্তার ফরাসী অনুবাদ, নেরিওসেঙ্গের সংস্কৃত অনুবাদ ও বিব্লিওথেক ন্যাশানালে রক্ষিত এ যাবৎ অপঠিত মূল জেন্দ্ ভাষায় লিখিত পুঁথিগুলি হইতে সমস্ত জেন্দ্ ভাষার শব্দগুলি বাছিয়া লইয়া প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি তুলনামূলক-ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণের আলোকে তিনি গবেষণা করিতে থাকেন। ভাষা-বিজ্ঞানে অতুলনীয় পারদর্শিতার ফলে বুর্ণুফ্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জেন্দ্ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত হয় নাই, বেদের সমকালীন এই জেন্দ্ভাষা বৈদিক (সংস্কৃত ভাষা) ও গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি আদিম আর্য-গোষ্ঠীর ভাষা সমূহের সহিত একই পরিবার-ভুক্ত। ভাষা-বিজ্ঞানে বুর্ণুফের এই গবেষণা চিরস্মরণীয়। অবেস্তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জেন্দ্ শব্দাবলীর এক বিস্তৃত তালিকা বুর্ণুফ্ রচনা করেন। জেন্দ্ভাষার পুনরুজ্জীবন ও পুনঃ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বুর্ণুফ্ অবেস্তার অপর অংশ ভেণ্ডিডাড্ সাদের (Vendidad Sade) একটি সংস্করণ খণ্ডশঃ মূল প্রতিলিপিসহ প্রকাশ করেন (১৮২৯-৪৩)।

বুর্ণুফ্ কৃত ভাগবতপুরাণের মূল সংস্কৃত ও ফরাসী অনুবাদ (Le Bhagabata Purana—in 3 vols, Paris, 1840,'44, '47) নবম স্কন্ধ পর্যন্ত তিনখণ্ডে ১৮৪০ হইতে ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্যারী হইতে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের ভূমিকায় বৈদিক, পৌরাণিক ও ভাগবত ধর্মের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়। বুর্ণুফ্ আজীবন প্যারীর এশিয়াটিক সোসাইটির অতি উৎসাহী কর্মী ছিলেন। সোসাইটির পত্রিকায় ভারত-বিদ্যা সংক্রান্ত তাঁহার বহু মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বৈদিক সংস্কৃত, পালি ও অবেস্তার চর্চায় বুর্ণুফ্ সমগ্র জীবন এই ভাবে উৎসর্গ করেন। তিনি নিজেকে বেদ-পন্থী ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ অথবা জরথুষ্ট্রভক্ত বলিয়া গণ্য করিতেন।

ব্যক্তিগত-জীবনে প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা ব্যতীত বিংশবর্ষ যাবৎ 'কলেজ দ্য ফ্রাঁ'তে বুর্ণুফ্ সংস্কৃতভাষার অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে তিনি ছিলেন ইউরোপে বৈদিক সাহিত্য ও ভাষা চর্চার প্রধান পুরোহিত। তাঁহার উদ্দীপনাময় অধ্যাপনায় আকৃষ্ট হইয়া যাঁহারা বৈদিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ

করিয়া জগদ্ব্যাপী খ্যাতিলাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে রুডল্‌ফ্ রোট্ (Rudolph Roth, 1821-1895) ও ম্যাক্স্ মুল্যার্ (F. Max Mueller, 1823-1900) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বুর্ণুফ্-শিষ্য রুডল্‌ফ্ রোটের নেতৃত্বে জার্মানীতে বৈদিক-চর্চা প্রবর্তিত হয়। বুর্ণুফের নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াই ম্যাক্স্ মুল্যার্ সায়ণভাষ্য সহ ঋগ্বেদের সম্পাদনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে যুবক-বিদ্যার্থীরূপে ম্যাক্স্ মুল্যার্ প্যারীতে বুর্ণুফের সংস্পর্শে আসেন। বুর্ণুফের উদার ও নিরভিমান ব্যবহার, মহৎ চরিত্র ও বিশেষভাবে তাঁহার সুগভীর প্রাচ্য-বিদ্যানুরাগ ম্যাক্স্ মুল্যার্‌কে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বুর্ণুফের আবেগদীপ্ত প্রাঞ্জল অধ্যাপনায় ম্যাক্স্ মুল্যারের সম্মুখে এক অজ্ঞাত জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের গবেষণা প্রসূত সিদ্ধান্ত ও ভারতবর্ষ হইতে বহু আয়াসে সংগৃহীত পুঁথি-পত্রগুলি নবলব্ধ শিষ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া গুরু বুর্ণুফ্ ম্যাক্স্ মুল্যারকে ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও সায়ণভাষ্য সহ ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি অনুবাদ সহ প্রচার করিতে অনুরোধ করেন। একবিংশতি বর্ষীয় তরুণ ম্যাক্সমুল্যার্ গুরুর এই নির্দেশকে জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে আসিয়া ম্যাক্স্ মুল্যার্ তাঁহার কার্য আরম্ভ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স্ মুল্যার কৃত ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গুরুর নিকট যে উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন অকুণ্ঠিতচিত্তে ম্যাক্স্ মুল্যার্ এই পুস্তকের ভূমিকায় তাহার উল্লেখ করেন। বুর্ণুফের মৃত্যুর অল্পকাল পর ঋগ্বেদের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের ভূমিকায় বুর্ণুফের মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া সাতিশয় ক্ষোভের সহিত ম্যাক্স্ মুল্যার্ লেখেন—"বুর্ণুফের মৃত্যুতে প্রাচ্য বিদ্যার ক্ষেত্র একজন অক্লান্ত সাধককে হারাইয়াছে আর আমরা হারাইয়াছি একজন নিঃস্বার্থ গুরু ও দিগ্‌দর্শক। তাঁহার শুভেচ্ছা ও সমর্থন সর্বদাই ছিল আমাদের কাম্য। সত্যনিষ্ঠ এই মহামনীষীর প্রতিকূল সমালোচনার আশঙ্কায় আমরা সর্বদাই আমাদের সাধনায় অভ্রান্ত থাকিবার চেষ্টা করিতাম। তাঁহার তিরোধানে মনে হইতেছে আমাদের কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আর কাহার নিকট পাইব? বুর্ণুফের মৃত্যুতে কাজের আকর্ষণ আমাদের কাছে বহুল পরিমাণে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে।

"আমি জানি ইউরোপের বহু বিদ্যাব্রতীরও ইহাই আজ মনের কথা। প্রথমখণ্ড সমাপনান্তে আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল—দেখা যাক্ আচার্য

বুর্ণুফ্ আমার এই প্রথম খণ্ড দেখিয়া কি বলেন। আজ যখন ঋগ্বেদের এই দ্বিতীয় খণ্ড আমি বিদ্বৎমণ্ডলীর সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি, তখন আমার চিন্তা বুর্ণুফের স্মৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতেছে, যিনি আর আমাদের মধ্যে নাই।" [দ্রঃ—The life and letters of F. Maxmueller—ed. by his wife—1902.]

সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক, ম্যাক্স্‌মূল্যার্ ও রোটের ন্যায় দিগ্বিজয়ী মনীষীর পথ-প্রদর্শক গুরু, ভাগবতপুরাণের অনুবাদক বুর্ণুফ্, পালি ও জেন্দ্ ভাষা এবং বৌদ্ধধর্মকে বিস্মৃতির অতল গহ্বর হইতে পুনরুদ্ধার করেন। বুর্ণুফের মনীষার দীপ্তিতে বহু মনীষীর প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত ফরাসীদেশের সম্মান ইউরোপে আরও বর্দ্ধিত হয়। জাতির মর্যাদা বর্দ্ধনের স্বীকৃতি হিসাবে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সম্মান Officie de le legion d' honneur পদবীতে ভূষিত করেন। দেশ বিদেশের বহু বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানও তাঁহাকে সম্মানিত সদস্যভুক্ত করিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত করিয়াছিল।

খ্যাতি-প্রতিপত্তির চরম শিখরে সমাসীন চিরকুমার বুর্ণুফ্ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে মাত্র একান্ন বৎসর বয়সে প্যারী নগরীতে প্রাণত্যাগ করেন। জীবনব্যাপী নিরলস পরিশ্রমই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ। বুর্ণুফের অকাল বিয়োগে জগতের পণ্ডিতমণ্ডলী কি পরিমাণে ক্ষুব্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিয়াছিলেন ঋগ্বেদের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় পণ্ডিতচূড়ামণি ম্যাক্স্‌মূল্যারের খেদোক্তিতেই তাহা সবিশেষ পরিস্ফুট হইয়াছে।

ইউরোপে বিশেষতঃ ফ্রান্সে বুর্ণুফ্-শিষ্যেরাই বুর্ণুফের মৃত্যুর পর ভারত-বিদ্যা চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন। বর্তমানে ফেলিওজা (Jean Filliozat) প্রভৃতি ফরাসী পণ্ডিতেরা বুর্ণুফের উত্তরাধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। প্রাচ্য বিদ্যাচর্চায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রণালীর প্রবর্তন বুর্ণুফের প্রাচ্য বিদ্যাসাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ডাঃ সিলভাঁ লেভি বুর্ণুফের এই বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে বুর্ণুফের রচনা এখনও প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে আদর্শ ও দিগদর্শক হইয়া আছে এবং থাকিবে ("He still remains and shall continue to remain, the model and guide"—La Science Francaise, India and the world, June 1934)। বুর্ণুফের মৃত্যুর পর লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির

এক সভায় বুর্ণ্যুফের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত অভিমতটি প্রকাশ করা হয় :—"It may be safely said that no Európean orientalist has exhibited a greater amount of research, penetration and industry than M. Burnouf ; nor has any one surpassed him in the clearness and precision with which he has recorded the result of his labours." [From the Proceedings of the 30th Anniversary Meeting of the Royal Asiatic Society held on 21. 5. 1853.]

সার আলেক্জাণ্ডার কানিংহাম

(*Sir Alexander Cunningham, 1814-1893*)

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়ম জোন্স্ কর্তৃক কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ভারত-বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত হয়। ভারত বিদ্যার একটি শাখা হিসাবে জোন্স্, হোরেস্ হেমান্ উইলসন, হেনরী টমাস কোলব্রুক প্রভৃতি মণীষিরা সংস্কৃতভাষা চর্চার সহিত ভারতের পুরাতত্ত্ব-চর্চা করিতে থাকেন। ইঁহাদের পর কলিকাতা মিণ্টের পদস্থ কর্মচারী ও এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী জেমস্ প্রিন্সেপ্ ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অশোকলিপিগুলির পাঠোদ্ধার করতঃ ভারতের এক বিস্মৃত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সৈন্যবিভাগের ইঞ্জিনীয়ার রূপে ভারতে আসিয়া জেমস্ প্রিন্সেপের সংস্পর্শে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রৌঢ় প্রিন্সেপ্ ও তরুণ কানিংহামের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই বন্ধুত্ব ও গবেষণা সংক্রান্ত অবিরত আলাপ-আলোচনার ফলে কানিংহাম ভারতের প্রত্নসম্পদের দিকে আকৃষ্ট হন। প্রিন্সেপের সাহচর্যে অল্পকালের মধ্যেই তীক্ষ্ণধী কানিংহাম ভারতের প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান অর্জন করেন যে তিনি ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় কাশ্মীরে প্রাপ্ত একটি রোমক মুদ্রা সম্বন্ধে প্রচলিত তথ্যকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় জেমস্ প্রিন্সেপের সাহচর্য কানিংহাম্ দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারেন নাই, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রিন্সেপ্ পরলোক গমন করেন।

আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী ইংল্যাণ্ডের ওয়েষ্টমিনষ্টার নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এলেন কানিংহাম ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন একজন কবি। স্থপতির কর্ম করিয়া তিনি জীবিকা নির্বাহ করিতেন। আলেকজাণ্ডার কানিংহাম লণ্ডনের 'ক্রাইষ্ট হস্‌পিটাল' নামক শিক্ষায়তনে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সের সময় তিনি ও তাঁহার এক ভ্রাতা পিতৃবন্ধু স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক সার ওয়ালটার স্কটের চেষ্টায় সমরশিক্ষার্থী ছাত্র রূপে সৈন্যবিভাগে গৃহীত হন। বিভিন্ন সামরিক

বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভান্তে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর 'বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়র্স' বিভাগের দ্বিতীয় লেপ্টন্যাণ্টের পদ লাভ করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতে আসিয়া কলিকাতায় বাস কালেই তিনি জেমস্ প্রিন্সেপের সহিত পরিচিত হন। সামরিক বিভাগের কর্মচারী রূপে কানিংহামের জীবন বৈচিত্র্যময় ছিল। ১৮৩৬ হইতে ১৮৪০ পর্যন্ত তিনি ছিলেন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের (Lord Auckland, 1784-1849) দেহরক্ষী। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতেই কানিংহামের বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নী ছিলেন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মিঃ হুইশের কন্যা। বিবাহের পরই কানিংহাম অযোধ্যার রাজার 'এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র' নিযুক্ত হন। লক্ষ্মৌ হইতে কানপুর পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ কালে তাঁহাকে বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করিতে আহ্বান করা হয়। বিদ্রোহ দমিত হইলে তাঁহাকে মধ্যভারতে সামরিক কার্যে নিযুক্ত রাখা হয়। ১৮৪৪-৪৫ এই একবৎসর তিনি গোয়ালিয়র ষ্টেটে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়রের কাজ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সামরিক প্রয়োজনে আবার তাঁহাকে পাঞ্জাব প্রদেশে যাইতে হয়। প্রথম শিখ-যুদ্ধের অবসানে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ ইংরেজের অধিকার-ভুক্ত হইলে সার জন লরেন্স (Sir John Laird Lawrence,) উহার শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি কাংড়া ও কুলু উপত্যকা অধিকার করার ভার কানিংহামের উপর অর্পণ করেন। অপূর্ব সামরিক প্রতিভা দেখাইয়া কানিংহাম এই অঞ্চল অধিকার করেন। ইহার পর তিনি সরকারী নির্দেশে কাশ্মীরের লাদক্ ও তিব্বতের সীমানা নির্ধারণ করিয়া দেন। বাওহালপুর ষ্টেট্ ও রাজপুতানার বিকানীর ষ্টেটেরও তিনি সীমানা চিহ্নিত করিয়া দেন। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধে (১৮৪৮-৪৯) কানিংহাম সামরিক ফিল্ড ইঞ্জিনীয়ারের দায়িত্ব পালন করেন। শান্তি স্থাপিত হইলে তিনি গোয়ালিয়র প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় পূর্তবিভাগের অধিকর্তার কার্যে যোগদান করেন। অতঃপর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে কানিংহামকে মূলতানে বদলী করা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি লেপ্ট্ন্যাণ্ট্ কর্ণেল পদে উন্নীত হন। এই বৎসরই ইংরেজেরা ব্রহ্মদেশ অধিকার করিলে কানিংহামকে বার্মায় 'চীফ ইঞ্জিনীয়ার' রূপে প্রেরণ করা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারের কার্যে যোগদান করেন ; এই সময়ে তিনি মেজর জেনারেলের মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

সরকারী পূর্ত বিভাগের দায়িত্ব-পূর্ণ পদে এমন কি একান্তভাবে সামরিক কার্যে নিযুক্ত থাকা কালেও কানিংহাম ভারতীয় পুরাতত্ত্ব চর্চায় কোনো সময়ে বিরত থাকেন নাই। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে নিজ ব্যয়ে ও দায়িত্বে তিনি সারনাথের ধ্বংসস্তূপ খনন করিয়া প্রাপ্ত প্রত্নদ্রব্যসমূহের প্রতিলিপি (Drawings) প্রস্তুত করেন। ইহার পূর্বে কোন ঐতিহাসিক সারনাথের ধ্বংসস্তূপ পরীক্ষা করেন নাই।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সরকারীকার্যে কাশ্মীর যাত্রার সুযোগে কানিংহাম তথাকার মন্দিরসমূহ উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া আসেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি কাশ্মীরের মন্দির স্থাপত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কাশ্মীরের মন্দির স্থাপত্য সম্বন্ধে গবেষণামূলক এই রচনাটি ঐতিহাসিকদের উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র ষ্টেটে পূর্তবিভাগের অধ্যক্ষ থাকাকালে কানিংহাম ভূপালরাজ্যের সাঁচী ও মধ্যপ্রদেশের আরও কয়েকটি বৌদ্ধস্তূপ নিজ দায়িত্বে খনন করেন। এই খননের বিবরণ লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এই বিষয়ে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকটি প্রকাশিত হয় (১)। এই পুস্তকটি পুরাতত্ত্বের ভিত্তিতে লিখিত ইতিহাস পুস্তক হিসাবে বিদ্বজ্জনের অভিনন্দন লাভ করে। এই গ্রন্থে স্তম্ভ ও বেষ্টনী গাত্রে খোদিত লিপিমালার পাঠোদ্ধার ও তাহাদের ইংরাজী অনুবাদে কানিংহামের নৈপুণ্য ঐতিহাসিকদের চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম রচিত "লাদক্-ফিজিক্যাল, ষ্টাটিস্টিক্যাল এ্যাণ্ড হিষ্টোরিক্যাল" নামীয় পুস্তকটি সরকারী ব্যয়ে প্রকাশিত হয়। লাদক্ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যসমৃদ্ধ এই পুস্তকটির উপযোগিতা শতাধিক বর্ষ পরেও হ্রাস পায় নাই (২)।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে কানিংহাম বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধগুলি কলিকাতার ও লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এবং লণ্ডনের মুদ্রাতত্ত্ব সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভারতীয় মুদ্রা সম্বন্ধে তাঁহার রচিত "কয়েন্স অব্ ইণ্ডিয়া" পুস্তকটি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (৩)। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন যুগের মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে কানিংহাম একজন পথিকৃৎ বলিয়া বিবেচিত হন। কানিংহামের সিদ্ধান্ত এই ছিল যে আলেকজাণ্ডারের অভিযানের বহু পূর্ব হইতেই ভারতে মুদ্রার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় পুরাবস্তু উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে কানিংহাম কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির নিকট এক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এই প্রস্তাবে এই বিষয়ে সুসম্বদ্ধ কার্যধারা অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের প্রতি সর্বস্তরের ঔদাসীন্য কানিংহামের মর্মপীড়ার কারণ হইয়াছিল, এ যাবৎ এই বিষয়ে যে সামান্য অগ্রগতি হইয়াছিল তাহা প্রিন্সেপ্ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় প্রত্নপ্রেমিকদের ব্যক্তিগত সাধনার দান—কানিংহাম ইহা পর্যাপ্ত মনে করেন নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং (Lord Canning, 1812-1862)-এর নিকট ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধার ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব পেশ করেন। লর্ড ক্যানিং সহানুভূতির সহিত এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রবর্তন করিতে সম্মত হন। তিনি কানিংহামকেই এই বিভাগের দায়িত্ব লইতে আহ্বান জানান। অতঃপর কানিংহাম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর পুরাতত্ত্ব সমীক্ষক পদ গ্রহণ করিলে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রবর্তিত হয়। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ভারত সরকার বিশেষ ডাক টিকিট বাহির করেন। পুরাতত্ত্ব সমীক্ষকের পদলাভ করিয়া কানিংহাম সামরিক বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

নূতন কার্যভার গ্রহণ করিয়া কানিংহাম পাঞ্জাব এবং যমুনা ও নর্মদা মধ্যবর্তী ভূভাগের পুরাকীর্তিগুলি অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার বিস্তৃত প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রস্তুত করেন। ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ পর্যন্ত এই চারি বৎসরের রিপোর্ট দুই খণ্ডে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ব্যয়সঙ্কোচের অজুহাতে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিলোপ সাধন করা হইলে আলেকজাণ্ডার কানিংহাম স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর কানিংহামের সুবিখ্যাত পুস্তক "এনসিয়েন্ট জিওগ্রাফী অব ইণ্ডিয়া" প্রকাশিত হয় (৪)। এই পুস্তকে তিনি আলোকজাণ্ডারের ভারত-অভিযান ও চৈনিক পরিব্রাজকদের ভ্রমণ-বিবরণীর ভিত্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থানগুলির বর্তমান সংস্থান নির্ণয় করেন। তাঁহার সমকালীন সময় পর্যন্ত গবেষণা-লব্ধ তথ্যগুলি দ্বারা কানিংহাম তাঁহার সিদ্ধান্তগুলিকে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। উত্তরকালে ব্যাপকতর গবেষণার ফলে এই পুস্তকে প্রকটিত কানিংহামের কোন কোন সিদ্ধান্ত ভুল প্রমাণিত হইলেও এই পুস্তকের মর্যাদা এখনও ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

ভারতের ইতিহাস-জিজ্ঞাসুর পক্ষে এই পুস্তকটি বর্তমানেও একটি অপরিহার্য আকর-গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কানিংহামের কালে অর্থাৎ শতবর্ষ পূর্বে ভারতে গমনাগমন ব্যবস্থা অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল, ইহা সত্ত্বেও অতি দুর্গম অঞ্চলের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহে কানিংহাম যে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন তাহা সত্যই বিস্ময়জনক।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারতের তৎকালীন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড মেয়ো (Lord Mayo, 1829-1872) ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ পুনরুজ্জীবিত করেন। এই বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ পদ গ্রহণের অনুরোধ পাইয়া কানিংহাম ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে পুনরায় ভারতে আসিয়া এই কর্মভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে দ্বিসপ্ততিবর্ষ বয়সে কানিংহাম এই কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৭১ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চদশ বর্ষকাল বৃদ্ধ কানিংহাম ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের তক্ষশিলা হইতে পূর্বভারতের বাংলার গৌড় পর্যন্ত ভূভাগ যুবজনোচিত উৎসাহ ও সামর্থ্যসহ একাধিকবার পরিভ্রমণ করিয়া বহু অজ্ঞাত পুরাবৃত্ত ও স্থান আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুবৃহৎ আকারে ২৪ খণ্ডে প্রকাশিত বিভাগীয় রিপোর্টের ১৩টি খণ্ডে কানিংহাম কর্তৃক পরিদৃষ্ট স্থানসমূহের তাঁহারই লিখিত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল (৫)। অবশিষ্ট ১১টি খণ্ড রিপোর্ট কানিংহামের সহকর্মিরা তাঁহারই নির্দেশ মত রচনা করিয়াছিলেন। কানিংহাম লিখিত রিপোর্টগুলিতে পাঁচ শতাধিক স্থানের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, অনেক স্থলে গুরুত্বপূর্ণ একই স্থান বার বার পরিদৃষ্ট হওয়ায় একই স্থানের বিবরণ একাধিক রিপোর্টের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। কানিংহাম রচিত এই রিপোর্টগুলির কোন কোনটিতে ভারতীয় মুদ্রার আলোচনাও স্থান পাইয়াছিল। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব আলোচনায় মুদ্রাতত্ত্বকে কানিংহাম সবিশেষ মর্যাদা দিতেন। কানিংহামের সময়ে রচিত এই ২৪ খণ্ড রিপোর্ট ভারতের ইতিহাস চর্চার পক্ষে অপরিহার্য সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে এই রিপোর্টগুলির ভিত্তিতেই অনুসন্ধানের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, এমন কি এই সব রিপোর্টের ত্রুটিগুলিও গবেষকদের সত্য নির্ণয়ে প্রভূত সহায়তা দান করিয়াছে।

বর্তমান শতাব্দীর বিংশ ত্রিংশ দশকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ও প্রাচীনতা প্রতিপাদনের কৃতিত্ব ভারতীয়

পুরাতত্ত্ব সংস্থার সার জন মার্শাল (Sir John Marshall, 1876-1958), মর্টিমার হুইলার (Sir Robert Mortimer Wheeler, 1890-1976) আর্নেষ্ট ম্যাকে (Ernst Mackay, 1880-1943), রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল মজুমদার, দয়ারাম সাহানী প্রভৃতির প্রাপ্য। কিন্তু বর্তমানে একথা অনেকেই জানেন না যে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম ইরাবতী নদী সংলগ্ন হরপ্পা অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া কতকগুলি বিচিত্র "ছাপ" (Seals) আবিষ্কার করেন। পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় রিপোর্টের পঞ্চম খণ্ডে (১৮৭৫) কানিংহাম এই অঞ্চলের অতি প্রাচীনতা ও প্রত্নদ্রব্য সমৃদ্ধির কথা লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং কানিংহামকে সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কারের অন্যতম পথিকৃৎ বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কানিংহাম রচিত "করপাস ইনিসক্রিপ্‌সনাম ইণ্ডিকারাম", ভল্যুম ১ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়, ইহাতে এযাবৎ আবিষ্কৃত অশোক-লিপিগুলিব ফটো চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল (৬)। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ভরাহুত সম্বন্ধে কানিংহামের আর একটি সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত হয় (৭)। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় অব্দ সম্বন্ধে তিনি আরও একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৮)। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে কানিংহাম পুরাতত্ত্ব বিভাগের সর্বাধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইংলাণ্ড প্রত্যাবর্তন করেন। অবসর গ্রহণের কিছুকাল পূর্বে কর্ম ব্যপদেশে দূর অঞ্চলে হস্তি-পৃষ্ঠে ভ্রমণের সময় তিনি ভূপতিত হন। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। পুরাতত্ত্ব বিভাগে অর্থাভাব ও সরকারী ঔদাসীন্যের জন্য কানিংহামের ক্ষমতা পরিমিত ছিল। পুরাতত্ত্ব-সমৃদ্ধ স্থানগুলি তিনি ইচ্ছামত খনন করিতে পারেন নাই। নিজ দায়িত্বে ও কোন কোন সময়ে নিজ অর্থব্যয়ে তিনি কোন কোন স্থানে খনন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক স্থানসমূহ খননের কাজ সরকারী উদ্যোগে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে লর্ড কার্জনের শাসনকালে আরম্ভ করা হয়। এই খনন কার্যে কানিংহামের রিপোর্টগুলি উত্তরকালের কর্মকর্তাদের প্রভূত সহায়তা দান করিয়াছিল।

অবসর গ্রহণের পর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কানিংহামের সুবিখ্যাত পুস্তক "মহাবোধি অর্ দি গ্রেট বুধিষ্ট টেম্পল্ আণ্ডার দি বোধি ট্রি অ্যাট্ গয়া" ৩১ খানি চিত্রসহ প্রকাশিত হয় (৯)। এখানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বুদ্ধগয়া, সারনাথ, শ্রাবস্তী, সাঁচী, মথুরা, কৌশাম্বী প্রভৃতি স্থানগুলির

প্রাচীন গৌরবের কথা কানিংহামই সর্বপ্রথম জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন।

কানিংহাম তাঁহার দীর্ঘ ভারত-বাস কালে বহু প্রত্নদ্রব্য, বিশেষতঃ প্রাচীন মুদ্রা নিজ অর্থ ব্যয় করিয়া সংগ্রহ করেন। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের বিভিন্ন বিভাগকে তিনি বহু প্রত্নদ্রব্য, বিশেষভাবে ভরাহুত ও সাঁচীর নগরতোরণ, স্তম্ভ, বেষ্টনী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দেন। তাঁহার নিজস্ব সংগ্রহ ভারত-ত্যাগের প্রাক্‌কালে জাহাজে করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণের সময় জাহাজ ডুবির ফলে চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যায়। কিছু প্রাচীন স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা তাঁহার নিকট ছিল—ঐগুলি তিনি সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে লইয়া যান। এইগুলি তিনি ক্রয়মূল্যে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে দান করেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর সাউথ কেনিংটনে কানিংহাম দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পরলোক গমন করেন। ইতিপূর্বেই তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে কানিংহাম বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সি, এস্, আই (১৮৭১), সি, আই, ই (১৮৭৮), কে, সি, এস, আই (১৮৮৭) প্রভৃতি উচ্চ উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মনোরম ব্যক্তিত্বশালী কানিংহামের অগণিত বন্ধু, ভক্ত ও শিষ্য ছিল। তাঁহার ন্যায় স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন পুরুষ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি একক চেষ্টায় যে কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সত্যই বিস্ময়-জনক। আমরা উচ্চশিক্ষিত বলিতে যাহা বুঝি সেই হিসাবে কানিংহামকে উচ্চ শিক্ষিত মোটেই বলা চলে না। জীবনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এমন কি মাধ্যমিক শিক্ষাও লাভ করেন নাই। নিজের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং এই বিদ্যার পরিধিকে বহুদূর সম্প্রসারিত করিয়া দিয়াছিলেন। কানিংহাম ভারতের পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে বহু সুযোগ্য শিষ্য ও উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করিয়া যান, ইঁহাদের মধ্যে জেমস্ বারজেস্ (James Burgess, 1832-1916) ; জে, ডি, বেগলার (J. D. Beglar), এ, সি, এল্ কার্লেইল (A. C. L. Carlleyle) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

---

(১) The Bhilsa Topes or Buddhist monuments of Central India : Comprising a brief historical sketch of the rise, progress and decline of Budhism, London, 1854.

(২) Ladak—physical, statistical, and historical, with notices of the surrounding countries, London, 1854,

(৩) Coins of Ancient India from the earliest times down to the 7th century, London, 1891.

(৪) The Ancient Geography of India, Vol. 1, 1871, London.

(৫) Archæological Survey of India. Reports made during 1862-63, 1883-84, 24 vols, Simla, 1871-87.

(৬) Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. 1, Inscriptions of Asoka, Calcutta, 1877.

(৭) The Stupa at Bharhut, London, 1879.

(৮) The Book of Indian Eras, Calcutta, 1883.

(৯) Mahabodhi or the Great Buddhist Temple under the Bodhi Tree at Buddha Gaya.

সার মনিয়ার মনিয়ার উইলিয়মস্

(Sir Monier Monier Williams, 1819-1889)

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর মনিয়ার উইলিয়মস্ বোম্বাই নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কর্নেল উইলিয়মস্ (Col. Monier Williams) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সার্ভেয়ার-জেনারেল ছিলেন। মনিয়ার উইলিয়মসের বয়স যখন মাত্র দুই বৎসর তখন তাঁহার পিতা পত্নীসহ ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন করেন। অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মাতার তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার অক্সফোর্ড হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে 'রাইটার' (Writer) পদের জন্য মনোনয়ন লাভ করিয়া ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর শিক্ষা-নবিসদের জন্য স্থাপিত হেলবেরী কলেজে শিক্ষালাভের জন্য প্রবেশ করেন। এই স্থানে অধ্যয়নের সময় তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। মনিয়ারের ভ্রাতা আলফ্রেড্ ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন। বেলুচিস্তানে এক যুদ্ধে আলফ্রেড্ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া মনিয়ার স্থির করিলেন যে শোকসন্তপ্তা জননীকে ইংল্যাণ্ডে একাকিনী রাখিয়া তাঁহার পক্ষে ভারতে গিয়া চাকুরী করা সম্ভব হইবে না। এইজন্য রাইটারশিপ্, শিক্ষানবিসী পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বদেশেই সংস্কৃত শিক্ষা ও তদ্দারা জীবিকা অর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ কারলেন। অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন কালে অত্রস্থ প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক (Boden Professor of Sanskrit) হোরেস হেম্যান উইলসনের (H. H. Wilson, 1786-1860) সহিত মনিয়ার পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। উইলসনের চেষ্টায় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ছাত্রবৃত্তি (Boden Sanskrit Scholarship) লাভ করিয়া মনিয়ার এখানে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ অক্সফোর্ডের বি-এ উপাধিলাভ করেন। ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁহার পুরাতন শিক্ষাক্ষেত্র হেলবেরী কলেজে (Hailbury) সংস্কৃত, বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রাচ্যভাষা শিক্ষাদানের জন্য একটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। মনিয়ার উইলিয়মস্ এই পদটি লাভ

করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই কলেজটি বন্ধ করিয়া দেন। ১৮৪৪ হইতে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই চৌদ্দ বৎসরকাল মনিয়ার উইলিয়মস্ এই কলেজে সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্যভাষার অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপনার অবসরকালে মনিয়ার উইলিয়মস্ অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া এই ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ছাত্রদের সুবিধার জন্য তিনি একটি সহজবোধ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন (১)। এই ব্যাকরণটি যে সবিশেষ আদৃত হইয়াছিল পুনঃ পুনঃ সংস্করণ প্রকাশই তাহার প্রমাণ। হেলবেরী কলেজে অধ্যাপনাকালেই তিনি কালিদাস-প্রণীত 'বিক্রমোর্বশী' (২) ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক দুইটি অনুবাদসহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। মনিয়ার উইলিয়মসের শকুন্তলার অনুবাদ এতই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে এই পুস্তকটি সার জন লাবক Sir John Lubbock, 1834-1913) কর্তৃক সঙ্কলিত পৃথিবীর একশতটি শ্রেষ্ঠ পুস্তক তালিকায় স্থান পায় (৩)। উত্তরকালে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ মহাভারতের নলোপাখ্যান অংশটি মূল, ইংরাজী অনুবাদ, ও সংস্কৃত শব্দার্থ সহ প্রকাশ করেন (৪)।

হেলবেরী কলেজে অধ্যাপনাকালেই মনিয়ার উইলিয়মস্ জুলিয়া ফেথফুল নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় হইয়াছিল।

হেলবেরীতে অধ্যাপনাকালে মনিয়ার উইলিয়মস্ একটি সুবৃহৎ ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন আরম্ভ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বৃহদাকার সার্দ্ধ অষ্টশত পৃষ্ঠার এই অভিধানটি লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এই পুস্তকটি ভারতবর্ষ হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (৫)। ইহার পর মনিয়ার উইলিয়মস্ একটি সুবৃহৎ সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান রচনার কাজে হাত দেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে হেলবেরী কলেজের বিলুপ্তি ঘটার পর মনিয়ার উইলিয়মস্ কিছুকাল চেল্টেনহাম কলেজে (Cheltenham College) অধ্যাপনা করেন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের প্রধান-সংস্কৃতাধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসনের মৃত্যু হইলে মনিয়ার উইলিয়মস্ এই পদের জন্য প্রার্থী হন। ইতিমধ্যে তিনি ইউরোপের একজন বিশিষ্ট সংস্কৃতবিদ্রূপে খ্যাতিলাভ করেন। এই পদের জন্য তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ম্যাক্সমূল্যর্ (Friedrich Maxmueller, 1823-1900)। নির্বাচক মণ্ডলীর

ভোটে উচ্চ বেতনযুক্ত এই পরম আকাঙ্ক্ষিত পদটি মনিয়ার উইলিয়মস্‌ই লাভ করেন। এই পদলাভ করিয়া মনিয়ার উইলিয়মস্‌ সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান রচনার কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দীর্ঘকালের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল স্বরূপ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই অভিধানটি অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মসের মৃত্যুর পরে এই অভিধানের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তিনি এই অভিধানের শেষ পৃষ্ঠার প্রুফশীট্‌টিও সংশোধন করিয়া যান। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে বৃহদাকারের ১৩৩৩ পৃষ্ঠাসমন্বিত এই অভিধানটির নূতন সংস্করণ অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল (৬)।

সংস্কৃতের অধ্যাপকরূপে উপযুক্ত সংস্কৃত-ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রয়োজনীয়তা মনিয়ার উইলিয়মস্‌ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই জন্যই সংস্কৃত-ইংরাজী ও ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধান রচনায় তিনি তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই দুইটি অতি উপাদেয় অভিধান সঙ্কলন মনিয়ার উইলিয়মসের জীবনের প্রধান কীর্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই দুইটি অপরিহার্য অভিধান রচয়িতা রূপে তিনি প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন ও থাকিবেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থিদের সুবিধার জন্য মনিয়ার উইলিয়মস্‌ একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার পর বোডেন অধ্যাপক থাকা কালেও তিনি এই জাতীয় আরও দুইটি পুস্তক রচনা করেন (৭, ৮)।

বোডেন অধ্যাপক পদে আসীন থাকাকালে মনিয়ার উইলিয়মস্‌ অক্সফোর্ডে "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট" (Indian Institute) নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনার সঙ্কল্প করেন। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে হইলে ভারতবাসীর সহযোগিতা লাভ প্রয়োজন—ইহা মনে করিয়া তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি বোম্বাই, পুনা, এলাহাবাদ, কলিকাতা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন। এই সব স্থানের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, ভারতীয় পণ্ডিতদের সহিত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে নিজের অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানকে পরিপুষ্ট করেন। ইহার মধ্যেই তিনি ভারতের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও গণ্যমান্য ভারতীয়দের নিকট প্রস্তাবিত

ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া যান, আবার এই বৎসরেরই শেষের দিকে পুনরায় ভারতে আসিয়া তিনি বিশেষভাবে দক্ষিণ ভারত পরিদর্শন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপনের (Lord Ripon) অতিথিরূপে পুনরায় ভারতে আসেন। তিনবার ভারত-ভ্রমণের ফলে তিনি 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট্' স্থাপনের জন্য ভারত হইতে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্ কর্তৃক ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ভবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই ভবন নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উহা সম্পন্ন হইলে তদানীন্তন ভারত সচিব (সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া) লর্ড হ্যামিলটন (Lord George Francis Hamilton, 1845-1927) বহু বিশিষ্ট ইংরাজ ও ভারতীয়দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানিকভাবে ইহার উদ্বোধন করেন। এই 'ইনষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠায় মনিয়ার উইলিয়মস্ অতুলনীয় কর্মদক্ষতা, অধ্যবসায় ও সংগঠন কুশলতার পরিচয় দেন। নিজের সংগৃহীত ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত তিন সহস্র মূল্যবান পুস্তক ও পুঁথি তিনি এই প্রতিষ্ঠানে দান করেন। আজীবন তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ ও ভারতের সংস্কৃতিকে মনিয়ার উইলিয়মস্ কতখানি ভালবাসিতেন 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার ব্যাপার হইতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহার লিখিত 'ইণ্ডিয়ান উইসডম' (Indian Wisdom) নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৯)। এই পুস্তকে বেদ, ষড়-দর্শন, সূত্র, বেদাঙ্গ, রামায়ণ, মহাভারত ও পরবর্তী কালের সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা সঙ্কলিত করিয়া প্রাচীন হিন্দুর অধ্যাত্ম-জ্ঞান কতদূর উন্নত ছিল তাহা বিচার করা হয়। রামায়ণ মহাভারতের সহিত হোমরের ইলিয়ড, ওডিসির আলোচনা করিয়া এই পুস্তকে মনিয়ার উইলিয়মস্ লেখেন যে রামায়ণ মহাভারতে যে গভীর ধর্মবোধের পরিচয় আছে, হোমেরের কাব্যে তাহা নাই। রামায়ণ মহাভারতের চরিত্রগুলির মধ্যে যে উচ্চ-নীতিবোধ, চারিত্রিক পবিত্রতা ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখা যায় হোমরের চরিত্রগুলিতে তাহা দুর্লভ।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করেন (১০)। এই পুস্তকে হিন্দু-ধর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রামাণ্য তথ্যাদি

সহ পর্যালোচনান্তে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে—বেদ হইতে উদ্ভূত হইয়া হিন্দুধর্ম সকল ধর্মের মূলতত্ত্বকে অঙ্কে স্থান দিয়াছে—যাহাতে যে কোন মানসিক-প্রবণতা-সম্পন্ন ব্যক্তিই ইহাতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। হিন্দুধর্ম সকলমত-সহিষ্ণু, সকলের উপযোগী এবং সকলকেই বক্ষে স্থান দিতে পারে। অতি অল্পকালের মধ্যেই এই পুস্তকের ১২,০০০ কপি নিঃশেষিত হইয়াছিল।

উপর্যুপরি দুইবার ভারতভ্রমণের অভিজ্ঞতা লইয়া মনিয়ার উইলিয়মস্ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'Modern India and Indians' নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (১১)। ইহার পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার 'রিলিজিয়াস থট্ এ্যাণ্ড লাইফ ইন ইণ্ডিয়া' (Religious thought and Life in Ancient India) নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (১২)। এই পুস্তকে আজীবন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়ন ও নিজের ব্যক্তিগত উপস্থিতি দ্বারা ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া মনিয়ার উইলিয়মস্ বৈদিক ধর্ম ও পরবর্তীকালে প্রচলিত শৈব, বৈষ্ণব, শাক্তধর্ম প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ রচিত 'Buddhism' (বৌদ্ধধর্ম) নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (১৩)। এই পুস্তকে বুদ্ধের জীবনী ও বোধিলাভের কাহিনী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া তিনি লেখেন যে বিশ্ব-মৈত্রীভাবনা প্রচারের দ্বারাই গৌতম-বুদ্ধ ও তাঁহার ধর্ম বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।

ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ বোডেন অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নাইট উপাধি দান করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে কে, সি, এস. আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বিদ্যাবত্তার জন্য তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে (D.C.L.), এবং টুবিঙ্গেন (Ph.D.) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক ডক্টরেট (L L.D.) উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন।

অবসর গ্রহণের পর মনিয়ার উইলিয়মস্ গ্রীষ্মকালে 'আইল অফ ওয়াইটে' (Isle of Wight) নিজভবনে বাস করিতেন, শীতকালটুকু দক্ষিণ-ফ্রান্সে কাটাইতেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মনিয়ার উইলিয়মস্ দম্পতি মহা আনন্দে তাঁহাদের বিবাহের পঞ্চাশৎ বার্ষিকী উৎসব পালন করেন। ইতিমধ্যে বহু

পরিশ্রমে Oxford এর 'Indian Institute' স্থাপনের কর্ম সমাপ্ত হইয়াছে, সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণের মুদ্রণও সমাপ্ত প্রায়; অভিধানের প্রুফের শেষ পাতাটির সংশোধন কাজটিও মনিয়ার উইনিয়মস্ নিজেই সমাপ্ত করেন। সমগ্র জীবনের পরম ঈপ্সিত এই দুইটি কাজ সম্পন্ন করিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল প্রভাতে দক্ষিণ-ফ্রান্সের কানে (Cannes) নামক স্থানে মনিয়ার উইলিয়মস্ অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন।

---

(১) An Elementary Grammar of Sanskrit Language, London, 1846.

(২) Vikramorvasi, 1849.

(৩) Abhigyan Sakuntalam. 1856. 2nd Edn. in 1876.

(৪) Nalopakhyanam, 1879.

(৫) A Dictionary—English-Sanskrit, London, 1851; Reprinted in India by Moti Lal Banarsi Das, 1956.

(৬) Sanskrit-English Dictionary, Oxford 1872. New edition enlarged and improved, Oxford, 1899; Reprinted in 1951, Oxford.

(৭) Sanskrit Manual for Composition, London, 1862.

(৮) A Practical Grammar of the Sanskrit Language, London, 1877.

(৯) Indian Wisdom, London, 1878.

(১০) Hinduism, New York, 1877.

(১১) Modern India and Indians, London. 1878.

(১২) Religious Thought and Life in Ancient India, London, 1883.

(১৩) Buddhism, London, 1889.

থিওডোর গোল্ডষ্ট্যুকর

(*Theodore Goldstucker, 1821-1872*)

১৮২১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী প্রুশিয়ার (জার্মানী) অন্তর্ভুক্ত কনিগ্‌সবের্গ (Konigsberg) নগরীতে এক ইহুদী পরিবারে থিওডোর গোল্ডষ্ট্যুকর জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষালাভান্তে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই নগরীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব, দর্শন ও সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক উইল্‌হেলম্ শ্লেগেল্ ও খৃষ্টিয়ান লাজেন (Christian Lassen) এই সময় বন (Bonn) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিতেন। এই মনীষীদ্বয়ের নিকট সংস্কৃত শিক্ষালাভের জন্য ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গোল্ডষ্ট্যুকর বন নগরীতে চলিয়া আসেন। এই সময়ে অধ্যাপক লাজেনের সম্পাদিত পত্রিকায় 'অমরকোষ' সম্বন্ধীয় তাঁহার একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। তরুণ-শিক্ষার্থীর এই প্রবন্ধ বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুই বৎসর বন নগরীতে যাপন করার পর গোল্ডষ্ট্যুকর পুনরায় কনিগ্‌সবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তথাকার 'ডক্টরেট' লাভ করেন।

অতঃপর তিনি দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র কর্তৃক রচিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃত রূপক নাটক জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন (১)। কনিগ্‌সবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন ও সংস্কৃতের অধ্যাপক রোজেনক্রানৎস (Karl Rosen-kranz, 1805-79) তাঁহার তরুণ শিষ্যের এই নিপুণ অনুবাদ পাঠ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত ও বিস্মিত হন। তাঁহার সম্পাদনায় পুস্তকখানি ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গোল্ডষ্ট্যুকরের ভূমিকা সহিত প্রকাশিত হইয়া ইউরোপের পণ্ডিত-গণের প্রশংসা অর্জন করে। অনুবাদক হিসাবে গোল্ডষ্ট্যুকর এই পুস্তকে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে সম্মত হন নাই। পুস্তকের সম্পাদক হিসাবে শিক্ষাগুরুর নাম জড়িত থাকুক, অনুরক্ত-শিষ্যের ইহাই অভিলাষ ছিল। প্যারীনগরী এই সময় ভারত বিদ্যার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গোল্ডষ্ট্যুকর সংস্কৃতচর্চার সুযোগলাভের উদ্দেশ্যে প্যারী আসেন ও তিন বৎসর সেখানে অবস্থান করেন। এখানে তিনি প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্ববিদ ইউজেন বুর্ন্যুফের সংস্পর্শে আসেন। জ্ঞানবৃদ্ধ বুর্ন্যুফ যুবক গোল্ডষ্ট্যুকরকে

তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্য সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। "ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস" রচনা বুর্ণুফের জীবনের অন্যতম কীর্তি। এই পুস্তক রচনায় বুর্ণুফ গোল্ডষ্ট্যুকরের প্রভূত সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে স্বল্পকালের জন্য গোল্ডষ্ট্যুকর ইংল্যাণ্ডে আসেন। বডলিয়ন পাঠাগার (Bodleian Library) ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউসে রক্ষিত সংস্কৃত-পুঁথিগুলি অধ্যয়ন করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। ইংল্যাণ্ডে তিনি প্রসিদ্ধ ইংরাজ মনীষী হোরেস হেম্যান উইলসনের (H. H. Wilson) সহিত পরিচয় লাভ করেন। কিছুকাল পর তিনি ফ্রান্সে ফিরিয়া আসেন। ফ্রান্স হইতে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কনিগ্‌সবের্গ প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি মহাভারতের জার্মান অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই, সম্ভবতঃ অনুবাদটি গোল্ডষ্ট্যুকরের নিজের মনঃপূত হয় নাই। দুই বৎসর কনিগ্‌সবের্গে অতিবাহিত করিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে গোল্ডষ্ট্যুকর ভারতবিদ্যাচর্চার অপর এক প্রধান কেন্দ্র বার্লিন আগমন করেন ও দুই বৎসর তথায় বিদ্যাচর্চায় অতিবাহিত করেন। এই সময় ভারতবিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিতপ্রবর আলেকজাণ্ডার ফন্‌ হামবোল্ট (Alexander Von Humboldt) বার্লিনে বাস করিতেন। হামবোল্টের সুবিখ্যাত 'কসমস' (Kosmos, London, 1864) পুস্তকের ভারত-সম্বন্ধীয় দীর্ঘ অংশটি গোল্ডষ্ট্যুকরের রচনা। গোল্ডষ্ট্যুকরের স্বাধীন রাজনৈতিক মতবাদ জার্মানীর তদানীন্তন শাসন কর্তৃপক্ষের মনোমত ছিল না। অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি হিসাবে কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে বার্লিন ত্যাগের নির্দেশ পাওয়ায় তিনি পটাসডামে (Potsdam) চলিয়া আসেন।

কিছুদিন পর অনুরাগী বন্ধুদের চেষ্টায় বার্লিন ত্যাগের আদেশ প্রত্যাহৃত হইলেও তিনি আর বার্লিনে ফিরিয়া যান নাই। এই সময় হোরেস হেম্যান উইলসনের নিকট হইতে তাঁহার বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানের নূতন সংস্করণ প্রস্তুতের অনুরোধ পাইয়া তিনি অবিলম্বে ইংল্যাণ্ডে চলিয়া আসেন। ইণ্ডিয়া হাউসে রক্ষিত সংস্কৃত-সাহিত্যভাণ্ডারের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণই তাঁহার ইংল্যাণ্ড আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে গোল্ডষ্ট্যুকরের নাম ইতিমধ্যে বিস্তৃত হইয়াছিল। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গ—ম্যাক্সমূলার, হামবোল্ট, বুর্ণুফ প্রভৃতি তাঁহাকে সংস্কৃতভাষার অন্যতম দিক্‌পাল পণ্ডিত বলিয়া গণ্য করিতেন। এই সব কারণে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজের অবৈতনিক সংস্কৃত-অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। গোল্ডষ্ট্যুকর সানন্দে

এই পদ গ্রহণ করেন এবং আজীবন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া শত শত ছাত্রের নিকট সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিয়া দেন। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবিদ্যাবিদ্ বহু মনীষী গোল্ডষ্টুকরের অন্তেবাসী। ভারতবিদ্যা ও ভারত প্রেমের দীক্ষা ইঁহারা গোল্ডষ্টুকরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অধ্যাপনার অবসরকালে গোল্ডষ্টুকর বৈদিক-সাহিত্য, সংস্কৃত-দর্শন, স্মৃতি ও ব্যাকরণের চর্চায় গভীর ভাবে আত্মনিবেশ করেন। হিন্দু আইন বিশেষতঃ হিন্দু উত্তরাধিকার বিষয়ে গোল্ডষ্টুকরের মতামতই তৎকালে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সংক্রান্ত অতি জটিল বিষয়ে প্রিভি কাউন্সিল ও ভারত-গভর্ণমেণ্ট প্রয়োজন হইলেই তাঁহার পরামর্শ লইতেন ও তাঁহার সুচিন্তিত পরামর্শ মতই এইসব মামলার নিষ্পত্তি হইত। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্রান্ত ও সুসম্পন্ন তথ্যানুসন্ধান ও তাহার সুসমঞ্জস উপস্থাপন গোল্ডষ্টুকরের পাণ্ডিত্যের প্রধান লক্ষণ ছিল। কোন সন্দেহযুক্ত অসম্পূর্ণ তথ্য তিনি জনসমাজে উপস্থিত করিতেন না। ভ্রান্ত-তথ্য সমন্বিত কতকগুলি পুস্তক লিখিয়া সুলভ খ্যাতি লাভ করাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। বিদ্যার জন্যই তিনি বিদ্যাব্রতী ছিলেন, অর্থ বা খ্যাতির দিকে তাঁহার কোনই লক্ষ্য ছিল না। এই কারণেই তিনি তাঁহার উপর ন্যস্ত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধানের মাত্র 'অ' অক্ষর সম্পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন, 'অ' শেষ করিতেই ৪২০টি বড় পৃষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল। উপরোক্ত কারণেই তাঁহার বহু রচনা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হইতে পারে নাই। জনশ্রুতি আছে যে তাঁহার নির্দেশ ছিল তাঁহার মৃত্যুর পর যেন তাঁহার কোন অসমাপ্ত রচনা প্রকাশ করা না হয়। যে সব রচনার অভ্রান্ততা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ নহেন, তাহা প্রচারের দ্বারা ভ্রান্ত-মতের পরিপোষকতা করা হইবে এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তিনি এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিবেন।

ইণ্ডিয়া হাউসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে গোল্ডষ্টুকর কুমারিল ভট্টের ভাষ্যসহ "মানবকল্প-সূত্র" নামে একটি তথ্যবহুল বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ড মূলক অমূল্য পুস্তক আবিষ্কার করেন। এই পুস্তকের একটি প্রতিলিপি (ফ্যাকসিমিলি) সংস্করণ তিনি ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকের ভূমিকা স্বরূপ তিনি মীমাংসা দর্শন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, ও সংস্কৃত ভাষায় পাণিনির ব্যাকরণ বিষয়ে এক গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশ করেন। ব্যাকরণ ও সাহিত্য বিশেষতঃ পাণিনি সম্বন্ধে উচ্চকোটির গবেষণার

নিদর্শন স্বরূপ এখনও গোল্ডষ্ট্যুকরের এই রচনাটি স্বমহিমায় ভাস্বর হইয়া আছে। এই আলোচনাটি পরে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয় (৩)।

মাধবাচার্যের "জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তরঃ" নামক মীমাংসা-দর্শনের পুস্তক সম্পাদনের উদ্দেশ্যে গোল্ডষ্ট্যুকর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করেন। এই পুস্তকের বৃহৎ পাঁচখণ্ড প্রস্তুত করিতে করিতেই তাঁহার জীবনান্ত হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ কাউয়েল (E. B. Cowell, 1826-1903) এই সম্পাদন কার্য গোল্ডষ্ট্যুকরের মৃত্যুর পর সম্পন্ন করেন।

ডঃ গোল্ডষ্ট্যুকর 'এথেনিয়ম' (Atheneum), 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টর রিভিউ' প্রভৃতি বিশিষ্ট পত্রিকায় ও চেম্বার্স সাইক্লোপিডিয়ায় ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সমস্ত রচনার কিয়দংশ গোল্ডষ্ট্যুকরের মৃত্যুর পর "লিটারারী রিমেনস্ অফ প্রফেসর ডঃ থিওডোর গোল্ডষ্ট্যুকর" নামে লণ্ডন হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (৪)। এই বিষয়বৈচিত্র্যে বহুল প্রবন্ধাবলীতে ডঃ গোল্ডষ্ট্যুকরের বহুবিস্তৃত জ্ঞানের বিস্ময়জনক পরিচয় আছে। অল্প কিছুকাল পূর্বে কলিকাতা হইতে ডঃ গোল্ডষ্ট্যুকরের প্রবন্ধাবলী সঙ্কলিত হইয়া দুইখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। [(i) Inspired Writings of Hinduism, Calcutta, 1952. (ii) Sanskrit and Culture, Calcutta, 1853, Both reprinted by Susil Gupta]

ডঃ গোল্ডষ্ট্যুকর গ্রেট ব্রিটেনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন—সোসাইটির বহু অধিবেশনে তিনি নানা মূল্যবান নিবন্ধ পাঠ করেন। আলোচ্য বিষয়ে নিত্যনূতন উপকরণ সন্ধান তাঁহার বিশেষত্ব ছিল—এই জন্য কোন প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি তাহা সহসা মুদ্রিত হইতে দিতেন না। তাঁহার অনুমতি না পাওয়ায় সোসাইটিতে পঠিত তাঁহার রচিত এই সব প্রবন্ধ সোসাইটির পত্রিকায় বা অন্যত্র প্রকাশিত হইতে পারে নাই। গোল্ডষ্ট্যুকর বহুকাল যাবৎ ইংল্যাণ্ডের ভাষাতত্ত্ব সমিতির (Philological Society) সভাপতি ছিলেন। সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Sanskrit Text Society নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। গোল্ডষ্ট্যুকরের মৃত্যুর পর এই প্রতিষ্ঠান হইতেই তাঁহার সম্পাদিত 'জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তরঃ' গ্রন্থের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছিল (৫)।

ডঃ গোল্ডষ্ট্যুকর অবিবাহিত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। প্রচলিত অর্থে সংসারী-মানুষ না হইলেও ডঃ গোল্ডষ্ট্যুকর অতিশয় সামাজিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কাছে ধনী-দরিদ্রের কোন ভেদ ছিল না। বদান্যতা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সহজেই গোল্ডষ্ট্যুকরের ধৈর্যচ্যুতি হইত এবং অন্যায়কারীকে তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতেন। এই দোষের জন্য গোল্ডষ্ট্যুকরের প্রতি কেহ বিদ্বেষ পোষণ করিত না, সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত। এই নিঃস্বার্থপর, উদারহৃদয়, আত্মভোলা পণ্ডিতের শিশু-সুলভ ক্রোধ ও ধৈর্যচ্যুতি পরিচিতদের মধ্যে কৌতুকের বিষয় ছিল। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ইংল্যাণ্ড প্রবাসকালের ডায়েরীতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এক ভোজসভায় তাঁহার সহিত গোল্ডষ্ট্যুকরের সাক্ষাতের উল্লেখ আছে। গোল্ডষ্ট্যুকরের মধ্যে কেশবচন্দ্র আমাদের দেশের 'ভট্টাচার্য'দেরই প্রতিরূপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। গোল্ডষ্ট্যুকরের সারল্য, বেশভূষায় উদাসীনতা ও শিশু-সুলভ ক্রোধই সম্ভবতঃ কেশবচন্দ্রের উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশের উৎস (Keshab Chandra Sen in England, Calcutta, 1938)।

লণ্ডন নগরীর সেণ্ট জর্জ স্কোয়ারে ডাঃ গোল্ডষ্ট্যুকরের গৃহটি শুধু তাঁহার ছাত্র ও সতীর্থদের নহে, লণ্ডন নগরীর তাবৎ বিদগ্ধজনের প্রিয় আশ্রয়-কেন্দ্র ছিল। লণ্ডনে ভারতীয় কেহ আসিলেই গোল্ডষ্ট্যুকরের আতিথ্য ও সাহায্য তাঁহার পক্ষে নিশ্চিত ছিল। গোল্ডষ্ট্যুকর নিজেকে লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের অভিভাবক বলিয়া মনে করিতেন—ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের বংশধর ভারতীয় ছাত্রদের সর্ববিধ সাহায্য দান তিনি অবশ্য করণীয় কর্তব্য জ্ঞান করিতেন। ভারতীয় ছাত্রেরা বিদেশ বাসকালে তাহার পিতৃবৎ স্নেহ ও সহায়তায় অভিষিক্ত হইত। বিশেষ ভাবে কোন ভারতীয় ছাত্রের কোন দোষ ত্রুটি দেখিলে তিনি অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেন ও ছাত্রটিকে রূঢ়ভাষায় তিরস্কার করিতেন। ছাত্রেরা তাঁহার অপ্রিয়ভাষণের জন্য দুঃখিত না হইয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করিত।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ছাত্রাবস্থায় লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে ডঃ গোল্ডষ্ট্যুকরের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। সুরেন্দ্রনাথের রচিত (A Nation in Making pp., 14-20) গ্রন্থে সাধারণভাবে ছাত্রদের ও তাঁহার প্রতি গোল্ডষ্ট্যুকরের অভিভাবকসুলভ

ব্যবহার ও অন্যদিকে সস্নেহ সহৃদয় আচরণ এবং অন্যান্য বহুগুণাবলীর উল্লেখ আছে। ডঃ গোল্ডষ্টুকরের সহিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেখা করিতে না আসায় গোল্ডষ্টুকর সুরেন্দ্রনাথকে একবার সময়ের মূল্য সম্বন্ধে রূঢ়ভাষায় সচেতন করিয়া দেন। সুরেন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি সেইদিন হইতে সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা করেন। সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তও লণ্ডনে ডঃ গোল্ডষ্টুকরের নিকট সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করেন। উত্তরজীবনে রমেশচন্দ্র ঋগ্বেদের অনুবাদক ও ভারতীয় সভ্যতার ব্যাখ্যাতা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গুরু-গোল্ডষ্টুকরের জ্ঞান-সাধনা নিঃসন্দেহে রমেশচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবন-সাধনাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। ছাত্রাবস্থায় ইংল্যাণ্ড প্রবাসকালে রমেশচন্দ্র গোল্ডষ্টুকর প্রসঙ্গে তাঁহার ভ্রাতার নিকট লিখিয়াছিলেন, "এই সদাশয় ব্যক্তি একজন জার্মানদেশীয় মহাপণ্ডিত। আমরা কলেজে তাঁহার কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করি। তাঁহার কাছে অন্য সময়েও উপদেশ লই। ইনি কিছু উদ্‌ভ্রান্ত ভাবাপন্ন হইলেও অগাধ-পাণ্ডিত্য, অকপট সহৃদয়তা ইত্যাদি সদ্‌গুণে ভূষিত, যথার্থ মহৎচরিত্র ইঁহার মধ্যে মূর্ত হইয়াছে। যাঁহারা তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হন তাঁহাদের নিকট ইনি সাতিশয় সমাদর ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পাত্র"। (Life of R. C. Dutta—J. N. Gupta)।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে লণ্ডন প্রবাস-কালে ডঃ গোল্ডষ্টুকরের সহিত পরিচিত হন। ডঃ গোল্ডষ্টুকর মধুসূদনের পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে (University College, London) বঙ্গভাষার অবৈতনিক অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। নিদারুণ দারিদ্র্য-পীড়িত মধুসূদন এই অবৈতনিক পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই কিন্তু গোল্ডষ্টুকরের সহৃদয়তা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। এখানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মধুসূদনকে সবেতন অধ্যাপক পদে নিয়োগ গোল্ডষ্টুকরের সাধ্যায়ত্ত ছিল না; স্বয়ং গোল্ডষ্টুকরও ইউনিভারসিটি কলেজের অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন, ব্যক্তিগত আয় হইতে তিনি জীবিকা নির্বাহ করেতেন। ১৭ই জানুয়ারী (১৮৬৫) লণ্ডন হইতে মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এক পত্র লেখেন। গোল্ডষ্টুকর সম্বন্ধে তিনি লেখেন "The Doctor is a profound Sanskrit scholar and loves all Hindus" (মধুস্মৃতি : নগেন্দ্র নাথ সোম)।

গোল্ডষ্টুকরের অগাধ পাণ্ডিত্য বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত মধুসূদনকে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ৮৭ সংখ্যক নিম্নলিখিত কবিতায় তিনি গোল্ডষ্টুকরের স্মৃতিকে অন্ততঃ বঙ্গভাষাভাষিদের নিকট অমরত্ব দান করিয়া গিয়াছেন :

পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর

মথি জলনাথে যথা দেব-দৈত্য-দলে
লভিলা অমৃত রস, তুমি শুভক্ষণে
যশোরূপ সুধা, সাধু, লভিলা স্ববলে,
সংস্কৃত বিদ্যা-রূপ সিন্ধুর মথনে।
পণ্ডিত কুলের পতি তুমি এ মণ্ডলে।
আছে যত পিকবর ভারত কাননে,
সুসঙ্গীত-রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে।
কোন্ রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে ?
বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে,
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরিজাত স্রোতঃ সম ভীম ধ্বনি করে !
সখা তব কালিদাস, কবি-কুল-মণি !
কে জানে কি পুণ্য তব ছিল জন্মান্তরে ?

জ্ঞানতপস্বী গোল্ডষ্টুকর নিজের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না। অবিরত গুরু পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রৌঢ়াবস্থাতেই তাঁহাকে বৃদ্ধের মত দেখাইত। একটি বৃদ্ধা পরিচারিকা তাঁহার দেখা শুনা করিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমেই গোল্ডষ্টুকর ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হন। রোগের সূত্রপাত হইলে তিনি চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই, বা কাহাকেও অসুস্থতার কথা জানান নাই। অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া বন্ধুরা যখন চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন তখন রোগ আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখে লণ্ডন শহরে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত প্রচারিত হইল "পণ্ডিত কুলের পতি" ডঃ থিয়োডোর গোল্ডষ্টুকর আর ইহজগতে নাই।

(১) Probodha Chandrodaya, 1842.

(২) Manava Kalpa Sutra···with the Commentary of Kumarila Swamin, London, 1861.

(৩) Panini—His Place in Sanskrit Literature, London, 1851.

(৪) Literary Remains of Prof. Dr. Th. Goldstucker, in two vols, London, 1879.

(৫) Jaiminiya Nyamala Vistara, P. I., London, 1872. Completed vols in 1878.

রুডল্ফ রোট্

(*Rudolf Roth, 1821-1895*)

ইউরোপে বেদ ও বৈদিক ভাষা চর্চার পথিকৃৎ রুডলফ্ রোট্ জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ষ্টুটগার্ট (Stuttgart) নগরীতে ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রিল জন্ম-গ্রহণ করেন। টুবিঙ্গেন (Tuebingen) হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুকাল প্রটেষ্টাণ্ট্ ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে তিনি হেঙ্গন্‌রেথ্ ওয়াল্ড (Heinrich Ewald, 1803-75) নামক জনৈক সংস্কৃতবিদ্ অধ্যাপকের প্রেরণায় সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। কিছুকাল পর যাজকের বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তিনি পুনরায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন ও টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট্' (পি-এইচ-ডি) লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভার্থে তিনি অতঃপর প্যারী নগরীতে চলিয়া আসেন। প্যারীতে আচার্য বুর্ণুফের নিকট কিছুকাল সংস্কৃত শিক্ষা লাভান্তে রোট্ ইংল্যাণ্ড গমন করেন। এখানে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া হাউস' ও বড্‌লিয়ন পাঠাগারে (Bodleian Library) রক্ষিত বেদের পুঁথিগুলি তিনি পড়িবার সুযোগ পান। সম্যক্‌ভাবে বেদচর্চার সুবিধার জন্য তিনি এইগুলির অনুলিপি প্রস্তুত করিতে থাকেন। নিজের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের পর ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে রোট্ টুবিঙ্গেন প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘকালব্যাপী বেদচর্চার ফলশ্রুতি স্বরূপ তিনি বৈদিক সাহিত্য ও বেদের ইতিবৃত্ত বিষয়ে জার্মান ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন (১)। রোটের এই পুস্তকখানিকে ইউরোপে বৈদিক আলোচনার প্রথম পুস্তক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই পুস্তকে উপস্থাপিত তথ্যাবলী রোট্ নানাস্থানে রক্ষিত বেদের পাণ্ডুলিপিগুলি হইতেই সংগ্রহ করেন, অন্য কোন পুস্তক অথবা অন্য কোন পণ্ডিতের মতামত তিনি এই গ্রন্থে ব্যবহার করেন নাই। বেদ সম্বন্ধে ইউরোপে এযাবৎ বিশেষ ঔৎসুক্যের সঞ্চার হয় নাই। ইতিপূর্বে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রোজেন (F. Rosen, 1805-1887) নামক জার্মান পণ্ডিত কর্তৃক ঋগ্বেদের মাত্র ৮ম মণ্ডল পর্যন্ত

অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। এই সামান্ত অনুবাদাংশ ও কোলব্রুক (H. T. Colebrooke, 1765-1837) কর্তৃক ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত বেদ-সম্বন্ধীয় একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ মাত্র বেদ সম্বন্ধে অনুরাগী সুধীজনের অধিগত ছিল। প্যারীতে আচার্য বুর্ণুফের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ আরম্ভ করেন। ম্যাক্স্‌মুল্লারের ঋগ্বেদের অনুবাদ (১ম খণ্ড) রোটের বেদ সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশের প্রায় তিন বৎসর পর প্রকাশিত হয়। রোটের গবেষণামূলক এই পুস্তকটি ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয় (২)।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে রোট্‌ টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষাসমূহের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, কয়েক বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট পুস্তকাগারের কর্তৃত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। বেদসম্বন্ধীয় পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ার পর বেদ-বিশেষজ্ঞ হিসাবে রোটের খ্যাতি সবিশেষ বৃদ্ধি পায়, ইহা দ্বারা টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও প্রাচ্যবিদ্যার তীর্থস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সম্যক্‌রূপে বেদাধ্যয়নের জন্য শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও কল্প এই ছয়টি বেদাঙ্গ প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে ব্যাকরণ ও নিরুক্ত বেদের অর্থবোধের জন্য প্রয়োজনীয়। ব্যাকরণ হইতে বেদে প্রযুক্ত শব্দের জ্ঞান হয় এবং উহা কি বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা প্রণিধান উদ্দেশ্যে নিরুক্ত রচিত হয়। নিরুক্ত ব্যাকরণের পরিপূরকরূপে বেদের প্রকৃত অর্থবোধে অপরিহার্য। যাস্ক রচিত নিরুক্তটিই এই বিষয়ে প্রচলিত প্রাচীনতম পুস্তক ; ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে ইহা খৃষ্টজন্মের পাঁচশত বর্ষ পূর্বে রচিত হয়। বেদচর্চার পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রোট্‌ যাস্কের নিরুক্তের একটি সটীক সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (৩)। যাস্কের নিরুক্ত সর্বপ্রথম রোট্‌ কর্তৃকই সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

বেদ সম্বন্ধীয় আলোচনা ব্যতীত রোটের জীবনের এক বিরাট কীর্তি অপর এক জার্মানসুধী অধ্যাপক অটো ব্যট্‌লিঙ্কের সহযোগিতায় একটি বিরাট সংস্কৃত জার্মান অভিধান প্রণয়ন (৪)। এই অভিধানটি সেণ্ট্‌ পিটর্সবার্গের (St. Petersburg) এর Academy of Sciences and Arts কর্তৃক প্রকাশিত হওয়ায় উহা সেণ্ট্‌ পিটর্সবার্গ অভিধান নামে বিখ্যাত। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এই অভিধানের শেষ সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডটি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। রোট্‌ এই অভিধানের বেদ ও

বৈদিকযুগ এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্ত শব্দাবলী সঙ্কলন ও ব্যাখ্যা করেন। বৈদিকোত্তর 'ক্লাসিকাল' শব্দাবলী সঙ্কলন ও ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেন রোটের সহযোগী পণ্ডিত ব্যট্‌লিঙ্ক। বৈদিক সাহিত্যে অগাধ পারদর্শিতার কারণে রোটের এই অভিধান শুধু শব্দাবলীর তালিকায় পর্যবসিত হয় নাই। শব্দাবলীর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বৈদিকযুগের ভাষা, সামাজিক পরিবেশ এবং বৈদিক আর্য জাতির অধ্যাত্মভাবনার উদ্ধৃতিসহ যথাযথ উপস্থাপন এই অভিধানটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেদ বিষয়ে রোটের গভীর-জ্ঞান, অধ্যবসায়, কল্পনা-কুশলতা ও নিষ্ঠার সমাবেশ বশতঃ এই অভিধানটি ভারতচর্চার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই অভিধানের উত্তুঙ্গ মহিমার একটি প্রমাণ এই যে পরবর্তী কালে সকল সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলনকর্তৃগণ এই অভিধানটিকেই আদর্শ রূপে রাখিয়া কাজে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদচর্চায় এই অভিধানটি আজও অপরিহার্য। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতিরূপে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে লেনিনগ্রাড্ পরিদর্শন করেন। এই সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের 'একাডেমি অফ্ সায়েন্সেস্' পর পক্ষ হইতে তাঁহাকে এই বিশ্ববিশ্রুত অভিধানের একখণ্ড উপহার দেওয়া হয়। সেণ্ট্ পিটর্সবার্গের নাম বর্তমানে লেলিনগ্রাড্। তদানীন্তন সেণ্ট পিটর্সবার্গ প্রবল প্রতাপান্বিত জার কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত তত্রস্থ রাজকীয় একাডেমির কেন্দ্রস্থল ছিল। লাইপ্‌ট্‌সিগ্ (বর্তমানে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাব্লিকের অন্তর্ভুক্ত) নিবাসী অধ্যাপক অটো ব্যট্‌লিঙ্ক এই রাজকীয় একাডেমির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। পিটর্সবার্গ অভিধানটি দ্বিতীয় জার আলেকজেণ্ডারের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।

সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন কার্যের অবসর কালে রোট্ তাঁহার রিশিষ্ট মার্কিন অন্তেবাসী অধ্যাপক হুইট্‌নির (W. D. Whitney, 1827-1894) সহযোগিতায় অথর্ব বেদের একটি সংস্করণ সম্পাদন পূর্বক প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি শিষ্যবর্গের সহায়তায় আরও কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদন করেন। পুস্তক-সম্পাদন ব্যতীত বিশ্বের বহু পত্র-পত্রিকায় রোট্ বহু নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৈদিক-ধর্ম, পুরাণ ও বেদের ব্যাখ্যা এই সব প্রবন্ধের বিষয় ছিল। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রোটের নাতি-দীর্ঘ প্রবন্ধরাজি বিষয়-গৌরব ও তথ্যপ্রাচুর্যের জন্য বিদ্বৎসমাজে সাতিশয় আদৃত ছিল।

বেদ ব্যতীত ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানেও রোটের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল।

পিটর্সবার্গ অভিধানের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত শব্দাবলী রোটের রচনা ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চরকের চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে জার্মান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটির পত্রিকায় (Z. D. M. G, Vol. 26) রোটের একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় বাগ্‌ভটের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধেও তিনি একটি তথ্যবহুল নিবন্ধ প্রকাশ করেন (১৮৯৫)। জরথুষ্ট্র সম্প্রদায়ের (পার্শী) ধর্মগ্রন্থ 'অবেস্তা' সম্বন্ধেও রোট্‌ বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এই বিষয়েও তিনি বহু প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

সমগ্র ইউরোপে বিশেষ ভাবে জার্মানীতে রোট্‌ বেদচর্চার প্রবর্তক বলিয়া পরিগণিত। ব্যক্তিগত জীবনে বেদচর্চা ব্যতীত টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্ধশতাব্দী ব্যাপী অধ্যাপনা কালে রোট্‌ বহু ছাত্রকে বেদ তথা ভারতচর্চায় অনুপ্রাণিত করেন। রোটের অধ্যাপনার এমনই আকর্ষণী শক্তি ছিল যে তাঁহার প্রথম যৌবনের একটি ছাত্র ৪০ বৎসর বিরতির পর অন্যক্ষেত্রের কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট পুনরায় অধ্যয়ন করিতে আসেন। বিদ্যার্থী ছাত্রটি এই সময় ষষ্টিতম বৎসর অতিক্রান্ত করিয়াছিলেন। কর্মজীবনান্তে ছাত্রজীবনের গুরুর নিকট অসমাপ্ত পাঠ পুনর্গ্রহণ করিতে আসা জগতের বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে একটি অসাধারণ ঘটনা। রোটের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ভারতচর্চার ক্ষেত্রে হুইট্‌নি, গেল্ডনার (K. F. Geldner 1852-1929), ম্যাকডোনেল, কায়েগী (A. R. Kaegi), ও লানম্যানের (C. R. Lanman) নাম উল্লেখযোগ্য। রোটের পাণ্ডিত্য ও অধ্যাপনার খ্যাতি বহু বিস্তৃত হওয়ায় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে উচ্চতর বেতনে অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানান হইত। রোট্‌ এই প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকাল তাঁহার জন্মভূমির বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবায় অতিবাহিত করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রোটের ডিগ্রী প্রাপ্তির "জয়ন্তী" উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্মানার্থ একটি স্মারক গ্রন্থ (festgruss) প্রকাশিত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৪৪ জন মনীষীর রচনায় এই স্মারক গ্রন্থ সমৃদ্ধ হয়। বিশ্বের নানা বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান রোট্‌কে সম্মানিত সদস্য শ্রেণীভুক্ত করেন। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে রোট্‌ অতিশয় বন্ধু বৎসল ও উদার-হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। নির্জন নদীতীরে দ্রাক্ষালতা বেষ্টিত তাঁহার কুটিরে বহু জ্ঞান-ভিক্ষু পর্যটকের সমাবেশ দেখা যাইত। অতিথি-বৎসল রোট্‌ শুধু তাঁহাদের শারীরিক

আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহার সযত্ন অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বারও আগন্তুকদের সেবার উৎসর্গ করিতে তিনি কার্পণ্য করিতেন না।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন রোট্ তাঁহার কর্মক্ষেত্র টুবিঙ্গেন নগরীতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রোট্‌কে কলিকাতাস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়। রোটের মৃত্যুর পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট সোসাইটির এক সভায় তাঁহার মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল। সোসাইটির তদানীন্তন ভাষাতত্ত্ব বিভাগীয় সম্পাদক "ভারত ভাষা বাচস্পতি" সার জন গ্রীয়ারসন্ এই শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

---

(১) Zur Litterature und Geschichte des Weda—1846.

(২) On the literature and history of the Veda-(Eng. Tr.), Calcutta, 1880,

(৩) Nirukta of Yaska, Gottingen, 1852.

(৪) Sanskrit Worterbuch, 7 vols ; St. Petersburg, 1852-1875.

ফ্রীড্‌রিখ্‌ ম্যাক্স্‌মুল্ল্যর্‌

(*Friedrich Maxmueller, 1823-1900*)

ফ্রীড্‌রিখ্‌ ম্যাক্স্‌মুল্ল্যর্‌ ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর তৎকালীন প্রুশিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত আন্‌হাল্ট (Anhalt) রাজ্যের রাজধানী দেসাউ (Dessau) নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে এই নগরী পূর্ব-জার্মান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। ম্যাক্সমুল্ল্যরের পিতা উইল্‌হেলম্‌ স্থানীয় ডিউকের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি জার্মান ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া কবিখ্যাতি লাভ করেন। ম্যাক্স্‌মুল্ল্যরের মাতা স্থানীয় একজন উচ্চস্থানীয় রাজপুরুষের দুহিতা ছিলেন। ম্যাক্স্‌মুল্ল্যরের বয়স যখন মাত্র চারি বৎসর তখন তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। ১৮২৭খৃষ্টাব্দে উইলহেল্‌মের মৃত্যুর পর আন্‌হাল্টের ডিউক মুল্ল্যর্‌ পরিবারের জন্য সামান্য কিছু ভাতার ব্যবস্থা করেন। সঞ্চিত অর্থ না থাকায় এই সামান্য ভাতা হইতেই মুল্ল্যর্‌ পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করিতে হইত। বাল্যকালেই মুল্ল্যর্‌ বিশেষ মেধার পরিচয় দেন। সুকণ্ঠ গায়ক হিসাবেও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। এক সময়ে ম্যাক্স্‌মুল্ল্যর্‌ গায়ক হিসাবেই জীবিকার্জন করিতে মনস্থ করেন, কিন্তু একজন শুভানুধ্যায়ী সঙ্গীতজ্ঞের পরামর্শে তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় গ্রামার স্কুলে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ ম্যাক্স্‌মুল্ল্যর্‌ লাইপ্‌ট্‌সিগ্‌ (Leipzig) হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরই তিনি লাইপ্‌ট্‌সিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। বাল্যকাল হইতেই মুল্ল্যরের ভাষা শিক্ষার দিকে বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রাচীন ইউরোপীয় ভাষা সমূহ (গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি) অধ্যয়ন করিতে মনস্থ করেন। এই সময়ে লাইপ্‌ট্‌সিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে সদ্য সংস্কৃত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হারমান ব্রকহাউসের (Hermann Brockhaus, 1806-1877) নির্বন্ধাতিশয্যে ম্যাক্স্‌মুল্ল্যর্‌ অন্যান্য ভাষা শিক্ষার সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংস্কৃত বিভাগে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টরেট" উপাধি লাভ করেন। মুল্ল্যরের বিধবা

জননী বহুকষ্টে ও যত্নে একমাত্র পুত্রকে শিক্ষাদান করেন। "ডক্টরের" মাতা রূপে তিনি যে নিরতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। পি-এইচ-ডি উপাধিলাভের অল্পকাল পরেই ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ বিষ্ণু শর্মা রচিত "হিতোপদেশ" জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন (লাইপ্‌ট্‌সিগ্‌ ১৮৪৪)।

অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ বার্লিনে আসেন। বার্লিনে তিনি বোপের নিকট সংস্কৃত ও দার্শনিক শিলিং (F. W. Schelling, 1775-1852)-এর নিকট দর্শন পড়িতে থাকেন। উত্তরজীবনে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ দর্শন বিশেষতঃ হিন্দুদর্শনে যে দক্ষতা অর্জন করেন তাহার মূলে ছিল দার্শনিক শিলিং-এর নিকট দর্শন অধ্যয়ন। অপর দিকে ভাষা বিজ্ঞানী বোপের নিকট তিনি তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান চর্চার প্রেরণা লাভ করেন। এক বৎসর পর ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ প্যারীতে আসিয়া প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ বুর্ণুফের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। বুর্ণুফ এই তরুণ শিষ্যের সংস্কৃতানুরাগ ও পাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সায়ণ-ভাষ্যসহ ঋগ্বেদের সম্পাদন কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে অনুপ্রাণিত করেন। বুর্ণুফের এই প্রেরণা ম্যাক্স্‌মুল্যরের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছিল। আচার্যের এই আদেশ রক্ষার জন্য ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ সঙ্কল্পবদ্ধ হন। অতঃপর ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ প্যারীতে ঋগ্বেদ ও সায়ণভাষ্যের পুঁথি সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রতিলিপি (কপি) প্রস্তুত করিতে থাকেন কারণ পুঁথি ক্রয় করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না—এবং ক্রয়যোগ্য পুঁথিও ছিল দুর্লভ। নিজের প্রয়োজনে পুঁথি নকল ছাড়াও ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ অপর পণ্ডিতদের নানারূপ খুচরা কাজ করিয়া দিয়া যে অর্থ পাইতেন তাহাতেই নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুঁথি সংগ্রহ হইতে সাহায্য লাভের আশায় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন। এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে প্রুসিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন ব্যারণ বুন্‌সেন (Baron Bunsen, 1791-1860)। প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী বুন্‌সেন তাঁহার স্বদেশীয় এই তরুণ-যুবকের পাণ্ডিত্যে সবিশেষ আকৃষ্ট হন। তাঁহার এবং প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস্‌ হেম্যান্‌ উইল্‌সনের চেষ্টায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ সম্পাদিত ঋগ্বেদ প্রকাশের সমুদয় ব্যয়ভার নির্বাহ করিতে সম্মত হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণশালা হইতে ঋগ্বেদ মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়ায় ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ লণ্ডন হইতে অক্সফোর্ড চলিয়া

আসেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল বৃটিশ প্রজারূপে তিনি অক্সফোর্ডেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মুল্লারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ইতিমধ্যেই চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা বিভাগের সহকারী-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে মুল্যর্ জর্জিনা অ্যাডিলেড্ নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া ইংরাজ রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহসূত্রে তিনি জে. এ. ফ্রুড (J. A. Freude, 1818-94), প্রসিদ্ধ লেখক কিংসলি (Charles Kingsley 181:-75), লর্ড উলভারটন (Lord Wolverton) প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আত্মীয়রূপে লাভ করেন। মুল্লারের স্ত্রী অতিশয় সাধ্বী ও গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহাদের একটি পুত্র ও তিনটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স্মুল্যর্কৃত প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হয় (হিষ্ট্রি অফ্ এন্সিয়েন্ট্ স্যানস্ক্রিট্ লিটারেচর্, ১৮৫৯)। শুধু মাত্র বৈদিক কালের সাহিত্যই এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছিল, আলোচিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির অধিকাংশই ছিল এ যাবৎ অপ্রকাশিত। আলোচিত গ্রন্থগুলির পৌর্বাপর্য নির্ণয় ছিল পুস্তকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৮৬০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের সংস্কৃতাধ্যাপক হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ পরলোক গমন করেন। ম্যাক্স্মুল্যর্ ও সার মনিয়ার উইলিয়ামস্ উভয়েই এই পদের জন্য প্রার্থী হন। ধর্ম সম্বন্ধে উদার মতাবলম্বী এবং জাতিতে জার্মান এই কারণে ম্যাক্স্মুল্যর্ এই পদ লাভ করিতে পারেন নাই। এই নির্বাচন ভোটদ্বারা করা হয়। বিশ্ববিত্থালয়ের সদস্য ইংরাজ পাদ্রীগণ দলবদ্ধ ভাবে এই জার্মান পণ্ডিতের বিরুদ্ধে ভোট দেন। কিশোরকাল হইতেই ম্যাক্স্মুল্যর্ সংস্কৃত ভাষার নিষ্ঠাবান্ সেবক ছিলেন, সংস্কৃতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এই জন্য সংস্কৃত অধ্যাপনার সুযোগ লাভ তাঁহার পক্ষে অতিশয় কাঙ্ক্ষনীয় ছিল। এই পদ লাভে বঞ্চিত হওয়ায় ম্যাক্স্মুল্যর্ সাতিশয় মনোবেদনা ভোগ করেন। যাহা হউক ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিত্থালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (কম্পারেটিভ্ ফিলোলজি) বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার সংস্কৃত অধ্যাপন পিপাসার কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইয়াছিল। এ যাবৎ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান ও ফরাসী ভাষার অধ্যাপনা লইয়াই তাঁহাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। অতঃপর জীবনান্তকাল পর্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের (Compara-

tive Philology) প্রধান অধ্যাপক পদে আসীন ছিলেন, অবশ্য ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের পর আর রীতিমত অধ্যাপনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

১৮৬১-৬৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটিউসনে (Royal Institution) ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ কতকগুলি বক্তৃতা দেন। ইতিপূর্বে ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডে বিশেষ কোন চর্চা হয় নাই, ম্যাক্স্‌মুল্যরের বক্তৃতাগুলি সবিশেষ আদৃত হয় ও ভাষা-বিজ্ঞানের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইংল্যাণ্ডে ও ইংরাজী ভাষায় ম্যাক্স্‌মুল্যরকে ভাষা বিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষা-তত্ত্ব চর্চার প্রবর্তক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে তাঁহার বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশিত হয়। আধুনিক ইউরোপীয় (কেল্টিক্‌) ভাষা সমূহের সহিত সংস্কৃত ভাষার জ্ঞাতিত্ব প্রতিষ্ঠা ও এই তথ্য প্রচারও ম্যাক্স্‌মুল্যরের অন্যতম কীর্তি।

ভাষা-বিজ্ঞানের ন্যায় তুলনামূলক-ধর্ম (Comparative Religion) ও বিভিন্ন জাতির পুরাণ কথা সমূহের তুলনামূলক আলোচনা (Compartive Mythology) বিষয়েও ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ ছিলেন পথিকৃৎ। তুলনামূলক ধর্ম বিষয়ে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে বহু বক্তৃতা দেন ও পুস্তক রচনা করেন। (Gifford Lectures 1888-92, Hibbert Lectures 1878, Science of Religon 1873, etc.)

ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ সম্পাদিত ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত চর্চার ইতিহাসে সায়ণাচার্যের ভাষ্য সহ সমগ্র ঋগ্বেদের প্রকাশ একটি অতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রীড্‌রিখ্‌ রোজেন নামে এক জার্মান পণ্ডিত ঋগ্বেদের মোট আটটি অষ্টকের মধ্যে প্রথম অষ্টক মাত্র প্রকাশ করেন। রোজেনের অকাল মৃত্যুতে এই শুভ উদ্যোগ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ সম্পাদিত ঋগ্বেদের শেষ ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ঋগ্বেদ সম্পাদনের কাজে ম্যাক্স্‌মুল্যরের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় (প্রায় বিশ বৎসর) গুরুতর পরিশ্রমে ব্যয়িত হইয়াছিল। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে ঋগ্বেদ প্রকাশের ভার লইয়া ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ ইহার প্রকাশক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে প্রচুর অর্থলাভ করেন। ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ স্বয়ং এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসনার্থে লিখিয়াছেন যে তিনি এই কাজে যে পারিশ্রমিক পাইয়াছিলেন তাহা ইণ্ডিয়া অফিসের নিম্নতম বেতনের করণিকের পক্ষেও অনুপযুক্ত ছিল। যাহা হউক ঋগ্বেদের সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহা সবিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঋগ্বেদ মুদ্রণ দ্বারা আর্থিক

ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। মুদ্রাঙ্কন ব্যয়ের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ মুদ্রিত ঋগ্বেদ বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছিল।

প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত মানবজাতির আদিমতম ধর্ম-গ্রন্থের সম্পাদন ও এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রকাশে শুধু ভারতবর্ষই উপকৃত হয় নাই, সমগ্র সভ্য জগত ইহা দ্বারা উপকৃত হয়। ঋগ্বেদের মাহাত্ম্য প্রতীচ্যে ম্যাক্স্মুল্লারই প্রথম প্রচার করেন। বহু পরিশ্রম সহকারে ঋগ্বেদ-সংহিতা রচনার কাল ও ঋগ্বেদ রচনাকালে আর্যদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে ম্যাক্স্মুল্লার্ কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি সর্বজন গ্রাহ্য না হইলেও প্রাথমিক আলোচনারূপে মূল্যবান। সত্য নির্ণয়ে ইহা প্রচুর সহায়তা করিয়াছে।

ভারতবর্ষে ম্যাক্স্মুল্লারের ঋগ্বেদ পৌঁছিলে একদল ধর্মান্ধ ব্যক্তি ম্লেচ্ছের দ্বারা সম্পাদিত এই হেতু এই গ্রন্থের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন কিন্তু ইহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিছুকাল পরে নৈষ্ঠিক সংস্কৃত পণ্ডিতদের দুর্গ স্বরূপ পুনা নগরীতে দেখা যায় যে একজন পণ্ডিত ম্যাক্স্মুল্লারের ঋগ্বেদ উচ্চৈঃস্বরে পড়িয়া যাইতেছেন এবং অপর পণ্ডিতেরা ম্যাক্স্মুল্লারের পাঠ অনুযায়ী নিজ নিজ অশুদ্ধ পুঁথির পাঠ সংশোধন করিয়া লইতেছেন। ম্যাক্স্মুল্লার্ নানা স্থানে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া পাঠ-ভেদ বিচার করিয়া ও বৈদিক সাহিত্যের ব্যাকরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রতিটি শব্দের শুদ্ধ পাঠ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া উহা মুদ্রাঙ্কন করান, সায়ণভাষ্য সম্বন্ধেও অনুরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। ম্যাক্স্মুল্লার্ নিজে ভারতবর্ষ হইতে ৮০ খানি বৈদিক পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ প্রকাশ হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই জগদ্ব্যাপী চাহিদার জন্য ঋগ্বেদ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, কোনও কোনও খণ্ড কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সংগ্রহ করিতে পারিতেন—সম্পূর্ণ খণ্ডগুলি সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতের বিজয়নগরের মহারাজা সার পশুপতি আনন্দ গজপতিরাজ তাঁহার ইংল্যাণ্ডস্থিত প্রতিনিধির মারফৎ সম্পূর্ণ ঋগ্বেদ সংগ্রহে বিফল মনোরথ হইয়া ম্যাক্স্মুল্লারকে পত্র লিখিয়া জানিতে চাহেন যে ঋগ্বেদ যখন পাওয়া যাইতেছে না তখন কেন উহা পুনর্মুদ্রিত হইতেছে না। ম্যাক্স্মুল্লার্ মহারাজাকে জানান যে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে এই সময় ভারতশাসন ভার ইংল্যাণ্ডের রাণী গ্রহণ করিয়াছিলেন) ঋগ্বেদের প্রথম খণ্ড মাত্র ছাপাইতে চান, বাকী খণ্ডগুলির জন্য অর্থ ব্যয় করা তাঁহারা অপব্যয় মনে করেন, সমগ্র খণ্ডগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা না হইলে মাত্র একখণ্ড প্রকাশে

তিনি উৎসাহী নহেন। বিজয়নগরের মহারাজা ঋগ্বেদের সমগ্র খণ্ডগুলি এমন কি ম্যাক্স্‌মুল্লারের সহকারী ইত্যাদির বেতনের ভারও বহন করিতে সম্মত হইলে ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ ১৮৯০ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালের মধ্যে চারিখণ্ডে তাঁহার ঋগ্বেদের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণটিও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণশালা হইতে প্রকাশিত হয়। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে পুনা নগরী হইতেও ঋগ্বেদের প্রথম ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রকাশের সময় অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ সপ্ততিতমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয় শিষ্য তরুণ-সংস্কৃতজ্ঞ ডঃ উইন্ট্যর্‌নিৎজ্‌ (Dr. M. Winternitz) তাঁহাকে এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের কাজে সহায়তা করেন। এই সংস্করণটি প্রকাশ করিতে বিজয়নগরের মহারাজা প্রায় ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের অনতিকাল পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ "সেক্রেড্‌ বুকস্‌ অফ্‌ দি ইষ্ট" গ্রন্থমালার পরিকল্পনা করেন ও স্বয়ং ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। প্রাচ্যের সমুদয় ধর্মের বিশিষ্ট গ্রন্থগুলি বিশেষজ্ঞ কুড়ি জন পণ্ডিত (ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ সহ) কর্তৃক অনূদিত হইয়া এই গ্রন্থমালার এক একটি খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থমালায় ৫১টি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে ৪৮টি খণ্ড ম্যাক্স্‌মুল্লারের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়। বাকী ১ খণ্ড পুস্তক ও দুইখণ্ড নির্ঘণ্ট ম্যাক্স্‌মুল্লারের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইলে এই গ্রন্থমালা প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়। এই গ্রন্থমালার ৪৯ খানি গ্রন্থের মধ্যে ২১ খানি ছিল বৈদিক-ব্রাহ্মণ্যধর্ম সম্পর্কীয়, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে দশ ও দুই, অর্থাৎ মোট ৩৩ খানি গ্রন্থই ছিল ভারত সম্পর্কিত। বাকী গ্রন্থগুলি ছিল পারসিক, ইসলাম ও চৈনিক ধর্ম-সংক্রান্ত।

এই গ্রন্থমালার তিনটি সম্পূর্ণ খণ্ড ছিল ম্যাক্স্‌মুল্লারের স্বকৃত অনুবাদ ; আর দুইটি খণ্ডও আংশিক ভাবে তিনিই অনুবাদ করেন। ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ অনূদিত দুইখণ্ড "দি উপনিষদস্‌" এই গ্রন্থমালার প্রথম ও পঞ্চদশ খণ্ডরূপে প্রকাশিত হয়। প্রথমখণ্ডে ছান্দোগ্য, তলবকার, ঐতরেয় আরণ্যক, কৌষীতকী ব্রাহ্মণ এবং বাজসনেয় সংহিতার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চদশ খণ্ডে বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বেতর, প্রশ্ন ও মৈত্রায়নের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। দুই খণ্ডে অনূদিত উপনিষদ্‌গুলি সম্বন্ধে পৃথক ভাবে ম্যাক্স্‌মুল্লারের নিজস্ব ভূমিকাও সংযোজিত ছিল। গ্রন্থমালার দ্বি-ত্রিংশ খণ্ডটির নাম ছিল "দি ভেডিক্‌

হিমস্‌"। ইহাতে মরুৎ, রুদ্র, বায়ু ও বাত সম্বন্ধীয় স্তুক্তগুলি ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ কর্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। সর্বপ্রধান বৌদ্ধ-ধর্মগ্রন্থ 'ধর্মপদ'ও পালি হইতে ম্যাক্স্‌মুল্লারের দ্বারা অনূদিত হইয়া এই গ্রন্থমালার ১০ম খণ্ডের প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়। মহাযান বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রন্থ সুখাবতী ব্যূহ, বজ্রছেদিকা ও প্রজ্ঞা-পারমিতাহৃদয়সূত্রের ম্যাক্স্‌মুল্লারকৃত অনুবাদ এই গ্রন্থমালার উন-পঞ্চাশতম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হয়। আপস্তম্ব ও যজ্ঞপরিভাষা সূত্র নামে স্মৃতি গ্রন্থের ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ কৃত অনুবাদ গ্রন্থমালার ত্রিংশখণ্ডের দ্বিতীয়ভাগ রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ম্যাক্স্‌মুল্যার ইংল্যাণ্ডে ও ইংরাজী ভাষায় তুলনামূলক ধর্ম-শাস্ত্রের প্রবর্তক ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। "সেক্রেড্‌ বুকস্‌ অফ্‌ দি ইষ্ট" গ্রন্থমালার সম্পাদন দ্বারা তিনি বিশ্ব-বিদ্যার এই শাখাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিক মিলন স্থিতধী মনুষ্য মাত্রেরই ঈপ্সিত, শতাব্দী কালপূর্বে মনীষী ম্যাক্স্‌মল্লার্‌ এই গ্রন্থমালা প্রবর্তন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পারস্পরিক হৃদ্যতার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ জীবনে যদি আর কিছুও না করিতেন, তথাপি "সেক্রেড্‌ বুকস্‌ অব্‌ দি ইষ্ট" গ্রন্থমালার অক্লান্তকর্মা সম্পাদকরূপে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজে সংস্কৃতের উপযোগিতা সম্বন্ধে ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ কয়েকটি বক্তৃতা দেন, এই বক্তৃতামালা "ইণ্ডিয়া, হোয়াট্‌ ক্যান্‌ ইট টিচ্‌ আস্‌" নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ম্যাক্স্‌মুল্লারের ধারণা কি ছিল তাহা বুঝা যাইবে—

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty of nature can bestow, in some parts a very paradise on earth I should point out to India. If I were to ask under what sky the humam mind has fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India. And if I were to ask myself from what literature, we here in

Europe, we who have been nurtured almost exclusively at the thoughts of Greeks and Romans, and of one Semite race —the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India."

যৌবন কাল হইতেই ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ দর্শনের মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। যৌবনের এই দর্শনানুরাগ লইয়া তিনি হিন্দু-দর্শন, বিশেষভাবে বেদান্ত, অতি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (Lectures on Vedanta Philsophy, 1894)। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সিক্স্‌ সিস্‌টেমস্‌ অফ্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ ফিলজফি' নামক ৬০০ পৃষ্ঠা সমন্বিত বিরাট পুস্তকে তিনি হিন্দুর ষড়দর্শন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করেন। এই গ্রন্থে ভারতীয় দার্শনিক-চিন্তার ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়া তিনি দেখান কি ভাবে ভারতীয় দর্শন ভারতীয় জাতির ব্যক্তি জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ রামকৃষ্ণের বাণী ও জীবনী নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (Ramkrishna—His Life and Sayings, 1898)। এই পুস্তকে রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে রামকৃষ্ণ প্রচারিত উচ্চ-ভাবধারা যে দেশের জনচিত্তে প্রবাহিত সেই দেশবাসিকে পৌত্তলিক জ্ঞানে মধ্য আফ্রিকার লোকদের ন্যায় ধর্মান্তরিত করা যুক্তিযুক্ত কি না তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। বলা বাহুল্য এই মন্তব্যে ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ ভারতে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় এই পুস্তকে তিনি লিখিয়াছেন যে বেদান্তকে বাস্তব জীবনে রূপায়িত করিতে পারিলে কি পরিমাণে পবিত্রতা, সারল্য ও নিঃস্বার্থপরতা অর্জন করিতে পারা যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন তাহার মূর্ত দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই পুস্তক রচনার পূর্বে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ অক্স্‌ফোর্ডে ম্যাক্স্‌মুল্লারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বেই কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতির নিকট ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হন। স্বয়ং সুপণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ ম্যাক্স্‌মুল্লারের ভারত-বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা ও মানসিক

শক্তি দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হইয়া যান। ম্যাক্স্‌মুল্যরের ভারতানুরাগ সম্বন্ধে স্বামীজী লিখিয়াছেন যে—"ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ ভারতবর্ষকে যে পরিমাণ ভালবাসেন আমি আমার মাতৃভূমিকে তাহার শতাংশ ভাগ ভালবাসিতে পারিলে নিজেকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতাম"। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে আলোচনা সূত্রে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিতে পারেন যে বেদান্ত প্রচার দ্বারা তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা পৃথিবীতে ছড়াইয়া দিতেছেন তখন ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ বিশেষ হৃষ্ট হন। স্বামীজী যে রাত্রে অক্সফোর্ড ত্যাগ করেন সে রাত্রে প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও বৃদ্ধ ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ স্বামীজীকে বিদায় জানাইতে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দ ইহাতে দুঃখ প্রকাশ ও অনুযোগ করিলে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ তাঁহাকে বলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্যের দর্শন ত প্রত্যহ পাওয়া যাইবে না তাই তিনি এই কষ্টটুকু স্বীকার করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অপেক্ষা ম্যাক্স্‌মুল্যরের বয়স প্রায় চল্লিশ বৎসর অধিক ছিল।

ম্যাক্স্‌মুল্যরের সহিত অন্যান্য ইউরোপীয় ভারতবিদ্‌ পণ্ডিতদের এক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। এই সব পণ্ডিতেরা ভারত-বিদ্যা প্রেমিক ছিলেন, ইঁহারা প্রায়ই ভারত-প্রেমিক ছিলেন না। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই সব পণ্ডিতদের শবদেহ ব্যবচ্ছেদকের সহিত তুলনা করিয়া লিখিয়াছেন—"তাঁহারা এই মৃত জাতির শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহা হইতে নানা তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া আনন্দ বা কৌতুক-বোধ করিয়া থাকেন ; কিন্তু এই শবদেহের স্পর্শ তাঁহাদের পক্ষে কতটা প্রীতিপ্রদ হয় তাহা বলিতে পারি না। আচার্য মক্ষমূলর কিন্তু ইহাকে ঠিক শবদেহ ভাবিতেন না। অন্ততঃ এই দেহের ধমনীগুলির মধ্যে এককালে রক্ত প্রবাহ সঞ্চালিত হইত এবং ইহার হৃৎপিণ্ড এককালে প্রাণের শক্তিযোগে স্পন্দিত হইত, ইহা তিনি বুঝিতেন, এবং ব্যাক্যের ও কার্যের দ্বারা তাঁহার সেই মনোভাবের পরিচয় দিতেন। সুতরাং আমরা সেই স্বর্গগত আচার্যের নিকট চিরঋণী ও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ" (চরিত-কথা, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী)। ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ শুধু প্রাচীন ভারত নহে নবীন-ভারতকেও ভালবাসিতেন। সমসাময়িক বহু ভারতবাসীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীতে তিনি পরিচিত হন। বহুবর্ষ পরে দ্বারকানাথের পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথের সহিতও লণ্ডনে তাঁহার পরিচয় স্থাপিত হয়। কবিগুরুর পিতা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌কে নিরতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন—তাঁহাদের মধ্যে পত্রালাপও চলিত। ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের সহিত ম্যাক্স্‌মুল্যরের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। শেষ জীবনে কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার ভূতপূর্ব অনুগামিবৃন্দ কর্তৃক নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হওয়াতে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ বেদনা বোধ করেন। কেশব চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ লিখিয়া গিয়াছেন যে "দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও কেশব ভারতের একজন মহান পুরুষ, মানব জাতির একজন শ্রেষ্ঠ-পুরুষ হিসাবেও তাঁহাকে গণ্য করা যাইতে পারে (মর্মানুবাদ)।"

"Auld lang syne" নামীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৮৯৯) "আমার ভারতীয় বন্ধুগণ" শিরোনামায় ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, নীলকণ্ঠ গোরে, কেশবচন্দ্র সেন, রামতনু লাহিড়ী, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টলে রাজার পঞ্চাশত্তম মৃত্যু বার্ষিকীতে তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়া ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ নিজেকে রাজার একজন অকপট অনুগামী বলিয়া বর্ণনা করেন। এই ভাষণটি তাঁহার রচিত (Biographical Essays) গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরিক্ষার্থিদের নিকটে তিনি ভারতবাসীর সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়া বলেন যে ইংল্যাণ্ড হইতে যাঁহারা ভারতে যান তাঁহারা ভারতবাসিরা যে মিথ্যাবাদী ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া ধরিয়া লন। এইরূপ অন্যায় ধারণা রাখা উচিত নহে। ইংল্যাণ্ডে যাঁহারা ভারত-বিদ্বেষ প্রচার করিতেন তাঁহারা ম্যাক্স্‌মুল্যরের এই মন্তব্যে খুবই অসন্তুষ্ট ও বিব্রত বোধ করেন। ম্যাক্স্‌মুল্যরকে অপদস্থ করিতে ইঁহারা সততই প্রয়াস পাইতেন। ম্যাক্স্‌মুল্লারের ভারত ভ্রমণ ইঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে তদানীন্তন প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সহিত (পরে সপ্তম এডোয়ার্ড) ম্যাক্স্‌মুল্লারের ভারতভ্রমণের কথা উঠিয়াছিল কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। এই ঘটনার পশ্চাতে যে ভারত-বিদ্বেষিদের হাত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ নিজে এই ঘটনায় ব্যথিত হন নাই। তিনি বলিতেন যে ভারতের যে চিন্ময় রূপ তাঁহার মনে অঙ্কিত আছে তাহার সহিত বাস্তব ভারতের কোনরূপ বৈষম্য দেখিলে তিনি মনে নিরতিশয় বেদনা পাইবেন—এইজন্য তিনি ভারত ভ্রমণে উৎসাহী নহেন। অক্সফোর্ডে সংস্কৃত

পুস্তকাকীর্ণ তাঁহার অধ্যয়ন কক্ষটি দেখাইয়া তিনি বলিতেন যে ওই কক্ষে বসিয়া সংস্কৃত চর্চা করিতে করিতে তিনি বারাণসীবাসের আনন্দ উপভোগ করেন। (প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ম্যাক্স্‌মুল্ল্যরের মৃত্যুর পর তাঁহার বিপুল পুস্তক-সংগ্রহ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ক্রীত হইয়াছিল)।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ হইলে তাঁহার কারামুক্তির জন্য ইংল্যাণ্ডে যে আন্দোলন হয় ম্যাক্স্‌-মুল্ল্যর্‌ তাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের ফলে 'তিলক মহারাজ' কারামুক্ত হন। ইতিপূর্বে তিনি কারারুদ্ধ তিলককে পাঠের জন্য নিজ সম্পাদিত ঋগ্বেদ গ্রন্থ উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

শ্বেতকায় অপরাধিদের বিচার কোন কৃষ্ণকায় ভারতীয় বিচারকের দ্বারা করানো যাইবে না ভারতে তদানীন্তন কালে প্রচলিত এই বৈষম্যমূলক আইনটি তুলিয়া দিবার জন্যে লর্ড রিপনের সময়ে সরকারী ভাবে একটি বিল উত্থাপিত করা হয়। ইহার নাম ইলবার্ট বিল (Ilbert Bill)। এদেশের ও ইংল্যাণ্ডের শ্বেতকায়দের মধ্যে ইহাতে তুমুল ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই সময়ে ম্যাক্স্‌মুল্ল্যর্‌ সুপ্রসিদ্ধ "টাইমস্‌" পত্রিকায় এই বিলের সমর্থন করিয়া এক পত্র লেখেন। দেখা যাইতেছে যে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ভারত-বিদ্বেষিরা ম্যাক্স্‌ম্যুল্লরকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন।

ভারতবর্ষের জাতীয়-জাগরণের উষাকালে প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র প্রকাশ ও তাহার মহিমা কীর্তন দ্বারা ম্যাক্স্‌মুল্ল্যর এই আন্দোলনকে পরোক্ষ প্রেরণা দান করেন। ভারতবাসী ম্যাক্স্‌মুল্ল্যরের অক্লান্ত ভারত-মহিমা প্রচারে আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া পাইয়াছিল। অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতনতা জাতীয় জাগরণের পক্ষে অপরিহার্য। ম্যাক্স্‌মুল্ল্যরের মৃত্যুর পর মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত এক শোকসভায় ভারতের জাতীয় জাগরণে ম্যাক্স্‌মুল্ল্যরের রচনাবলীর প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

ম্যাক্স্‌মুল্ল্যরের এই সুগভীর ভারত প্রেমের প্রতিদান দিতে ভারতবাসী কার্পণ্য করে নাই। "ম্লেচ্ছ" ম্যাক্স্‌মুল্ল্যর্‌ ভারতবাসীর নিকট "ভট্ট মোক্ষ মূলর" আখ্যা প্রাপ্ত হন। ঋগ্বেদের আখ্যা পত্রে (টাইটেল পেজে) "ভট্ট মোক্ষমূলর" নামটিই ম্যাক্স্‌মুল্ল্যর্‌ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিনিধি শব্দকল্পদ্রুম সম্পাদক রাজা রাধাকান্ত দেব ম্যাক্স্‌মুল্ল্যর্‌কে 'কলিযুগের বেদব্যাস' বলিয়া অভিহিত করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে লাইপ্‌টসিগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে

ম্যাক্স্‌মুল্যরের পি-এইচ-ডি উপাধি প্রাপ্তির স্বর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে এই উপলক্ষে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ বহু অভিনন্দন প্রাপ্ত হন। ভারতবর্ষের পণ্ডিত-সমাজ তাঁহাকে একটি সুদীর্ঘ অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। ইহাতে স্বাক্ষরকারিদের নামের তালিকা এত দীর্ঘ হয় যে উহা পরে প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। ভারতের সর্বধর্মের পণ্ডিতেরা মিলিতভাবে যে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন উহাই ম্যাক্স্‌মুল্যরকে সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দিয়াছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রাখালচন্দ্র সেন নামে কলিকাতার একজন কবিরাজ তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের প্রচুর 'বিদায়' দেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্স্‌মুল্যরকে এই উপলক্ষ্যে তিনি ধুতি চাদর 'বিদায়' স্বরূপ প্রেরণ করেন। আরও কয়েকবার ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ শ্রাদ্ধের 'বিদায়' হিসাবে রেশমীবস্ত্র, ধাতু-কলস প্রভৃতি প্রাপ্ত হন। তিনি এইগুলি গর্ব ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ম্যাক্স্‌-মুল্যর্‌ গুরুতর রূপে পীড়িত হইয়া পড়িলে তাঁহার রোগমুক্তি কামনা করিয়া মাদ্রাজের একটি মন্দিরে তাঁহার অনুরাগিবৃন্দ কর্তৃক পূজা দেওয়া হয়। অহিন্দুর কল্যাণার্থে পূজা দিতে মন্দিরের পূজারী প্রথমে সম্মত হন নাই। পরে ম্যাক্স্‌মুল্যরের বেদপারঙ্গমতার কথা অবগত হইয়া পূজারী সানন্দে দেবতার নিকট ম্যাক্স্‌-মুল্যরের রোগমুক্তি কামনা করিয়া পূজা দেন। আশ্চর্যের বিষয় যে এই বার ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পান। ম্যাক্স্‌মুল্যরের গুরুতর পীড়ার সংবাদে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল্‌ কংগ্রেস) ইংল্যাণ্ড স্থিত শাখা এই ভারতবন্ধুর পীড়ায় গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন ও তাঁহার আশু রোগমুক্তি কামনা করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে ম্যাক্স্‌-মুল্যরের প্রতি ভারতবাসির গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার কথাও ব্যক্ত হইয়াছিল। বাঙ্গলার তথা ভারতের সুসন্তান রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার অনূদিত ইংরাজী রামায়ণ ম্যাক্স্‌মুল্যরের নামেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ভারত বিদ্যাবিদ্‌ রূপে প্রধানতঃ পরিচিত হইলেও ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ প্রকৃত পক্ষে ছিলেন অশেষ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। ভাষা বিজ্ঞান, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, তুলনামূলক ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াও তিনি হিতোপদেশ, কালিদাসের মেঘদূত, ধর্মপদ, উপনিষদ্‌ প্রভৃতির ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি দার্শনিক কাণ্টের (Immanuel Kant, 1724-1804) প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "ক্রিটিক অব্‌ পিওর রিজন" ইংরাজীতে অনুবাদ

করেন। এইগুলি ছাড়া তিনি নানা বিষয়ে আরও কয়েকটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। মুল্লারের অধিকাংশ রচনাই ইংরাজিতে প্রকাশিত হয় যদিও ইহা ছিল তাঁহার পক্ষে বিদেশী ভাষা।

দুঃখের বিষয় একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার রচনার নানাস্থানে ম্যাক্স্‌মুল্লারের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রতি ম্যাক্স্‌মুল্লারের ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি বঙ্কিমচন্দ্রকে ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌-দূষণে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ জাতিতে ইউরোপীয় ছিলেন কাজেই তাঁহার ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁহার নিন্দা করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও এই ইউরোপীয় মানসিকতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন ইহা বলা যায় না। ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশ্বাস বেদ অপৌরুষেয়, ইহা কাহারও দ্বারা রচিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং বেদের অপৌরুষেয়ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, ইহাও নিশ্চয়ই ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণভাবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গবেষণা সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। আমাদের দেশীয় ব্যক্তিরা এই সব পণ্ডিতদের মতামত নির্বিচারে মানিয়া লইত, বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে বিরক্তি বোধ করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধারণভাবে যে নিন্দা তথাকথিত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের প্রাপ্য ছিল ম্যাক্স্‌মুল্লারের উপর তাহাই প্রযুক্ত হইয়াছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ সাতিশয় উদার-হৃদয়, বন্ধু ও স্বজন বৎসল ছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রীতি-মধুর থাকিত। কার্য-ব্যপদেশে ইংল্যাণ্ডে বাস করিতে হইলেও তিনি সর্বদাই তাঁহার স্বদেশস্থিতা জননীর তত্ত্বাবধান করিতেন। সুবিধা পাইলেই স্বদেশে গিয়া জননীর চরণ দর্শন করিয়া আসিতেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মাতার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়েন। সহযোগী পণ্ডিতদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিতে ও আবশ্যকমত উপদেশাদি দিতে ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ সদাই তৎপর থাকিতেন। সাংসারিক ব্যাপারেও প্রয়োজন হইলেই তিনি তাঁহাদের সাধ্যমত সাহায্য করিতেন। ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ছাত্রেরা সর্বদাই তাঁহার স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় পাইত। ম্যাক্স্‌মুল্লার্‌ যদিও নিছক সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন না তবুও তিনি সর্বদাই ছাত্রদিগকে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে উৎসাহ দিতেন ও সাহায্য করিতেন। অক্সফোর্ডে আগত তিনজন জাপানী ছাত্রকে তিনি ভারতবিদ্যা তথা সংস্কৃত চর্চায় দীক্ষা দেন। ইহাদের মধ্যে একজন বুনিও নানজিও

(Bunyiu Nanjio, 1849-1927) কয়েকশত চীন-ভাষান্তরিত সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের তালিকা প্রস্তুত করেন। এইগুলি খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দী হইতে আরও কয়েক শতক পর্যন্ত সংস্কৃত হইতে চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় জন কেনজু কাসাহারা, (Kenju Kasahara, 1852-1883) সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থগুলির পরিভাষা সঙ্কলন করেন। এই পরিভাষাগুলি অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুল্যার্‌ প্রবর্তিত "য়্যানেকডোটা অক্সনিয়নসিয়া" গ্রন্থমালায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তৃতীয় জন তাকাকুসু (Junjiro Takakus·', 1866—) চৈনিক পর্যটক ইৎসিং (I-Tsing) এর ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ম্যাক্স্‌মুল্যারের চেষ্টায় তাঁহার একজন শিষ্য জাপান হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে একটি সংস্কৃত পুঁথি উদ্ধার করেন (প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সূত্র)। ইহা জাপানের একটি মন্দিরে খৃষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। তালপত্রে দুইখণ্ডে লিখিত এই পুঁথি ষষ্ঠ শতাব্দীরও পূর্বে ভারতে বসিয়া লিখিত হয়। ভারত হইতে চীনের মধ্য দিয়া এই পুঁথি ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোনরূপে জাপানে গিয়া পেঁ ৗছিয়াছিল।

পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাক্স্‌মুল্যরকে নানাভাবে সম্মানিত করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স্‌ কনসর্ট এলবার্ট, জার্মান সম্রাট ফ্রীড রিশ্‌, সুইডেন ও রুমানিয়ার রাজা, তুরস্কের সুলতান প্রভৃতি রাষ্ট্রনায়ক ও বিশ্বের বহু বরেণ্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক ছিল। প্রুশিয়া ও ইটালীর সরকার তাঁহাকে "নাইট" উপাধি দেন। সুইডেন, ফ্রান্স, ব্যাভেরিয়া ও তুরস্কের সরকার ও তাঁহাকে সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌কে "প্রিভি কাউন্সিলার" নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন যদিও সাধারণতঃ উচ্চস্তরের রাজনীতিজ্ঞেরাই এই সম্মান পাইয়া থাকেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের (International Congress of Orientalists) নবম অধিবেশনে ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌ সভাপতিত্ব করেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর অক্সফোর্ডে মনীষী ম্যাক্স্‌মুল্যার পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেন। স্থানীয় সেন্ট মেরী গির্জার হোলিওয়েল্‌ সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। ম্যাক্স্‌মুল্যারের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া ম্যাক্স্‌মুল্যারের অন্যতম সুহৃদ বিশিষ্ট ভারতীয় পণ্ডিত বেরহামজী মালাবারী তদীয় সহধর্মিণীর নিকট শোকসূচক একটি তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

এই তারবার্তায় বলা হয় "আপনার শোকে সমগ্র ভারতবর্ষও শোকমগ্ন।" ভারতীয় পণ্ডিতের এই সংক্ষিপ্ত শোকবার্তাটিতে সমগ্র ভারতেরই মনোভাব অভিব্যক্ত হইয়াছিল।

ম্যাক্স্‌মুল্লার-রচিত গ্রন্থরাজি :—

Hitopadesa—Tr. into German, Leipzig, 1844

Meghaduta—Tr. into German, Konigsberg, 1847

Rig Veda Samhita (Sacred Hymns of the Brahmanas translated and explained), London, 1869

Vedic Hymns (Sacred Books of the East, Vol. 32) Oxford, 1891

Rigveda with Sayana's Commentary, 6 Vols, 1849-73, 2nd Edition—4 Vols., 1890-92

Rig Veda (Text only), 2 Vols, 1873, 2nd Edition, 1877

Hitopadesa—Text with Translation in 2 parts, London, 1864-65

Rig Veda-Pratisakya, Text with German Translation, Leipzig, 1859-69

Vajrachedika (Anecdota Oxoniensia) 1881

The Upanishadas (Sacred Books of the East-Vols. 1 & 15, 1879)

The larger and smaller Prajna Paramita Hridaya Sutra (Sacred Books of the East, Vol. 49), 1859

A History of Ancient Sanskrit Literature, London 1859

A Sanskrit Grammar—London, 1866

India—what can it teach us, London, 1883

Apastamba Sutras (Sacred Books of the East,) 1893

Dhammapada—(Sacred Books of the East. Vol. X) 1898

[ধর্মতত্ত্ব]

On Mission (Lectures) London, 1873

Introduction to the Science of Religion, London, 1893

The Origin and growth of Religion as illustrated in the Natural Religion, London, 1889

Physical Religion, London, 1881

Anthropological Religion, London, 1898

Theosophy of Psychological Religion, London, 1893

[উপকথাতত্ত্ব]

Essays on compartive Mythology, 1856

Essays on Mythology & Folk Lore, 1900

Contributions to the science of Mythology, 2 Vols, London, 1897

[ভাষাতত্ত্ব]

On the Stratification of Language (Lectures), London 1868

The Science of Language—2 Vols, London, 1861 and 1863

On the results of the Science of Language (Lectures delivered in German) Strasburg, 1872

Essays on Language and literature, 1899

Biographies of Words and the Home of the Aryas, London, 1898

[দর্শন]

Kant's Critique of Pure Reason (Translated) London, 1881

The Science of thoughts, London, 1887

Three lectures on the Vedanta Philosophy, London, 1894.

The six systems of Hindu Philosophy, London, 1890

[বিবিধ]

Biographical Essays, London, 1884

Ramakrishna, his life and sayings, 1898

Auld Lang Syne, London, 1898

My Indian Friends, London, 1899

My Autobiography (Incomplete) 1901

The German classics from the Fourth to Nineteenth Century, London, 1858.

Deutsche Liebe (in German) Leipzig, 1868.

Wilhelm Muller's Poems-(Edited), Leipzig, 1868.

Schiller's Correspondence···(Edited) Leipzig, 1875

Scherer's History of German Literature (Ed) Oxford, 1885.

Chips from a German Workshop (Collected Essays) 4 Vols (1867-75)

Last Essays, 1901,

[তথ্যপঞ্জী—The life and letters of F. Maxmueller—Ed. by his wife, 2 Vols, London, 1902]

আলব্রেখ্‌ট ভেবর্‌

(*Albrecht Weber, 1825-1901*)

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ব্রেজলাউ (Breslau) নামক স্থানে আলব্রেখ্‌ট ভেবর্‌ জন্মগ্রহণ করেন। ব্রেজলাউ, বন ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নান্তর তিনি ব্রেজলাউ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অধিকতর জ্ঞান লাভের নিমিত্ত কিছুকাল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে অবস্থান করিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ভেবর্‌ বার্লিন প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যেই তিনি প্রাচ্যবিদ্যা তথা সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। বার্লিন আগমনের কিছুকাল পরেই ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সম্পাদিত শুক্ল যজুর্বেদের একটি অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় (১)। ইহার শেষ অংশ ১০ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়। শুক্ল যজুর্বেদের প্রথম অংশ প্রকাশিত হওয়ার সময়েই ভেবর্‌ বার্লিনের সরকারী গ্রন্থশালায় রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথি সমূহের তালিকা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত এইসব হস্তলিখিত পুঁথির বিশদ বিবরণ সহ এই তালিকা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে বার্লিন হইতে প্রকাশিত হয় (২), ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত সংস্কৃত পুঁথির বিজ্ঞান-সম্মত তালিকা পুস্তক রচনায় কেহ হাত দেন নাই। ভেবরের বহু পরিশ্রমের ফল স্বরূপ এই গ্রন্থ হইতে পণ্ডিত মণ্ডলী এ যাবৎ অজ্ঞাত বহু মূল্যবান পুস্তকের সন্ধান জানিতে পারেন। ভেবর্‌ প্রদর্শিত অপ্রকাশিত পুঁথির পরিচয় প্রদান পদ্ধতি এখনও আদর্শস্বরূপ হইয়া আছে। এই গ্রন্থ তালিকা রচনা করিতে গিয়া ভেবর্‌ সংস্কৃত ভাষা-ভাণ্ডারের যে সব মহামূল্যবান রত্নরাজির সন্ধান পান তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। এই সূত্রে আহরিত তথ্যাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া ভেবর্‌ ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বহু নিবন্ধ রচনা করেন। এই সমস্ত রচনার বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র ও ব্যাপক। বৈদিক জ্যোতিষতত্ত্ব হইতে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের কৃষ্ণোপাসনা, এই সব ছিল ভেবর্‌ প্রণীত নিবন্ধাবলীর উপজীব্য বিষয়। এইগুলির কিয়দংশ "বার্লিন একাডেমি অফ্‌ সায়েন্স" পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, ভেবর্‌ এই একাডেমির একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। অবশিষ্ট নিবন্ধগুলি ভেবরের

নিজস্ব পত্রিকায় (Indische Studien) প্রকাশিত হয় (৩)। প্রাচ্যবিদ্যার ইতিহাসে ভেবর্‌ পরিচালিত এই পত্রিকাটি একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৭ খণ্ডে প্রকাশিত এই পত্রিকার অধিকাংশই ছিল প্রাচ্যবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত ভেবরের নিবন্ধাবলী।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভেবর্‌ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। জীবনান্তকাল পর্যন্ত তিনি এই কর্মে ব্যপৃত ছিলেন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ভেবর্‌ প্রণীত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস নামে সংস্কৃত সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয় (৪)। সংস্কৃত সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা ভারতবর্ষের অথবা বিদেশের কোন পণ্ডিত এ যাবৎ করেন নাই। ভেবরের এই পুস্তকটি দীর্ঘকাল যাবৎ সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস রূপে একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণ ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া সবিশেষ আদৃত হয় (৫)। সম্প্রতি এই ইংরাজী অনুবাদের ষষ্ঠ সংস্করণ বারাণসী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (Chowkhamba Sanskrit Series Vol. 8, Varanasi, 1961)। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণটি ভেবর্‌ তাঁহার সহযাত্রী ভারত-বিদ্যাবিৎ রোট্‌ (Roth) ও ব্যট্‌লিঙ্কের (Otto Bohtlingk, 1815-1904) নামে তাঁহাদের সংস্কৃত অভিধান রচনা সমাপ্তির স্মারক চিহ্ন হিসাবে উৎসর্গ করেন। বর্তমানে দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু মনীষীর অবিচ্ছিন্ন সাধনার ফলে বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত ও মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্যাবলী জানা গিয়াছে, যাহা ভেবরের সময়ে জ্ঞাত হওয়ার সুযোগ হয় নাই। বর্তমান কালে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে দেশী-বিদেশী কয়েকজন পণ্ডিতের রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব পুস্তকে নব-লব্ধ তথ্যাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তথাপি এই সব আধুনিক কালে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ভেবরের লিখিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসকে মর্যাদাভ্রষ্ট করিতে পারে নাই, পথিকৃৎ ভেবর্‌ আজিও এই বিভাগের দিকপালের আসন অধিকার করিয়া আছেন।

ভারতীয় সাহিত্যের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আবিষ্কারের কৃতিত্বও একান্ত ভাবে ভেবরের প্রাপ্য। ভারতবর্ষে মধ্যযুগে প্রচলিত প্রাকৃতভাষা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা সর্বপ্রথম ভেবর্‌

কর্তৃকই আরব্ধ হয়। প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্যা-বিশারদ বূল্যর্ (Buhler)। এর সাহায্যে প্রাকৃত ভাষায় রচিত বহু অপ্রকাশিত পুঁথি ভারতবর্ষ হইতে বার্লিনে প্রেরিত হইয়াছিল। ভেবর এই পুঁথিগুলির বিস্তৃত পরিচয় তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থতালিকার দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করেন (৬)।

প্রায় সার্দ্ধ সহস্র পৃষ্ঠার এই গ্রন্থতালিকার অর্দ্ধেকের বেশী অংশ প্রাকৃত (জৈন) সাহিত্যের উপর লিখিত হইয়াছিল। প্রতিটি পুস্তকের প্রচুর উদ্ধৃতিসহ বিশদ আলোচনা ছিল ইহার বৈশিষ্ট্য। জৈনধর্ম ও সাহিত্য উভয় শ্রেণীর পুস্তকই ইহাতে আলোচিত হইয়াছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে "পালি টেক্সট্ সোসাইটি" স্থাপিত হওয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের বাহন পালিভাষা চর্চার পথ সুগম হয়। বহু পণ্ডিতের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত 'পালি টেক্সট্ সোসাইটি' পালিসাহিত্যের লুপ্ত রত্নগুলি মুদ্রিত করিয়া উহা সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। এ যাবৎ অনাদৃত জৈন-ধর্ম ও সাহিত্য ও উহার বাহন প্রাকৃতভাষা ভেবরের একক চেষ্টাতেই পুনরুজ্জীবিত হয়। স্বসম্পাদিত "ইণ্ডিশে ষ্টুডিয়েনে" জৈনধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভেবর্ যে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করেন উহা তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের ন্যায় আজিও সমধিক আদরণীয় আকর গ্রন্থ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে (৭)। জৈন-প্রাকৃত সাহিত্য আলোচনায় ভেবর্ পূর্বসূরিদের কোন সাহায্য পান নাই। কারণ ইতিপূর্বে কেহই এই অজ্ঞাত জ্ঞান-জগতে পদার্পণ করেন নাই। অভিধান জাতীয় কোন গ্রন্থের সাহায্যও ভেবর পান নাই, সংস্কৃতে অপ্রচলিত প্রাকৃত শব্দগুলির অর্থ নির্ণয় করিতে ভেবরকে কি দুঃসহ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভেবর্ অনেকগুলি সংস্কৃত-গ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনুবাদ ও মূল সহ প্রকাশ করেন। সুষ্ঠু সম্পাদন ও অনুবাদের জন্য এইগুলি ইউরোপে বিশেষভাবে আদৃত হয়। ভেবর সম্পাদিত ও অনূদিত বহু গ্রন্থের মধ্যে কালিদাস কৃত মালবিকাগ্নিমিত্র, অশ্বঘোষ কৃত বজ্র সূচি, শতপথ ব্রাহ্মণ, অদ্ভুত ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতার নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃত ভাষায় রচিত হালের গাথা সপ্তশতীর অনুবাদ ও সম্পাদনা ভেবরের জীবনের অপর এক কীর্তি (৮)। প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদদের মধ্যে ভেবেরের নাম এই জন্য চিরস্মরণীয় যে তাঁহার মত অপর কেহ এত অধিক সংখ্যক বিভিন্ন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে বা নূতন আলোক সম্পাত করিতে পারেন নাই। ভেবরের বিপুল অধ্যবসায় ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর বিস্ময় ও ঈর্ষার বিষয় ছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভেবর্‌ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৩০ নভেম্বর তিনি বার্লিন নগরীতে পরলোক গমন করেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিয়া ভেবর্‌ বহু সংখ্যক যোগ্য উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করেন। ভেবরের জীবনের পরিণত অবস্থায় ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সংস্কৃতের অধ্যাপক পদসমূহের প্রায় অধিকাংশই তদীয় শিষ্যগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত ছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ভেবরের 'পি-এইচ্‌-ডি' উপাধি প্রাপ্তির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে তদীয় শিষ্যগণ কর্তৃক জার্মান ভাষায় ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত একটি নিবন্ধ-সঙ্কলন গ্রন্থ (Festgabe) প্রকাশিত হয়। ভেবরের সম্মানার্থে উৎসর্গীকৃত "গুরু-পূজা-কৌমুদী" নামীয় এই গ্রন্থের নিবন্ধকারেরা প্রায় সকলেই ছিলেন ভেবরের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ শিষ্য। সুপ্রসিদ্ধ ভারতবিৎ ব্যুল্যর্‌ এই পুস্তকের ভূমিকায় ভারতচর্চার ক্ষেত্রে ভেবরের অতুলনীয় ও বিপুল সাধনার পরিমাণ বিশ্লেষণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ভেবর্‌ অতিশয় উদার-হৃদয় ও অমায়িক ছিলেন। মহত্ত্ব ছিল তাঁহার স্বভাব-জাত। ভারত-বিদ্যাচর্চায় কনিষ্ঠগণকে উৎসাহিত করা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক আচার্য সিলভ্যাঁ লেভির নাম আমাদের দেশে সুপরিচিত। তরুণ বয়সে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লেভি ভারতবর্ষের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে নিবন্ধ রচনা করিয়া প্যারী হইতে "ডক্টরেট্‌" লাভ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্যারীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যাসম্মেলনে (International Congress of Orientalists) ডাঃ সিলভ্যাঁ লেভি একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের অধিবেশনগুলিতে ভেবর্‌ নিয়মিত যোগদানকারী ছিলেন, সম্মেলনে ভেবরের অনুপস্থিতি শিবহীন যজ্ঞ বলিয়া উদ্যোক্তারা মনে করিতেন। খ্যাতি-প্রতিপত্তির উচ্চতম শিখরে অবস্থিত ভেবর্‌ এই অধিবেশনেও উপস্থিত ছিলেন। লেভির নাম শুনিয়া প্রায়-দৃষ্টিহীন বৃদ্ধ ভেবর উপযাচক রূপে লেভির আসনের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন ও তাঁহাকে ভারতবিদ্যাচর্চায় প্রচুর উৎসাহ দান করেন। জ্ঞানবৃদ্ধ ভেবরের অমায়িকতা ও উৎসাহ-বাণীতে লেভি এতদূর মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া যান যে এই ঘটনা তিনি জীবনে কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই। ভারতবিদ্যাসংক্রান্ত নানা বিষয়ে একজন পণ্ডিতের সহিত অপর একজন পণ্ডিতের মতবিরোধ নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। পণ্ডিতচূড়ামণি ম্যাক্স্‌ মুল্যরের সহিত নানা বিষয়ে ভেবরের মত-বিরোধ ছিল কিন্তু ইহাতে উভয়ের মধ্যে

সৌহার্দ্যের হানি হয় নাই। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্স্‌মুল্লারের পি-এইচ্‌-ডি উপাধি প্রাপ্তির সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অনেকের সহিত ভেবরও তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই অভিনন্দন পাইয়া ম্যাক্স্‌মুল্লার ভেবরকে পত্র লিখিয়া জানান যে সর্বাপেক্ষা ভেবরের অভিনন্দনই তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছে কারণ তাঁহারা দুইজনেই এককালে একই সাধনার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, নানা বিষয়ে তাঁহাদের বাদানুবাদ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

ভেবরের জ্ঞান-সাধনা জীবনান্ত কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বেও তিনি তাঁহার প্রথম জীবনে লিখিত রচনাগুলি পরিমার্জন ও সংশোধনের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। দেশ বিদেশের বহু মনীষী ও প্রতিষ্ঠান ভারততত্ত্ব বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশের জন্য প্রয়োজন হইলেই ভেবরের শরণাপন্ন হইতেন। ভেবর্‌ স্বহস্তে লিখিত পত্র দ্বারা এই সব প্রতিষ্ঠান ও মনীষীকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিতেন। অতিরিক্ত পাঠের ফলে বিশেষতঃ জৈন-প্রাকৃতের গ্রন্থ-তালিকা রচনার গুরু-শ্রমে ভেবরের দৃষ্টিশক্তি গুরুতর রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় দৃষ্টিহীন ভেবর এই সময়েও পুত্র অথবা সহকারীর সাহায্যে নিজের জ্ঞান-সাধনা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষিত যে সব ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত আছেন—তাঁহাদের নিকট প্রাচ্য-বিদ্যা পারঙ্গম মনীষী হিসাবে ভেবরের নাম অতি শ্রদ্ধেয়। বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর সাহিত্য-সম্রাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণচরিত্রের" কল্যাণে ভেবরের নামটি বাঙ্গলার সাধারণ পাঠকগণের নিকটও অপরিচিত নহে। কৃষ্ণচরিত্রের নানাস্থানে বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপ আমেরিকার ভারততত্ত্ব-বিদ্‌গণের মতামতকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তীব্রতম কটূক্তি বর্ষিত হইয়াছে ভারত-বিদ্যাচর্চায় উৎসর্গীকৃত-প্রাণ ভেবরের উপর।

কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "ভেবর সাহেব কোনমতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন হিন্দুরা চন্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল ব্যাবিলনীয়দিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে। ...তবে দুঃখের বিষয় আমি স্বদেশীয় পাঠকদের জন্য লিখি, হিন্দুদ্বেষীদের জন্য লিখি না।" বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বলিতে চাহিয়াছেন যে প্রাচীন হিন্দুজাতির মাহাত্ম্য খর্ব করাই যেন ছিল ভেবরের ভারতচর্চার উদ্দেশ্য। ভেবরের কালে

প্রাচীন-ভারত সম্বন্ধে ভারতে ও বিদেশে অতি অল্প তথ্যই পরিজ্ঞাত ছিল। এই অল্প তথ্যের মূলধন হইয়া ভেবর্‌ ও তাঁহার সহযাত্রিরা ভারতবিদ্যার দুরূহ পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ভারতীয় আর্যজাতির বংশধরেরা যখন তাঁহাদের অতীত-ঐতিহ্যের ও সম্পদের কোন সংবাদ রাখিতেন না অথচ অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অপরকে অসভ্য বর্বর মনে করিয়া আত্মপ্রসাদে নিমগ্ন থাকিতেন সেই সময়ে ভেবর্‌ ও তাঁহার সতীর্থেরা ভারতের অতীত-গৌরবের কাহিনী উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভেবর্‌ হয়ত কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সততা সন্দেহাতীত ছিল। একথা বঙ্কিমচন্দ্র একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই।

ভেবর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হইল—"বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যেক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভ ক্ষণ। ভারতবর্ষের গৌরব সেদিনকার জার্মানির অরণ্য নিবাসী বর্বরদের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক ইহা প্রমাণ করিতে তিনি অতি যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখৃষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল এমন বিবেচনা করার মুখ্য প্রমাণ নাই" (কৃষ্ণচরিত্র, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় ভেবরের মন্তব্য দুরভিসন্ধি প্রসূত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ভেবরের মন্তব্য অজ্ঞতা-প্রসূত অথবা ভেবর্‌ যথেষ্ট পণ্ডিত নহেন বঙ্কিমচন্দ্র ইহা লিখিতে পারিতেন। ইহা না করিয়া তিনি ভেবরের জর্মনকুলে জন্ম লইয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। ইংরাজদের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ছিল, ভারত সভ্যতার অর্বাচীনতা প্রমাণ করিতে পারিলে হয়ত ইংরাজদের কিছু স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারিত। জার্মান ভেবরের পক্ষে ভারত সভ্যতাকে ইচ্ছাপূর্বক হীন প্রমাণ করিয়া কোন স্বার্থ সিদ্ধির আশা ছিল না—মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের ইহা বুঝিতে পারা উচিত ছিল। বঙ্কিমের ভাষায় ভেবরের মত ছিল এই যে যীশুখৃষ্ট জন্মিবার পূর্বে মহাভারত ছিল এমন বিবেচনা করার কোন মুখ্য প্রমাণ নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয় ভেবর্‌ বিচারক সদৃশ আত্ম-প্রত্যয় লইয়া একথা বলেন নাই যে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্বে মহাভারত ছিল না। তিনি বলিতে চাহিয়াছেন যে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্বে মহাভারত ছিল ইহার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নাই। প্রমাণ নাই বলা আর অস্তিত্ব অস্বীকার সমার্থক নহে। ভেবরের বহু পরবর্তী উত্তর-সাধক ডাঃ উইণ্ট্যর্‌নিৎজ তাঁহার ভারতীয়

সাহিত্যের ইতিহাস রচনার জন্য যে সব উপাদানের সাহায্য পাইয়াছেন নিঃসঙ্গ পথিক ভেবরের কালে তাহা অজ্ঞাত বা দুষ্প্রাপ্য ছিল। ডাঃ উইণ্ট্যর্‌নিৎজের পুস্তকখানির ইংরাজী অনুবাদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি বিশ্বের বিদ্বৎ সমাজে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রামাণ্য ইতিহাস রূপে আদৃত হইয়াছে। উইণ্ট্যর্‌নিৎজের মতে মহাভারতের আখ্যান ভাগ যতই প্রাচীন হউক না কেন, খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে মহাকাব্যরূপে ইহার অস্তিত্ব ছিল না অথবা থাকিলেও তাহা সুপরিজ্ঞাত ছিল না। মহাভারতের প্রচলিত রূপ খৃঃ পূর্ব চতুর্থ হইতে চতুর্থ খৃষ্টাব্দ এই দীর্ঘকালের সৃষ্টি। দেখা যাইতেছে ভেবরের মতের সহিত উইণ্ট্যর্‌নিৎজের মতের অনৈক্য অল্প, ঐক্যই অধিক। ডঃ উইণ্ট্যর্‌নিৎজ, বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম স্নাতক সেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছেন আর মন্দভাগ্য ভেবরের ভাগ্যে লাভ হইয়াছে 'হিন্দু বিদ্বেষী' ও 'বর্বর জর্মন জাতির বংশধর' উপাধি। উপাধিদাতা স্বয়ং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের অন্যতম মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র ভেবরের ললাটে যে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়া গিয়াছেন তাহার ঔচিত্য বিচার ভেবরের জীবনী ও কর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই করণীয় এই কর্তব্য বোধেই বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক ভেবর্ দূষণ প্রসঙ্গ অনীহার সহিত আলোচিত হইল। বঙ্কিমকৃত কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা প্রসঙ্গে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি বঙ্কিমের অজস্র অবজ্ঞা-বর্ষণকে রবীন্দ্রনাথ গর্হিত ও অশোভন আখ্যা দিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটিকে বঙ্গসাহিত্যের পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন (দ্রঃ—আধুনিক সাহিত্য, পৃঃ ৪৫৮, রবীন্দ্র রচনাবলী বিশ্বভারতী সং, ৯ম খণ্ড, ১৩৪৮)।

"বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের স্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের চির-পূজনীয় কিন্তু তিনি যাহা কিছুই মত প্রকাশ করিরা গিয়াছেন তাহাই যে বেদবাক্যের মত অভ্রান্ত ইহা মনে করা সঙ্গত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্স্‌মূল্যর সম্বন্ধেও কটূক্তি করিয়া গিয়াছেন। যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমের ব্যঙ্গোক্তি ও কটূক্তির লক্ষ্যস্থল হইতে হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্রোক্তি বিদ্যাসাগরের কীর্তিকে ম্লান করিতে পারে নাই। ভেবর্, ম্যাক্স্‌মূল্যরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপ মনোভাবের প্রভাব ভারতবাসী বিশেষভাবে বাঙ্গালী পাঠকের অন্তর হইতে অপনোদিত হইলে ন্যায় ও সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হইবে।

বঙ্কিমের কালে নাস্তিক্য, খৃষ্টধর্ম, নব-সৃষ্ট ব্রাহ্ম ও সংস্কারবাদীহিন্দু আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে বর্ণাশ্রমী সমাজ ব্যবস্থা নানাভাবে বিপর্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। "আক্রান্ত"-সমাজ ও মানসিকতায় বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির পক্ষে এই যুগে চারিদিকে আতঙ্কের অলীক-ছায়ামূর্তি দর্শন অস্বাভাবিক নহে। এই কারণেই ভেবর্‌, ম্যাক্স্‌মুল্যর্‌, হুইটনি প্রভৃতি একনিষ্ঠ ভারত-সাধকদের সাধনাকেও বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। স্বধর্মনিষ্ঠ ও স্বমতে দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তির উপর যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়াবেগের প্রভাব অধিক। অপরের প্রতি যাবতীয় কটূক্তি ও বিরূপ সমালোচনা নিজের সযত্ন লালিত ধ্যান ধারণাগুলির প্রতিষ্ঠার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রকে করিতে হইয়াছিল। ব্যক্তিগত লাভক্ষতি অথবা ঈর্ষার বশে বঙ্কিমচন্দ্র কাহাকেও আক্রমণ করেন নাই—ইহা মনে রাখাও আমাদের কর্তব্য।

---

(১) Jajurveda—London & Berlin, 1852

(২) Die Handschriften-Verzeichnisse der Koninglichen Bibliothek (Zu Berlin), 1853.

(৩) Indische Studien, 17 Vols. (1850-1885).

(৪) Akademische Vorlesungen Uber Indische Literatur geschichte—A. Weber, Berlin, 1852.

(৫) History of Indian Literature (Trubner's Oriental Series).—A. Weber, 1878.

(৬) Verzeichnisse der Sanskrit und Prakrit Handschriften der Koninglichen Bibliothek (Zu Berlin), 1886.

(৭) Ueber die heilingen Schriften der Jaina (Indische Studien, Vols. 16 & 17, 1883-1885).

(৮) Ueber das Saptacatakam des Hala, Berlin, 1872.

এডোয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল

(*E. B. Cowell, 1826-1903*)

এডোয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী ইংল্যাণ্ডের Ipswich নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এডোয়ার্ডের পিতা চার্লস কাউয়েল একজন সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত ব্যবসায়ী ছিলেন। Ipswich বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া এডোয়ার্ড উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করিতে হয়। এডোয়ার্ড সবিশেষ মেধাবী ছিলেন এবং তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা সাতিশয় প্রবল ছিল। অল্প বয়সে পিতার ব্যবসায়ে যোগদানের জন্য তাঁহার উচ্চশিক্ষার পথে অন্তরায় উপস্থিত হইলেও তিনি সাধারণ পাঠাগার হইতে নানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া অথবা ক্রয় করিয়া পড়িতে থাকেন।

এইভাবে সার উইলিয়ম জোন্স রচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"-এর ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। ইতিপূর্বেই উইলিয়ম জোন্সের Persian Grammar-এর সাহায্যে তিনি মোটামুটি ভাবে ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করেন। এই সময় হোরেস হেম্যান উইলসন একটি "সংস্কৃত ব্যাকরণ" (Sanskrit Grammar) রচনা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি এই পুস্তক একখণ্ড ক্রয় করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন ও অনেক পরিমাণে কৃতকার্য হন। ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে লণ্ডন গমনের সুযোগ পাইয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল হোরেস হেম্যান উইলসনের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

উইলসন্ এই সংস্কৃতানুরাগী ব্যবসায়ী যুবকের প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাঁহাকে সংস্কৃত চর্চায় উৎসাহিত করেন। কাউয়েলের অপর এক ভ্রাতা এই সময় বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছিলেন, তাঁহার হস্তে পারিবারিক ব্যবসায় পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া কাউয়েল ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাশিক্ষার্থে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Magdalen Hall-এ প্রবেশ করেন। ইতিপূর্বেই কাউয়েল এলিজাবেথ চার্লসওয়ার্থ নামে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া যুবতীকে বিবাহ করেন। এই পত্নী কাউয়েল অপেক্ষা ১৪ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠা ছিলেন। ছয় বৎসরকাল

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল "সাহিত্য ও হিউম্যানিটিজ" বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বি. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। অক্সফোর্ডে উইল্‌সনের নিকট তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, তাঁহার বাড়ীতেও তিনি পৃথকভাবে সংস্কৃত পাঠ করিতেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি কালিদাসের "বিক্রমোর্বশী" ইংরাজীতে অনূদিত করেন (Vikramorvasi—Translated into Eng. Prose, Oxford, 1851)। উইলসনের নিকট পাঠ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃতের ন্যায় প্রাকৃত-ভাষায়ও তিনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে বররুচি রচিত প্রাকৃত ব্যাকরণ "প্রাকৃত-প্রকাশ"-এর সন্ধান পাইয়া তিনি উহা পাঠভেদ, ব্যাখ্যা ও প্রাকৃত-ব্যাকরণের ভূমিকাসহ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন (Vararuchi's Prakrita Prakasa, Oxford. 1853)। পুস্তকখানি তাঁহার শিক্ষাগুরু হোরেস হেম্যান উইলসনের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত Westminster Review পত্রে কাউয়েল রচিত ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে একাধিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অক্সফোর্ডে অবস্থান কালে কাউয়েল প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ম্যাক্স্‌মুল্যর ও থিওডোর অফ্রেখট্-এর নিকটও সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

ছাত্রাবস্থা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই কাউয়েল একজন ভারতবিদ্‌রূপে পরিচিত হন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপকরূপে কাউয়েল সস্ত্রীক ভারতে আসেন। ভারতে আসিয়া সংস্কৃতে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ তাঁহার ভারত আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হইলেও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাববশতঃ কিছুদিন পর তাঁহাকে ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন বিষয়েও অধ্যাপনা করিতে হইত। অক্সফোর্ডের মেধাবী ছাত্র হিসাবে কাউয়েল এই সব বিষয়গুলিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভারতে আসার অল্পকাল পরই কাউয়েল গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানী পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য হন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বিদ্যাসাগরের পূর্বে অধ্যক্ষ পদ সৃষ্ট হয় নাই) কর্তৃপক্ষের সহিত মতবিরোধের ফলে পদত্যাগ করিলে শিক্ষাবিভাগের নির্দেশক্রমে কাউয়েল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকিয়াও প্রথমে সংস্কৃত কলেজের 'অফিসার-ইন-চার্জ' নিযুক্ত হন। কিছুদিন পর তাঁহাকে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ

নিযুক্ত করা হয়, এই সঙ্গে তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজেও অধ্যাপনা করিতে হইত। অবশ্য ইহার জন্য তিনি অতিরিক্ত বেতনও পাইতেন।

ছয় বৎসর কাল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা কালে কাউয়েল কলেজের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে কাউয়েলের চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকেরা কাউয়েলকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। দরিদ্র ছাত্রদের তিনি সাধ্যমত অর্থ সাহায্যও করিতেন। কলেজের অধ্যাপক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি অধীনস্থ পণ্ডিতদের তিনি গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। তিনি ইঁহাদের কাহারও কাহারও নিকট সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি, অলঙ্কার প্রভৃতি পাঠ করিয়া নিজের সংস্কৃত-জ্ঞান সাতিশয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কাউয়েল সরকারী নির্দেশে একবার নবদ্বীপের টোলগুলি পরিদর্শন করিতে যান, এই সময়ে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকদের সহিত তিনি ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ন্যায়শাস্ত্রে এই ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের পারদর্শিতা দেখিয়া মুগ্ধ হন। পরিচিত পণ্ডিতদের প্রয়োজনকালে তিনি তাঁহাদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিতেন; পরোপকার করিতে পারিলে তিনি চরিতার্থ বোধ করিতেন।

কলিকাতায় আগমনের পরেই কাউয়েল কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ইহার কিছুদিন পর তিনি সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব বহন করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পুস্তক সমালোচনা ব্যতীত কাউয়েলের নয়টি দীর্ঘ প্রবন্ধ সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। ইহার মধ্যে চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (The Charvaka System of Philosophy, 1862)। সোসাইটির উদ্যোগে প্রকাশিত Bibliotheca Indica গ্রন্থমালার নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কাউয়েল কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

(১) কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় সংহিতা—১৮৬০ (ডাঃ রুয়ারের যুগ্ম সম্পাদনায়)

(২) কৌশিতকী উপনিষদ্, ইংরাজী অনুবাদসহ, ১৮৬১

(৩) মৈত্রায়নীয় উপনিষদ্, ১৮৬৩; ইংরাজী অনুবাদ, ১৮৭০

(৪) শাণ্ডিল্য ভক্তি সূত্র (মূল এবং স্বপ্নেশ্বরকৃত টীকা)—ইংরাজী অনুবাদ সহ, ১৮৭৮।

এতদ্ব্যতীত ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল ন্যায়দর্শন সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য পুস্তক উদয়নাচার্য রচিত ন্যায়কুসুমাঞ্জলি—মূল, হরিদাসী টীকা ও ইংরাজী অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখানি ম্যাক্স্‌মুল্লারের নামে উৎসর্গীকৃত হয়।

কলিকাতায় আসার অল্পদিন পরই কাউয়েল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটির সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। উৎকৃষ্ট ইংরাজী-গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ প্রকাশ এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল। কাউয়েল তাঁহার কার্যকালে যোগ্যতার সহিত ইহার সেক্রেটারীর কর্ম সম্পন্ন করেন। বাঙ্গলায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'বেথুন সোসাইটি' নামক প্রতিষ্ঠানের সহিতও কাউয়েল বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কিছুকাল এই সোসাইটির দর্শন ও বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালনা করেন। কলিকাতায় বাসকালে কাউয়েল উত্তমরূপে বাঙ্গলা লিখিতে শিক্ষা করেন। বহু সভা-সমিতিতে তিনি বাঙ্গলায় বক্তৃতা দিতেন। কাউয়েল ও তদীয় পত্নী কলিকাতার সম্ভ্রান্ত-সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাও প্রীতির পাত্র ও পাত্রী ছিলেন।

ভারতে বাসকালে অবিরত গুরু পরিশ্রমে কাউয়েলের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল কাউয়েল স্বদেশ যাত্রা করেন। পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার প্রিয় অধ্যাপক ও ছাত্রদের সহিত মিলিত হইবেন এই সঙ্কল্প লইয়া তিনি ভারত ত্যাগ করেন কিন্তু তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্ট হয়। একজন প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে কাউয়েলকে এই পদে নিয়োগ করা হইলে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন। আজীবন তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারত ত্যাগ করিয়া গেলেও তিনি কোন দিন ভারতবর্ষ, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও তথাকার অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দকে বিস্মৃত হন নাই। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সহকর্মী ও বহু পুরাতন ছাত্রের সহিত শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁহার পত্রালাপ অব্যাহত ছিল। কাউয়েল উত্তম সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। পুরাতন ছাত্রদের নিকট লিখিত তাঁহার পত্রে অনেক সময় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট থাকিত। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের বৃত্তি দিবার জন্য একটি 'ফাণ্ড' সৃষ্টি করিবার মানসে কাউয়েল

কিছু অর্থ দান করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত-কলেজ ভবনে কাউয়েলের ভূতপূর্ব ছাত্র ও গুণমুগ্ধ কয়েকজন ব্যক্তির চেষ্টায় তাঁহার একটি সুন্দর আলেখ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কাউয়েল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক হিসাবে সংস্কৃত-ভাষা ও সাহিত্য ব্যতীত ভারতীয় দর্শন, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, পালি, ফার্সী ও জেন্দ-ভাষারও (প্রাচীন পারসীক) অধ্যাপনা করিতেন। দীর্ঘকাল কেম্ব্রিজে অধ্যাপনা করিয়া কাউয়েল বহু কৃতী ছাত্রকে ভারত-বিদ্যাচর্চায় দীক্ষা দান করেন। তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে F. W. Thomas, Webster, C. Bendall প্রভৃতির নাম উল্লেখ যোগ্য। ছাত্রদের নিকট তিনি "কল্যাণ-মিত্র" নামে পরিচিত ছিলেন। ছাত্রদের কল্যাণ-সাধনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। সম্ভবতঃ ছাত্রেরা এই জন্যই তাঁহার এই নামকরণ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর হইতেই লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত কাউয়েলের সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের ষষ্টিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে 'রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ একজন গবেষককে তিন বৎসর পর পর একটি 'মেডেল' দ্বারা সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ সর্বসম্মতিক্রমে প্রথমবারের 'মেডেল' কাউয়েলকেই প্রাচ্য-বিদ্যা ধুরন্ধর হিসাবে অর্পণ করেন (১৮৯৮)।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে 'International Congress of Orientalists'-এর অধিবেশন হয়। কাউয়েল এই অধিবেশনের আর্য শাখার (Aryan Section) সভাপতি পদে বৃত হন। তথ্যগর্ভ একটি ভাষণে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ইহুদীধর্ম-শাস্ত্রীয় চিন্তাধারায় মীমাংসা-দর্শনের প্রভাব সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেন। স্বরচিত এই সংস্কৃত শ্লোকটি তাঁহার ভাষণের পুরোভাগে সন্নিবিষ্ট ছিল—

"পুরা প্রশান্তা ঋষয়ঃ সমাগমন্
বনেষু শান্তেষু ইতি কীর্ত্যতে স্মৃতিঃ।
ভবন্তু এবং ত্বধুনা সমাগতা।
অদৃষ্ট দোষান্ নগরে সমাকুলে ॥
তথাপি মন্যে রমনীয়তারসো
হভূদেতি চিত্তেষু বিপর্যয়াদপি।
তথাহি বিদ্যুদ্ গগনে গতপ্রভে
তমঃসু মূর্ছৎসু বিরাজতেতরাম্ "

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল মাধবচার্য রচিত সর্বদর্শন সংগ্রহের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ কার্য তিনি A. E. Gough-এর সহযোগিতায় সম্পন্ন করেন। এই গ্রন্থের চার্বাক, জৈন, শৈব, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, পাণিনীয়, সাংখ্য ও যোগ ভাগ কাউয়েলের স্বকৃত অনুবাদ ছিল, বাকী অংশটুকু, Gough-এর রচনা (Trubner Oriental Series, 1882)। সর্বদর্শন সংগ্রহের এই ইংরাজী অনুবাদ সম্প্রতি কাশীর চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ গ্রন্থমালায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (১৯৬১)।

এই বৎসরই কাউয়েল পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী রচিত 'তত্ত্বমুক্তাবলী' নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া মূলসহ ইহার ইংরাজী অনুবাদ লণ্ডন রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন (JRAS, Lond, Vol. xv, 1882)।

বৌদ্ধ-সাহিত্যের দুইটি বিশিষ্ট সম্পদ্ 'দিব্যাবদান' (১৮৮৬) ও জাতকমালা (১৮৯৫) কাউয়েল সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। পালি হইতে ইংরাজীতে ভাষান্তরিত একখণ্ড বিষয়সূচীসহ জাতকের সাত খণ্ডের আংশিক অনুবাদও কাউয়েল স্বয়ং সম্পূর্ণ করেন। বাকী অংশটুকু—R. Chalmers, W. H. D. Rouse, H. T. Francis, ও R. A. Neil কর্তৃক অনূদিত হয়।

অশ্বঘোষ রচিত 'বুদ্ধচরিত' মহাকাব্যের সম্পাদন ও অনুবাদ কাউয়েলের জীবনের একটি মহৎ কীর্তি। কালিদাসের পূর্ববর্তী কবিকুলের অগ্রগণ্য অশ্বঘোষের রচনার সহিত Sylvain Levi প্রভৃতি মুষ্টিমেয় পণ্ডিতদেরই পরিচয় ছিল। ম্যাক্সমূল্যর্ সম্পাদিত 'Sacred Books of the East' গ্রন্থমালায় এই মহাগ্রন্থের কাউয়েল কৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় (৪৯তম খণ্ড, ১৮৯৪)। ইহার এক বৎসর পূর্বে কাউয়েল মূল গ্রন্থটি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (Anecdota Oxonensia, Vol. VII, 1893)।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল তাঁহার প্রিয় ছাত্র F. W. Thomas-এর সহযোগিতায় বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিতের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

অন্যের রচিত গ্রন্থ সম্পাদনেও কাউয়েল বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। Elphinstone রচিত History of India ; মাধবাচার্য রচিত জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তরঃ (গোল্ডষ্টুকর আরব্ধ ও তাঁহার মৃত্যুতে অসম্পূর্ণ), ও উইলসন অনূদিত ঋগ্বেদ সম্পাদন করিয়া প্রকাশের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। তিনি এই কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল এডিনবরা

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল. এল. ডি ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে ডি. সি. এল. উপাধি লাভ করেন। এইভাবে স্বদেশ ও বিদেশের বহু বিদ্বৎসংস্থা হইতে তিনি নানা গৌরবে ভূষিত হন। সুদীর্ঘ জীবনে গ্রন্থ রচনা, অনুবাদ ও গ্রন্থ সম্পাদন ব্যতীত কাউয়েল বহু বক্তৃতা দেন এবং Calcutta Review, Edinburgh Review, Journal of Philology, Times প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

প্রথম যৌবনে কবি Edward Fitzgerald (1809-83)-এর সহিত ফার্সী ভাষা চর্চা সূত্রে কাউয়েলের গভীর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। দুইজনে এক সঙ্গে ফার্সী-কাব্য সাহিত্য পাঠ করিতেন। কাউয়েলই ওমর খৈয়মের রচনার প্রতি Fitzgerald-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কাউয়েলের প্রেরণার ফলেই Fitzgerald ওমরের কবিতার অনুবাদ করিয়া কবি হিসাবে চিরস্মরণীয় হইয়াছিলেন (Rubaiyat Omarkhayyam, 1859)।

উদার-হৃদয়, নিরহঙ্কার, ধর্মপরায়ণ কাউয়েল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী কেম্ব্রিজে পরলোক গমন করেন। ইহার চারি বৎসর পূর্বে তাঁর পত্নী পরলোক গমন করিয়াছিলেন। পত্নীর শেষ শয্যা পার্শ্বেই Bramford-এ তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। কাউয়েল-দম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন।

[তথ্যপঞ্জী: Life & Letters of E. B. Cowell—By George Cowell, London, 1904 ; History of Sanskrit College, Part II (1858-1895),

উইলিয়ম ডুঈট্ হুইট্নি

(*William Dwight Whitney, 1827-1894*)

ভারতচর্চার ক্ষেত্রে নূতন মহাদেশ আমেরিকায় প্রথম উল্লেখযোগ্য নাম উইলিয়ম ডুঈট্ হুইট্নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস (Massachusetts, U. S. A.) প্রদেশের নর্দাম্পটন (Northampton) নামক স্থানে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী উইলিয়ম ডুইট্ হুইট্নি জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চদশবর্ষ বয়সে তিনি উইলিয়মস কলেজে প্রবিষ্ট হন ও তিন বৎসর তথায় অধ্যয়ন করিয়া সম্মানের সহিত স্নাতকের উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হুইট্নি নর্দাম্পটনের একটি ব্যাঙ্কে করণিকের কর্ম গ্রহণ করেন ও স্বাধীনভাবে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, পক্ষী-বিজ্ঞান ও জার্মান এবং সুইডিস ভাষার চর্চা করিতে থাকেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট জার্মান মনীষী বোপের (F. Bopp, 1791-1866) লিখিত সংস্কৃত-ব্যাকরণের একখণ্ড দেখিতে পাইয়া তিনি সাগ্রহে উহা পাঠ আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত এই পরিচয় হুইট্নির জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা চর্চার জন্য ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে করণিকের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া হুইট্নি ইয়েল কলেজে (Yale) প্রবিষ্ট হইয়া অধ্যাপক এডোয়ার্ড এলব্রিজ সেলিসবেরির (Edward Elbridge Salisbury, 1814-1901) নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেলিসবেরি বন, বার্লিন ও প্যারীতে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমেরিকায় তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। প্রধানতঃ ইঁহারই চেষ্টায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার Oriental Society প্রতিষ্ঠিত হয়। এক বৎসর পর হুইট্নি সংস্কৃতে আরও জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা করেন। বার্লিন পৌঁছিয়া তিন বৎসর কাল তিনি মহাপণ্ডিত বোপ ও ভেবরের (Weber) নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। এই তিন বৎসরের মধ্যে তিনি মাঝে মাঝে টুবিঙ্গেনে আসিয়া রোটের নিকটও সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিয়া যাইতেন। রোট্, বোপ্ ও ভেবরের ন্যায় দিক্‌পাল পণ্ডিতদের নিকট অতি উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে নিষ্ণাত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে হুইট্নি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে (Yale University) সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপক সেলিসবেরির

সহায়তার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদটি এই বৎসরই প্রবর্তিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে হুইট্নি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বেরও প্রধান অধ্যাপক হন। এই দুইটি অধ্যাপকের পদই তিনি জীবনের শেষ পর্যন্ত অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গুরু রোটের (Roth) সহযোগিতায় হুইট্নি 'অথর্ববেদ সংহিতা' সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (১)। এই বৎসরই তিনি কুমারী এলিজাবেথ উষ্টারবল্ড্‌ইনের পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে হুইট্নি মূল, অনুবাদ ও টীকা সমেত 'অথর্ববেদ প্রতিশাক্য' নামক বৈদিক ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কীয় একটি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (২)।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হুইট্নি যজুর্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয়-প্রতিশাক্যের অনুবাদ ও টীকাসহ একটি সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (৩)। ইহাও ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কীয় পুস্তক। গবেষণা-ভূয়িষ্ঠ এই রচনাটির জন্য 'বার্লিন একাডেমি' হইতে বোপের নাম-চিহ্নিত একটি পুরস্কার তাঁহাকে দেওয়া হয়।

সংস্কৃত-ব্যাকরণ চর্চা করিতে গিয়া হুইট্নি বৈদিক সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন ; বৈদিক সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করিলেও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব ও ব্যাকরণ চর্চায় তাঁহার সমপরিমাণ উৎসাহ ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে হুইট্নির জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি—তাঁহার রচিত "সংস্কৃত ব্যাকরণ" প্রকাশিত হয় (৪)। সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে এই পুস্তকটির একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে (মতিলাল বারাণসী দাস, দিল্লী)।

বৈদিকভাষা ও (ক্লাসিক্যাল) বৈদিকোত্তর সংস্কৃত-ভাষাকে কেন্দ্র করিয়া এই ব্যাকরণখানি রচিত হয়। এই ব্যাকরণখানি প্রতীচ্যদেশে সংস্কৃত শিক্ষার্থিদের নিকট সবিশেষ আদৃত হইয়াছিল। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে হুইট্নি এই ব্যাকরণখানি পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। হুইট্নির মৃত্যুর পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাকরণের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই ব্যাকরণখানির Zimmer-কৃত জার্মান অনুবাদ জার্মানীতে বিশেষ ভাবে আদৃত হইয়াছিল।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত-ধাতুরূপ সম্বন্ধে হুইট্নি আর একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৫)। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে হুইট্নির প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে "ল্যাঙ্গুয়েজ য়্যাণ্ড ষ্টাডি অফ্ ল্যাঙ্গুয়েজ" নামে প্রকাশিত হয় (৬)। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে হুইট্নির আর একখানি অনুরূপ পুস্তক প্রকাশিত হয়, ইহার নাম "ওরিয়েণ্টেল

য়্যাণ্ড লিঙ্গুয়িষ্টিক ষ্টাডিজ" (৭)। এই পুস্তকে বেদ ও অবেস্তার ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। কিছুকাল পর এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়—ধর্মতত্ত্ব, পৌরাণিক উপাখ্যান, হিন্দু-জ্যোতিষ, বর্ণ-শুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়গুলি এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছিল। হুইট্‌নির পাণ্ডিত্য শুধু সংস্কৃতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সংস্কৃত-চর্চা তাঁহার জীবনের মূল লক্ষ্য থাকিলেও সাফল্যের সহিত তিনি অন্যান্য ভাষারও সেবা করিয়া গিয়াছেন। হুইটনি প্রণীত ইংরেজী ব্যাকরণ, ফরাসী ও জার্মান ভাষার ব্যাকরণ ও জার্মান-ইংরাজী অভিধান সাতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ছয়খণ্ডে প্রকাশিত ইংরাজী অভিধান সুপ্রসিদ্ধ "সেঞ্চুরী ডিকশেনারী" হুইট্‌নি কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। আমেরিকায় অভিধান সঙ্কলনের ইতিহাসে এই অভিধানটি উচ্চতম সম্মানের অধিকারী। শুধু মাত্র এই অভিধানের সম্পাদন কার্যের জন্যই হুইট্‌নির নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারিত। রোট্-ব্যট্‌লিঙ্ক সম্পাদিত সংস্কৃত ভাষার অতি বিখ্যাত অভিধানের (পিটর্সবুর্গ ডিক্সনারী) অনেকগুলি নিবন্ধ (যথা—অথর্ববেদ, সূর্য সিদ্ধান্ত ইত্যাদি) ১৮৫২ হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত হুইট্‌নি কর্তৃক রচিত হইয়া ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়। সূর্য সিদ্ধান্তের টীকাসহ অনুবাদও হুইট্‌নি পৃথক ভাবে প্রকাশ করেন (৮)।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে হুইট্‌নি আমেরিকান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন, এই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি নানাভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ভারত-বিদ্যার প্রতি সুগভীর অনুরাগের জন্যই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেবায় জীবনের অনেকগুলি বৎসর অতিবাহিত করেন। ১৮৫৫ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাধ্যক্ষ ও ১৮৫৭ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পত্র-ব্যবহারকার্যের জন্য বিশেষ সম্পাদক (Corresponding Secretary)। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক যুগ ধরিয়া তিনি ছিলেন—এই বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি। ওরিয়েণ্টেল সোসাইটির পত্রিকায় ভারতবিদ্যা সম্পর্কিত তাঁহার অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে হুইট্‌নি আমেরিকার নবগঠিত ভাষাতত্ত্ব সমিতিরও প্রথম সভাপতি পদে বৃত হন। ভাষাতত্ত্ব সমিতির মুখপত্রেও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে হুইট্‌নি নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের বিদ্বৎ পরিষদের তিনি সম্মানিত-সদস্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, এই জন্য এই সব প্রতিষ্ঠানের পত্র-পত্রিকাদিতেও তাঁহাকে লিখিতে হইত। ইউরোপের ও আমেরিকার

অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে হুইট্‌নিকে "ডক্টর" উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছিল। ভাষাতাত্ত্বিকদের প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, মানুষের চিন্তার মতই ভাষাও মনের মধ্যে সহাবস্থিত, হুইট্‌নি এই মতের বিরুদ্ধে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন যে ভাষা কতকগুলি ইসারা-ইঙ্গিতের পরিবর্তে আরোপিত শব্দ-সমষ্টি, অনুকরণ হইতেই ভাষার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি। অভিনবত্বের জন্য ভাষার উৎপত্তি-বিষয়ক হুইট্‌নির এই মতবাদ তৎকালে ভাষা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচুর বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছিল।

ভাষা-বিজ্ঞানী হইলেও হুইট্‌নির জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ছিল সংস্কৃত-ব্যাকরণ ও বৈদিক-সাহিত্য আলোচনা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার সময় ও প্রতিভা নিয়োজিত থাকিলেও তিনি তাঁহার সাধনার এই কেন্দ্র-বিন্দু হইতে কোন দিন বিচ্যুত হন নাই। তাঁহার একজন উত্তর-সাধক তাঁহার ভারতবিদ্যার প্রতি এই আকর্ষণের কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, হুইট্‌নির বিশ্বাস ছিল যে সংস্কৃত-ভাষা তথা ভারতবিদ্যা-চর্চা আধুনিক কালের সাহিত্য ও ভাষাবিজ্ঞান চর্চার উন্নতি করিবে। তিনি আরও বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জীবনের বিবর্তনের ইতিবৃত্ত প্রতীচ্যবাসীর আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জীবনচর্যার উপর শুভ-প্রভাব বিস্তার করিবে।

প্রভূত নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও চিন্তার সততা হুইট্‌নির গবেষণা-কার্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজের সিদ্ধান্তের সমর্থনে প্রতিপক্ষের মতামতকে তিনি তীক্ষ্ণ যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিতেন, সত্যের প্রতি আকর্ষণবশতঃই তিনি এরূপ করিতেন —প্রতিপক্ষের প্রতি কোনরূপ ব্যক্তিগত বিদ্বেষবশতঃ নহে।

হুইট্‌নির অধ্যাপন প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট ছিল, শিষ্যদিগকে গবেষণায় উৎসাহ দান ছিল তাঁহার অধ্যাপনার বৈশিষ্ট্য। উদারহৃদয় ও শিষ্যবৎসল হুইট্‌নির সুযোগ্য ছাত্রগণ তাঁহার জীবনান্তের পরও তাঁহার সাধনার ধারা আমেরিকায় অব্যাহত রাখেন। হুইট্‌নির একজন যোগ্য শিষ্য চার্লস রক্‌ওয়েল লানম্যান্ (Charles Rockwell Lanman)—"হারভার্ড ওরিয়েণ্টেল সিরিজ" (Harvard Oriental Series) নামে ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত অতি সুবিখ্যাত ও সুসম্পাদিত গ্রন্থমালার প্রবর্তক। এই গ্রন্থমালার প্রকাশ ভারতচর্চার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই গ্রন্থমালায় হুইট্‌নি লিখিত অথর্ব বেদের সটীক সংস্করণ দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতদের মতে হুইট্‌নি সম্পাদিত অথর্ববেদের এই দুই খণ্ড অদ্যাবধি অথর্ব বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্করণ (১)।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে হুইট্নি নিউ হ্যাভেনে (New Haven) পরলোক গমন করেন। হুইট্নির শিষ্য-প্রশিষ্যমণ্ডলী অদ্যাবধি এই নূতন মহাদেশে ভারতচর্চার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছেন।

---

(১) Atharva Veda Samhita, Berlin, 1856.

(২) Atharva Veda Praticakya (J. A. O. S., Vol. 7), 1862.

(৩) Taittiriya Praticakya (J. A. O. S., Vol. 9).

(৪) Sanskrit Grammar—Leipzig, 1879.

(৫) The Roots, Verb-forms and Primary derivatives of Sanskrit Language, Leipzig, 1815.

(৬) Language and the Study of Language—1867.

(৭) Oriental and Linguistic Studies, 2 Vols., 1873-1874.

(৮) Suryasiddhanta (J. A. O. S., Vol. 6).

(৯) Whitney's Atharva Veda Samhita, 2 vols., 1905, Ed. by C. R. Lanman.

য়োহান্ গেঅর্গ বূ্যল্যর্

(*Johan Georg Buhler, 1817-1898*)

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই জার্মানীর হ্যানোভার প্রদেশে বোরষ্টেল (Borstel, Hanover) নামক গ্রামে য়োহান্ গেঅর্গ বূ্যল্যর্ জন্মগ্রহণ করেন। বূ্যল্যরের পিতা একজন গ্রাম্য ধর্মযাজক ছিলেন। হ্যানোভারে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বূ্যল্যর্ গোটিঙ্গেন (Gottingen) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যভাষা ও প্রত্নতত্ত্বের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি "ডক্টরেট্" উপাধি লাভ করেন। গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ থিওডোর বেন্ফি (Theodor Benfy, 1809-1881) ছিলেন বূ্যল্যরের সংস্কৃত-শিক্ষক। বেন্ফির আন্তরিক ইচ্ছা ছিল তাঁহার এই মেধাবী ছাত্রকে সংস্কৃত-চর্চায় দীক্ষা দান। তিনি বূ্যল্যর্কে বলেন যে ভাষাতত্ত্বের অঙ্গ হিসাবে সংস্কৃত পাঠ করিলে সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায় না, সংস্কৃত-ভাষা অখণ্ড মনোযোগের সহিত চর্চার প্রয়োজন। এইভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিলেই বৈদিক-সাহিত্যে প্রবেশ সম্ভব হইতে পারে। বূ্যল্যরের সহিত বেন্ফির সম্পর্ক ছিল ভারতীয় গুরু-শিষ্যের ন্যায়। বূ্যল্যর্ পিতৃতুল্য গুরুর পরামর্শ শিরোধার্য করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সমাপনান্তে এই উদ্দেশ্যে প্যারী, লণ্ডন ও অক্সফোর্ডে গমন করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই স্থানগুলির পুঁথি-সংগ্রহশালায় তিনি সংস্কৃত পুঁথিগুলি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে উহার অনুলিপি (copy) প্রস্তুত করিতেন ও একই বিষয়ের পুথিগুলির পাঠ-ভেদ মিলাইয়া লইতেন। লণ্ডনে সংস্কৃত অধ্যয়ন কালে পণ্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্স্মুল্যর্, গোল্ডষ্ট্যুকর্ প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই সময়ে তিনি ম্যাক্স্মুল্যরের অনুরোধে তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" (A History of Ancient Sanskrit Literature) গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দেন।

ইংল্যাণ্ডে কিছুকাল অবস্থানের পর বূ্যল্যর্ উইণ্ডসরস্থিত রাজকীয় পুস্তকালয়ের সহকারী-গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। তিন বৎসর কাল এই পদে

কার্য করার পর তিনি গোটিঙ্গেনে অনুরূপ একটি পদ লাভ করিয়া তথায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইতিমধ্যে ব্যুল্যর্ সংস্কৃত তথা ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান-অর্জন করিয়াছিলেন। তথাপি ইহাতে তিনি অন্তরে তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত-সাহিত্যের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হইলে ভারত-ভূমিতে বসিয়া ঋষি-বংশধর ভারতীয় পণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত পাঠ না করিলে চলিবে না তাঁহার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। ভারত-যাত্রা ও বাসের সুবিধা-লাভের জন্য তিনি কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর পদ গ্রহণেও সম্মত ছিলেন। উদার-হৃদয় ম্যাক্স্‌মুল্যর্ সমধর্মী বন্ধুর এই মনোভাব অবগত হইয়া বোম্বাই প্রদেশের শিক্ষা বিভাগে ব্যুল্যরের জন্য একটি কর্মের ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে পৌছিয়া ব্যুল্যর্ দেখিলেন যে ম্যাক্স্‌মুল্যরের বন্ধু, বোম্বাই প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা মিঃ হাওয়ার্ড ইতিমধ্যেই ভারত ত্যাগ করিয়াছেন। ম্যাক্স্‌মুল্যর্ ইঁহাকেই ব্যুল্যরের নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। এই সময়ে বোম্বাইয়ের সরকারী মহাবিদ্যালয় এলফিন্‌ষ্টোন্ কলেজের অধ্যক্ষ সার আলেকজাণ্ডার গ্র্যাণ্ট্ ও (Sir Alexander Grant, 1826-1884) ছিলেন ম্যাক্স্‌মুল্যরের বিশেষ পরিচিত। ব্যুল্যরের বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া ইনি ব্যুল্যর্‌কে এলফিনষ্টোন কলেজের (Elphinstone College) প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। অচিরকালের মধ্যে ব্যুল্যরের সংস্কৃত অধ্যাপনার ও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সরকারী শিক্ষাবিভাগ অতঃপর ব্যুল্যর্‌কে শিক্ষাবিস্তারের বৃহত্তর স্বার্থে উত্তরাঞ্চলের (গুজরাট) শিক্ষা-পরিদর্শক (Education Inspector), পুনার সংস্কৃত শিক্ষাপর্ষদের অধ্যক্ষ (Suptd. of Sanskrit Studies), সরকারী পুঁথি সংগ্রহাধিকারিক (Officer in charge for searching Sans. Mss.) প্রভৃতি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত রাখেন। শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শক রূপে ব্যুল্যর্ অপূর্ব কর্মদক্ষতার পরিচয় দেন। ব্যুল্যরের এই কর্মভার গ্রহণের সময় গুজরাট অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৭৩০টি, অচিরকালের মধ্যেই এই সংখ্যা ১৭৬৩-তে পরিণত হয়। ব্যুল্যরের অক্লান্ত চেষ্টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের হারও বৃদ্ধি পায়। বোম্বাই-এর শিক্ষা অধিকর্তা (Director of Public Instruction) সরকারী প্রতিবেদনে প্রদেশে শিক্ষাবিস্তারের মূলে ব্যুল্যরের অসামান্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করেন।

ভারতে অবস্থান কালে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ব্যুল্যরের জীবনের এক প্রধান

কীর্তি। ভারতবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে যদি ব্যূল্যরের অন্য কোন দানও না থাকিত তথাপি শুধু মাত্র পুঁথি-সংগ্রাহক হিসাবেই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। ব্যূল্যরের পূর্বে যাঁহারা পুঁথি সংগ্রাহক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে রাস্ক (Rasmus Christian Rask, 1787-1832), হজ্‌সন (Hodgson, 1800-1894), চেম্বার্স (Chambers, 1737-1803), কোলব্রুক, উইল্‌সন ও ড্যানিয়েল রিটস্ (Daniel Wrights)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ব্যূল্যর্ এককভাবে ইঁহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক পুঁথি সংগ্রহ করেন। ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ব্যূল্যর্ তাঁহার নিজের চেষ্টা ও অর্থ দ্বারা ৩০০ পুঁথি সংগ্রহ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই পুঁথিগুলি তিনি লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসকে দান করেন। ১৮৬৬ হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট হইতে ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ-অঞ্চল ও মহীশূরের পূর্ব-অঞ্চল হইতে ৪০০ শত সংস্কৃত-পুঁথি সংগ্রহ করেন। এইগুলি এলফিনষ্টোন কলেজে রক্ষিত হয়। ১৮৬৮ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি প্রায় আরও তিন সহস্র সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন—এইরূপে ভারতে অবস্থান কালে তাঁহার আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা হয় প্রায় পাঁচ সহস্র। এই পুঁথিগুলির এক বিরাট অংশ ছিল ইতিপূর্বে অনাবিষ্কৃত।

ভারতবাসীকে ব্যূল্যর্ অত্যন্ত সম্ভ্রম ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ভারতের অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষা যথা গুজরাটি ও মারাঠি তিনি উত্তম রূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ব্যূল্যরের সরল ও সহৃদয় ব্যবহার, ন্যায়পরায়ণতা এবং দেশভাষা-জ্ঞান তাঁহার পুঁথি-সংগ্রহ কার্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। যজুঃ ও অথর্ব বেদের কাশ্মীরীয় সংস্করণ এবং শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের সংস্কৃত ও প্রাকৃত গ্রন্থগুলি পুনরুদ্ধারের গৌরব একান্তভাবে ব্যূল্যরেরই প্রাপ্য। ব্যূল্যর্ কর্তৃক সংগৃহীত ৫০০ জৈন প্রাকৃত পুঁথি বার্লিনে প্রেরিত হয়। এই পুঁথিগুলি অবলম্বন করিয়া বার্লিনের অধ্যাপক ভেবর, ক্লাট (Klat), লিউম্যান (Leumann), য়াকোবি (H. Jacobi, 1850-1937) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা জৈনধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া অক্ষয়-কীর্তি লাভ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ব্যূল্যর্ স্বয়ং জার্মান ভাষায় জৈনধর্ম সম্বন্ধে তথ্যমূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১)। সুপ্রাচীন-প্রাকৃত অভিধানের শব্দসূচী ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি প্রাকৃত ভাষা চর্চার পথও সুগম

করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জৈন অভিধান প্রণেতা হেমচন্দ্র সম্বন্ধে ভিয়েনা সায়েন্স একাডেমির পত্রিকায় তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (২)। খারবেল ও মথুরা লিপি-গুলির পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে জৈন-ধর্ম-সাহিত্য বৌদ্ধ-ধর্ম-সাহিত্য অপেক্ষাও প্রাচীনতর, এযাবৎ জৈনধর্মকে বৌদ্ধধর্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া মনে করা হইত, ব্যূল্যর্‌ই সর্বপ্রথম জৈনধর্ম ও প্রাকৃত সাহিত্যকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন। প্রাচীন পুথি সংগ্রহ কার্যে ব্যূল্যরের আত্মনিয়োগের পূর্বে ভারতে পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে লিপিবদ্ধ কোন পুঁথি আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্যূল্যর্ ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে লিখিত একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন। আরও কিছুকাল পর তিনি রাজপুতানা অঞ্চলে সন্ধান কালে জয়শল্মীর হইতে একাদশ শতাব্দীতে লিখিত কিছু পুঁথি আবিষ্কার করেন। ব্যূল্যরের কালে এইগুলিই ছিল আবিষ্কৃত সর্বাধিক প্রাচীন-পুথি। পরবর্তী কালে অবশ্য প্রাচীনতম কালের লিপিবদ্ধ পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ব্যূল্যর্ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ব্যক্তি-বিশেষ ও প্রতিষ্ঠান (মঠাদি) সমূহে রক্ষিত ও নিজের দ্বারা সংগৃহীত পুঁথিসমূহ সম্বন্ধে অনেকগুলি তালিকা ও প্রতিবেদন (রিপোর্ট) প্রস্তুত করেন। ভারত ও ভারতের বাহিরে প্রকাশিত এই সব রচনাগুলি হইতে বহু অপ্রকাশিত-গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সন্ধান জানা যায় (৩)। আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির কালানুক্রম ও মান নির্ণয় দ্বারা ব্যূল্যর্ ঐতিহাসিক বিচার পদ্ধতিতে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আপ্রাণ চেষ্টিত ছিলেন। কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র ও তাঁহার রচনাবলী সর্বপ্রথম ব্যূল্যর্ কর্তৃকই বিদ্বৎ সমাজের গোচরীভূত হয়। কল্‌হন বিরচিত "রাজতরঙ্গিনীর" প্রাচীনতম পুঁথির সন্ধান তাঁহার দ্বারাই সম্ভব হয়। ব্যূল্যরের রিপোর্টে এই প্রাচীনতম পুঁথির উল্লেখ লক্ষ্য করিয়া ডঃ অরেল স্টাইন (Dr. Aurel Stein, 1862-1943) তাহার অনুলিপি (copy) প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন। এই পুঁথি অবলম্বনে ডঃ স্টাইন সম্পাদিত "রাজতরঙ্গিনী" এই পুস্তকের সর্বোত্তম সংস্করণ (১৮৯২)।

বোম্বাই প্রদেশের সরকারী শিক্ষা-বিভাগে কর্মরত থাকার সময় ব্যূল্যর্ ছাত্র ও গবেষকদের উপযোগী সটীক, সুসম্পাদিত সংস্কৃত-পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্যে বোম্বাই সংস্কৃত গ্রন্থমালায় (Bombay Sanskrit Series) প্রবর্তন করেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার সহকর্মী অধ্যাপক কীলহর্ণকে (F. Kielhorn,

১৮৪০-১৯০৮) তিনি এই কার্যে সহযোগী রূপে প্রাপ্ত হন। এই পাঠমালার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চতন্ত্র (১৮৬৮), দণ্ডী রচিত দশকুমারচরিত, প্রথম ভাগ (১৮৭৩), বিল্‌হন প্রণীত বিক্রমাঙ্কদেব চরিত (১৮৭৫) বূ্যল্যর্ কর্তৃক সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বিল্‌হন রচিত বিক্রমাঙ্কদেব চরিতের পুঁথি বূ্যল্যরই সর্ব প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বূ্যল্যর্ বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি সার রেমণ্ড ওয়েষ্টের (Sir Raymond West, 1832-1912) সহযোগিতায় 'Digests of Hindu Law' (হিন্দু আইনের সংক্ষিপ্তসার) নামে একটি অমূল্য পুস্তক ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের ভূমিকায় বূ্যল্যর্ হিন্দু আইনের উৎস ও সংস্কৃত ভাষায় স্মৃতি সম্বন্ধীয় তাবৎ সাহিত্যের বিশদ আলোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। শতাব্দী কালের ব্যবধানে আজিও এই পুস্তকটি হিন্দু উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি বণ্টন সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহার পর তিনি 'আপস্তম্ব ধর্মসূত্র' নামক সুপ্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থের একটি সটীক সংস্করণ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (১৮৬৮-৭১) (৪)। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ বোম্বাই সংস্কৃত গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ১৮৯২-৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। হিন্দুস্মৃতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিতে ধর্মসূত্রগুলির আলোচনা বূ্যল্যরের পূর্বে আর কেহ করেন নাই, এ যাবৎ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যই ছিলেন স্মৃতি-শাস্ত্র গবেষকদের উপজীব্য। প্রাচীন হিন্দু-স্মৃতিতে বূ্যল্যরের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ম্যাক্স্‌মুল্যর্ সম্পাদিত "সেক্রেড বুকস্ অফ দি ঈস্ট" (Sacred Books of the East) গ্রন্থমালার স্মৃতি সম্বন্ধীয় দুই খণ্ড (দ্বিতীয় ও চতুর্দশ) পুস্তক "দি সেক্রেড্ ল'স অফ্ দি আরিয়স" (The Sacred Laws of the Aryas)-এর অনুবাদ ও টীকা প্রস্তুতের দায়িত্ব বূ্যল্যর্‌কে অর্পণ করা হয়। এই দুই খণ্ড পুস্তকে বূ্যল্যর্ আপস্তম্ব, গৌতম, বশিষ্ঠ ও বোধায়ন সূত্রের অনুবাদ ও টীকা সন্নিবিষ্ট করেন। বূ্যল্যর্ প্রণীত এই দুই খণ্ড পুস্তক (১৮৭৯-৮২) এই গ্রন্থমালার মধ্যে সর্বাধিক আদৃত হয় (৫)। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বূ্যল্যর্ মনুস্মৃতিরও অনুবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু তিনি ইহা বিনয় বশতঃ সার উইলিয়ম জোন্সের নামে প্রচারিত করেন, যেহেতু তিনি জোন্সের অনুবাদ হইতে সাহায্য লইয়াছিলেন।

ভারতে বাসকালে এদেশে সংস্কৃত-শিক্ষার উন্নতির জন্য বূ্যল্যর্ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে সংস্কৃত

শিক্ষার উচ্চমান প্রতিষ্ঠা ব্যূল্যরের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি বলিতেন—ইঁহারাই হইতেছেন আর্য-ঋষিদের মনীষার যোগ্য উত্তরাধিকারী। জৈন আচার্য জিনমুক্তি সুরী, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি বহু ভারতীয় জ্ঞান-সাধকের সহিত ব্যূল্যরের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলী সম্পর্কে তিনি অতি উচ্চ-ধারণা পোষণ করিতেন। স্বয়ং জার্মান ভাষী হইলেও তিনি নিজের ও শিষ্য-সতীর্থদের রচনা সাধারণতঃ ইংরাজীতে প্রকাশ করিতেন। কোন ইংরাজ-সতীর্থ ব্যূল্যরের ইংরাজী প্রীতিতে আনন্দ প্রকাশ করায় ব্যূল্যর্ তাঁহাকে বলেন যে ইংরাজ বা ইংরাজীর প্রতি অনুরাগ বশতঃ তিনি ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেন না, ভারতীয় বন্ধুদের সুবিধার জন্যই তিনি ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করা পছন্দ করেন। ব্যূল্যর্ কলিকাতা ও বোম্বাই এর এশিয়াটিক সোসাইটির উৎসাহী সদস্য ছিলেন। এই সোসাইটিদ্বয়ের জার্নালে তাঁহার প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হইত।

সপ্তদশ বর্ষকাল ভারত-বাসের পর গুরু-পরিশ্রমে ব্যূল্যরের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শিক্ষা-বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। এই বর্ষের বোম্বাই সরকারী শিক্ষা বিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যূল্যরের অক্লান্ত সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ হেতু তাঁহার অবসর গ্রহণে খেদ প্রকাশ করা হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ব্যূল্যরকে ভারত-সরকার সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

ইউরোপ প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যূল্যরকে ভিয়েনা (অষ্ট্রিয়া) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ভারত-বিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ভিয়েনায় অধ্যাপকের কার্যে যোগদান করিয়া ব্যূল্যর্ ভিয়েনা নগরীকে ভারতবিদ্যাচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত করার ব্রত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে "ভিয়েনা ওরিয়েণ্টেল্ ইনষ্টিটিউট্" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে "ভিয়েনা ওরিয়েণ্টেল জার্নাল" নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করা হয়। এই পত্রিকায় ব্যূল্যর্ ভারতের ইতিহাস, লিপিতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, অভিধান প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ব্যূল্যর্ সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থ জার্মান ভাষায় একটি সংস্কৃত-শিক্ষা

পুস্তক প্রণয়ন করেন। আমেরিকার বোষ্টন শহর হইতে "স্যান্স্ক্রিট্ প্রাইমার" নামে এই পুস্তকের একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৮৩)।

ভিয়েনায় অবস্থান কালে বূ্ল্যর্ তত্রস্থ রাজকীয় বিজ্ঞান একাডেমির (Imperial Academy of Sciences) সদস্য মনোনীত হন। একাডেমির সদস্য রূপে বূ্ল্যর্ সংস্কৃত শিক্ষা-প্রসারের উদ্দেশ্যে আরও অধিক অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে আদায় করিতে সমর্থ হন।

বূ্ল্যরের ভিয়েনায় অধ্যাপনা কালে আমাদের দেশে সুপরিচিত ডঃ উইণ্ট্যর্নিৎজ্ ছিলেন তাঁহার অন্তেবাসী। উইণ্ট্যর্নিৎজ্ বলেন যে শিক্ষালয়ের ভিতরে ও বাহিরে বূ্ল্যর্ ছিলেন ছাত্রদের নিকট একাধারে স্নেহময় পিতা ও হিতৈষী গুরু। একদল নিবেদিত-প্রাণ ভারতবিদ্যাব্রতী গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার অধ্যাপনার লক্ষ্য। উইণ্ট্যর্নিৎজ্ লিখিয়াছেন যে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় বূ্ল্যর্ ঐতিহাসিক উপাদানের মাধ্যম ব্যবহার করিতেন। এই ভাবে প্রাচীন হিন্দু-সংস্কৃতি ও সাধনার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনে (International Congress of Orientalists) বূ্ল্যর্ নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহার চেষ্টায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনাতে এই মহাসম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মহাসম্মেলনের ভারতীয় শাখার তিনি ছিলেন অবিসম্বাদী নেতা। ইউরোপ প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে প্রুশিয়ার গভর্নমেণ্ট কর্তৃক তিনি নাইটের মর্যাদার অনুরূপ উপাধিতে ভূষিত হন (Knight of the Prussian Order of the Crown)।

ভারতে আহরিত জ্ঞান-সম্পদ সুশৃঙ্খলভাবে গবেষণার কাজে নিয়োগ করিতে বূ্ল্যর্ ভিয়েনায় কর্মব্যস্ত থাকিতেন। এই ব্যস্ততার মধ্যেও বূ্ল্যর্ ভারতবিদ্যার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ বশতঃ একটি অতি দুরূহ ও পরিশ্রম সাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। এই কাজটি হইল বিশ্বের ত্রিশজন ভারতবিদ্যা-বিশারদের সহায়তায় একটি মহাকোষ সঙ্কলন (৬)। ভারতের সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, আইন, ধর্ম, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে সুপরিচিত ত্রিশজন ভারত-বিশেষজ্ঞ দ্বারা এ যাবৎ পরিজ্ঞাত তথ্যাবলী সমন্বিত স্বয়ং-সম্পূর্ণ নিবন্ধ রচনা করাইয়া খণ্ডশঃ এই মহাকোষের অংশ হিসাবে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা হয়। পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া বূ্ল্যর্ স্বয়ং উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ

করেন। বূল্যরের সম্পাদনায় এই মহাকোষের নয় খণ্ড স্ট্রাসবুর্গ হইতে জে. ট্রুবনার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকী খণ্ডগুলির সম্পাদনার কাজ ব্যূল্যর্ বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ব্যূল্যরের জীবনান্তের পর তাঁহার ভূতপূর্ব সহকর্মী অধ্যাপক কীলহর্নের উপর মহাকোষ সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হয়। ২১ খণ্ডে এই মহাকোষ প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৯৬-১৯২০)। এই মহাকোষের জন্য ব্যূল্যর্ স্বয়ং ভারতীয় লিপিতত্ত্ব (ইণ্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি) সম্বন্ধে শতাধিক পৃষ্ঠা সমন্বিত একটি নিবন্ধ রচনা করেন (৭)। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত এই মহাকোষের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগরূপে এই অমূল্য নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় (১৮৯৬)। ভারতবাসীর সুবিধার্থে ব্যূল্যর্ ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদও প্রস্তুত করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান্ এন্টিকোয়েরী" (Indian Antiquary) পত্রিকার পরিশিষ্টরূপে এই অনুবাদটি জে. এফ্. ফ্লীট্ (J. F. Fleet, 1847-1917) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয় (৮)। ব্যূল্যরের এই অমূল্য রচনাটি সম্প্রতি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "Indian Studies" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রথমখণ্ড, প্রথম সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (অক্টোবর, ১৯৫৯)। ব্যূল্যর্ শুধু একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসেও তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। ভারতীয় সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও প্রধানতঃ শিলালিপিমালার সাহায্যে ভারতের অতীত ইতিহাসের যথার্থ উপস্থাপনায় তিনি পুরোধা ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৫০ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় লিপিমালা সম্বন্ধীয় এই পুস্তকটি প্রকাশ করিয়া ব্যূল্যর্ ভারতবিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারা প্রচারিত বহু ভ্রান্ত মতবাদের নিরাকরণ করেন। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্স্‌মুল্যরের মত এই ছিল যে অশোকের পূর্বে ভারতবর্ষে কোন লিপি প্রচলিত ছিল না। উপরোক্ত "ইণ্ডিয়ান প্যালিওগ্রাফি" পুস্তকে ব্যূল্যর্ প্রমাণ করেন যে বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে বুঝা যায় যে বেদ রচনার কালেও ভারতে লিপির প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মী লিপি অশোক-অনুশাসন সমূহে যে আকারে প্রচলিত ছিল উহা কয়েক শতাব্দী বিবর্তনের পর ঐ আকার ধারণ করিয়াছিল। ভারতের লিপিমালা সম্বন্ধে ব্যূল্যরের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা "দি অরিজিন অফ দি ইণ্ডিয়ান ব্রহ্মা য়্যালফাবেট্" (৯)। এই পুস্তকে ব্যূল্যর্ প্রমাণ করেন যে খৃষ্টজন্মের অন্ততঃ ৮০০ বৎসর পূর্বে ভারতে ব্রাহ্মীলিপির প্রচলন হয়। ভারতীয় লিপিমালা সম্বন্ধে উপরোক্ত দুইটি পুস্তকে প্রকাশিত ব্যূল্যরের অভিমত বর্তমানে

সর্বজনগ্রাহ্য। ভারতের লিপিমালা সম্বন্ধীয় গবেষণায় বূল্যরের দান একরূপ অতুলনীয়। অশোকলিপির পাঠোদ্ধার ও মর্মোদ্ঘাটনে তাঁহার সাধনা জেমস্ প্রিন্সেপের ন্যায়ই স্মরণীয়। অশোকলিপি ব্যতীত ভারতের নানা স্থানে গিরিগুহা প্রভৃতিতে খোদিত লিপিগুলিরও তিনি পাঠোদ্ধার করেন। এই সব লিপিমালা সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা-পুস্তকগুলি হইতে নানা অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হয় (১০)।

ম্যাক্স্‌মুল্যর্ ও বূল্যর্ উভয়েই পরস্পরের আজীবন সুহৃদ ও সহযোগী ছিলেন। সত্যের অনুরোধে ম্যাক্স্‌মুল্যরের মতের বিরোধিতা করিলেও ইহাতে তাঁহাদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই—দুইজনে সর্বদাই পরস্পরের সহিত মত বিনিময় করিতেন। ম্যাক্স্‌মুল্যরের অভিমত ছিল এই যে খৃষ্টজন্মের পূর্বে ভারতে বিশুদ্ধ কাব্য-সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল না। শিলালেখ ও প্রত্নসম্পদাদির সাহায্যে বূল্যর্ প্রমাণ করেন যে খৃষ্টজন্মের পূর্বেও সংস্কৃত কাব্য রচনা হইত। ম্যাক্স্‌মুল্যর্ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "India, What Can it Teach Us"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে বূল্যরের অভিমত গ্রাহ্য করিয়া নিজের পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রত্যাহার করেন। সত্যান্বেষী, যুক্তিবাদী বূল্যরের মতামত খণ্ডন তাঁহার প্রতিপক্ষ পণ্ডিতেরা দুঃসাধ্য মনে করিতেন কারণ তাঁহার যুক্তিগুলি ঐতিহাসিক উপাদানের ভিত্তির উপর উপস্থিত করা হইত। বোম্বাই-এর "Indian Antiquary" পত্রিকায় বূল্যর্ নিজের ৮৫টি নিবন্ধ প্রকাশ করেন (১৮৭২-৯৮)। ভারতের ঐতিহাসিক-উপাদানের ব্যাখ্যান এই সব প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয় ছিল। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তিনি তাঁহার কোন সহযোগিকে বলিয়াছিলেন যে প্রাচীন হিন্দুর ইতিহাস-চেতনা ছিল না এই ধারণা যে ভ্রান্ত ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, শীঘ্রই আমি প্রাচীন-হিন্দুর ইতিহাস বিমুখতার এই কলঙ্ক মোচন করিব। দুঃখের বিষয় তিনি এই কাজ আকস্মিক মৃত্যু হেতু সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। খ্যাতি প্রতিপত্তির শিখরে অধিষ্ঠিত জ্ঞান-তপস্বী বূল্যর্ একষষ্ঠি বর্ষ বয়সে অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বূল্যর্ সুইজারল্যাণ্ডবাসিনী একটি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহার স্ত্রী ও ষোড়শ বর্ষীয় পুত্র সুইজারল্যাণ্ডের জ্যুরিখ্ (Zurich) শহরে তাঁহাদের এক আত্মীয়ের সহিত বাস করিতেছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে ঈস্টারের ছুটি উপলক্ষ্যে বূল্যর্ তাঁহার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার জন্য ৫ই এপ্রিল ভিয়েনা হইতে একাকী জ্যুরিখ্ অভিমুখে রওনা হইয়া যান। পথে Constance নামক

নয়নাভিরাম হ্রদের তীরে Lindau নামক স্থানে সহসা তিনি যাত্রা ভঙ্গ করেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুইদিন তিনি শহরের হোটেলে বাস করিবেন এবং একটি নৌকা ভাড়া করিয়া হ্রদে জল-বিহার করিবেন ; হ্রদের জলে নৌকা চালানো তাঁহার প্রিয় ব্যসন ছিল। ৮ই এপ্রিল ভাড়া করা একটি ডিঙ্গি নৌকায় তিনি একাকী দাঁড় টানিয়া জল-বিহার করিতেছিলেন, অকস্মাৎ দাঁড়টি তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া জলে পড়িয়া যায়। সম্ভবতঃ বৃ্যল্যর্ দাঁড়টি উদ্ধার করিতে যাওয়ার কালে তাঁহার দেহের ভারে নৌকাটি উল্টাইয়া যায়, ফলে তিনি জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কেহই নৌকাটি উল্টাইয়া যাইতে বা বৃ্যল্যর্কে জলমগ্ন হইতে দেখে নাই। পরদিন যে লোকটি বৃ্যল্যরকে নৌকাটি ভাড়া দিয়াছিল সে সকলকে জানায় যে একটি বৃদ্ধ লোককে সে নৌকাটি ভাড়া দিয়াছিল। বৃ্যল্যরের নিকট হইতে কোন সংবাদ না পাইয়া বৃ্যল্যরের স্ত্রী উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভিয়েনায় অনুসন্ধান কয়িয়া জানিতে পারেন যে বৃ্যল্যর্ ৫ই তারিখে জ্যুরিখ্ যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভিয়েনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এদিকে Lindau-এর হোটেলের অধিকারী বৃ্যল্যর্ ফিরিয়া না আসাতে পুলিশের শরণাপন্ন হন। পুলিশ সাক্ষ্যপ্রমাণ সহকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে উল্টাইয়া যাওয়া ডিঙ্গিটির চালক ছিলেন—ভিয়েনার অধ্যাপক বৃ্যল্যর্। সলিল সমাধির ঘণ্টা দুই পূর্বে তাঁহাকে লোকে শেষ বারের মত দেখিয়াছিল। বৃ্যল্যরের মৃতদেহ কোনদিনই উদ্ধার করা যায় নাই।

বৃ্যল্যরেয় মত মহান-হৃদয়, অজাতশত্রু মহাপণ্ডিতের মৃত্যু এমনিতেই একটি শোকাবহ ঘটনা, তদুপরি শোচনীয় পরিস্থিতিতে বৃ্যল্যরের এই মৃত্যু তাঁহার অনুরাগী মাত্রেরই হৃদয় ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বৃ্যল্যরের মৃত্যুতে বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত ভেবর (Prof A. Weber) মন্তব্য করেন—"যদি কাহারও মৃত্যুকে অপূরণীর ক্ষতি বলিতে পারা যায় তবে তাহা বৃ্যল্যরের মৃত্যু, আমাদের মধ্যে তাঁহাকেই বিশ্বপণ্ডিত বলা চলিত।"

---

(১) On the Indian Sect of the Jainas (Eng. Tr.). London 1903.

(২) Ueber des Leben des Jaina Monches Hema Chandra. Wien, 1889; Eng. Trans.—The Life of Hemachandra (Singhi Jaina Series no : 11), Bombay—1936.

(৩) (ক) A Catalogue of Sanskrit Mss. from Gujarat, Katch; Sind and Khandesh—Bombay, 1873.

(খ) In many volumes of the German Oriental Society Journal (Z. D. M. G.) and Prof. Weber's—Indische Studien.

(গ) Detailed report of a tour in search of Sanskrit Mss. in Kashmir, Rajputana and Central India.

(৪) Aphorism on the Sacred Laws of the Hindus, by Apastamba, 1868-71.

(৫) Sacred Laws of the Aryas as taught in the School of Apastamba, Gautma, Vasistha & Baudhayan—Tr. by G. Buhler in 2 Parts (Sacred Books of the East, nos. 2 & 14), Oxford, 1879-82.

(৬) Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Alterthumskunde (Encyclopædia of Indo-Aryan Research—Published by J. Trubner, Strassburg 1896-1920, 21 volumes).

(৭) Indische Paleographie—Strassburg, 1896.

(৮) Indian Paleography (Indian Antiquary) Vol. XXXIII, 1904. Appendix.

(৯) On the Origin of the Indian Brahma Alphabet—Strassburg, 1898.

(১০) (ক) Inscriptions from the caves in Bombay Presidency—in Dr. Burgess' Archæological Reports on W. India (V & VI) London, 1833.

(খ) Asoka Inschriften—Leipzig, 1888.

(গ) Neue Inschrift des Gurgara Konigs Dodda II, Wien, 1887.

(ঘ) Eleven Land Grants of Chalukyas of Anhilvad, Bombay, 1887.

(ঙ) Three New Edicts of Asoka—Bombay, 1887.

আইভ্যান্ পাভ্লোভিচ্ মিনায়েফ্

(*Ivan Pavolovich Minaev, 1840-1890*)

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে Gerasim Lebedev নামে জনৈক রুশ সঙ্গীতজ্ঞ কলিকাতায় আসেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উদ্যোগে একটি রঙ্গালয় স্থাপিত হয় এবং একটি ইংরাজী নাটকের বাঙ্গলা অনুবাদ অভিনীত হয়। বহু বৎসর কাল এদেশে বাস করিয়া ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডন হইতে Grammar of Pure and Mixed East-Indian Dialects with Dialogues নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি রুশ ভাষায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি পুস্তক রচনা করেন (Besprist-rastnoye sozertsaniye sistem vostochnoy Indio bramgenov—An Impartial Survey of systems of Brahmanical East India)। ইতিপূর্বে সার চার্লস উইলকিন্সের ইংরাজী ভগবদ্গীতার একটি রুশ অনুবাদ N.I.Novikov কর্তৃক ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Count Uvarov নামে একজন অভিজাত রাজপুরুষ রুশের শিক্ষা অধিকর্তা নিযুক্ত হইয়া St. Petersburg বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষাদান ব্যবস্থা করিতে মনস্থ করেন। এই সময়ে উপযুক্ত সংস্কৃতজ্ঞ না পাওয়ায় তাঁহার পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয় নাই। Count Uvarov-এর উদ্যোগে Robert Lenz (১৮০৮-'৩৬) নামে একজন তরুণ ছাত্রকে অধ্যাপক বোপের (F. Bopp) নিকট সংস্কৃত অধ্যয়নের জন্য বার্লিনে প্রেরণ করা হয়। বার্লিনে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া Lenz কালিদাস রচিত বিক্রমোর্বশী নাটকটি ল্যাটিন অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। বার্লিনের পর কিছুকাল লণ্ডন ও অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে Lenz স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে Academy of Science-এর অধীনে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয় ; দুর্ভাগ্যের বিষয় Lenz পর বৎসরই মৃত্যুমুখে পতিত হন। Lenz-এর পরে যে সব রুশ পণ্ডিত সংস্কৃত চর্চা করিয়া যশস্বী হন তাঁহাদের মধ্যে Yakovlevich Petrov, F. Korsch, F.F. Fortunatov, V. F. Miller, C. Kossowicz প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সংস্কৃত-চর্চার সূচনা কাল হইতেই একদল রুশ পণ্ডিত

বৌদ্ধ সাহিত্য ও বৌদ্ধ ধর্ম (বিশেষভাবে মহাযান শাখা) চর্চা আরম্ভ করেন। রুশ দেশের প্রতিবেশী মধ্য এশিয়ার মোঙ্গলজাতি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, এইজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে রুশ-পণ্ডিতদের দৃষ্টি বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই যুগের বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য-বিশারদদের মধ্যে Osip Mikhyalovich Kowaleswsky ও Vasilly Pavlovich Vasilyev (1818-1900)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের পর ভারত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে রুশ পণ্ডিতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম—আইভ্যান্ পাব্লোভিচ্ মিনায়েফ্।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার তামবোভ্ (Tambov) নামক স্থানে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আইভ্যান্ পাব্লোভিচ্ মিনায়েফ্ জন্মগ্রহণ করেন। মাতার যত্নে স্বগৃহেই মিনায়েফ্ প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। মাতৃভাষা শিক্ষার সঙ্গেই তিনি ফরাসী ও জার্মান ভাষা আয়ত্ত করেন। তামবোভস্কি বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করিয়া মিনায়েফ্ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পিটর্সবুর্গ (বর্তমান লেলিনগ্রাড্) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের চীন-মাঞ্চুরিয়া শাখার ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি চীন-মাঞ্চুরিয়া শাখার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই শাখার "স্নাতক" হন। ভ্যাসিলিয়েফ্ এই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ভাষা ও বৌদ্ধতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ভারতবিদ্যা তথা বৌদ্ধসাহিত্যের প্রতি মেধাবী ছাত্র মিনায়েফের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভারতীয় সাহিত্যে প্রবেশলাভের জন্য অতঃপর মিনায়েফ্ পিটর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডি, এ. কাসোভিচ-এর নিকট সংস্কৃত শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। সংস্কৃতের সঙ্গে পালি ও প্রাকৃতও অল্পদিনের মধ্যে তিনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। সংস্কৃত শিক্ষার অধিকতর সুযোগ লাভের নিমিত্ত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে মিনায়েফ্ জার্মানী গমন করেন। সেখানে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ ভেবর (A. Weber), বেনফি (T. Benfy) ও বোপের (F. Bopp) নিকট দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ইংল্যাণ্ডে আসেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংস্কৃত ও পালি পুঁথিগুলি অধ্যয়ন করিয়া মিনায়েফ্ প্যারীর জাতীয় পাঠাগারেও কিছুকাল পড়াশুনা করেন। এই সময়ে তিনি এই পাঠাগারের পালি পুঁথিগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা (ক্যাটালগ) প্রস্তুত করেন। এই তালিকাটি উত্তরকালে বহু গবেষকের গবেষণায় সহায়তা করিয়াছিল। দীর্ঘ পাঁচবৎসরকাল

জার্মানী, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে প্রাচ্যভাষা চর্চার পর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মিনায়েফ্ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের-ছাত্ররূপে পিটর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ইতিমধ্যেই ভারতবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার যশ ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-জীবন সমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে মঙ্গোলিয়ার ভূ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি একটি স্বুবর্ণ পদক পুবস্কাব লাভ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে পিটর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক (রীডার) নিযুক্ত করা হয়। এই বৎসরই তিনি বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ "প্রতিমোক্ষ স্থত্র"-এর রুশীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা-মূলক ব্যাকরণের অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পর পালিভাষা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করিয়া মিনায়েফ্ বিশ্ববিত্থালয়ের "ডক্টরেট" লাভ করেন (১)। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দো-ইউবোপীয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন (Professor of Comparative Grammar of Indo-European Languages); মৃত্যুকাল পর্যন্ত মিনায়েফ্ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন।

নিয়মিত অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকিলেও মিনায়েফ্ সারাজীবন ভারত বিদ্যার চর্চা করিয়া নিজেকে সমগ্র জগতে একজন শ্রেষ্ঠ ভারতবিদ্যাবিদ্ বিশেষতঃ বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্য-বিশারদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানেও রাশিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চার একটি কেন্দ্র। মিনায়েফ্‌কে রুশ দেশে বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যচর্চার অন্যতম প্রবর্তক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

ছাত্রাবস্থার পরেও মিনায়েফ্ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে বহুবার ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংল্যাণ্ড গমন করেন। জ্ঞানচর্চার জন্য মিনায়েফ্ তিনবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। প্রথমবার তিনি ভারত, নেপাল ও সিংহল ভ্রমণ করেন (জুন ১৮৭৪ হইতে ডিসেম্বর ১৮৭৫)। দ্বিতীয়বারে ভারতে আসিয়া তিনি বোম্বাই, গোয়ালিয়র, ফতেপুর সিক্রি, দিল্লী, আলোয়ার, লাহোর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, বরোদা, পুনা, হায়দ্রাবাদ, নাসিক, আওরঙ্গাবাদ, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন (জানুয়ারী হইতে মে ১৮৮০)। তৃতীয়বার ভারত-ভ্রমণের সময় তিনি বোম্বাই হইতে কলিকাতায়

আসেন। কলিকাতা হইতে তিনি ব্রহ্মদেশে যান। ব্রহ্মদেশ হইতে পুনরায় তিনি কলিকাতায় আসেন। অতঃপর তিনি বোম্বাই হইতে জাহাজে ইংল্যাণ্ড হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (ডিসেম্বর ১৮৮৫ হইতে এপ্রিল ১৮৮৬)। এই সমস্ত ভ্রমণের সময় মিনায়েফ্ দিনলিপি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ভারতের ঐতিহাসিক স্থান সমূহ পরিদর্শন, ভারতীয়-সংস্কৃতি বিষয়ে গ্রন্থ রচনার উপাদান সংগ্রহ ও ভারতের আধুনিক অবস্থা পর্যবেক্ষণই ছিল মিনায়েফের তিনবার ভারত-ভ্রমণের উদ্দেশ্য। মিনায়েফের এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের অনুশীলন মিনায়েফের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইলেও তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা-সমূহ, ভারতের লোক-কথা ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে তাঁহার সমসাময়িক কালে এই সব বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়েও বিশেষজ্ঞ বলিয়া গণ্য করা হইত।

মিনায়েফের স্বদেশ বর্তমানে জগতের একটি অতি প্রগতিশীল সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র, এই রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের প্রগতিশীল ও শোষণ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি থাকা অতি স্বাভাবিক। মিনায়েফ্ স্বয়ং ছিলেন জারশাসিত রুশ দেশের নাগরিক। ভারতের তদানীন্তন শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর ন্যায় তিনিও ছিলেন শ্বেতকায় ইউরোপীয়। তথাপি মিনায়েফের ভারত-ভ্রমণের দিনলিপিগুলি পাঠ করিয়া তাঁহার উদার মনোভঙ্গির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ভারতে শ্বেতকায় ইংরাজ জাতির শাসন-শোষণের তীব্র সমালোচনার সুর তাঁহার দিনলিপিগুলিতে পরিস্ফুট হইয়া আছে। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে গবেষণার উপাদান সংগ্রহ করিতে আসিয়া আশ্চর্য সহানুভূতি, উদারতা ও দূরদৃষ্টির সহিত মিনায়েফ্ তাঁহার কালের ভারত ও ভারতবাসিকে দেখিয়া গিয়াছেন।

প্রথমবার ভারত ভ্রমণের পর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মিনায়েফ্ তাঁহার ভারত ভ্রমণের বিবরণ রুশ ভাষায় প্রকাশ করেন (২)। এই পুস্তকটিতে প্রাচীন ভারতের কীর্তি সমূহের বিবরণের সঙ্গে সমসাময়িক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনাও করা হইয়াছে। এই পুস্তকের একটি অধ্যায়ে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রগতিবাদী ধর্মনেতা ও সংস্কারকদের প্রসঙ্গ সশ্রদ্ধভাবে আলোচিত হইয়াছে।

মিনায়েফের মৃত্যুর পর তাঁহার শেষ দুইবার ভারত-ভ্রমণের দিনলিপিগুলি একটি পুস্তকাকারে কিছুকাল পূর্বে U. S. S. R. Academy of Sciences

কর্তৃক রুশ পণ্ডিত বারানিকোভ্ (A. P. Barannikov, 1890-1952) দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। রুশ ভাষায় প্রকাশিত এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদও সম্প্রতি কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (৩)।

শেষ দুইবার ভারত ভ্রমণের দিনলিপিগুলিতে ভারতে ইংরাজ শাসন ও শোষণ সম্বন্ধে মিনায়েফের মতামতগুলি উল্লেখযোগ্য। অন্ধকূপ হত্যা ও সিপাহী বিদ্রোহকালে সিপাহীগণ কর্তৃক নৃশংস ভাবে ইংরাজ-শিশু ও নারীহত্যা প্রসঙ্গে মিনায়েফের একটি দিনলিপির মন্তব্য এই যে, এই ঘটনা দুইটি হইতে বুঝিতে পারা যায় বৃটিশেরা ভারতবাসির কতদূর ঘৃণা উদ্রেক করিতে সক্ষম। মিনায়েফ্ দিনলিপির একস্থানে লিখিয়াছেন যে প্রতীচ্যের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসী সুরাপানে অভ্যস্ত হইয়াছে, ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলে মিথ্যাভাষণ, কলহ-বিবাদ ও নৈতিক অধঃপতন প্রসার লাভ করিয়াছে। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে গূঢ় অথচ ব্যাপক অসন্তোষ ও ভারতবাসির স্বরাজ-লাভের ক্রমবর্দ্ধমান বাসনা মিনায়েফের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। মিনায়েফের দ্বিতীয়বার ভারতভূমিতে পদার্পণের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে পুনায় বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করার অপরাধে বাসুদেব বলবন্ত ফাডকে নামক এক মহারাষ্ট্রীয় যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ভারতে আসিয়া মিনায়েফ্ এই ঘটনা অবগত হইয়া দিনলিপিতে মন্তব্য করেন যে—"ফাডকের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, এই জন্যই তাঁহার এই ব্যর্থতা"। শেষবার ভারত ভ্রমণের সময় (১৮৮৬) বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের আশায় তিনি ব্রহ্মদেশেও যান। ইহার মাত্র কয়েক মাস পূর্বে বৃটিশ কর্তৃক অভিযানের ফলে ব্রহ্মদেশ তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হয়। ব্রহ্মে বৃটিশের লুণ্ঠন ও ধ্বংস কার্যের ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া মিনায়েফ্ সাতিশয় ব্যথিত হন। এই প্রসঙ্গে দিনলিপিতে তিনি লেখেন "এখানে একটি নির্মম সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে।" ভারতভ্রমণ কালে মিনায়েফ্ সকল শ্রেণীর মানুষের সহিত মেলামেশা করিতেন। প্রথমবার ভারত-ভ্রমণের সময় তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তৃতীয়বার ভারতভ্রমণকালে তিনি প্রায় তিনসপ্তাহ কাল কলিকাতায় অবস্থান করেন। কলিকাতায় তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কংগ্রেস সভাপতি বারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonerjee), তিব্বত পর্যটক শরৎচন্দ্র দাস, সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র, পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করেন। দশবৎসর পূর্বে ভারত-ভ্রমণের সময়

ইঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ স্বর্পাগুত মিনায়েফের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মিনায়েফের মৃত্যুর পর তাঁহার নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত কয়েকটি পুস্তক পাওয়া যায়—এই পুস্তকগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বহস্তে লিখিত উৎসর্গ-পত্র আছে। বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উপহৃত মিনায়েফের এই পুস্তকগুলি বর্তমানে লেলিনগ্রাড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যা বিভাগে সযত্নে রক্ষিত আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত মিনায়াফের দেখা হইলে শাস্ত্রী মহাশয় একজন রুশ-পণ্ডিতের সহিত দেখা হওয়ার জন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। মিনায়েফ্ তাঁহার দিনলিপিতে লিখিয়াছেন—বাঙ্গালীরা তাঁহার প্রতি এত সদয় যে তিনি সময়ে সময়ে ইহাতে আশ্চর্য বোধ করেন। মিনায়েফের ধারণা হইয়াছিল যে বাঙ্গালীরা সাধারণভাবে রুশদের অনুরাগী, তাঁহাকে বাঙ্গালীরা যে সমাদর দেখায় তাহা ব্যক্তিগত ভাবে নহে—রুশ জাতির প্রতিনিধি হিসাবেই তিনি এই সম্মান পাইয়া থাকেন। বাঙ্গালীদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করিয়া মিনায়েফ্ ডায়েরীতে মন্তব্য করেন যে বাঙ্গালীরা কৃষ্ণকায় বলিয়া ইংরাজ তাহাদের দাবাইয়া রাখিয়াছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মিনায়েফের ভারত ভ্রমণকালে ইংরেজ-রুশ সম্পর্ক ভাল ছিল না। রুশদের ভারত আক্রমণের সম্ভাব্যতা লইয়া এই সময়ে সংবাদ পত্রে প্রায়ই আলোচনা প্রকাশিত হইত। ইহা বলাই বাহুল্য যে মিনায়েফের ভারত-ভ্রমণকালে ইংরাজ সরকারের গুপ্তচরদের সতর্ক দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ থাকিত।

পিটর্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ গ্রহণের কিছুকাল পরে মিনায়েফ্ রচিত পালিভাষার একটি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। রুশ ভাষার মাধ্যমে পালিভাষা শিক্ষার কোন পুস্তক ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই (৪)। পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই উহার ফরাসী ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় (৫)। মিনায়েফ্ রচিত পালি ব্যাকরণের ইংরাজী অনুবাদ ভারত ও ব্রহ্মের পালিভাষা শিক্ষার্থিদের দ্বারা একসময়ে বহুলভাবে পঠিত হইত। পরবর্তী কালে মিনায়েফ্ (১৮৮৭) সংস্কৃত শিক্ষার্থিদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতুরূপ ও শব্দরূপ সম্বন্ধে রুশ ভাষায় একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। 'লিথোগ্রাফে' ছাপা এই পুস্তকটি বহুদিন যাবৎ রুশ ভাষায় মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষার একমাত্র অবলম্বন ছিল (৬)। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে মিনায়েফ্ রুশ ভাষায় সংস্কৃতভাষার একটি ইতিহাস প্রকাশ করেন, এই পুস্তকে সংস্কৃত ভাষায়

প্রধান পুস্তকগুলির বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশিত হয়, এই কার্যে ইতিপূর্বে রাশিয়ায় কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই (৭)। প্রথমবার ভারতভ্রমণের পর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মিনায়েফের 'ভারতীয় উপকথা ও কাহিনী' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে প্রধানতঃ কুমায়ুন অঞ্চলে প্রচলিত ৭০টি উপকথা ও কাহিনী সংগৃহীত হইয়াছিল (৮)। জাতকের কাহিনী সঙ্কলন করিয়া তিনি আরও একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মিনায়াফের একটি অতি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ "বিশ্বকোষ" জাতীয় এই গ্রন্থে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্মের তথ্যগুলির উৎস সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থগুলি হইতে বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। বৌদ্ধধর্মেব ক্রমবির্তনের ধারাও ইহাতে সুস্পষ্ট রূপে চিত্রিত হয় (৯)। মিনায়েফ "জৈন ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় তথ্য", 'বৌদ্ধ শ্রমণ সংঘ', 'শিষ্যদের প্রতি বুদ্ধ' "চন্দ্রগোমী", ভাবতের ভূমি ব্যবস্থা, মধ্য এশিয়ার ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে আবও অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন।

খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আফানসি নিকিটিন নামে এক রুশ পবিব্রাজক ভারত ভ্রমণ করিয়া রুশ ভাষায় "তিন সাগরের ওপারে ভ্রমণ" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকটি তদানীন্তন ভারত সম্বন্ধে একটি অতি মূল্যবান রচনা। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকটির বিস্তৃত আলোচনা মিনায়েফ্ কর্তৃক একটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হয় (১০)।

জীবদ্দশাতেই মিনায়েফ্ পৃথিবীর বিদ্বৎ সমাজে একজন ধুরন্ধুর ভারত-বিদ্যা বিশেষতঃ বৌদ্ধশাস্ত্র-বিশারদ রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। লণ্ডনের পালি টেক্সট সোসাইটির তিনি একজন প্রধান স্তম্ভ ছিলেন। পালি টেক্সট সোসাইটি কর্তৃক তাঁহার সম্পাদিত কয়েকটি পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১১)।

জ্ঞানতপস্বী মিনায়েফ্ অকৃতদার ছিলেন, সংসারে তাঁহার কোন বন্ধন ছিল না। বিদ্যাচর্চার গুরু পরিশ্রমে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া মাত্র উনপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন সেণ্ট পিটর্সবুর্গে (লেলিনগ্রাডে) তিনি পবলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ১৩০ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল—মৃত্যুর পর বহু অপ্রকাশিত রচনাও তাঁহার কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ হইতে মিনায়েফের আহরিত পুথি-সংগ্রহ লেলিনগ্রাডের সরকারী গ্রন্থশালায় রক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থ ও শিল্পকলা সংক্রান্ত সংগ্রহগুলি U. S. S. R. Academy of Sciences-এর সংগ্রহ-শালায় (Museum) স্থান পাইয়াছে।

রুশদেশে ভারতবিদ্যাচর্চায় মিনায়েফের উত্তর-সাধক ও শিষ্য-প্রশিষ্য মণ্ডলীর মধ্যে S. F. Oldenburg (1863-1934), F. I. Shcherbatskoy (1866-1941), Rosenburg (1888-1917), A. P. Barannikov (1890-1952), A. D. Von Stael Holstein (1871-1937), N. D. Mirnov, B. Y. Vladimirstov (1884-1931), E. Obermiller (1901-1935), M. I. Tubyansky (1894), A. I. Vostrikov, V. I. Kalyanov, V. S. Vorobyov-Desyatovsky, T, Yelizarenkova, G. N. Roerich, B. Smirnov, V. V. Balabushevich, S. P Chelyshev, E. N. Komarov প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মিনায়েফ-শিষ্য Oldenburg ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে Bibliotheca Buddhica নামীয় বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থমালা প্রবর্তন করেন। ১৮৯৭ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই গ্রন্থমালাব অন্তর্ভুক্ত ৩০টি বৌদ্ধগ্রন্থ সুসম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। Shcherbatskoy, B. Vladimirstov, B. Radlov, S. Malov, E. Obermiller প্রভৃতি রুশ পণ্ডিত ব্যতীত ফরাসী পণ্ডিত Sylvain Levi, Louis de la Valle Poussin, জাপানী পণ্ডিত Buniyu Nanjio, মঙ্গোল-পণ্ডিত Agvan Dandar Akharamba প্রভৃতি এই গ্রন্থমালার কোন কোনও খণ্ড সম্পাদন করেন। এই গ্রন্থমালার উপাদেয়তা ও বিশুদ্ধতা বিশ্বের বিদ্বৎমণ্ডলির স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থমালার অধিকাংশ খণ্ডই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। সম্প্রতি U. S. S. R. Academy of Sciences-এর অন্তর্ভুক্ত Institute of Oriental Studies (লেলিনগ্রাড্) হইতে Bibliotheca Buddhica গ্রন্থমালা পুনঃপ্রকাশের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। নূতন গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে পূর্ব প্রকাশিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য খণ্ডগুলিও পুনর্মুদ্রিত হইতেছে।

রুশ দেশে বর্তমানে মস্কো, লেলিনগ্রাড্ এবং Tbilisi-এর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং U. S. S. R. Academy of Science-এর প্রাচ্য বিদ্যা সংসদে (Institute of Oriental Studies) সংস্কৃত অধ্যয়ন অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে।

---

(১) Essay on the Phonetics and Morphology of Pali Language—St. Petersburg, 1872.

(২) Sketches of Ceylon and India from the Travel Notes of a Russian—St. Petersburg (Parts I and II), 1878.

(৩) I. P. Minayeff—Travels in and Diaries of India and Burma (Pub. by Eastern Trading Co., Calcutta).

(৪) Ocherk fonetiki i morfologie yazika Pali—St. Petersburg, 1872.

(৫) (ক) Pali Grammar—A phonetic and morphological sketch of the Pali grammar with an introductory essay on its form and character—London, 1882.

(খ) Grammaire Pali, Paris, 1874.

(৬) Declensions and Conjugations of Sanskrit grammar—St. Petersburg, 1889.

(৭) Sketches of important monuments of Sanskrit Literature—St Petersburg, 1880.

(৮) Indian Tales and Legends—St. Petersburg, 1875.

(৯) Buddhism. Izseledovaniya i materyl (Buddhism—Investigations and Materials), Parts I and II—St. Petersburg, 1887.

(১০) Notes on the Journey Beyond Three Seas by—Affansi Nikitin—St. Petersburg, 1881.

(১১) (a) Anagata Vamsa (1886), (b) Shakesa Dhatu, Vamsa—1885, (c) Gandha Vamsa, (d) Katha Vathu Commentary—1889, (e) Peta Vathu—1889, (f) Sandesa Katha, (g) Sima Vivada—1887—All published by Pali Text Society, London.

জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন্

(*Sir George Abraham Grierson, 1851-1941*)

জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন্ আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন পল্লীঅঞ্চলের গ্লেনাগিয়ারী (Glenageary, County—Dublin) নামক স্থানে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। গ্রীয়ারসনের পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট মুদ্রণ শিল্পী (রাজকীয় মুদ্রক)। সেণ্ট বীস্ (St. Bees) ও শ্রিউয়িসবেরীর (Shrewsbury) বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া গ্রীয়ারসন্ ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি গণিত অধ্যয়নের সঙ্গে সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষা অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ট্রিনিটি কলেজের প্রাচ্যভাষার অধ্যাপক রবার্ট য়্যাটকিনসন্ (Robert Atkinson, 1839-1908) এই মেধাবী ছাত্রটিকে সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্যভাষার প্রতি আকৃষ্ট করেন। ইঁহার এই প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রভাবের ফলে ভারতীয় ভাষা-চর্চাই পরবর্তী জীবনে গ্রীয়ারসন্‌কে খ্যাতি প্রতিপত্তির উত্তুঙ্গ শিখরে উন্নীত করিয়াছিল। এইজন্য গ্রীয়ারসন্ তাঁহার এই শিক্ষাগুরুকে আজীবন স্মরণে রাখিয়াছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাবলিনে অধ্যয়ন করিতে করিতেই গ্রীয়ারসন্ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করেন। ইহার পর আরও দুই বৎসর ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষার পরীক্ষায় সবিশেষ কৃতিত্বের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন।

সিভিল সার্ভেণ্টরূপে গ্রীয়ারসন্‌কে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অধীনে নিযুক্ত করা হয়। এই সময় সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭৩-১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীয়ারসন্ রঙ্গপুর, পাটনা, গয়া, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনমাসের ছুটিতে তিনি ইংল্যাণ্ড যান এবং পূর্বপরিচিতা লুসি এলিজাবেথ জিন (Lucy Eliza-beth Jean) নাম্নী সম্ভ্রান্তবংশীয়া একটি তরুণীকে বিবাহ করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পাটনা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার পদে উন্নীত

হন, ইহার পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিহার অঞ্চলে অহিফেন বিভাগের অধ্যক্ষের (Opium Agent) কর্ম করেন।

ভারতে আগমনের চারি বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ প্রস্তুতি অন্তে গ্রীয়াঁরসন্ লেখনী চালনা আরম্ভ করেন। ভারতে আসিয়া সরকারী কার্য-সম্পাদনের পর অবসর কালটুকু তাঁহার ভারতবিদ্যা চর্চাতেই অতিবাহিত হইত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (প্রথমখণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা) তিনি উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর অঞ্চলের কতকগুলি লোক-কথা সংগ্রহ, রঙ্গপুরের আঞ্চলিক ভাষার গতি প্রকৃতির আলোচনা সহ প্রকাশ করেন (১)। লোক-কথা সংগ্রহ ও আঞ্চলিক ভাষার আলোচনায় আমাদের দেশে এইটিই প্রথম পদক্ষেপ। পরের বৎসর এই পত্রিকাতেই (১৮৭৮, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা) তিনি মাণিকচন্দ্রের গান সংগ্রহ করিয়া দেবনাগরী হরফে উহার মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করেন (২)।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ারসন্ রচিত মৈথিলী-ব্যাকরণ ও এতৎসম্বন্ধীয় আলোচনা কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। এই রচনাটিতে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদগুলি তাঁহার জন্মভূমিতে বর্তমানে যে ভাবে প্রচলিত আছে সেইভাবেই উদ্ধৃত ও আলোচিত হয় (৩)। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে দেবনাগরী লিপির (কায়েথী) রূপ সম্বন্ধে তাঁহার একটি পুস্তক সরকারী নির্দেশে রচিত হয়, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহার একটি সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল (৪)। বিহারে কর্মরত থাকার সময় এই প্রদেশের উপভাষাগুলির (Dialects) প্রতি গ্রীয়ারসনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তিনি সম্যগ্‌রূপে এইগুলির চর্চা আরম্ভ করেন। সরকারী কার্যে গ্রীয়ারসন্ যখন গ্রামাঞ্চলে যাইতেন তখন গ্রামবাসিদের সহিত তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যবহার করিতেন। এই জন্য গ্রামবাসিরা এই সৌম্যদর্শন-শ্বেতকায় রাজ-পুরুষকে ভয় না করিয়া পিতার ন্যায় ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিত। ইহাদের ব্যক্তিগত অভাব অভিযোগগুলি গ্রীয়ারসন্ মনোযোগ সহকারে শুনিতেন এবং ন্যায়মত তাহার প্রতিকার করিতেন। গ্রীয়ারসন্ পল্লীবাসিদের আমোদ প্রমোদের [illegible] অনেক সময় উপস্থিত থাকিতেন। গ্রামজীবন ও গ্রামবাসিদের [illegible] ঘনিষ্ঠতার ফলে গ্রীয়ারসনের আঞ্চলিক ভাষা-চর্চার পথ সুগম হইয়া [illegible] এই জন্যই তাঁহার [illegible] রচনার চর্বিতচর্বণ না হইয়া [illegible] হইল। [illegible] ১৮৮[illegible] খৃষ্টাব্দের মধ্যে গ্রীয়ারসন্

রচিত বিহারের সাতটি উপভাষার ব্যাকরণ ৮ খণ্ডে প্রকাশিত হয় (৫)। তিনি ইহাতে দেখান যে বিহার অঞ্চলের মূল ভাষা তিনটি—মৈথিলী, ভোজপুরী ও মগহী, বাকীগুলি এই তিনটি মূল ভাষার সহিত সম্পৃক্ত উপভাষা। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ার্সন্ বিহারের কৃষকজীবন সম্বন্ধে ছয়শত পৃষ্ঠার একটি বৃহৎ পুস্তক ড্রয়িং ও ফটো সহ প্রকাশ করেন (৬)। উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক এই পুস্তকটিতে বিহারের গ্রামজীবনের অন্তরঙ্গ চিত্রই শুধু উদ্ঘাটিত হয় নাই, নানা বিচিত্র শব্দ-সম্ভার ও নিত্যনৈমিত্তিক আচার-আচরণের কথাও ইহাতে যথাযথরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্বের দিক হইতে বিহার সম্বন্ধে এই পুস্তকটি অতি মূল্যবান বিবেচিত হওয়ায় বর্তমান শতাব্দীতে (১৯২৬) ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বিহারের ভাষা ও উপভাষাগুলি অনুশীলন করিতে করিতে গ্রীয়ারসন্ ভারতের ভাষা ও উপভাষাগুলিরও চর্চা আরম্ভ করেন। এই সময় তিনি উপলব্ধি করেন যে বহু বিচিত্র ভাষাভাষী ভারতবর্ষের ভাষাগুলির বৈজ্ঞানিকরূপে সমীক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন। ইতিপূর্বে সার উইলিয়ম জোন্স (William Jones, 1746-1794), উইলিয়ম কেরী (William Carey, 1761-1834), হজ্‌সন্ (B. H Hodgson, 1800-94), হাণ্টার, রবার্ট কল্‌ডওয়েল (Coldwell, 1814-1891), জন বীমস্ (John Beams, 1837-1902), হরন্‌লে (A. R. F. Hoernle, 1841-1918), কাস্ট (R. Cust, 1811-1909) প্রভৃতি ভারতের এক বা একাধিক ভাষার উপর গবেষণা করিয়াছিলেন কিন্তু বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতার তুলনায় এই সব গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী পরিমাণে নগণ্য। একক চেষ্টায় এই কাজ সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য; কেবলমাত্র সরকারী উদ্যোগেই এই বহু ব্যয় ও সময়সাধ্য কাজ সম্ভব ছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের (International Congress of Orientalists) অধিবেশন ইউরোপের ভিয়েনা নগরীতে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রীয়ারসন্ এই অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া সমবেত প্রতিনিধি মণ্ডলীকে এই কাজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করেন। অতঃপর [illegible] অধিবেশনে প্রসিদ্ধ ভারততত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বুল্যর্ (G. Buhler) এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে ভারতবর্ষের ভাষাগুলির বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য ভারত গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হউক। মহাপণ্ডিত অধ্যাপক ভেবর্ (Prof. A. Weber) এই [illegible]

সমর্থন করেন। সমবেত সুধীমণ্ডলীর সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। বূল্যর্, ভেবর ও গ্রীয়ারসন্ ব্যতীত এই প্রস্তাব গ্রহণে যাঁহারা আনুকূল্য করেন তাঁহাদের মধ্যে ডঃ কাস্ট, বেণ্ডেল (C. Bendall, 1856-1906), কাউয়েল (E. B. Cowell, 1826-1903) হ্বর্নলে, রস্ট্ (R. Rost, 1822-1896), সেনার (E. C. M. Senart, 1847-1928), ম্যাক্স্ মূল্যর্ ও মনিয়ার উইলিয়মস্ প্রভৃতিব নাম উল্লেখযোগ্য। উপরোক্তদের মধ্যে যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিতে পাবেন নাই তাঁহারা পত্র-যোগে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা মহাসম্মেলনের অনুরোধে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকাব ভারতের ভাষাসমূহ সমীক্ষার কাজ সরকারী ভাবে সম্পন্ন করিতে মনস্থ করেন। এই প্রস্তাবটি কি উপায়ে কার্যে পরিণত করা যায় এবিষয়ে দীর্ঘ চারি বৎসর কাল ধরিয়া ভারত গভর্নমেণ্টের সহিত গ্রীয়ারসনের পরামর্শ চলিতে থাকে। কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের সহিত গ্রীয়ারসনের মতৈক্য স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্নমেণ্ট গ্রীয়ারসনের উপর এই কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন; তাঁহার নূতন পদবী হয় "সুপারিন্টেন্ডেণ্ট, লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া (Supdt, Linguistic Survey of India)"। বিপুল উদ্যম লইয়া গ্রীয়ারসন্ তাঁহার উপর ন্যস্ত এই কাজের জন্য উপাদান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। উপাদান সংগ্রহের কাজে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু সরকারী ও বেসরকারী সংবাদদাতা নিযুক্ত করা হয়। কর্মিদের নিকট বাইবেলেব একটি সবল কাহিনী, কতকগুলি শব্দ ও বাক্যাংশ (phrases) পাঠান হয়। তাহাদেব উপর নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় প্রচলিত প্রতিটি ভাষা ও উপভাষাভাষী যত অধিক সংখ্যক সম্ভব ব্যক্তির নিকট গিয়া নির্দিষ্ট সরল আখ্যান এবং শব্দ ও বাক্যাংশগুলির মর্মার্থ বুঝাইয়া বলিবেন। যে ব্যক্তির নিকট যাইবেন সেই ব্যক্তি নিজের মুখের ভাষা অথবা উপভাষায় উহা বিবৃত করিলে সেই বিবৃতি ঐ ভাষা বা উপভাষায় যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত ঐ ব্যক্তিটির নিকট হইতে তাহার নিজের ভাষায় কথিত যে কোন একটি কাহিনী বা ঘটনাও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। এইভাবে একটি বিশেষ ব্যক্তির নিকট তিনটি উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। ভারতে পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি গ্রামের মধ্যে কথ্য-ভাষায় প্রভেদ আছে, একই গ্রামের দুইটি পল্লীর লোকের মধ্যেও কথ্যভাষায় ভেদ লক্ষিত হয়, আবার একই গ্রামের মধ্যে বর্ণ ও সামাজিক অবস্থানুযায়ী কথ্য-

ভাষায় বিভিন্নতা ধরা যায়, এমন কি একই গৃহে বাসকারী পুরুষেরা এমন কতকগুলি কথ্যভাষার শব্দ ব্যবহার করে যাহা বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করে না আবার এই স্ত্রীলোকেরাই এমন দু-একটি শব্দ ব্যবহার করে যাহা বাড়ীর পুরুষেরা ব্যবহার করে না। এই সব কারণে একই স্থানের বিভিন্ন বর্ণ (caste) ও সামাজিক অবস্থার স্ত্রী ও পুরুষদের নিকট যত অধিক সংখ্যক সংখ্যায় সম্ভব পূর্বোল্লিখিত-মত তিনটি উপাদান সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়। সমীক্ষাভুক্ত প্রতিটি অঞ্চলে একই কার্য প্রণালী অবলম্বিত হয়। এই সব তথ্যাবলী ১৯০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গ্রীয়ারসনের নিকট প্রত্যহ পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। গ্রীয়ারসন্ অতঃপর এই বিবরণগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লিপি, ভূগোল, ইতিহাস, বিগত জনগণনা রিপোর্ট, ইতিপূর্বে এই সম্বন্ধে কোন গবেষণা হইয়া থাকিলে সেই তথ্য, বিবরণে সংগৃহীত শব্দাবলীর ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্যাবলীর গঠন-পদ্ধতি, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া নিজের সিদ্ধান্ত সহ রিপোর্ট রচনা আরম্ভ করেন।

ভারত গভর্নমেণ্ট অথবা গ্রীয়ারসন্ কেহই আশা করেন নাই যে, ভারতের ন্যায় একটি উপ-মহাদেশের সকল ভাষা ও উপভাষা সমীক্ষার কাজ দুই চারি বৎসরেই সমাপ্ত হইবে। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী এদিকে গ্রীয়ারসনের অবসব গ্রহণ আসন্ন হইয়া আসিলে ইহা স্থিব হয় যে অবসর গ্রহণের পরও গ্রীয়ারসন্ এই রিপোর্ট রচনার কাজ করিয়া যাইবেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গ্রীয়ারসন্ ইংল্যাণ্ড প্রত্যাবর্তন করেন ও তথায় সারে অঞ্চলের ক্যাম্বারলে (Camberlay, Surrey) নামক স্থানে গৃহনির্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইয়া গ্রীয়ারসন্ প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় ভাষাচর্চারূপ নূতন কর্মজীবনে প্রবেশ করিলেন। লিঙ্গুয়িষ্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার সুপারিনটেনডেণ্ট রূপে সংগৃহীত উপাদানগুলিব উপর ভিত্তি করিয়া রিপোর্ট রচনাই তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই রিপোর্টের ২০টি সুবৃহৎ সংখ্যা মোট ৮,০০০ পৃষ্ঠা সহ প্রকাশিত হয় (৭)। এই রিপোর্টের প্রথম কয়েকটি খণ্ড রচনায় নরওয়ে দেশীয় ভারতবিদ্যাবিদ্ ডঃ স্টেন্ কোনো (Dr. Sten Konow) সাহায্য করেন, রিপোর্টের বাকী প্রায় ভাগ গ্রীয়ারসন্ একক ভাবেই রচনা করেন। 'রিপোর্টগুলি প্রণিধান করিয়া দেখা

যাইবে যে এই রিপোর্টগুলিতে দুইটি অশ্রেণীভুক্ত (unclassified) ভাষাসহ ভারতের এই চারিটি মূল পৃথক ভাষা গোষ্ঠীর আলোচনা আছে—(১) অস্ট্রো এশিয়াটিক ভাষা-গোষ্ঠী (Austro-Asiatic Language Group) (২) সিনো-টিবেটান ভাষা গোষ্ঠী (Sino-Tibetan) (৩) আর্যভাষা গোষ্ঠী (Indo-Aryan) ও (৪) দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠী (Dravidian)। এই মূলভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ১৭৯টি শাখা-ভাষা গ্রীয়ারসন্ শ্রেণীবদ্ধ করেন, এগুলির প্রত্যেকটিই অবশ্য পৃথক লক্ষণাক্রান্ত ভাষা। এই ১৭৯টি ভাষাসহ এইসব ভাষার অন্তর্ভুক্ত ৫৪৪টি উপভাষাও (dialects) গ্রীয়ারসন্ পৃথক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই সব ভাষাগুলির প্রত্যেকটির ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য (Phonetics), ব্যাকরণ, লিপি (Script) প্রভৃতির আলোচনায় গ্রীয়ারসনের পাণ্ডিত্যের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

ভারতের ন্যায় এক বিরাট উপমহাদেশের প্রায় প্রতিটি ভাষার উপর লিখিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়টির প্রতিও সতর্ক মনোযোগ-যুক্ত এই গ্রন্থের প্রতিটি খণ্ড এই ভাষাগুলি সম্বন্ধে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য-বিষয়ের আকর বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে গ্রীয়ারসন্ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ধ্বনি-বিজ্ঞান, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বিচারসম্মত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষকে সুষ্ঠুভাবে জানিতে হইলে গ্রীয়ারসন্ রচিত এই রিপোর্টগুলি বর্তমানে অপরিহার্য।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে এই সমীক্ষার শেষ রিপোর্ট প্রকাশ ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই সময় গ্রীয়ারসন্ সপ্তসপ্ততিবর্ষ বয়স্ক হইয়াছিলেন। ভারত ব্যতীত জগতের কোনও বহুভাষী দেশে এইরূপ কাজ আর হয় নাই। এই ঘটনাকে স্মরণীয় রাখিবার জন্য এই বৎসরই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট গ্রীয়ারসন্‌কে অতি উচ্চ সম্মানসূচক 'Order of Merit' উপাধি দান করেন। ইতিপূর্বেই তিনি সি. আই. ই. (১৮৯৪) ও কে. সি. এস. আই. (১৯১২) উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

লিঙ্গুয়িষ্টিক্ সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতের ভাষাতত্ত্ব সমিতি (Linguistic Society of India) ভারত ও ভারতের বাহিরের পণ্ডিতগণ কর্তৃক ভারতবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত একটি স্মারক-গ্রন্থ গ্রীয়ারসন্‌কে উৎসর্গ করেন (মে, ১৯৩১)। এই সঙ্গে সংস্কৃত, পালি, মৈথিলী, বাঙলা, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, সাঁওতালী, তেলেগু, ওড়িয়া, তামিল,

মালয়ালম, হিন্দী, উর্দ্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গ্রীয়ারসনের প্রশস্তি বাচক কবিতা ও অভিনন্দন বাণীও প্রেরিত হয়। সংস্কৃত ও পালিভাষার অভিনন্দন-পত্র দুইটি রচনা করেন যথাক্রমে পণ্ডিত কালীপদ তর্কাচার্য (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ) ও পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী (শান্তিনিকেতন)। এই উপলক্ষ্যে বাঙ্গলা ভাষায় রবীন্দ্রযুগের অন্যতম অগ্রগণ্য কবি মোহিতলাল মজুমদার নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি রচনা করেন। পরে এই স্মারক প্রবন্ধাবলী লিঙ্গুয়িষ্টিক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার মুখপত্রের দ্বিতীয় ও পঞ্চমখণ্ড রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৯৩২)।

শ্রীযুক্ত স্যর জ্যরজ্ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন্ মহোদয়ের উদ্দেশ্যে :—

ভারত ভাষা বাচস্পতি

সাতসমুদ্দুর তেরোনদী পার হয়ে সেই শ্বেতদ্বীপেই শেষে
তোমার হৃদয়-পদ্মখানি খুঁজে নিলে ভারত-সরস্বতী।—
হিম সায়রের মরাল-গলে পরিয়ে আগে মালায় গাঁথা মোতি,
ধব্‌ধবে তার পালক দিয়ে মরচে বীণার মুছিয়ে নিলে হেসে।
সূর্য যখন এই আকাশে অস্ত গিয়ে উঠ্‌ল তোমার দেশে,
সন্ধে বেলার সাবিত্রী কি সঙ্গে ছিল? আর্যকুলের সতী
চিনলে তোমায়, তুমিই বুঝি আর জনমে ছিলে বাচস্পতি?
এবার এলে ভাষা-সরিৎ-শতবেণীর শঙ্খধারীর বেশে।

আজকে তোমায় স্মরণ করি, বরণ করি—প্রণাম করি মোরা
নূতন ঋষি দ্বৈপায়নে, ভাষা-মহাভারত রচয়িতা!
সত্যবতী-সুত যে তুমি, তোমার তপে বাণী শুচিস্মিতা
অষ্টাদশ পর্ব ঘিরে পরিয়ে দিলে একই পুঁথির ডোরা!
এমনি প্রেমেই ধন্য হবে তোমার জাতির শাসন ভারতজোড়া,
তোমার আসন বুকের মাঝে—তুমি মোদের চিরদিনের মিতা।

—মোহিতলাল মজুমদার

১৮৯৪-৯৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে বাসকালে গ্রীয়ারসন্ ছুটি লইয়া কাশ্মীর ভ্রমণ করিতে যান। এই সময় আর্য ভাষা-গোষ্ঠীর সহিত সাদৃশ্য এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যযুক্ত কাশ্মীরীভাষা তাঁহার কৌতূহল ও মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং

তিনি উৎসাহ সহকারে কাশ্মীরী ভাষার চর্চা করিতে থাকেন। এই চর্চার ফলে তিনি কাশ্মীরীভাষা সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ, একটি ব্যাকরণ ও একটি অভিধান প্রকাশ করেন (৮, ৯)। গ্রীয়ারসন্ কাশ্মীরী ভাষাসম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করেন যে আদিতে আর্যাভাষা-গোষ্ঠীভূক্ত কাশ্মীরী ও ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ডার্ডিক (Dardic) শ্রেণীভূক্ত অন্য ভাষাগুলি আর্য ও ইরাণীয় এই দুই ভাষার মধ্যবর্তী স্তর। গ্রীয়ারসন্ রচিত সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত কাশ্মীরী অভিধানের প্রথম খণ্ড ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ারসনের ৮২ বৎসর বয়সে এই পুস্তকের শেষ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল (১০)। এই অভিধান সমাপ্তির স্মারক হিসাবে একজন ইটালীয় ভাস্কর নির্মিত গ্রীয়ারসনের একটি আবক্ষ-মূর্তি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে স্থাপিত হয়।

কাশ্মীরী ও (গ্রীয়ারসন্ কর্তৃক) 'ডার্ডিক' নামে অভিহিত ভাষাগুলির সহিত ইউরোপের জিপ্‌সীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত Romany ভাষার বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া ইউরোপের এই ভ্রাম্যমান জনগোষ্ঠীর সহিত অতীত ভারতের সম্পর্ক সম্বন্ধে ইউরোপের ও ভারতের পত্রিকাদিতে গ্রীয়ারসন্ অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ারসন্ ইউরোপের Gipsy Lore Society-র অধিনায়ক (প্রেসিডেন্ট) পদে বৃত হন।

ভারত-ভাষাতত্ত্বজ্ঞরূপেই গ্রীরারসন্ জীবনে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন কিন্তু তাঁহাকে শুধু ভাষাতত্ত্বাভিজ্ঞ বলিয়া চিহ্নিত করিলে তাঁহার মহত্ত্বকে খর্ব করা হয়। ভারতবিদ্যার নানা বিভাগেই গ্রীয়ারসন্ নিজ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া যান। এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা Journal of Asiatic Society (কলিকাতা ও লণ্ডন), ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী (Indian Antiquary) ও ইউরোপের বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠানগুলির পত্রিকায় তিনি সংস্কৃত-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি প্রবন্ধ পুস্তকাকারে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল (১১)। অশোক লিপি, বিক্রম সংবৎ, ভোজ (রাজ), রাজগৃহের বুদ্ধমূর্তি, বুদ্ধগয়ার লিপিমালা, মিথিলার মধ্যযুগীয় রাজগণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিষয়ে তাঁহার লিখিত সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ঐতিহাসিকদের সশ্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। লোকগীতি সংগ্রহেও গ্রীয়ারসন্ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন ; বহু বিহারী, ভোজপুরী ও পাঞ্জাবী লোকগীতি সংগ্রহ করিয়া তিনি এইগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত করেন। এইভাবে এইগুলি বিলুপ্তির কবল হইতে রক্ষা পায় (১২)। ১৮৮৬

খৃষ্টাব্দে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিদ্যা মহাসম্মেলনে গ্রীয়ারসন্ 'মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্য' সম্বন্ধে বিশেষতঃ তুলসীদাসের ভাষা সম্বন্ধে একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ পাঠ করেন (১৩)। ইহার পর কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকার বিশেষ সংখ্যারূপে ভারতের আধুনিক ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার একটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হয় (১৪)। এই সুদীর্ঘ নিবন্ধে বর্তমানে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীরূপে বিবৃত উত্তর ভারতের সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাগুলির (ভোজপুরী, মৈথিলী, অব্‌ধী, ব্রজভাষা প্রভৃতির) গতিপ্রকৃতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রীয়ারসন্ মধ্যযুগে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত কয়েকখানি পুস্তকও সম্পাদন করেন। টীকা, টিপ্পনি ও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুবাদ সহ সম্পাদিত এই পুস্তকগুলি সাধারণ পাঠক ও গবেষক উভয়ের পক্ষেই সমান উপাদেয় (১৫)। Leipzig হইতে প্রকাশিত প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যা সংক্রান্ত Z. D. M. G. (সংক্ষেপে) পত্রিকায় গ্রীয়ারসন্ আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভারতের ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এই রচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য (১৬)। ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত Imperial Gazetteer পুস্তকের ভারতের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় দুইটি দীর্ঘ অধ্যায় গ্রীয়ারসন্ কর্তৃক রচিত হয় (১৭)। এই দুইটি অধ্যায় কিছুকাল পরে অক্সফোর্ড হইতে পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১৮)। এডিনবরা হইতে প্রকাশিত নীতি ও ধর্মসম্বন্ধীয় বিশ্বকোষ (Encyclopædia of Religion and Ethics, Edinburgh, 1908-1926) ও সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিট্যানিকার (Encyclopædia Britanica) ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অনেকগুলি নিবন্ধ গ্রীয়ারসন্ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে গ্রীয়ারসনের ৮৫তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত—School of Oriental Studies—"ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড ইরানিয়ান স্টাডিজ,' (Indian and Iranian Studies) নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী প্রাচ্য বিদ্যাসম্বন্ধে এই গ্রন্থে রচনা দান করিয়া গ্রীয়ারসনের প্রতি নিজেদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন (বুলেটিন অফ দি লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েণ্টেল স্টাডিজ, ৮ম খণ্ড, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৯৩৬)। এই পুস্তকে গ্রীয়ারসন্ রচিত প্রবন্ধ ও পুস্তকাদির যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাহা বৃহদাকারের ২২টি পৃষ্ঠা অধিকার

করিয়াছিল। তালিকাটি মুদ্রিত হওয়ায় পর গ্রীয়ারসন্ এইটি দেখিয়া মন্তব্য করেন যে তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে, ইহা সঙ্কলিত হইবার পর তাঁহার আরও রচনা প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতেই গ্রীয়ারসনের রচনার সংখ্যা-বিপুলতা অনুমিত হইতে পারে।

বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি হিসাবে গ্রীয়ারসন্ ডাবলিন, অক্সফোর্ড, পাটনা ও Halle (জার্মানী) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানসূচক 'ডক্টরেট্' লাভ করেন। পৃথিবীর বহু বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ প্রাচ্যবিদ্যাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রীয়ারসন্‌কে সম্মানিত সদস্য তালিকাভুক্ত করিয়া নিজেদিগকেই গৌরবান্বিত মনে করিতেন। ভারতে আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত গ্রীয়ারসনের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির পত্রিকাতেই তাঁহার অধিকাংশ রচনা পত্রস্থ হইয়াছিল। কিছুকাল তিনি এই সোসাইটির অন্যতম সম্পাদকও ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সোসাইটির সম্মানিত ফেলো (Honorary Fellow) বলিয়া পরিগণিত হন।

ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ইংল্যাণ্ড বাসকালে গ্রীয়ারসন্ ভারতের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করেন নাই—ভারতের বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান ও গবেষকেরা তাঁহার উপদেশ ও সহায়তা আবশ্যক হইলেই পাইতেন। অস্মদ্দেশীয় ভাষাচার্য ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রীয়ারসনের সবিশেষ স্নেহ ও প্রীতিভাজন ছিলেন। ভারতীয় ছাত্রেরা ইংল্যাণ্ডে গ্রীয়ারসনের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইতেন ও এই সব ছাত্রদের সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন।

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ও জগতের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যমণি হইয়াও গ্রীয়ারসন্ অতি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি এমনই ব্যক্তিত্বশালী ছিলেন যে কোন অপরিচিত ব্যক্তিও তাঁহার সম্মুখে আসিলে তাঁহার অতিশয় অনুগত হইয়া পড়িত। সত্তরবর্ষকাল অনলসভাবে ভারতবিদ্যাচর্চার পর ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ একনবতিবর্ষ বয়সে গ্রীয়ারসন্ তাঁহার ক্যাম্বারলেস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করেন। গ্রীয়ারসনের স্মৃতি ভারতবাসির হৃদয়ে ভাস্বর হইয়া থাকিবে।

---

(১) Notes on the Rangpur Dialect, J. R. A. S, Vol. 1, no. 3, 1887.

(২) The Song of Manikchandra, J. R. A, S. Vol. 2, no. 3.

(৩) An introduction to the Maithili language with a Grammar, chrestomathy and vocabulary, in 2 Vols., Calcutta, 1881-82.

(৪) A hand book of Kayathi character, Calcutta 1881, Reprinted in 1899.

(৫) Seven Grammars of the dialects and sub-dialects of the Bihari language in 8 parts, Calcutta, 1883-87.

(৬) Bihar Peasant Life, Calcutta, 1885, Second Edition, Patna, 1926.

(৭) Reports on the Linguistic Survey of India (1904-'28): Vol. I. (pt. I) Introduction, (pt. II) Comparative Vocabulary of Indian Languages, (pt. III) Comparative Dictionary of Indo-Aryan Languages.

Vol. II. Mon-khemer and Tai families.

Vol III. (i) Tibeto—Burman Languages of Tibet and Northern Assam, (ii) Bodo, Naga and Kachin groups of Tibeto Burman Languages (iii) Kukichin and Burma groups of the Tibeto-Burman Languages.
Vol. IV. Munda and Dravidian Languages.
Vol. V. Indo Aayan Languages, Eastern Group: (i) Bengali and Assamese (ii) Bihari and Oriya.
Vol. VI. Indo-Aryan Languages, Mediate Group (Eastern Hindi).
Vol. VII. Indo-Aryan Languages, Southern Group (Marathi).
Vol. VIII. Indo-Aryan Languages, North Western Group: (i) Sindhi and Lahnda (ii) Dardic or Pisacha Languages including Kashmiri.
Vol. IX. Indo-Aryan Languages, Central Group: (i) Western Hindi and Punjabi (ii) Rajasthani and Gujrati (iii) Bhil Languages, Khandeshi etc, (iv) Pahari Languages.

Vol. X. Iranian Form, Pustu, Ormuri, Balochi, Ghalcha Languages.

Vol. XI. Gipsy Languages.

(৮) Essays on Kashmiri Grammar, 1895, Reprinted in 1899. The Pisacha Language of North Western India, London, 1906.

(৯) A Manual of Kashmiri Language, Comprising Grammar etc. in 2 vols. 1911.

(১০) A Dictionary of Kashmiri Language, Calcutta, 1916-32.

(১১) Curiosities of Indian Literature, Bankipur, 1895.

(১২) (a) Folk-lore from Eastern Gorakhpur, J.A.S.B., 1883 (b) Some Bihari Folk Songs, J R.A.S., 1884 (c) Alha's Marriage. Bhojpuri Epic—I.A., 1885 (d) Two Punjabi Love Songs. I.A. 1906 etc.

(১৩) The Mediæval Vernacular Literature of Hindusthan with special reference to Tulsidas.

(১৪) The Modern Vernacular Literature of Hindusthan J.A.S.B., 1889.

(১৫) (a) The Padmawati of Malik Md. Jaisi Ed. & Translated in coll. Sudhakar Dwivedi, Vol. I with Text, Commentaty and notes (1806).

(b) Twenty-one Vaisnava Hymns—Edited and Translated, J.A.S.B., 1884.

(c) The Satsaiya of Bihary—Ed. with introduction and notes, Calcutta, 1896.

(d) The Bhasa-Bhusan of Jaswant Singh, Ed. & Translated, J.A. 1894.

(e) Purusha Pariksha By Vidyapati., Eng. Trans. London, 1935.

(১৬) On the Phonology of Modern Indo-Aryan Vernaculars, Z.D.M.G., 1895.

(১৭) Imperial Gazetteer of India, New Edition, 1907-9. [Vol. I, Chap. VII, Vol. II, Chap. X.].

(১৮) The ethnology, languages, literature and religions of India, Oxford, 1912.

আর্থার এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেল্

(Arthur Anthony Macdonnel, 1854-1930)

আর্থার এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেল্ বিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মজঃফরপুর শহরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে জন্মগ্রহণ করেন। ম্যাক্‌ডোনেলের পিতা ও মাতা উভয়েই ছিলেন স্কচ্ দেশীয়। ম্যাক্‌ডোনেলের পিতা চার্লস আলেকজাণ্ডার ম্যাক্‌ডোনেল্ (Charles Alexander Macdonnel) ভারতীয় সেনা-বিভাগের একজন সৈনিকরূপে ভারতে আগমন করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইনি কর্নেলের পদ লাভ করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মুসৌরিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ম্যাক্‌ডোনেলের জন্মকালে তাঁহার পিতার কর্মস্থল ছিল মজঃফরপুর। ম্যাক্‌-ডোনেলের মাতৃকুলেরও অনেকে ভারতে বাস করিয়া ভারতেই শেষ-শয্যায় সমাহিত হইয়াছিলেন। ম্যাক্‌ডোনেলের শৈশবাবস্থা অতিক্রান্ত হইলে মাতার সহিত তাঁহাকে ইউরোপ প্রেরণ করা হয়। পিতা ভারতেই রহিয়া যান। ইউরোপ প্রত্যাবর্তনান্তে ম্যাক্‌ডোনেল জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত ড্রেসদেন (Dresden) নগরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য প্রবিষ্ট হন। অতঃপর গোটিঙ্গেনে (Gottingen) পাঁচ বৎসর অধ্যয়নের পর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখান হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গোটিঙ্গেনে অধ্যয়ন কালে প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ পণ্ডিত থিওডোর বেনফির (Theodor Benfy 1809-1881) নিকট ম্যাক্‌ডোনেল্ সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। বেনফির প্রেরণাতেই তাঁহায় মনে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষার স্পৃহা জন্মে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্ অক্সফোর্ডে আসিয়া তথায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। এখানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সার মনিয়ার উইলিয়ামস্ (Sir Monier Williams, 1819-1889)-এর নিকট সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে বি. এ. ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি তথাকার জার্মান ভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে তিনি ম্যাক্স্‌মুল্লারের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্মানীতে আসেন এবং লাইপ্‌ট্‌জিগ্ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিবন্ধ রচনা দ্বারা 'পি-এইচ. ডি.' উপাধি লাভ করেন। বৈদিক সংহিতাগুলি রচিত হইবার পরবর্তী সময়ে

বৈদিক মন্ত্রগুলির অতি সংক্ষিপ্ত তালিকা ও পরিচায়িকা সমন্বিত কতকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল এইগুলি "অনুক্রমণী" নামে পরিচিত। কাত্যায়ন নামে কোন ব্যক্তির রচিত ঋগ্বেদ সূচী সমন্বিত "সর্বানুক্রমণী" নামে প্রাচীন বৈদিক-গ্রন্থ টীকা সহ সম্পাদন করিয়া ম্যাক্‌ডোনেল্‌ এই 'পি-এইচ. ডি.' উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১)। "সর্বানুক্রমণী" নামীয় এই পুস্তকে ঋগ্বেদের প্রতিটি মন্ত্রের আদ্যাক্ষর, মন্ত্রের সংখ্যা, ছন্দের নাম, রচয়িতা ঋষির নাম, উদ্দিষ্ট দেবতার নাম প্রভৃতি সূত্রাকারে লিখিত আছে। মনে হয় সংহিতার মন্ত্রগুলি সহজে কণ্ঠস্থ রাখিবার সহায়ক হিসাবেই এই অনুক্রমণী জাতীয় রচনার উদ্ভব হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অনুক্রমণী রচয়িতৃগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে পরবর্তী কালে কতকগুলি 'অর্বাচীন' মন্ত্র সংহিতাগুলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে এবং আসল নকলের পার্থক্য না বুঝিতে পারার জন্য ভবিষ্যতে সংহিতা পাঠকেরা বিভ্রান্ত হইবেন। অনুক্রমণীর সূচী মিলাইয়া কোন মন্ত্রটি জাল বা প্রক্ষিপ্ত ইহা ধরিয়া ফেলা সহজ হইয়াছে। অনুক্রমণী উদ্ভাবক গণের দূরদৃষ্টি ও চাতুর্যের ফলে সংহিতাগুলির মধ্যে 'ভেজাল' বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অবস্থিতি অসম্ভব হইয়াছে।

এই সময় জার্মানীতে অবস্থান কালে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ টুবিঙ্গেন (Tubingen) নগরে বেদবিদ্‌ রোটের (Rudolf Roth, 1821-1881) নিকট কিছুকাল বেদ-অধ্যয়ন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন।

অক্সফোর্ডের স্নাতকত্ব লাভ করিবার পূর্বেই ম্যাক্‌ডোনেল্‌ সংস্কৃতবিৎ হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। এই সময়েও জাপানী পণ্ডিত বুনিও নানজিওকে (Buniyu Nanjio, 1849-1921) তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ বেলিওল কলেজে (Balliol College) আই.সি.এস. পরীক্ষার্থিদের সংস্কৃত-শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের সহকারী-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতের প্রধান-অধ্যাপক (Boden Professor of Sanskrit) সার মনিয়ার উইলিয়ামস্‌-এর মৃত্যু হইলে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ এই পদ লাভ করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ সপ্তবিংশতিবর্ষকাল ম্যাক্‌ডোনেল্‌ এই পদে আসীন ছিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ রচিত একটি সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রকাশিত হয় (২)। এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ইহাতে বৈদিক-শব্দগুলিও

বিশদ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বেন্‌ফি, রোট্‌ ও ম্যাক্স্‌ মুল্যর্‌—ইউরোপের এই তিন প্রধান বেদবিৎ পণ্ডিতের শিষ্যত্বলাভের সুযোগ পাইয়া ম্যাক্‌ডোনেল্‌ অতি নিষ্ঠার সহিত বৈদিক-সাহিত্য চর্চা করেন। ম্যাক্স্‌ মুল্যরের পর বেদ-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে ম্যাক্‌ডোনেলের সমকক্ষ আর কেহই ছিলেন না। ইংল্যাণ্ডে বিশেষতঃ অক্সফোর্ডে ম্যাক্স্‌ মুল্যরের পর ম্যাক্‌ডোনেলই বেদ-চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌কৃত "ভেডিক্‌ মাইথোলজি" জার্মানীর স্ট্রাসবুর্গ হইতে প্রকাশিত হয় (৩)। বেদে উল্লিখিত প্রত্যেকটি দেবতা কিভাবে বেদমন্ত্র রচয়িতাদের কল্পনায় উদ্ভূত ও কালক্রমে পরিণত-রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার ধারাবাহিক বিচার ও বিশ্লেষণ এই পুস্তকটিতে প্রদত্ত হইয়াছিল। বৈদিক-ঋষিগণের কল্পনায় উদ্ভাসিত এই সব দেব-দেবীগণের আলোচনা সমন্বিত এই পুস্তকটি ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস জিজ্ঞাসুর পক্ষে অতি মূল্যবান।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ রচিত "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (৪)। এই পুস্তকটির একটি বৃহৎ অংশ বৈদিক-সাহিত্যের আলোচনায় ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ আর একটি প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থ সম্পাদন করেন, এই বইখানির নাম 'বৃহদ্দেবতা'। অনুক্রমণীগুলি হইতে বিস্তৃততর এই গ্রন্থের ১২০০ শত শ্লোকে, আটটি অধ্যায়ে ঋগ্বেদের অষ্টক-গুলির ক্রমানুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রের উদ্দিষ্ট দেবতার সূচী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঋগ্বেদের দেবগণের নির্ঘণ্ট ব্যতীত এই পুস্তকে বহু পুরাণ-কথা (Myths and Legends) উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে যাস্কের উল্লেখ থাকায় মনে হয় যাস্কের নিরুক্ত রচনার পরেই এই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল। ম্যাক্‌ডোনেল্‌ অনুমান করেন যে শৌনক নামধেয় ব্যক্তির রচিত 'বৃহদ্দেবতা' নামীয় বৈদিক সূচীপুস্তক খৃষ্টপূর্ব পাঁচশত শতাব্দীর কাছাকাছি কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। বৈদিক গবেষণার পক্ষে অপরিহার্য এই পুস্তকটি দুইখণ্ডে "Harvard Oriental Series" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম খণ্ডে মূল সংস্কৃত ও দ্বিতীয়খণ্ডে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ কৃত ইংরাজী অনুবাদ ও টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল (৫)। ইহার পর ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেলের "বৈদিক-ব্যাকরণ" (ভেডিক্‌ গ্রামার) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় (৬)। বৈদিক-সাহিত্য হইতে সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ বৈদিক ব্যাকরণ রচনায় ইতিপূর্বে আর কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। পূর্বাচার্যেরা সংস্কৃত

ব্যাকরণের একটি পর্যায় রূপে বৈদিক-ব্যাকরণের আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৮৫০ হইতে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ—এই ষষ্টি বর্ষকাল যাবৎ বৈদিক ব্যাকরণ সম্বন্ধে গবেষণা-প্রসূত যাবতীয় তথ্যের ভিত্তিতে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ এই বৈদিক-ব্যাকরণটি রচনা করেন। এই ব্যাকরণ রচনায় ম্যাক্‌ডোনেলের অসাধারণ ধৈর্য, অধ্যবসায় ও শ্রমশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার্থিদের সুবিধার জন্য এই পুস্তকের একটি সহজ পাঠ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয় (৭)। ছাত্রদের সুবিধার জন্য ম্যাক্‌ডোনেল্‌ ঋগ্বেদের ৩০টি সূক্ত, ইহাদের ইংরাজী অনুবাদ, শব্দার্থ ব্যাখ্যা, ও টীকা পুস্তকাকারে সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন (৮)। বৈদিক-সাহিত্য ও ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন শিক্ষকের অপ্রাচুর্য হেতু বেদপাঠার্থী ছাত্রদের অসুবিধার কথা স্মরণ করিয়া ছাত্র-পাঠ্য বৈদিক ব্যাকরণ ও পাঠিকা (রীডার) রচনার কাজে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ নিজের অমূল্য সময় ব্যয়িত করিয়াছিলেন। উচ্চ কোটির পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ উচ্চাঙ্গের গবেষণাতেই নিজেদের শ্রম ও সময় নিয়োগ করিয়া থাকেন, শিক্ষার্থিদের জন্য পুস্তক রচনা করা তাঁহারা পণ্ডশ্রম বলিয়া মনে করেন। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে অস্মদেশীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যার সাগর হইয়াও ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনাতেই তাঁহার জীবনের অধিক সময় ব্যয়িত করিয়াছিলেন—এই সময়টুকু উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনায় বা গবেষণায় নিয়োগ করিলে পণ্ডিত হিসাবে তিনি আরও কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারিতেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে নিজের ভূতপূর্ব ছাত্র ও Edinburgh বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক আর্থার ব্যারিডেল কীথের (A. B. Keith, 1879-1944) সহযোগিতায় ম্যাক্‌ডোনেল্‌ "ভেডিক্‌ ইনডেক্স অভ্‌ নেমস্‌ য়্যাণ্ড্‌ সাবজেক্টস্‌" নামে একটি পুস্তক দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন। বৈদিক সাহিত্যের ঐতিহাসিক তথ্যাবলীর বিচার এই পুস্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য (৯)।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছুটি লইয়া ম্যাক্‌ডোনেল্‌ ভারতে আসেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধীয় স্থাপত্য ও অন্যান্য প্রত্ন-দ্রব্য সমূহ পর্যবেক্ষণ করাই ছিল তাঁহার ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্য। ভারত পর্যটনান্তে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ লণ্ডন, অক্সফোর্ড, এবার্ডিন প্রভৃতি স্থানে ভারতের সভ্যতা সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাক্‌ডোনেলকে তুলনামূলক ধর্ম সম্বন্ধে "ষ্টিফেনস্‌ নির্মলেন্দু ঘোষ স্মারক" বক্তৃতা দিতে আহ্বান জানান। অতঃপর ম্যাক্‌ডোনেল্‌

১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে আর একবার ভারতে আসিয়া এই বক্তৃতামালার বিষয় হিসাবে ৮টি ভাষণ দান করেন। ম্যাক্‌ডোনেলের বক্তৃতার উপজীব্য বিষয় ছিল আদিযুগের ধর্ম (Primitive Religion), চীন ও পারসীক ধর্ম, ভারতের সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, গ্রীক্‌দেশের ধর্ম, ইহুদীধর্ম (Judaism), ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্ম। বক্তৃতাগুলি আরম্ভ করিবার পূর্বে ম্যাক্‌ডোনেল্ শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে তিনি ভারতের মৃত্তিকাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও তাঁহার শৈশবের স্মৃতিতে গঙ্গা-শোন-গণ্ডক বিধৌত অঞ্চল উজ্জ্বল হইয়া আছে। তিনি আরও বলেন যে তাঁহার পিতা ও কয়েকজন মাতুল এই দেশেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়াছেন। ম্যাক্‌ডোনেলের এই বক্তৃতামালা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১০)। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাক্‌ডোনেলকে ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করিয়া সম্মানসূচক ডি. সি. এল্. (Doctor of Civil Law) উপাধি দান করেন। ইতিপূর্বে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁহাকে "ফেলো" মনোনীত করিয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যার ক্ষেত্রে মূল্যবান গবেষণার জন্য রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখা ম্যাক্‌ডোনেলকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে "ক্যাম্বেল স্মৃতি পদক" দ্বারা ভূষিত করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে "ভেডিক্ হিমস" নামে ম্যাক্‌ডোনেলের একটি পুস্তক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয় (১১)। ইহার পর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্ রচিত "ভারতের অতীত" (ইণ্ডিয়াস্ পাস্ট) নামীয় পুস্তক অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হয় (১২)। এই পুস্তকে প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, ভাষা ও ইতিহাস বিষয়ে এ যাবৎ জ্ঞাত তথ্যাবলী সংক্ষিপ্তাকারে সঙ্কলিত হইয়াছিল। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডোনেলের এই পুস্তকটি ভারততত্ত্ব জিজ্ঞাসুদের নিকট একটি অপরিহার্য রচনা।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Indian Institute' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ম্যাক্‌ডোনেল্ ইহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই ইনষ্টিটিউটের নিজস্ব গৃহের নির্মাণ-কার্য শেষ হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে 'বোডেন অধ্যাপক' পদাধিকার বলে ম্যাক্‌ডোনেল্ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অধ্যক্ষ (Keeper) হন। এই ইনষ্টিটিউটে ম্যাক্‌ডোনেল্ প্রায়ই ভারত-বিদ্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। তাঁহার যত্নে ইনষ্টিটিউটের পাঠাগারের

প্রভূত উন্নতি হয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এই পাঠাগারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠাগার "বডলেয়ন লাইব্রেরীর" অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। প্রথমবার ভারত ভ্রমণকালে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ কাশীতে একটি হস্তলিখিত পুঁথিশালার সন্ধান পান। এখানে ৭,০০০ সংস্কৃত পুঁথি ছিল। এই সংগ্রহের অধিকারী পুঁথিগুলি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছিলেন। ম্যাক্‌ডোনেলের অনুরোধে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন (Lord Curzon, 1859-1925) নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত অর্থ-সাহায্যে এইগুলি ক্রয় করিয়া অক্সফোর্ডে প্রেরণ করেন। এইভাবে বডলেয়ন লাইব্রেরীতে ম্যাক্‌ডোনেলের জীবদ্দশায় সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যা দাঁড়ায় দশ সহস্র। বর্তমানে বডলেয়ন লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ ইউরোপের মধ্যে বৃহত্তম। অক্সফোর্ডে ম্যাক্স্‌মুল্লারের বৈদিক গবেষণার উত্তরাধিকারী ম্যাক্‌ডোনেল্‌ ম্যাক্স্‌মুল্লারের পরলোক গমনের পর তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ যে ধনভাণ্ডার স্থাপিত হয় তাহার পরিচালক নিযুক্ত হন। এই পদে আসীন থাকা কালে তিনি এই ধনভাণ্ডার হইতে ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত নানা প্রচেষ্টায় অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। জাপানী ভারততত্ত্ববিদ্‌ অধ্যাপক তাকাকুস্থর (Takakusu Junjiro, 1866-1842 ?) সংস্কৃত-চৈনিক অভিধান এই ধনভাণ্ডারের সহায়তায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। গবেষণায় ছাত্রদিগকে উৎসাহ-দান অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। ছাত্রদের সহিত তিনি সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। পরিচিতদের নিকট ম্যাক্‌ডোনেল্‌ অতিশয় সচ্চরিত্র ও সজ্জন বলিয়া বিবেচিত হইতেন। সদা প্রসন্নতা ম্যাক্‌ডোনেলের চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ ছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেল্‌ মেরী লুসী নাম্নী এক উচ্চবংশসম্ভূতা সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের দুইটি কন্যা ও এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাক্‌ডোনেলের একমাত্র পুত্র অতি তরুণ বয়সেই প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে নিহত হন। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে ম্যাক্‌ডোনেলের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় ও ধীরে ধীরে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ হইতে তিনি ইচ্ছা পূর্বক অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ঋগ্বেদের গদ্যানুবাদ কার্য আরম্ভ করেন কিন্তু অত্যধিক রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য ইহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর অক্সফোর্ডে অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেল্‌ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। অক্সফোর্ডের হোলিওয়েল সমাধি ক্ষেত্রে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

ম্যাক্‌ডোনেলের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পরে তাঁহার পত্নীও তাঁহার অনুগমন করেন। তাঁহাকেও ম্যাক্‌ডোনেলের শয্যাপার্শ্বে সমাহিত করা হইয়াছিল।

---

(১) Sarvanukramani—Ed. by A. A. Macdonnel, Oxford 1886.

(২) Sanskrit-English Dictionary—London, 1892.

(৩) Vedic Mythology—Strassburg, 1897.

(৪) History of Sanskrit Literature—London, 1900.

(৫) Brihaddevata—(2 Vols.), Harvard Oriental Series, 1905.

(৬) Vedic Grammar—Strassburg, 1910.

(৭) A Vedic Grammar for Students—London. 1916.

(৮) A Vedic Reader for Students, 1917.

(৯) Vedic Index of names and subjects in collaboration with A. B. Keith—London, 1912.

(১০) Lectures on Comparative Religion, A. A. Macdonnel —Calcutta University, 1925.

(১১) Vedic Hymns—Calcutta, 1925.

(১২) India's Past—Oxford, 1927.

সার মার্ক অরেল স্টাইন

(*Sir Mark Aurel Stein, 1862-1943*)

হাঙ্গেরীর বুডাপেষ্ট নগরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পরিবারে মার্ক অরেল স্টাইন জন্ম গ্রহণ করেন। ড্রেসডেন (জার্মানী) ও বুডাপেষ্টে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর ভিয়েনা, লাইপট্‌জিগ্‌ ও টুবিঙ্গেন (জার্মানী) বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতবিদ্যা ও বিশেষভাবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব এবং ইরাণীয় ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ইনি টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট্' লাভ করেন। টুবিঙ্গেনে স্টাইনের শিক্ষাগুরু ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ভারতবিদ্ রুডলফ্ রোট্ (Rudolf Roth, 1821-'95)। লণ্ডন, কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডে আরও দুই বৎসরকাল প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিয়া স্টাইন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। স্বদেশে তিনি বুডাপেষ্ট সামরিক বিদ্যালয় প্রদত্ত একটি বিশেষ সামরিক শিক্ষা লাভ করেন; শিক্ষানবিসীকালে স্টাইন দুরূহ ও অজ্ঞাত-পথ আবিষ্কার, জরীপ ও ম্যাপ অঙ্কনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই অভিজ্ঞতা উত্তরকালে তাঁহার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী হয়।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে স্টাইন ভারতে আসেন ও ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দ্বাদশ বর্ষ কাল লাহোর ওরিয়েণ্টেল কলেজের অধ্যক্ষ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত থাকেন। এই পদে আসীন থাকা কালে অরেল স্টাইন কহ্লন্ বিরচিত সংস্কৃত কাব্য "রাজতরঙ্গিনী" সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (বোম্বাই, ১৮৯২)। ভারতের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে বিরচিত কাশ্মীরের রাজবৃত্ত সমন্বিত এই পুস্তকটির একটি গৌরবজনক স্থান আছে। রাজতরঙ্গিণী সর্বপ্রথম সম্পাদন করিয়া প্রকাশের কীর্তি স্টাইনের প্রাপ্য। কিছুকাল পর স্টাইন এই পুস্তকখানির একটি ইংরাজী অনুবাদও টীকা টিপ্পনীসহ প্রকাশ করেন (লণ্ডন, ১৯০০)। পাঞ্জাবে চাকুরীকালে স্টাইন অবকাশকালগুলি কাশ্মীরে যাপন করিতেন, এই সময় তিনি কাশ্মীরী পণ্ডিত আনন্দ কাউলের নিকট উত্তমরূপে

সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ইংরাজীতে ভৌগোলিক টীকাসহ রাজতরঙ্গিনী অনুবাদকালে এই সংস্কৃত-জ্ঞান ও কাশ্মীরের সহিত নিবিড় পরিচয় সবিশেষ কার্যকরী হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের ভূগোল সম্বন্ধে স্টাইন একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন (Ancient Geography of Kashmir, 1899)।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে স্টাইন ইণ্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিসে (I. E. S.) যোগদান করেন। এই সময় তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন ; সংস্কৃত ছাড়া ফারসী প্রভৃতি অন্যান্য প্রাচ্য ভাষাগুলিতেও স্টাইনের সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রথম কর্মজীবনে কাশ্মীর ও ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পুনঃ পুনঃ প্রত্নদ্রব্য ও ভৌগোলিক তথ্যানুসন্ধানকালে মধ্য এশিয়ার প্রত্নসম্পদ আহরণের জন্য তাঁহার তীব্র বাসনা জন্মে। লর্ড কার্জনের (Marquis Curzon of Kedleston, 1859-1925) উৎসাহ ও তাঁহার নির্দেশে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-সমীক্ষা বিভাগের আনুকূল্য লাভ করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সের সময় স্টাইন মধ্য এশিয়ায় প্রথম প্রত্নাভিযান কার্যে প্রবৃত্ত হন। জীবনের অবশিষ্ট ৪২।৪৩ বর্ষ কাল ধরিয়া তিনি তাঁহার স্বেচ্ছাবৃত এই দুরূহ পর্যটন ও অভিযান কার্য হইতে অবসর লন নাই।

স্টাইনের এই সকল অভিযানগুলি (Explorations) চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) মধ্য এশিয়া অভিযান (১৯০০-১, ১৯০৬-৮, ১৯১৩-১৬, ১৯২৯-৩০) ;

(২) সিন্ধু সভ্যতার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে গবেষণার জন্য বালুচিস্তান হইতে পারস্য পর্যন্ত অভিযান (১৯২৭, ১৯৩৬) ;

(৩) খৃষ্টপূর্ব ৩৩১-৩৩২ অব্দে আলেকজাণ্ডারের ভারত হইতে ব্যাবিলন পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন পথ অভিযান এবং

(৪) উত্তর ইরাকের পার্থিয়া অঞ্চল অভিযান।

এতদ্ব্যতীত ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীসীয় ও ভারতীয় প্রত্নবস্তু সন্ধান প্রভৃতি আরও অনেকগুলি স্বল্পকালীন অভিযানেও স্টাইন আত্মনিয়োগ করেন। মধ্য এশিয়া অভিযানের প্রতিবারই তিনি ভিন্ন ভিন্ন পথে তুর্কীস্থান গমনাগমন করেন—কাশ্মীর গিলগিট্—তাকৃডুমবাশ্—পামীর ; পেশোয়ার—মালাকান্দ্—সোয়াত্—চিত্রল ; দারকোট—বরোঘিল—গিরিপথ ; মেসোপটোমিয়া—দারেল—তাঙ্গির ; পূর্ব পারস্য হইতে সিষ্টান। এইভাবে প্রতিবারই তিনি বিভিন্ন পথে যাতায়াত করেন।

প্রথমবারের অভিযানে অরেল স্টাইন খোটান অঞ্চলে তাখলামাকান মরুভূমির দক্ষিণভাগে অবস্থিত মরুদ্যান অঞ্চলে প্রাচীন জনবসতি সম্ভাবনাপূর্ণ স্থানগুলি অনুসন্ধান করেন। এই অঞ্চলে তিনি শুষ্ক নদীগর্ভের বালুকা স্তূপ হইতে খরোষ্ঠি, চৈনিক ও প্রাচীন তিব্বতীয় লিপিতে লিখিত বহু পুঁথিপত্র ও অন্যান্য প্রত্নদ্রব্য আবিষ্কার করেন। নিয়া, কেরিয়া, এণ্ডেরে প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার স্থানগুলি খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত অধ্যুষিত থাকিয়া পরিত্যক্ত হয় ও বালুকা গর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়। ১৯০৬-৮ খৃষ্টাব্দে তিনি খোটান হইতে আরও অগ্রসর হইয়া মিরান, লো-লন, টুনহুয়াঙ্গ প্রভৃতি স্থানগুলিতে অনুসন্ধান করেন। চীন তুর্কীস্তানের সিংকিয়াং অঞ্চলের টুনহুয়াঙ্গ নামক স্থানে তিনি সহস্র বুদ্ধমূর্তি যুক্ত একটি গুহা-মন্দির আবিষ্কার করেন; এই স্থান হইতে বহু মূর্তি, পুঁথি, পতাকা ও প্রাচীন চিত্র তিনি উদ্ধার করিয়া সঙ্গে লইয়া আসেন। তিনি এই অভিযানের সময়ে চৈনিক তুর্কীস্থানের পশ্চিমতম প্রান্তে চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের শেষ অংশটুকুও আবিষ্কার করেন। ইহার পরের বার মধ্য-এশিয়া অভিযানের সময় তিনি ডারেল-খরকোটা অতিক্রম করিয়া আরও পাঁচশ মাইল দূরবর্তী তুরফান হইতে সমরকন্দ পর্যন্ত পরিক্রমণ করিয়া বহু প্রত্নদ্রব্য ও তথ্য আবিষ্কার করেন। সমরকন্দ অভিমুখী বাণিজ্য-পথটির ধারা সম্বন্ধে একটি ধারণা লইয়া স্টাইন এইবার দক্ষিণমুখে পারস্য-বালুচিস্তানের পথে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই তিনটি অভিযানে তিনি মোট ২৫,০০০ মাইল পথ পদব্রজে উত্তপ্ত বালুরাশি অথবা তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে দুই চারিটি বিশ্বস্ত ভারতীয় অনুচরসহ ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বার অভিযানের প্রত্যাবর্তন পথে তুষারাঘাতে (frost bite) তাঁহার পায়ের কয়েকটি আঙ্গুল ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এইগুলিকে শস্ত্র প্রয়োগে তাঁহার দেহ হইতে বিচ্যুত করা হয়। অদম্য-উৎসাহ ও জ্ঞানস্পৃহা লইয়া ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে স্টাইন শেষবারের মত আবার মধ্য এশিয়া অভিযান করেন। প্রত্যেকবার অভিযান হইতে ফিরিয়া স্টাইন তাঁহার সংগৃহীত প্রত্নবস্তুসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতেন, পরে তাঁহার দিনলিপি প্রভৃতির সাহায্যে এই সব অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন। বিভিন্ন ভাষায় দক্ষতা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, প্রখর-মেধা এবং ভূগোল ও ইতিহাসে অসামান্য পারদর্শিতা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহার রচনাগুলিকে অসামান্যতা গৌরবে ভূষিত করিত। মধ্যযুগীয় ইটালীয় ভূপর্যটক মার্কোপোলো (১২৫৪-১৩২৪) এবং চৈনিক-পরিব্রাজক হিউয়েন্ ৎসাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত সর্বদাই

তাঁহার নখদর্পণে থাকিত। মধ্য এশিয়া অভিযানের ফল স্বরূপে স্টাইন রচিত এই পুস্তকগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

Sand Buried Ruins of Khotan (1803),

Ancient Khotan (Oxford, 2 Vols., 1907)

Ruins of Desert Cathay (2 Vols., 1912)

Serindia (5 Vols., 1921)

The Thousand Buddhas (1921)

Memoir on maps of Chinese Turkesthan and Kansu with maps (1923)

Innermost Asia (4 Vols., 1928)

A Catalogue of Paintings Recovered from Tun Huang (1931)

Wall Paintings from Ancient Shrines of Central Asia (1933).

পুনঃ পুনঃ অতি কষ্টসাধ্য, বিপদসঙ্কুল অভিযানের ফলে লব্ধ মধ্য-এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার মধ্য-চীন ও দূরপ্রাচ্যে ভারত-সভ্যতার ব্যাপ্তি ও প্রসারের অভ্রান্ত তথ্যগুলি পুস্তকাকারে অথবা বিশিষ্ট পত্রিকাদিতে প্রবন্ধাকারে উপস্থাপন ও প্রকাশ অরেল স্টাইনের জীবনের প্রধান কীর্তি। এইভাবে ভারতেতিহাসে একটি নূতন গৌরবজনক অধ্যায়ের সংযোজন অরেল স্টাইনের জীবনব্যাপী সাধনার ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

প্রথমবার মধ্য-এশিয়া অভিযানকালে অরেল স্টাইন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানের প্রধান শিক্ষা-অধীক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন (Inspector General of Education)। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগে (Superintendent, Archæological Survey of India) বদলী করা হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগের কর্মচারীরূপেই তিনি ভারত-সরকারের স্থায়ী কর্ম হইতে অবসর লাভ করেন। ১৯২৩-২৫ খৃষ্টাব্দে জন মার্শালের অধিনায়কত্বে মহেঞ্জোদাড়োতে সিন্ধু-সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। ইহার সহিত ইউফ্রেটিশ উপত্যকার ও ইরাক, মেসোপটেমিয়া, বাবিলন প্রভৃতি স্থানের সভ্যতার সম্পর্ক-সন্ধান জন্য প্রত্নসমীক্ষা বিভাগীয় কর্মচারীরূপে অরেল স্টাইন অনুসন্ধান-অভিযানের ভার গ্রহণ করেন। ১৯২৭

খৃষ্টাব্দে ওয়াজিরিস্তান, মাকরান, বালুচিস্তান অঞ্চলে অরেল স্টাইন Chalcolithic সভ্যতার বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও ১৯৩০-৩৩ খৃষ্টাব্দে গিবাদার হইতে মাকরান ও তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম ইরাণ (পারস্য) পর্যন্ত তিনি পুনরায় অভিযান করেন। পর বৎসর তিনি পশ্চিম ইরাণ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া 'চ্যালকোলিথিক' ও 'নিওলিথিক' যুগের সভ্যতার বহু নিদর্শন সংগ্রহ করেন। এই সব অভিযান সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা ও তথ্যগুলি তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন :—

Archæological Reconnaissance in N.W. India and South Western Iran, 1937,

An Archæological Journey in Western India, 1938,

Old Routes of Western Iran, 1940,

The Ancient Trade Route past Hatara and its Roman posts, 1941.

১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সাতবার স্টাইন বালুচিস্তান হইতে দক্ষিণ পশ্চিম ইরাক হইয়া সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে অভিযান করিয়া বহু অজ্ঞাত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার করেন। এই অভিযান লব্ধ তথ্যাবলীও পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ হয় (An Archaeological Tour in Gedrosia—1931)। এই সব অঞ্চলে প্রাচীন রোমক সভ্যতার বহু স্মৃতিচিহ্ন অরেল স্টাইন কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে স্টাইন উত্তর ভারতের বেদোল্লিখিত লুপ্ত সরস্বতী নদী ও তাহার গতিপথ এবং ফা হিয়েন, হিউয়েন ৎসাঙ্ প্রভৃতি পর্যটকদের ভারত প্রবেশ-পথ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান অভিযান চালান (A Survey of Ancient sites along the Saraswati River, 1942)। আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধাভিযান পথ সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি প্রামাণ্য পুস্তকও রচনা করেন (On Alexander's Track to the Indus—1929, Notes on Alxander's crossing of the Tigris and the Battle of Arbela, (1942), On Alexander's Route into Gedrosia, 1944)।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্টাইনের মাতা পরলোক গমন করেন। ইহার কিছুকাল পর তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় স্বদেশের সহিত তাঁহার বন্ধন একরূপ ছিন্ন হইয়া যায়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ নাগরিক

হইয়াও তিনি স্বদেশবাসীর কথা কোন দিন বিস্মৃত হন নাই। প্রথম মহা-যুদ্ধের পর বহু ক্ষতিগ্রস্ত হাঙ্গেরীয় পরিবারকে তিনি অর্থ সাহায্য পাঠাইতেন। ভৌগোলিক অনুসন্ধান এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় প্রত্নাভিযান কার্যে ব্যয়ের জন্য স্বদেশের একটি বিদ্বৎসংস্থায় তিনি কিছু অর্থ দিয়া একটি ধনভাণ্ডার (Stein-Arnold Fund) স্থাপন করিয়া যান। জন্ম-যাযাবর স্টাইন কখনও বিবাহ করেন নাই। দেশে দেশে প্রত্নাভিযান, পর্যটন এবং বিদ্যাচর্চাতেই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

জীবনের শেষভাগে আফগানিস্তানে প্রত্নদ্রব্যানুসন্ধানের সুবিধা লাভ করার জন্য তিনি বিশেষ ঔৎসুক্য প্রদর্শন করেন। আফগানিস্তান (প্রাচীন গান্ধার) এক সময় ভারতসভ্যতার একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল। আফগানিস্তান অভিযানে এই জন্যই তাঁহার বিশেষ আগ্রহ জন্মে। ক্রমাগত চেষ্টায় কাবুলস্থিত মার্কিন দূতাবাসের সাহায্যে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করিয়া অশীতি বর্ষ অতিক্রান্ত বৃদ্ধ স্টাইন যুবজনোচিত উৎসাহ সহকারে ১৯শে অক্টোবর কাবুল পৌছান। দুর্ভাগ্যক্রমে দুইদিন পর ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হইয়া ২৬শে অক্টোবর (১৯৪৩) একাশী বর্ষ বয়সে কাবুলস্থ মার্কিন দূতাবাসেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাবুলে অবস্থিত খৃষ্টানদের জন্য রক্ষিত সমাধিভূমিতে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত করা হয়। আত্মীয়-স্বজন-বিহীন জ্ঞান-তপস্বী পরিব্রাজকের মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন হইবার মত ব্যক্তির অভাব হয় নাই, সমগ্র জগতের শিক্ষিত-সমাজ এই জ্ঞান-সাধকের মৃত্যুতে শোকাহত হয়। সর্বপেক্ষা অধিক শোকাকুল হন স্টাইনের বহু দুরূহ যাত্রা পথের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর। মধ্য-এশিয়া অভিযান সময়ে স্টাইনের বিশ্বস্ত অনুচরদ্বয়ের নাম শিখধর্মাবলম্বী লাল সিং ও রাম সিং। পরবর্তী কয়েকটি অভিযানে তাঁহার সহচর ছিলেন দুইজন পাঠান, গুল্‌খান ও মহম্মদ আয়ুবখান। স্টাইন তাঁহার পর্যটন সঙ্গীদের প্রতি পিতৃতুল্য স্নেহপরায়ণতা প্রদর্শন করিতেন। নিঃসন্তান স্টাইন বহু সুহৃৎ ও সহকর্মীর সহিত অচ্ছেদ্য প্রীতি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, ইঁহারা সকলেই স্টাইনের মৃত্যুতে শোকাকুল হন।

প্রথম জীবনে স্টাইন ছিলেন বহুভাষাচর্চাকারী পণ্ডিত ও ভৌগোলিক। ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ঔৎসুক্য তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সুদীর্ঘ পর্যটনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। পর্যটনে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology) ও চারুকলা-শিল্পের (Fine Arts) প্রতি আকৃষ্ট হন, আবার এই পথেই তিনি সাংস্কৃতিক

ইতিহাসের সাধনা করিবার সুযোগ লাভ করেন ও এই বিষয়ে অসামান্য সাফল্য লাভ করেন। ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, চারুকলা ও ইতিহাস—জ্ঞান-সাধনার এই চারিটি বিভাগকেই স্টাইন তাঁহার আজীবন অক্লান্ত সেবার দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্টাইনের দ্বারা আহৃত প্রত্নসম্পদ, লেখমালা প্রভৃতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া গবেষকদের জ্ঞানান্বেষণের উৎস হইয়া থাকিবে ও পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবে।

জীবদ্দশায় স্টাইন সরকারী ও বেসরকারী নানা সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে C. I. E. উপাধি দান করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকার কর্তৃক তিনি অতি মর্যাদা সূচক K. C. I. E উপাধিতেও ভূষিত হন। অক্সফোর্ড, কেম্বি্‌জ ও সেণ্ট্‌ এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' লাভ করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পরম আকাঙ্ক্ষণীয় স্বর্ণপদক প্রাচ্যবিদ্যার ভূয়িষ্ঠ গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকেই দান করা হয়।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অরেল স্টাইন কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির "সম্মানিত ফেলো" (Honorary Fellow) মনোনীত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, পৃথিবীর বিভিন্ন বিদ্বৎসংস্থা হইতেও তাঁহাকে নানাভাবে সম্মানিত করা হইয়াছিল।

অরেল স্টাইন তাঁহার আজীবন সাধনায় যে সমস্ত অমূল্য পাণ্ডুলিপি, মূর্তি, চিত্র ও শিল্প দ্রব্যাদি পুনরুদ্ধার করেন সেগুলি বর্তমানে লণ্ডন, হারভার্ড, লাহোর, দিল্লী, কলিকাতা ও ইরাণের সংগ্রহশালাগুলিতে (Museums) সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

সিলভ্যাঁ লেভি

(*Sylvain Levi, 1863-1935*)

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ প্যারী নগরীতে এক ইহুদী পরিবারে সিলভ্যাঁ লেভি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল লুই লেভি, তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত উচ্চশিক্ষার মহাবিদ্যালয় 'Ecole de Hautes Etudes' নামীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে সিলভ্যাঁ লেভি স্নাতকত্ব লাভ করেন। এখানে তিনি ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্ পণ্ডিত আবেল বের্গেইনের (Abel Bergaigne, ১৮৩৮-১৮৮৯) নিকট সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। আবেল বের্গেইন প্রধানতঃ বৈদিক সাহিত্যের গবেষক ছিলেন; তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে ফরাসী অধিকৃত ইন্দোচীন (কোচিনচায়না, কম্বোডিয়া, চম্পা, আনাম, টঙ্কিন) হইতে ফ্রান্সে আনীত সংস্কৃত পুঁথি ও অনুশাসনাবলী অধ্যয়ন করিয়া তিনি বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার সম্বন্ধেও আগ্রহান্বিত হইয়া পড়েন এবং উপযুক্ত শিষ্য লেভির কৌতূহল এই দিকে আকৃষ্ট করেন। স্নাতকত্ব লাভের পর লেভি বের্গেইনের অধীনে তাঁহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই গবেষণা করিতে থাকেন। গবেষণার ফল স্বরূপ কাশ্মীর-দেশীয় কবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'বৃহৎকথামঞ্জরী' নামক পুস্তক সম্বন্ধে তাঁহার একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্যারীর এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১)। পরের বৎসর এই পত্রিকাতেই তিনি বেতাল-পঞ্চবিংশতি ও বৃহৎ-কথামঞ্জরী সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (২)। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে লেভি Ecole de Hautes Etudes মহাবিদ্যালয়ে বের্গেইনের সহকারী রূপে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণকালে বের্গেইন এক দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গুরুর মৃত্যুতে লেভি নিদারুণ মর্মবেদনা প্রাপ্ত হন—অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করা তাঁহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়ে। অচির কালের মধ্যেই লেভি এই মানসিক অবসাদ কাটাইয়া উঠেন এবং গুরুর প্রদর্শিত পথে গুরুর অভীষ্ট ভারত-বিদ্যাচর্চা দ্বারাই তিনি তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিতে মনস্থ করেন।

বের্গেইনের মৃত্যুর পর তিনিই "হোট্‌স এটিউড্‌স্" মহাবিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি তাঁহার নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থমালায় 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' বিশেষতঃ পাশুপত ও শৈব-দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশ করেন (৩)। একটি ফরাসী বিশ্বকোষের জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত কয়েকটি নিবন্ধও এই সময় রচিত হয় (৪)।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় নাটক সম্বন্ধে গবেষণামূলক সন্দর্ভ রচনা করিয়া লেভি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের "ডক্টরেট্" লাভ করেন (৫)। ইহার প্রায় ষাট বৎসর পুর্বে হোরেস্ হেমান্ উইলসন (H. H. Wilson, ১৭৮৬-১৮৬০) এই বিষয়ে (থিয়েটার অফ্ দি হিণ্ডুস্) একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে আর কোন পুস্তক রচিত হয় নাই। লেভি তাঁহার পুস্তকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, নাট্যকারদের সঠিক আবির্ভাব-কাল প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। উইণ্ডিশ (E. Windish, 1844-1919) নামীয় জনৈক জার্মান পণ্ডিতের মত এই ছিল যে গ্রীক্ প্রভাবের ফলে ভারতীয় নাট্যকলার উদ্ভব হইয়াছে, লেভি তাঁহার পুস্তকে এই মতটি খণ্ডন করেন। লেভির পুস্তক প্রকাশের পর সাম্প্রতিককালে ভারতীয় নাট্যকলা সম্বন্ধে একাধিক পণ্ডিতের পুস্তক ও নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা লেভির পুস্তকের মর্যাদা ও উপাদেয়তা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে লেভি প্যারীর এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় অশ্বঘোষ বিরচিত 'বুদ্ধচরিত' কাব্যের প্রথম-সর্গ (সংস্কৃত মুল) ফরাসী অনুবাদসহ প্রকাশ করেন (৬)। ইতিপূর্বে বুর্নুফ (E. Burnouf, ১৮০১-১৮৫২) ব্যতীত অশ্বঘোষের রচনা আর কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। লেভির ইচ্ছা ছিল যে সম্পূর্ণ কাব্যটি অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারেন যে ইংরাজ পণ্ডিত ই. বি. কাউয়েল (E. B. Cowell, ১৮২৬-১৯০৩) বুদ্ধচরিত সম্পাদন কার্যে হাত দিয়াছেন তখন তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। উত্তরকালে অশ্বঘোষ ও তাঁহার অপর কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে লেভি প্যারীর এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (৭), ইহার ফলে অশ্বঘোষ সম্বন্ধে লেভি একজন বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লেভি কলেজ-দ্য-ফ্রান্সের (College de France) সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে এই অধ্যাপক পদটির সৃষ্টি হয়। ইহার প্রথম অধিকারী ছিলেন ইউরোপের অন্যতম প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ এ. এল. ডি শেজি (A. L. de Chezy, ১৭৭৩-১৮৩২)। শেজির পর মহামনীষী বুর্ণুফ এই পদ অলঙ্কৃত করেন। শেজি ও বুর্ণুফের আসন লাভের গৌরব লেভি যখন অর্জন করিলেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ছিল মাত্র একত্রিশ বৎসর।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে লেভি বৈদিক যজ্ঞতত্ত্বসম্বন্ধে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (৮)। ইহার পর লেভি বৈদিকসাহিত্য হইতে ক্রমশঃ বৌদ্ধসাহিত্য ও বহির্ভারতে ভারত সভ্যতার বিস্তারের ইতিহাস সম্বন্ধেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। কলেজ দ্য ফ্রাঁসে ছাত্রদের বেদান্ত, উত্তর রামচরিত অথবা প্রিয়দর্শী অশোকের অনুশাসনাবলী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনার অবসরে তিনি সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃতের সহিত তিব্বতীয় ও চীনাভাষা শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করেন। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে গবেষকের দৃষ্টি শুধু বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক আয়তনের উপর নিবদ্ধ রাখিলেই চলিবে না, অতীতে যে সব দেশের মধ্যে ভারতসভ্যতা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল সেই সেই দেশের ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য হইতে ভারততত্ত্বের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য লইয়া লেভি স্বয়ং যত্ন সহকারে তিব্বতীয় ও চীনা ভাষা শিক্ষা করেন এবং তাঁহার বিদ্যায়তনেও এই ভাষা দুইটি অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেন। চীনভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ ফরাসী-পণ্ডিত শাভানের (Edouard Chavannes) সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে লেভি সত্বর চৈনিক ভাষা ও চীন-বিদ্যায় প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে গবেষণার উপাদান সংগ্রহের নিমিত্ত লেভি ভারতবর্ষ, নেপাল, ইন্দোচীন ও জাপান পরিভ্রমণ করেন। নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগার হইতে লেভি বহু অজ্ঞাত মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কার করেন। নেপাল হইতে তিনি যে সব তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া দীর্ঘকাল গবেষণান্তে তিনি নেপাল সম্বন্ধে তিনখণ্ডে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে নেপালের ভূগোল, ধর্ম, ইতিহাস, লেখমালা, নৃতত্ত্ব, সামাজিক তথ্য প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হয়। চৈনিক ও তিব্বতীয় গ্রন্থাদি হইতে আহৃত তথ্যাবলী ও নিজস্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে এই পুস্তকটি রচিত হওয়ায়

ইহা নেপাল সম্বন্ধে লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ 'আকর' গ্রন্থের গৌরব লাভ করিয়াছে (৯)। ভারততত্ত্ব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে এই পুস্তকটি গবেষকদের নিকট অপরিহার্য।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে দূরপ্রাচ্য পরিভ্রমণান্তে লেভি পুনরায় কলেজ দ্য ফ্রাঁসে স্বপদে যোগদান করেন। ইতিপূর্বে তিনি ফ্রান্সে "হোট্স এটিউড্‌সের" সহকারী নিয়ন্ত্রক ছিলেন এইবার তাঁহাকে ইহার নিয়ন্ত্রক (ডিরেক্টর) নিযুক্ত করা হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসী-অধিকৃত ইন্দোচীনের সাইগনে (ভিয়েতনাম) ফরাসী গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় দূর প্রাচ্য সম্বন্ধে Ecole Francaise d' Extreme Orient নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই কার্যে ফরাসী ইন্দোচীনের গভর্ণর জেনারেল লিওঁ বুর্জোয়াঁ লেভিকে প্রচুর সহায়তা দান করেন। বুর্জোয়াঁ ছিলেন ছাত্রাবস্থায় লেভির সতীর্থ, লেভির ন্যায় ইনিও ছিলেন মনীষী বের্গেইনের অন্তেবাসী। বর্তমানেও এই প্রতিষ্ঠানটি Cambodia রাজ্যের Phnom Penh শহরে অতি যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে।

প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণের পর লেভি 'ইকোল দ্য ওরিয়াঁ'-এর ও অন্যান্য পত্রিকায় খরোষ্টিলিপি, খরোষ্টি রাষ্ট্র, বৌদ্ধ-বৈয়াকরণ চন্দ্রগোমী, বোধিচর্যাবতার গ্রন্থের চৈনিক পুঁথি, মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ-ধর্ম, চীন-ভারত সম্পর্ক প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনেকগুলি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করেন। বর্তমানে ভারতচর্চার ক্ষেত্রে লেভির এই রচনাগুলি মহামূল্যবান সম্পদ হইয়া আছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে লেভি অসঙ্গ প্রণীত 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' নামক মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র-পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন।

নেপাল হইতে নিজের দ্বারা সংগৃহীত পুঁথি এবং তিব্বতীয় ও চৈনিক ভাষায় অনূদিত পুঁথিগুলির সহিত তুলনামূলক বিচারের পর এই সংস্করণ প্রস্তুত করা হয় (১০)। কিছুকাল পর লেভি এই পুস্তক ফরাসী ভাষায় অনূদিত করিয়া প্রকাশ করেন (১১)। 'বৌদ্ধ যোগাচার দর্শন' সম্বন্ধে ইহা একটি অতি প্রয়োজনীয় রচনা।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে হোট্স্ এটিউড্‌সের তরুণ গবেষক লেভি-শিষ্য পল পেলিও (Paul Pelliot) ঐতিহাসিক গবেষণার উপাদান সংগ্রহের জন্য মধ্য এশিয়া যাত্রা করেন। দুই বৎসর পর তিনি বহু দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান পুঁথিসহ প্রত্যাবর্তন করেন। বহু বিচিত্র ভাষায়, বিচিত্র লিপিতে লিখিত এই পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার ও সম্যক্ রূপ চর্চার জন্য লেভির নেতৃত্বে একটি পাঠ-গোষ্ঠী (সেমিনার)

স্থাপিত হয়। পল পেলিও দ্বারা সংগৃহীত ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার কালে লেভি প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত 'তুখারিয়' নামক বিস্মৃত একটি ভাষা আবিষ্কার করেন। লেভি এই 'তুখারিয়' ভাষাকে 'কুচা' নামে চিহ্নিত করেন। তাঁহার মতে সুদূর অতীতে পূর্ব তুর্কীস্তানের উত্তর প্রান্তে, আলতাই পর্বতমালার দক্ষিণে, তেরিম নদীর উপত্যকায় অবস্থিত কুচা রাষ্ট্র বা জনপদের ইহাই ছিল প্রচলিত ভাষা। লেভি প্রমাণ করেন যে খোটান-কারশাহার সন্নিহিত এই রাজ্য হইতেই এই ভাষার মাধ্যমে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য কুমারজীবের মাতা জীবা এই কুচা রাজ্যের রাজকন্যা ও তৎকালীন রাজার ভগ্নী ছিলেন। ভারতীয় পণ্ডিত কুমারায়ণের ঔরসে কুমারজীবের জন্ম হয়)। কুচাভাষায় লিখিত কয়েকটি শ্লোক তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ 'কর্মবিভাগাঙ্গ' হইতে অনূদিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বহুবর্ষ পরে যবদ্বীপ ভ্রমণ কালে বোরোবুদুর মন্দির গাত্রে এই বিশেষ শ্লোকবর্ণিত বিষয়টি চিত্ররূপে ক্ষোদিত দেখিয়া লেভি অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। এশিয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভারত-সভ্যতার দিগ্বলয় প্রসারিত ছিল এই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন লেভি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিম এশিয়ার কুচা রাজ্যে প্রাপ্ত শ্লোকাংশের চিত্ররূপ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যবদ্বীপের মন্দির গাত্রে প্রতিফলিত দেখিয়া লেভি যে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন ইহা বলাই বাহুল্য।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণ কালে প্যারী নগরীতে লেভির সহিত পরিচিত হন। লেভির সহিত পরিচয় লাভ করিয়া কবি যে বিশেষ প্রীতি লাভ করেন তাহা কবির নিম্নোদ্ধৃত পত্র হইতে বুঝা যায়ঃ—

"He is a great scholar, but philology has not been able to wither his soul. His mind has the translucent simplicity of greatness and his heart is overflowing with trustful generosity which never acknowledges disillusionment. His students come to love the subject he teaches them, because they love him." —Letters from abroad, P. 13, 1924

১৯২১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমেরিকা ভ্রমণান্তে কবি পুনরায় ফ্রান্সে আসেন। এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে ষ্ট্রাসবুর্গ (Strassburg) নগরীতে

লেভির সহিত তাঁহার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ অন্তে সন্ধির সূত্র অনুসারে জার্মানীর ষ্ট্রাসবুর্গ নগরী ফ্রান্সের অধীন হয়, এখানে প্রাচ্যবিদ্যা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থাপনার জন্য লেভি এই সময়ে এইস্থানে বাস করিতেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প এই সময় কবির ধ্যান-জ্ঞান হইয়া উঠিয়াছিল। লেভির বিদ্যাবত্তা বিশেষতঃ পরিকল্পিত বিশ্বভারতীর আদর্শের সহিত তাঁহার একাত্মতার কথা চিন্তা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশ্বভারতীর প্রথম পরিদর্শক-অধ্যাপক (ভিজিটিং প্রফেসর) রূপে আমন্ত্রণ জানান। এই সময় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড ইউনিভারসিটি হইতে বক্তৃতা করার জন্য লেভিকে আহ্বান করা হয়। এই আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া লেভি বিশ্বভারতীতে পরিদর্শক-অধ্যাপক রূপে যোগদান করিতে মনস্থ করেন।

এই বৎসর নভেম্বর মাসে কবির আমন্ত্রণে লেভি সস্ত্রীক শান্তিকেতনে আসেন। লেভির আগমনের পর বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগে (পরে ইহার নাম হয় বিদ্যাভবন) ভারত-বিদ্যা এবং চীনা ও তিব্বতীয় ভাষা অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা হয়। পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, ক্ষিতিমোহন সেন ও ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী এই কার্যে লেভির সহায়তা করেন। লেভির অধ্যাপনাকালে বিশ্ববিশ্রুত রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ক্লাসে ছাত্রের ন্যায় খাতা পেন্সিল লইয়া বসিতেন এবং লেভির বক্তৃতা শেষ হইলে তাঁহার বক্তব্যটুকু বাংলায় উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দিতেন (দ্রঃ-পৃঃ ১১২, রবীন্দ্র জীবনী, প্র. মু., ৩য় খণ্ড, ১৩৬৮ সংস্করণ)।

১৩২৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই পৌষ (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২১) শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতীর উদ্বোধন হয়। বিংশবর্ষ কাল স্বহস্তে পরিচালন করিয়া কবি ঐদিন তাঁহার প্রাণ প্রিয় "বিশ্বভারতী" বিশ্বের জন-সাধারণকে উৎসর্গ করেন। এই সভায় বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হয় এবং বিশ্বভারতীর গঠনতন্ত্র স্থিরীকৃত হয়। জগদ্বিখ্যাত মনীষী ডঃ ব্রজেন্দ্র নাথ শীল এই উদ্বোধন সভার সভাপতিত্ব করেন। সস্ত্রীক আচার্য লেভি এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বভারতীতে লেভি অধ্যাপক রূপে যোগদান করাতে কবি যে কি পরিমাণে হৃষ্ট হইয়াছিলেন বিশ্বভারতী পরিষদের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত কবির এই ভাষণটি হইতে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়ঃ

"আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, সমুদ্রপার থেকে এখানে একজন মনীষী এসেছেন, যাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত। আজ আমাদের কর্মে যোগদান করছে-

পরম সুহৃদ আচার্য সিলভ্যাঁ লেভি মহাশয় এসেছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এই প্রথম অধিবেশনে যখন আমরা বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বভারতীর যোগসাধন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি, সেই সভাতে আমরা এঁকে পাশ্চাত্য দেশের প্রতিনিধিরূপে পেয়েছি। ভারতবর্ষের চিত্তের সঙ্গে এঁর চিত্তের সম্বন্ধ বন্ধন অনেকদিন থেকে স্থাপিত হয়েছে……" (পৃঃ ৭৫২, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১শ খণ্ড, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ)।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ওরিয়েণ্টেল কনফারেন্সের (Second All India Oriental Conference) দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে ২৮শে জানুয়ারী হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সেনেট হলে অনুষ্ঠিত হয়। লেভি এই সম্মেলনে মূল সভাপতি রূপে ভারত-বিদ্যা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লেভিকে 'ডি, লিট্' উপাধিতে ভূষিত করেন। ৮ই আগস্ট (১৯২২) শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া লেভি কলিকাতায় আসেন। শান্তিনিকেতনে লেভির বিদায় সভায় কবি মন্তব্য করেন যে ভারতের প্রতি আন্তরিক অনুরাগের ফলেই লেভি ভারত-বিদ্যাকে প্রকৃতরূপে অধিগত করিতে পারিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে অবস্থানের সময় লেভি-দম্পতি ভারতীয়ের ন্যায় বাস করিতেন, ফলে শান্তিনিকেতন আশ্রম ও সন্নিহিত অঞ্চলে এই দম্পতি সকলেরই পরম আপন জন হইয়া যান। মাদাম লেভিকে "দিদিমা" বলিলে তিনি বড়ই খুসী হইতেন, ছোট ছেলে মেয়েদের দেখিলেই তিনি তাহাদের আদর করিতেন ও বলিতেন "আমি তোমাদের দিদিমা হই।" শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আসিয়া উপাচার্য সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে লেভি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেন, এইগুলি প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় (১২)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণেও তিনি এইবার কয়েকটি বক্তৃতা দেন (১৩)। এই সময়ে তিনি ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের "চৈতন্য ও তাঁহার পরিকরবর্গ" (Chaitanya and His Contemporaries) নামক ইংরাজী পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দেন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট লেভির কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্‌কালে কলিকাতা রামমোহন লাইব্রেরী হলে কবিগুরুর উপস্থিতিতে তাঁহাকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কলিকাতা ত্যাগ করিয়া লেভি ভারতের নানাস্থান ও নেপাল ভ্রমণ করেন। এইবারও তিনি নেপাল হইতে বহু পুঁথি সংগ্রহ

করেন। অতঃপর লেভি টোকিও এবং কিওটো (Kyoto) বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দানের আহ্বান পাইয়া জাপান অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে লেভি জাপান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে 'লিজি ও দ্য অনার' (নাইট) উপাধি দান করেন। এই সময় তিনি ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক ও নিবন্ধ প্রকাশ করেন (১৪)। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি নেপালে প্রাপ্ত বসুবন্ধু রচিত 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা সিদ্ধি' নামক বৌদ্ধ-বিজ্ঞান-বাদ সম্পর্কিত পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (১৫)।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লেভি পুনরায় সস্ত্রীক জাপানে আসেন। এখানে তিনি বৌধধর্ম ও সভ্যতা প্রচারের উদ্দেশ্যে Maison Franco Japanaise নামে একটি গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং দুইবৎসরকাল স্বয়ং এই গবেষণা কেন্দ্র পরিচালনা করেন। গবেষণা পরিচালন ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দান ব্যতীত এই সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে একটি বিশ্বকোষের সম্পাদনা করেন (১৬)। এই বিশ্বকোষ সঙ্কলনে ডাঃ তাকাকুসু তাঁহার সহযোগী ছিলেন। ডাঃ আনেসাকি (Dr. Anesaki), ডাঃ এনু (Dr. Inoue) ও অধ্যাপক সুজিয়ামা (Prof. Suziyama) প্রভৃতি জাপানী পণ্ডিতেরাও এই বিশ্বকোষ সঙ্কলনে সহায়তা করেন।

দুই বৎসরকাল জাপানে কর্মরত থাকাকালে লেভি যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দ্বীপময় ভারতে ভারতীয় সভ্যতার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। গবেষণার উদ্দেশ্যে তিনি বহু উপকরণও সংগ্রহ করেন। বালি হইতে তিনি যে সব সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা "স্যান্সক্রিট্ টেক্সট্স ফ্রম্ বালি" নামে বারোদা হইতে প্রকাশিত হয় (১৭)। যবদ্বীপে মহাভারত সম্বন্ধে তাঁহার একটি মূল্যবান রচনা কবিগুরুর সপ্ততিতম জন্ম জয়ন্তীতে স্মারক গ্রন্থ রূপে প্রকাশিত "গোল্ডেন বুক্ অফ্ টেগোর" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় (১৮)। যবদ্বীপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কিছুকাল ভারতবর্ষ ও নেপালে অতিবাহিত করেন। এই যাত্রাতেও তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়া কবিগুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসেন।

স্বদেশে ফিরিয়া লেভি পুনরায় ভারতবিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করেন। এইবার তাঁহাকে ফ্রান্সের সোসিয়েতে আসিয়াটিকের (এশিয়াটিক সোসাইটির)

সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে লেভি ভারত-সভ্যতার সম্বন্ধে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেন (Institut de Civilisation Indienne)। ভারত-বিদ্যার এমন কোন শাখা নাই যাহা লেভির সাধনায় সমৃদ্ধ হয় নাই। একটি স্বল্পায়তন প্রবন্ধের পরিসরে লেভির সমস্ত রচনার পরিচয় দান সম্ভব নহে। লেভি নিজেই শুধু সারাজীবন ভারত-বিদ্যার চর্চা করিয়া যান নাই, বহু সুযোগ্য সহযোগী ও শিষ্যমণ্ডলীকেও তিনি ভারতবিদ্যা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন, এই সহকর্মী ও শিষ্যদের মধ্যে লাকোত (F. Lacote), ফিনো (Louis Finot), মেলিও (Meillet), পেলিও (Paul Pelliot), পুঁশা (Poussin), রেঁনু (Louis Renou, 1896-1966), ফুঁশে (A. Foucher), জুল ব্লখ (Jules Bloch), ফিলিওজেঁা (Jean Filliozat) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশের ডঃ কলিদাস নাগ, ডঃ ভি, পরাঞ্জপে, ডঃ পরশুরাম বৈদ্য, ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৮৯৮-১৯৫৬) ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণ লেভির অন্তেবাসী। দেশীয় ও বিদেশীয় এই সব পণ্ডিতদের সাধনায় ভারত-বিদ্যা চর্চার বিভিন্ন শাখাগুলি সমৃদ্ধ হইয়াছে। অগণিত কৃতী শিষ্যের গুরু হিসাবেও লেভির আচার্য অভিধা সার্থক হইয়াছে।

প্যারীতে লেভির গৃহদ্বার ভারতীয় ছাত্রদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। ভারতের যে কোন ছাত্রকে যে কোন বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য তিনি উৎসুক থাকিতেন। অনেক সময় দেখা যাইত সর্বজনসম্মানিত বৃদ্ধ অধ্যাপক লেভি কোন ভারতাগত ছাত্রকে বাসস্থান সংগ্রহ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে প্যারী শহরের হোটেলে হোটেলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি নিজের দেশীয় শিষ্যমণ্ডলীকে এই সব ছাত্রদের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বিশেষতঃ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপযোগী ফরাসী ভাষা শিখাইয়া দিতে অনুরোধ করিতেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় বিদ্যায় পরাঙ্গম লেভি তাঁহার জীবদ্দশায় একজন শ্রেষ্ঠ মানব-প্রেমিক বলিয়া গণ্য ছিলেন! কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ভারতবিদ্যার প্রচার দ্বারা হিংসা-দ্বেষ-দুষ্ট জগতে শান্তি স্থাপিত হইবে কায়মনোবাক্যে তিনি ইহাই বিশ্বাস করিতেন। সুখের বিষয় লেভির স্বদেশীয় শিষ্যমণ্ডলী ও তাঁহার স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবিদ্যা চর্চার দ্বারা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে মৈত্রী বিস্তারের কাজ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কিছুকাল

পূর্বে ভারত সরকারের সহায়তায় পণ্ডিচেরীতে Institut Francaise নামে একটি ভারতবিদ্যাচর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে লেভি-শিষ্য ফরাসী গবেষকেরা ভারত-ভূমিতে বসিয়া ভারতচর্চা করিতেছেন। বর্তমানে ফরাসী ভারতবিদ্‌দের মধ্যে অধ্যাপক ফিলিওজাঁর (Prof. Jean Filliozat) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—লেভির এই যোগ্য উত্তর-সাধকের অক্লান্ত-উদ্যমে ভারতবিদ্যার নানা বিভাগ নানা ভাবে সমৃদ্ধতর হইতেছে।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লেভি বিশ্রাম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে ইউরোপের নানা স্থান বিশেষতঃ জার্মানী হইতে ইহুদীরা দলে দলে ফ্রান্সে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিল। একটি শরণার্থী সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার রূপে এই বৃদ্ধ অধ্যাপক এইসব হতভাগ্যদের পুনর্বাসনের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের সভায় একজন কর্মীর সহিত বাক্যবিনিময় করিতে করিতে আচার্য লেভি অসুস্থ বোধ করিয়া অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। শুধু শিষ্যমণ্ডলী নহে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তরে লেভির স্মৃতি এখনও অম্লান রহিয়াছে। ভারতবিদ্যাচর্চার ইতিহাসে আচার্য লেভির স্মৃতি ভাস্বর হইয়া থাকিবে।

মাদাম লেভি—আচার্যের মৃত্যুর তিন বৎসর পর স্বামীর অনুগামিনী হন। ইঁহাদের দুই পুত্রের মধ্যে একজন আবেল লেভি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে নিখোঁজ হইয়া যান। কনিষ্ঠ পুত্র ডানিয়েল লেভি ফরাসী গভর্নমেণ্টের বৈদেশিক বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইনি কিছুকাল ভারতে ফরাসী রাষ্ট্রদূত ছিলেন।

অর্ধশতাব্দীরও পূর্বে ভারত ভাগ্য বিধাতার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন,

"পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী,
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকট দুঃখ ত্রাতা।
জন গণ পথ পরিচায়ক জয়হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।
* * * *
ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।

দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণ দুঃখ ত্রায়ক জয়হে ভারত ভাগ্যবিধাতা।

* * * *

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয় গিরি ভালে
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্যসমীরণ নব জীবন রস ঢালে।
তব করুণারুণ রাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত ভাগ্য বিধাতা।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে 'ফরাসী বিশ্বকোষের ভারতসম্বন্ধীয় নিবন্ধে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে লেভি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান তাহা যেন কবিগুরুর উপরোক্ত বাণীরই প্রতিধ্বনি :

"The multiplicity of the manifestations of Indian genius as well as their fundamental unity give India the right to figure on the first rank in the history of civilized nations. Her civilization, spontaneous and original, unrolls itself in a continuous time across at least thirty centuries without interruption and without deviation. Ceaselessly in contact with foreign elements which threatened to strangle her, she persevered victoriously in absorbing them, assimilating them and enriching herself with them. Thus she has seen the Greeks, the Scythians, the Afghans, the Turco-Mongols pass before her eyes in succession and is regarding with indifference the Englishman confident to pursue under the accidents of surface, the normal course of her high destiny."

[From 'Greater India'—Ed. by Dr. Kalidas Nag, p. 401]

কবিগুরু-সুহৃৎ ভারতপ্রেমিক আচার্য লেভির আশা যেন বর্তমান ও অনাগত ভারত-সন্তানেরা পূর্ণ করিতে পারে ভারত ভাগ্য বিধাতার নিকট ইহাই প্রার্থনা।

(১) La Brihatkatha Manjari de Kshemendra—Journal Asiatique—Paris, 1885.

(২) La Brihatkatha Manjari et Betalapanchavimsati—J. A., Paris, 1886.

(৩) Deux Chapitres du Sarvadarsan Samgraha—Bibliotheque d' Ecole des Hautes Eutdes—Vol. I, 1889.

(৪) Grande Encyclopædie—Articles on Brahmanisme, Brahmoisme, Calendrier, Castes, Hindouisme, Hiouen Tsang, Inde—1889.

(৫) Le Theatre Indien—B.E.H.E., Paris, 1890.

(৬) Le Buddacharita d' Asavaghosa—J.A., 1892.

(৭) (i) Asvaghosa : Le Sutralankara et ses sources—J.A., 1908.

(ii) Encore Asvaghosa—J.A. 1928.

(iii) Autour de Asvaghosa—J.A., 1929.

(৮) La doctrine du Sacrifice dans Les Brahmanas B.E.H.E., Paris, 1898.

(৯) Le Nepal (3 Vols.), Paris (1905-1908).

(১০) Mahajana Sutralankara d' Asanga, (Sanskrit Text), Paris, 1907.

(১১) Mahajana Sutralankara (Traduction), Paris, 1911.

(১২) Ancient India—Lectures delivered at Cal. Univ.—Calcutta Review, 1922.

(১৩) Eastern Humanism—Lectures delivered at Dacca University, 1922.

(১৪) (i) Dans l' Inde, 1925.

(ii) Inde et le Monde, 1925.

(iii) Pre Aryan et Pre-Dravidian dans l' Inde J.A., Paris, 1923. [Translated into English as Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, Calcutta University].

(১৫) Vijnaptimatrata Siddhi, Vasubandhu, 1926.

(১৬) Hobougirin (Encyclopaedic Dictionary of Buddhism). Ed. by Levi and Takakusu, Japan (1929-1935).

(১৭) Sanskrit Texts from Bali—Gaekwad Oriental Series, Baroda, 1932.

(১৮) Un ancentre du Tagore dans la Mahabharata Javanais—In the Golden Book of Tagore, Ed. by Ramananda Chatterjee, Calcutta, 1931.

মরিস্ উইন্ট্যর্নিট্স্

(*Moriz Winternitz, 1863-1937*)

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তৎকালীন অষ্ট্রিয়া রাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত হর্ণ (Horn) নামক ক্ষুদ্র নগরীতে এক ইহুদী ব্যবসায়ী পরিবারে উইন্ট্যর্নিট্স্ জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই উইন্ট্যর্নিট্সের অসাধারণ মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বেই তিনি হিব্রুর ন্যায় দুরূহ ভাষা পড়িতে ও লিখিতে পারিতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় গ্রামার স্কুলে শিক্ষা শেষ করিয়া উইন্ট্যর্নিট্স্ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন তাঁহার পাঠ্য বিষয় ছিল। এই সময়ে সুবিখ্যাত ভারত-বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বূ্যল্যর্ (Georg Buhler) ও অন্য দুইজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ফ্রীড্রিখ্ মুল্ল্যর্ (Friedrich Muller, ১৮৩৪-১৮৯৮) (ইনি ম্যাক্স্মু্ল্ল্যর নহেন) এবং অয়গেন্ হুলট্শ্ (F. Hultzch, ১৮৫৭ ১৯২৭) ভারতবিদ্যার প্রতি উইন্ট্যর্নিট্সের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচীর গণ্ডীর বাহিরে পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়নের ফলে উইন্ট্যর্নিট্স্ অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত, পালি, ও প্রাকৃতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এইরূপে দর্শন এবং ভাষাতত্ত্বের ছাত্র হইলেও সংস্কৃত ভাষাই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অবলম্বন হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আপস্তম্বীয় বিবাহ বিধি সম্বন্ধে জার্মান ভাষায় সন্দর্ভ রচনা করিয়া উইন্ট্যর্নিট্স্ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ্. ডি. উপাধি লাভ করেন (১)। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ এই প্রবন্ধটি ঈষৎ পরিবর্ধিত ও সংশোধিতরূপে "ভিয়েনা একাডেমি অফ্ সায়েন্স" এর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৯২)। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনা হইতেই তিনি আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্রের মূল পুস্তক দুইটি টীকা সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (২)।

এই সময়ে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কার্যে সহায়তার জন্য আচার্য ম্যাক্স্মুল্ল্যরের (F. Maxmuller) একজন সহকারীর প্রয়োজন হয়। বার্দ্ধক্যহেতু এই গুরু পরিশ্রমসাধ্য কাজ একাকী সম্পন্ন করা আর তাঁহার পক্ষে

সম্ভবপর ছিল না। ভিয়েনায় অধ্যয়নকালেই উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ অধ্যাপক ব্যুল্যয়ের সবিশেষ প্রিয়পাত্রে পরিণত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুমোদনক্রমে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ ম্যাক্স্‌মুল্লার কর্তৃক এই কাজের জন্য মনোনীত হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ অক্সফোর্ডে আসেন এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া ঋগ্বেদের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ সম্পূর্ণ করেন। ম্যাক্স্‌মুল্লার এই তরুণ সংস্কৃতজ্ঞ সহকারীর কর্মদক্ষতায় বিশেষ প্রীত হন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ বিবাহ করেন। ঋগ্বেদের কাজ শেষ হইয়া গেলেও তিনি অক্সফোর্ড ত্যাগ করিলেন না, সংস্কৃত চর্চার সুবিধার জন্য ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অক্সফোর্ডেই বাস করেন। নিজের ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য এই সময়ে তিনি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, এমনকি গৃহশিক্ষকতার কাজও করিতেন। কিছুকাল তিনি অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকের কাজ করেন। অক্সফোর্ড বাসের শেষ দিকে একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি জার্মান ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ অক্সফোর্ডের বড্‌লেয়ন লাইব্রেরীর (Bodleian Library) সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত আরম্ভ করেন। অক্সফোর্ড বাসকালের মধ্যে তিনি এই তালিকা সম্পূর্ণ করিতে না পারায় অধ্যাপক ব্যারিডেল কীথ্‌ (A. B. Keith) উহা সম্পন্ন করেন, পরে তালিকাটি দুইজনের নামেই প্রকাশিত হইয়াছিল (৩)। এই সময়ে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ লণ্ডনের রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত দক্ষিণ-ভারতে প্রাপ্ত পুঁথি সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইহা লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয় (৪)।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডে থাকিতেই আপস্তম্বীয় সূত্রের প্রার্থনাগুলির ইংরাজী অনুবাদ সমন্বিত তাঁহার একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (৫)। দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে প্রাচীন হিন্দুর এই স্মৃতি গ্রন্থ উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌কে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা তাঁহার এই পুস্তকের প্রতি অবিরত মনঃসংযোগ হইতেই বুঝা যায়। এই সময়েই ম্যাক্স্‌মুল্লারের অনুরোধে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ তাঁহার সম্পাদিত "Sacred Books of the East" গ্রন্থমালার ৪৯ টি খণ্ডের মধ্যে উল্লিখিত নাম ও বিষয়গুলির সূচী সঙ্কলন করেন। বহু পরিশ্রম ও ভূয়োদর্শনের ফলশ্রুতিস্বরূপ এই পুস্তকটি "সেক্রেড্‌ বুক্‌স্‌ অফ দি ঈস্ট" গ্রন্থমালার পঞ্চাশতম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় (৬)।

দীর্ঘকাল অক্সফোর্ডে বাস করিয়া উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ সংস্কৃত চর্চার সুযোগ এবং সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ভালভাবে জীবিকার্জনের কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই। আমাদের স্বদেশের মত ইউরোপের সকল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকেই অল্পবিস্তর দারিদ্র্য ভোগ করিতে হইয়াছে। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সংস্কৃত-অধ্যাপক পদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকায় সংস্কৃতজ্ঞ-মাত্রেরই অধ্যাপক পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

যাহা হউক, অবশেষে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ তাঁহার স্বদেশস্থ প্রাগ্ নগরীর (Prague, Czechoslovakia) বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্য-ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও জাতিতত্ত্ব (Indo-Aryan Philology and Ethnology) বিষয়ে লেক্‌চারারের পদলাভ করিয়া অক্সফোর্ড ত্যাগ করেন। তিন বৎসর পর তিনি এই বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক হন ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রধানাধ্যাপকের মর্যাদা লাভ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহণ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মিত্রশক্তির আনুকূল্যে অষ্ট্রিয়ার চেক্‌ভাষী জনগণ পুরাতন অষ্ট্রিয়ার অংশ লইয়া একটি নূতন রাষ্ট্র গঠন করে, প্রাগ্ নগরী এই নবগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী হয়। পুরাতন অষ্ট্রিয়ার মোরাভিয়া, বোহেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসিরা ছিল জার্মানভাষী, ইহারা সকলেই এখন হইলেন চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের নাগরিক ; এই জার্মান ভাষী নাগরিকদের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় রাখিয়া চেকভাষিদের জন্যে প্রাগে একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্ট হয়। ডঃ উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকিয়া যান, কারণ তিনি নিজে ছিলেন জার্মানভাষী। উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের জীবনের অক্ষয় কীর্তি তাঁহার রচিত "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস।" জার্মান ভাষায় লিখিত এই পুস্তকখানি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৬০০ পৃষ্ঠায় তিনখণ্ডে প্রকাশিত হয় (৭)। ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ আধুনিকতম গবেষণালব্ধ তথ্য সমন্বিত ও সুবিস্তৃত পুস্তক ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। ভারতীয় সাহিত্যের বিশ্ব-কোষস্বরূপ এই গ্রন্থের সবিশেষ উপাদেয়তা উপলব্ধি করিয়া কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তৎকালীন উপাচার্য শিক্ষানায়ক সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ ইহার ইংরাজী সংস্করণ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। জার্মান ভাষায় এই পুস্তকের খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইবার পর ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে সদা সতর্কচক্ষু উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের নিকট নিত্য নূতন

তথ্যাবলী সংগৃহীত হইতে থাকে ও কিছুদিনের মধ্যেই তিনি এই পুস্তকের সব কয়টি খণ্ডের পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্মান জাতির আর্থিক মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে এই গ্রন্থের জার্মান প্রকাশক নূতন সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব লইতে কুণ্ঠা বোধ করেন, এমনি সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে ইংরাজী সংস্করণ প্রস্তুতের আমন্ত্রণ লাভ করিয়া উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ সবিশেষ আনন্দ লাভ করেন। অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া তিনি এই পুস্তকের দুই খণ্ডের অনুবাদ তথা পুনর্লিখন সম্পন্ন করেন, তৃতীয় খণ্ডের অনুবাদ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। এই পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদের প্রথম খণ্ড (বৈদিক, পৌরাণিক ও মহাকাব্য যুগ) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (কলিকাতা)। ইহার দ্বিতীয় খণ্ড (বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য) ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ড ও (অলঙ্কার-কাব্য) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (৮)। এই তিনখণ্ড ইংরাজী অনুবাদ প্রণয়নে দুইজন বিদূষী মহিলা শ্রীমতী কেতকার ও কুমারী কুন (Mrs. Ketkar and Miss Kuhn) উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌কে সাহায্য করিয়াছিলেন। উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ কৃত ভারতীয় সাহিত্যের তিন খণ্ড ইতিহাস প্রকাশ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবান্বিত ও প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিরূপে প্রাগে আগমন করেন তখন Dean of the Faculty of Arts রূপে অধ্যাপক উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্‌ই তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। প্রায় সমবয়সী বিশ্বকবির সহিত ভারতবিদ্যাবারিধি উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ অচিরেই গভীর বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন, আজীবন উভয়ের মধ্যে এই প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক অটুট ছিল। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কবিগুরুর অনুরোধে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ বিশ্বভারতীর পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে (Visiting Professor) ভারতে আসেন। তাঁহার প্রিয়শিষ্য ও সহকর্মী অধ্যাপক লেজনীও (Prof. Lesny) তাঁহার সঙ্গে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক রূপে আসিয়াছিলেন। প্রায় এক-বৎসরকাল উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ বিশ্বভারতীর (শান্তিনিকেতন) উত্তর বিভাগে (Post-graduate) ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিশ্বভারতীর কয়েকজন ছাত্রকে প্রাচীন পুঁথি সম্পাদন ও

ভারতবিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণার পদ্ধতি শিক্ষা দেন। "যত্র বিশ্বম্ ভবেত্যেক নীড়ম্" বিশ্বভারতীর এই মহান আদর্শের সহিত একাত্ম উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের শান্তিনিকেতন বাসে তত্রস্থ আশ্রমিকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বভারতীতে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের অধ্যাপনাকালে ছাত্রদের মধ্যে প্রথম সারিতে রবীন্দ্রনাথকেও খাতা পেন্সিল লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা সূত্রে এই মনীষীর ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে অপর একটি জাতীয় শুভ উদ্যোগও সবিশেষ ফলবতী হয়। ইহা হইল পুনার 'ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট' কর্তৃক মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ প্রস্তুতের কাজ।

প্রথম যৌবনে অক্সফোর্ডে অবস্থান সময়ে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ বোড্‌লেয়ন্ লাইব্রেরীর এবং রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির (লণ্ডন) লাইব্রেরীর সংস্কৃত পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্তুতের কালে মহাভারতের অসংখ্য পাণ্ডুলিপির সংস্পর্শে আসেন। এইগুলি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগৃহীত ও বিভিন্ন লিপিতে লিখিত। এই সব পুঁথিগুলির মধ্যে পাঠের ও বিষয়বস্তুর বহু অসামঞ্জস্য তিনি লক্ষ্য করেন; ভাষাতত্ত্বের বিচারে আধুনিক অনেক শ্লোকও তিনি কোন কোন পুঁথির মধ্যে প্রক্ষিপ্ত দেখিতে পান। এই সময় হইতেই মহাভারতের অবিকৃত-রূপ উদ্ধার করা তাঁহার জীবনের পরম অভীষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, মহাভারত পাঠের মধ্য দিয়াই প্রাচীন-ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও সভ্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ভারতবিদ্যার্থীর পক্ষে অবিকৃত মহাভারত পাঠ পরম প্রয়োজনীয়, অথচ প্রামাণিক সংস্করণ একটিরও অস্তিত্ব নাই। মহাভারতের একটি প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যানুরাগিদের অবহিত করার উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপে আন্দোলন আরম্ভ করেন। আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যা কংগ্রেসের (International Congress of Orientalists) অধিবেশনগুলিতে উপস্থিত হইয়া তিনি এবিষয়ে বার বার প্রতিনিধিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন (প্যারী, ১৮৯৭; রোম ১৮৯৯; হামবুর্গ, ১৯০২)। ইউরোপের বিভিন্ন পত্রিকায় এবিষয়ে তিনি প্রবন্ধাদিও লেখেন। আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা কংগ্রেস উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের প্রস্তাব গ্রহণ না করিলেও বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি সংস্থা (ইণ্টার্‌ন্যাশন্যাল এসোসিয়েশন অফ্ একাডেমিস্) এই প্রস্তাবের সারবত্তা উপলব্ধি করেন। গোটিঙ্গেন, লাইপ্‌ট্সিগ্

ম্যুনিক্, ভিয়েনা প্রভৃতি ভারতচর্চার কয়েকটি কেন্দ্র হইতে প্রস্তাবিত কার্যের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া উইন্ট্যরনিট্‌স পণ্ডিত লুডর্স (Hienrich Luders, ১৮৬৯-.৯৪৩) ও য়াকোবির (H. Jacobi, ১৮৫০-১৯৩৭) সহায়তায় একটি বিস্তৃত কর্মপদ্ধতি প্রস্তুত করেন। এই কার্যক্রমের প্রথম ধাপ হিসাবে গোটিঙ্গেনের অধ্যাপক লুডর্স মহাভারতের আদি পর্বের ৬৭টি শ্লোক সহ একটি 'আদর্শ' 'কাপি' প্রস্তুত করেন। অর্থসংগ্রহের কাজ চলিতে থাকা কালে ইউরোপে সমরানল (প্রথম মহাযুদ্ধ ১৯১৪) প্রজ্বলিত হয় ও এই ভস্মাগ্নিতে ইউরোপে মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের প্রয়াস সমাধিলাভ করে।

ইউরোপে মহাযুদ্ধের অবসান হইলে পুনা নগরীর 'ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট' উইন্ট্যরনিট্‌স্ পরিকল্পিত এই শুভ কাজ ভারতেই সম্পন্ন করিতে মনস্থ করেন। উইন্ট্যরনিট্‌স্ এই সংবাদে অপরিসীম তৃপ্তি লাভ করেন ও সর্ববিধ সংযোগিতা দানে সম্মত হন।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়া প্রথমেই তিনি এই উদ্দেশ্যে পুনা নগরীতে আগমন করেন। কয়েকদিন এখানে থাকিয়া তিনি ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউটের কর্মীদের আবশ্যকীয় পরামর্শ ও উপদেশ দান করিয়া শান্তিনিকেতনে আসেন। উইন্ট্যরনিট্‌সের শান্তিনিকেতন বাস কালে তাঁহার ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও উপদেশ লাভের জন্য ভাণ্ডারকর ইনষ্টিটিউটের অন্যতম কর্মী ডঃ নারায়ণ বাপুজী উৎগিকর কিছুকাল শান্তিনিকেতনে বাস করেন। ফলতঃ এই সময়ে শান্তিনিকেতনস্থ বিশ্বভারতীই মহাভারত প্রকাশের প্রধান কর্মকেন্দ্র হইয়া উঠে। এইখানেই ডঃ উইন্ট্যরনিট্‌স্ মহাভারতের সমগ্র খণ্ডগুলির প্রকাশের কার্যপ্রণালী নির্ধারিত করিয়া দেন। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ও এই কার্যে সহযোগিতা করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উইন্ট্যরনিট্‌স্ ও বিধুশেখর কর্তৃত বিচারিত ও অনুমোদিত বিরাট পর্বটি ডাঃ উৎগিকর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের এইটিই প্রথম প্রকাশিত খণ্ড। মহাভারতের সংস্করণ প্রস্তুতের কাজে শান্তিনিকেতনস্থ মহাভারত পুঁথি-সংগ্রহ বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের মহাভারত প্রকাশনা সম্বন্ধে কিছু

বলা প্রয়োজন। এই মহাভারত সঙ্কলনের কাজে মহাভারতের ৫৯টি সম্পূর্ণ পুঁথি পুনা, লণ্ডন, লাহোর, বরোদা, নেপাল, শান্তিনিকেতন (বিশ্বভারতী), ঢাকা (বিশ্ববিদ্যালয়), ইন্দোর, মহীশূর, তাঞ্জোর, কোচিন, মালাবার প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত হয়। এই পুঁথিগুলি শারদা (কাশ্মীরী), দেবনাগরী, মৈথিলী, বাঙ্গলা, তেলেগু, মালয়ালাম প্রভৃতি অক্ষরে (লিপিতে) লিখিত। এই সব বিভিন্ন লিপিতে লিখিত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত পুঁথিগুলির প্রতিটি শব্দের পাঠ বিচারান্তে শুদ্ধপাঠ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া ঐ শব্দটি সম্পাদকমণ্ডলী শ্লোকের মধ্যে গ্রহণ করেন। পাঠভেদগুলি পাদটিকায় (ফুটনোটে) সন্নিবিষ্ট করা হয়। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক প্রতিটি শব্দও ছত্রের শুদ্ধ পাঠ ও পাঠভেদ সমন্বিত এক একটি পর্ব প্রকাশযোগ্য করিতে যে কত সময় ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।* মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণের আদিপর্ব ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ডঃ বিষ্ণু সীতারাম শুকথ্‌ঙ্কর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রধান সম্পাদক ডঃ শুকথ্‌ঙ্করের অকাল মৃত্যুর পর এক বা একাধিক খণ্ড মিঃ এড্‌গারটন, ডঃ রঘুবীর, ডঃ সুশীলকুমার দে, শ্রীপাদ বেলভেলকর, পরশুরাম বৈদ্য, ডাণ্ডেকর, ভেলাঙ্কর, পরাঞ্জপে, কর্মারকর প্রভৃতি বিভিন্ন পণ্ডিত দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে এই মহাভারতের শেষ পর্ব (স্বর্গারোহণ পর্ব) ডঃ শ্রীপাদ বেলভেলকর কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পরিকল্পিত ২৪টি খণ্ডের বাকী ৫টি খণ্ড, (হরিবংশ, পরিশিষ্ট, সূচি প্রভৃতি) সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। গতশতকের শেষ ভাগে উইন্‌ট্যরনিট্‌সের অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে বিদেশে মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের যে উদ্যোগ আরম্ভ হয় অর্ধশতাব্দীরও পরে ভারতবর্ষের মৃত্তিকাতে সেই উদ্যোগ যে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, ইহা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ শ্লাঘা ও পরিতোষের বিষয়। মহাভারত প্রকাশের প্রথম পর্যায়ে ভারতের বহু বিদ্যোৎসাহী প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যানুরাগী ধনী (বিশেষতঃ আউন্ধের রাজা বালাসাহেব পন্ত প্রতিনিধি) এইজন্য ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে আর্থিক সাহায্য দান করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং কয়েকটি রাজ্যসরকারও প্রকাশন ব্যাপারে অর্থ সাহায্য দেন। এই রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারও অন্যতম। বঙ্গীয় পুঁথিগুলি সম্পাদন কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, বিশ্বভারতী কিছুকাল মহাভারত প্রকাশ কার্যের অন্যতম কেন্দ্র ছিল,

বাঙ্গালী পণ্ডিত মনীষী ডঃ সুশীলকুমার দে এই মহাগ্রন্থের উদ্যোগপর্ব ও দ্রোণ পর্বের (মোট উনিশটি খণ্ডের তিনখণ্ড) সম্পাদন সম্পন্ন করিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই কার্যে অর্থ সাহায্য দিয়াছেন, সুতরাং মহাভারত প্রকাশরূপ মহাযজ্ঞে বাঙ্গালী সাধ্যমত অংশ গ্রহণ করিয়াছে ইহা ভাবিয়া আমরা অবশ্যই তৃপ্তিবোধ করিতে পারি।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপকতার অবসরে উইন্ট্যর্‌নিট্‌স্‌ ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বিদ্বজ্জন সভায় ভারতবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে উইন্ট্যরনিট্‌স্‌ ছয়টি "রীডারশীপ লেকচার" বা ভাষণ দান করেন। এই বক্তৃতাগুলির বিষয় বস্তু ছিল (ক) বেদের কাল (Age of the Vedas) (খ) প্রাচীন ভারতের ধর্ম-সাহিত্য (Ascetic Literature of India) (গ) প্রাচীন ভারতের গাঁথা সাহিত্য (ঘ) ভারতীয় সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্য (ঙ) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও (চ) ভাস। এই ভাষণগুলির মর্মার্থ ছিল ইহাই যে মানব জাতির ইতিহাসে ভারতীয় সাহিত্য অতি উজ্জ্বল ও অপরিহার্য এক অধ্যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ বেদকে খৃষ্টজন্মের ১২০০ শত বৎসর পূর্বে রচিত বলিয়া প্রমাণ করিতে চান। উইন্ট্যর্‌নিট্‌স্‌ তাঁহার বেদের কাল নামীয় বক্তৃতায় ইহাই যুক্তি সহকারে প্রমাণ করেন যে বেদের পুরাতন অংশগুলি খৃঃ পূঃ ২৫০০ হইতে ২০০০ শতাব্দীর মধ্যে লিখিত, ইহা কোনমতেই পরবর্তী কালে রচিত হইতে পারে না। অবশ্য উইন্ট্যর্‌নিট্‌স্‌ এই বক্তৃতায় ইহার বিপরীত মতটিকেও ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাস তাঁহার "ঋগ্বেদের যুগে ভারত" (Rigvedic India) গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেন যে ঋগ্বেদ রচনা কালে সিন্ধুনদের পূর্ব হইতে আসাম পর্যন্ত মহাসমুদ্র প্রবাহিত ছিল সেখানে ভূখণ্ডের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এই হিসাব মত ঋগ্বেদ কয়েক কোটি বর্ষ পূর্বে "নিয়েনডারথ্যাল" মানুষের যুগে রচিত। ঋগ্বেদের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ডঃ দাসের এই 'আজগুবি' মতের সমর্থন করে না। ঋগ্বেদ পাঠ হইতে বুঝা যায় যে ঋগ্বেদ রচনার কালে ভারতবর্ষের ভূতাত্ত্বিক অবস্থা বর্তমান কাল হইতে বিশেষ ভিন্ন ছিল না এবং মানুষ এই সময়ে বর্তমান কালের মানুষের ন্যায়ই সভ্য অবস্থায় উন্নীত হইয়াছিল। একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ঐতিহাসিক ডঃ হারাণচন্দ্র চাকলাদারও

ডঃ দাসের এই অবৈজ্ঞানিক মতকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেন (দ্রষ্টব্য—Aryan Occupation of Eastern India—Indian Studies, Oct.-Dec. 1961)। উইন্ট্যার্নিট্সের এই Readership বক্তৃতাগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "Some Problems of Indian Literature" নামে প্রকাশিত হয় (৯)।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে অধ্যাপক উইন্ট্যারনিট্স্ শান্তিনিকেতন হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। বিদায়-সভায় কবিগুরু এক আবেগপূর্ণ ভাষণে উইন্ট্যার্নিট্স্কে সম্বোধন করিয়া বলেন যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতি শান্তিনিকেতনে সকলের যে পরিমাণ শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রতিও সকলের সেই পরিমাণ প্রীতি জন্মিয়াছে, স্বল্পকালের জন্য তাঁহার যে সান্নিধ্য পাওয়া গিয়াছে তাহা সকলের স্মৃতিতে শাশ্বত হইয়া থাকিবে :—

"...On the day when we must bid you farewell let us assure you that our love for your personality has become equal to our reverence for your scholarship and that though in outward appearance the time of your stay with us has been short, spiritually it has acquired a permanence in our heart"...(Visvabharati Quarterly, October, 1923).

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ ভ্রমণকালে কবিগুরু পুনরায় প্রাগ্ নগরী পরিদর্শন করেন, এই সময়ে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ সম্পাদক স্বর্গত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও প্রাগে কবিগুরুর সহিত একই হোটেলে অবস্থান করেন। উইন্ট্যার্নিট্স্ এই সময় সর্বদাই ইঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করিতেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ের ভ্রমণ-বিবরণীতে লিখিয়াছেন যে প্রাগের সর্বজনসম্মানিত অধ্যাপক উইন্ট্যার্নিট্স্ তাঁহার বাড়ীর ঠিকানায় প্রেরিত কবিগুরুর ও রামানন্দের চিঠিপত্র, পার্শ্বেল প্রভৃতি একটি বৃহৎ ব্যাগে স্বয়ং বহন করিয়া আনিতেন (দ্রঃ—সম্পাদকের চিঠি, প্রবাসী, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৩৪)। প্রাগে কোন ভারতীয় ছাত্র উপস্থিত হইলে অধ্যাপক উইন্ট্যার্নিট্স্ তাঁহার প্রতি অনুরূপ স্নেহ ও আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেন।

উইন্ট্যার্নিট্স্ কবিগুরুকে কি পরিমাণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন তাহার পরিচয় তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নিম্নলিখিত উৎসর্গ পত্র হইতে বুঝা যাইবে :—

To Rabindranath Tagore,

The great Poet, educator and lover of men,

This English version of the *History of Indian Literature* is dedicated as a token of loving admiration and sincere gratitude of the author.

উইন্ট্যর্নিট্‌স্ রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও জীবন দর্শন ব্যাখ্যা করিয়া জার্মান ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন। এই পুস্তিকাটি কবির পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসের শ্রদ্ধার্ঘরূপে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল (১০)।

ডঃ উইন্ট্যর্নিট্‌স শুধু ভারত-তত্ত্বজ্ঞ মহাপণ্ডিত ছিলেন না, মানব-প্রেমিক হিসাবেও তিনি বিশ্বে সুপরিচিত ছিলেন। মাহাত্মা গান্ধীর প্রতিও তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন ও অহিংস নীতিতে বিশ্বাস করিতেন। যুদ্ধ ও অত্যুগ্র জাতীয়তাবাদের তিনি বিরোধী ছিলেন। ইউরোপের শান্তিবাদী সংস্থা ও সম্মেলনগুলি তাঁহার সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিত। বৈদিক সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তির ফলে নারীজাতির প্রতি বৈদিক ঋষিদের সমদৃষ্টি ও শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নারীজাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে সকল আন্দোলনেরই তিনি উৎসাহ দাতা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে তিনি বৈদিক ধর্মে নারী জাতির অবস্থা সম্বন্ধে একটি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন (১১)।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া উইন্ট্যর্‌নিট্‌স্ পুনরায় প্রাগে তাহার স্ব-পদে যোগদান করেন। সম্যক্‌রূপে ভারতচর্চার সুবিধার্থ তিনি "Archiv Orientalni" নামে একটি পত্রিকা প্রবর্তন করেন। এই পত্রিকায় এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থান হইতে প্রকাশিত প্রাচ্য-বিদ্যা সংক্রান্ত পত্রিকাগুলিতে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তাঁহার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ড বৌদ্ধ ও জৈনসাহিত্যের উপর লিখিত। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এবং ইহাদের মাধ্যম পালি ও প্রাকৃত ভাষায় উইন্ট্যর্‌নিট্‌সের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। বৌদ্ধসাহিত্যের ইতিহাস রচনা ব্যতীত তিনি বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার কয়েকটি গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন (১২)। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত ধর্মসংক্রান্ত কোষগ্রন্থের বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় খণ্ডটি ডাঃ উইন্ট্যর্‌নিট্‌স্ কর্তৃক লিখিত হয় (১৩)। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এই খণ্ডটি প্রকাশিত হয়, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। জৈন ধর্ম সম্বন্ধে ও উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ বহু প্রবন্ধ রচনা করেন, ইহার মধ্যে "The Jainas in the history of Indian literature" প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য (Indian Culure, Calcutta, 1934)। জীবনের শেষ দিকে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ তন্ত্র-শাস্ত্র ও যোগবাশিষ্ঠের গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের (দ্বিতীয়া) পত্নীর মৃত্যু হয়। ইহার পরই তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহার শিষ্য ও অনুরাগী বন্ধুরা তাঁহার সম্মানার্থে একটি স্মারক গ্রন্থ (Festschrift) প্রকাশ করেন। এই উপলক্ষে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ প্রবর্তিত 'আর্কিভ ওরিয়েণ্টেলনির' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ৩৫ বৎসর কাল অধ্যাপনার পর ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ প্রাগ্‌নগরীকে ভারতবিদ্যাচর্চার একটি মুখ্য কেন্দ্রে পরিণত করেন। অবসর গ্রহণের পরও উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ নিজের বিদ্যাচর্চা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ সারা জীবনে প্রায় পাঁচশত পুস্তক ও নিবন্ধ রচনা করেন, ইহার মধ্যে ভারততত্ত্ব ব্যতীত ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত রচনাও ছিল। মানব জাতির ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁহার ভারততত্ত্ব ব্যতীত অন্যান্য রচনার উপজীব্য বিষয়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাগে পরলোক গমন করেন। জানুয়ারী মাসের শেষ দিবসে উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের মৃত্যু সংবাদ শান্তিনিকেতনে পৌঁছাইলে আশ্রমের সকলেই এই দুঃসংবাদে বিশেষ দুঃখিত হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দীর্ঘদিনের সুহৃৎ ও সমমর্মী সহকর্মীর মৃত্যুতে বিশেষ বিচলিত হন (দ্রষ্টব্যঃ রবীন্দ্র-জীবনী, ৪র্থ খণ্ড, প্রভাত মুখোপাধ্যায়)। কবি উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের ভগ্নীর নিকট সমবেদনাসূচক একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে তাঁহার দীর্ঘজীবনে সমগ্র বিশ্বপরিক্রমায় তিনি এমন একজনও মনীষীর সংস্পর্শে আসেন নাই, যাঁহার অপেক্ষা অধ্যাপক উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌স্ কম শ্রদ্ধার যোগ্য। তিনি আরও লেখেন যে অধ্যাপকের মৃত্যুতে তিনি একজন অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত অনুগামী হারাইলেন আর ভারতবর্ষ হারাইল একজন বরেণ্য প্রকৃত পণ্ডিত। উইন্‌ট্যর্‌নিট্‌সের মৃত্যুতে মানব সমাজ হইতে একজন দরদী মানব প্রেমিকের অন্তর্ধান ঘটিল।

[*···During my long life and extensive travels I never met a savant more worthy of respect than the learned Doctor··· In him, I have lost a faithful comrade, India has lost one of its truest Pandits and best friend and humanity one of its most sincere champions"—Rabindranath Tagore.]

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা 'সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টার্লি' পত্রিকার উইন্‌টারনিট্‌স্‌ স্মৃতিসংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী প্রেরণ করেন। ইহাতে কবি লেখেন যে গভীর ও উদার-মানব প্রেম, বিস্ময়জনক পাণ্ডিত্য, এবং যে ভাবে তিনি মধ্য ইউরোপের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সাহস ও সত্যনিষ্ঠা সহকারে আপন আদর্শকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন তাহার জন্য আমাদের পরমতম শ্রদ্ধা তাঁহার (উইন্‌টার্‌-নিট্‌সের) প্রাপ্য।

["···The news of the sudden passing away of Dr. Winternitz were most painful to us, who were used to looking upon him as one of the truest and most respected friends of India in the outer World. His deep and broad humanity, brightened as it was with his amazingly wide scholarship, his devotion to truth and the courage with which he held fast to his idealism in the midst of a growingly hostile atmosphere in central Europe, are his claims to our homage". —Winternitz Memorial No., Indian Historical Quarterly, 1939, Calcutta.]

---

(১) Ancient Indian Marriage Ritual according to Apastamba compared with the marriage customs of Indo-European people (In German, 1892).

(২) Apastambiya Grihya Sutra with extracts from commentaries of Haradatta and Sudarsana, Vienna, 1887.

(৩) Catalogue of Sanskrit Mss. in the Bodleian Library, Vol. II, Oxford, 1905.

(৪) A Catalogue of South Indian Mss. belonging to Royal Asiatic Society, London, 1902,

(৫) The Mantrapatha or the Prayer book of Apastambin with English Translation, Oxford, 1897.

(৬) A General Index to the names and subject matters of the Sacred Books of the East Series, Oxford, 1910 (Vol. 50 in the Series). Re-issued in 1925 under title—A Concise Dictionary of Eastern Religion.

(৭) Geschichte der Indischen Litteratur (3 Vols.), Leipzig, 1905-1922.

(৮) History of Indian Literature (Calcutta University, Vol. I, 1927 ; Vol. II, 1933, Vol. III, 1959).

(৯) Some Problems of Indian Literature, Calcutta University, 1925.

(১০) Rabindranth Tagore—Religion und Weltanschaung des dicters, Prague, 1936.

(১১) Die Frau in Brahmanismus, Leipzig, 1920.

(১২) Der Mahayana Buddhism, Tubingen, 1930.

(১৩) Der alter Buddhismus nach Texten des Tipitaka. [Ed. by A. Berthelot] Tubingen, 1908, 1929.

ফ্রেড্‌রিখ্‌ উইলিয়ম্‌ টমাস্‌

(*Frederick William Thomas, 1861-1956*)

ফ্রেড্‌রিখ্‌ উইলিয়ম টমাস্‌ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ ইংল্যাণ্ডের Staffordshire অঞ্চলের Fazely নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। নয় বৎসর বয়সে গ্রামার স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করার পর টমাস্‌ বার্মিংহামের 'কিং এডোয়ার্ড' নামীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া টমাস্‌ কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যোগদান করেন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে Classical Tripos-এ প্রথম শ্রেণীর অনার্স-সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব লাভ করেন, ইতিপূর্বেই তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে পাঠকালেই তিনি সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। কেম্ব্রিজে "ক্লাসিকেল ট্রাইপোজ" লাভ করার পর তিনি কেম্ব্রিজের সংস্কৃতাধ্যাপক (E. B. Cowell, 1826-1903)-এর নিকট অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ভাষা বিষয়ে (সংস্কৃতসহ) প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী অর্জন করেন। এই সময়ে তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করিয়া দুইবার 'Le Bas' পুরস্কার অর্জন করেন। পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুইটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (History of British Education in India, 1891 ; Mutual Influence of Mahommedans and Hindus in India—1892)। ১৮৯১ হইতে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টমাস্‌ বার্মিংহামে তাঁহার নিজের বিদ্যালয় King Edward's School-এ তাঁহার পুরাতন প্রধান শিক্ষকের সহকারীর পদ গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি তাঁহার সংস্কৃত অধ্যাপক ই. বি. কাউয়েলকে বাণভট্ট রচিত 'হর্ষ-চরিত' অনুবাদে সাহায্য করেন (১৮৯৭)। ইউরোপীয় ক্লাসিকাল ভাষাগুলির লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়াও টমাস্‌ কাউয়েলের শিক্ষাগুণে সংস্কৃতের প্রতি অতিশয় আকর্ষণ অনুভব করেন। শিক্ষাগুরুকে অনুবাদ কার্যে সহায়তাকালে টমাসের মনে আজীবন ভারতবিদ্যা-চর্চা করিয়া যাইবার প্রবল বাসনা জন্মে। সৌভাগ্যক্রমে অচিরেই তাঁহার বাসনার পরিতৃপ্তি হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্ত হন (১৮৯৮-১৯০৩)। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লাইব্রেরীয়ান্‌

C. H. Tawney (১৮৬৪-১৯২২) অবসর গ্রহণ করিলে টমাস্‌ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯০৩ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ—এই চব্বিশ বর্ষকাল টমাস্‌ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান্‌ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই লাইব্রেরীর প্রথম লাইব্রেরীয়ান্‌ সার চার্লস উইলকিন্স (১৭৪৯-১৮৩৬) ব্যতীত কেহই আর এত অধিককাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, শুধু উইলকিন্সই ৩৫ বৎসরকাল এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৮০১-১৮৩৫)। ইণ্ডিয়া-অফিস লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ানের কার্য-কালে ও ইহার পরেও টমাস্‌ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি কলেজের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের লেকচারার (১৯০৮-৩৫) ও তিব্বতীয় ভাষার রীডার (১৯০৯-৩৭) ছিলেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে টমাস্‌ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার বোডেন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে H.H. Wilson (১৭৮৭-১৮৬০), Monier Williams (১৮১৯-১৮৮৯), A. A. Macdonnel (১৮৫৪-১৯৩০) প্রভৃতি দিগ্‌গজ সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকেরা এই পদের অধিকারী ছিলেন। ১৯২৭ হইতে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টমাস্‌ সগৌরবে এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সারাজীবনে ফ্রেডরিখ্‌ উইলিয়ম টমাস্‌ ভারতবিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে বহু পুস্তক ও দীর্ঘ নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, ইহাদের প্রত্যেকটিই ভারতবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যসম্পন্ন। টমাস্‌ লিখিত এইরূপ সকল প্রবন্ধ ও পুস্তকেরই আলোচনা সম্ভব নহে. অতিসংক্ষেপে তাঁহার কীর্তিগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাণভট্টের হর্ষচরিত অনুবাদ কার্যে নিযুক্ত থাকার সময়ে টমাস্‌ ভারতের অতীত ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হন, কারণ হর্ষচরিত আখ্যায়িকারূপে লিখিত হইলেও গ্রন্থনায়ক হর্ষবর্দ্ধন ঐতিহাসিক চরিত্র। ভারতের অতীত ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়া ও গবেষণামূলক পত্রিকাতে বহু নিবন্ধ প্রকাশ করিয়া টমাস্‌ একজন ভারতেতিহাস বিশেষজ্ঞরূপে পরিচিত হন। ভারতীয় লেখমালাদির পাঠোদ্ধার সম্বন্ধেও তিনি সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৫ হইতে ১৯২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার সম্পাদনায় ভারতীয় লেখমালা সিরিজের চারিটি সুবৃহৎ খণ্ড প্রকাশিত হয় (Epigraphica Indica, Vols. 13-16), ইহার দুইটি খণ্ড তিনি স্বয়ং সম্পাদন করেন (Vols. 14, 15)। ১৩ ও ১৪শ খণ্ড সম্পাদনায় তাঁহার সহযোগী ছিলেন যথাক্রমে Sten Konow ও এইচ. কৃষ্ণ শাস্ত্রী। ভারতবর্ষের অতি প্রামাণ্য ইতিহাস "Cambridge History of India" গ্রন্থের প্রথমখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়

(চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য), ঊনবিংশ অধ্যায় (মৌর্যযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা) ও বিংশ অধ্যায় (অশোক) টমাস্ কর্তৃক লিখিত হয়। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে সার অরেল স্টাইন (১৮৬২-১৯৪৩) মধ্য এশিয়া হইতে বহু অমূল্য প্রত্ন সম্পদ ও পুঁথি উদ্ধার করেন। প্রধানতঃ ভারত গভর্নমেণ্ট এই অভিযানের ব্যয়ভার গ্রহণ করায় আহৃত পুঁথিগুলি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর সম্পত্তি হয় ও তথায় রক্ষিত হয়। লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ হিসাবে টমাস্ এই পুঁথিগুলি বিষয়বস্তু ও ভাষা অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করেন ও ঐগুলি উত্তমরূপে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ৮০টি অতিকায় খণ্ডে এই পুঁথিগুলি বাঁধিয়া রাখা হয়; কাষ্ঠফলকে খোদিত লিপিগুলি ৫৬টি অতি বৃহৎ বাক্সে রক্ষিত হয়। পুঁথিগুলি লাইব্রেরীতে যথাযথভাবে লিপি অনুযায়ী বিন্যস্ত করিয়া নানাভাষাভিজ্ঞ টমাস্ এইগুলির পাঠোদ্ধার করিতে থাকেন। এই পুঁথিগুলির কতক অংশ ছিল উত্তর ভারতে খৃষ্টজন্মের অব্যবহিত পরবর্তীকালে প্রচলিত প্রাচীন প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, এই ভাষার সহিত খোটান অঞ্চলের স্থানীয় ভাষারও মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। পুঁথির কতকাংশ ছিল প্রাচীন তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত। টমাস্ এই পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বহু অজ্ঞাত তথ্য উদ্ঘাটন করেন। তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথি ও ফলকাদি সম্বন্ধে তিনি তিনখণ্ডে একটি বহু মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন (Tibetan Literary Texts and documents concerning Chinese Turkestan—Ed. & Translated by F. W. Thomas, Vol. I, 1935 ; Vol. II, 1951, Vol. III, 1954 ; Pub. by Oriental Translation Fund of the Royal Asiatic Soc. of London.)

মধ্য এশিয়ায় স্টাইন আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির ভিত্তিতে টমাসের নিম্নলিখিত রচনাগুলিও উল্লেখযোগ্য :—Extracts from Tibetan Accounts of Khotan—(appendix 'E' to Aurel Stein's *Ancient Khotan*, 1907) ; Notes on A. Stein's *Ancient Khotan* (Zeitschrift fur Budhismus Vol. VI (1924-1925) ; The language of Ancient Khotan (Asia Major, Vol. II, 1925) ; Chinese in Ancient Khotan, JRAS, 1925 ; Names of Places and Persons in ancient Khotan (Festgabe Jacobi, 1929), A new Central Asian Language (JRAS, 1926), Two languages from Central

Asia (JRAS 1926), Budhism in Khotan : its decline (Sir Ashutosh Silver Jubilee Vol., 1927), A Plural form of Prakrit in Khotan (JRAS, 1927), A Ramayana Story in Tibetan documents from Chinese Turkestan (Indian Studies in honour of CR. Lanmann, 1930) ; Glimpses of Life under Tibetan rule in Chinese Turkestan (Lectures, Man, 1933), Some notes on Kharosthi documents from Chinese Turkestan (Acta Orientalia, 1934), Khotan : A few particulars concerning topography and social usage (Journal Asiatique, 1935), A Buddhist Chinese Text in Brahmi Script (Z. D. M. G., 1937), An old name in Khotan country (JRAS, 1938).

স্টাইন আহৃত পুঁথিগুলির চর্চা করিতে গিয়া টমাস্ চীন-তিব্বত সীমান্তে একদা ব্যবহৃত একটি লুপ্ত ভাষা উদ্ধার করেন ও এই ভাষার ব্যাকরণ ও গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে দুই খণ্ডে একটি পুস্তক রচনা করেন (The Nam Language, Philological Society, London, 1948)। উত্তর-পূর্ব তিব্বতের প্রাচীন লোক গাঁথা সম্বন্ধেও তিনি একটি পুস্তক রচনা করেন, ইহা তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (Ancient Folk Literature from North Eastern Tibet, Berlin Academy of Sciences, 1957)। নাম ভাষা সম্বন্ধে গবেষণাকালে টমাস ভোট মোঙ্গল-গোষ্ঠীর Zanzun নামে অপর একটি লুপ্ত-ভাষা আবিষ্কার করেন (Zanzun Language, JRAS, 1933), বর্তমানে ইতালীয় ভারতবিদ্ পণ্ডিত Tucci এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন।

ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীয়ান থাকা কালে টমাস ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত পুঁথিগুলির বিস্তৃত তালিকা প্রণয়নে মনোযোগ দেন। সহকারী লাইব্রেরীয়ান রূপে তিনি লাইব্রেরীয়ান্ মিঃ টনিকে লাইব্রেরীর দুইটি বিশেষ সংগ্রহের সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রণয়নে সাহায্য করেন (১৯০৩)। লাইব্রেরীর বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথিসমূহের তালিকা সঙ্কলন করিয়া এই বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত A. B. Keith (১৮৭৯-১৯৪৪)-কেও তিনি সাহায্য করেন (১৯৩৫)। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে B. H. Hodgson (১৮০০-১৮৪৪) সংগৃহীত ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পুঁথিগুলির

"India and its expansion" নামে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৪২)। এইবারও তিনি নেপাল ভ্রমণ করেন।

ভারতে আসিবার অব্যবহিত পূর্বে টমাস্ বোডেন অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি স্বাধীন ভাবে জ্ঞানচর্চা করিতে থাকেন।

বৌদ্ধ ও জৈন এই উভয় ধর্ম-শাস্ত্রেই টমাসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। L. de. la Valle Poussin (1869-1939)-এর সহযোগিতায় তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রন্থ "সর্ব সিদ্ধান্ত সংগ্রহের" একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৯০২)। Encyclopædia of Religion নামক কোষ-গ্রন্থের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সংস্কৃত কবিদের জীবনী গুলিও টমাস্ কর্তৃক রচিত হয়। মধ্য-এশিয়ার প্রাপ্ত পুঁথিগুলি হইতে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় বহু অজ্ঞাত তথ্য তিনি আবিষ্কার করেন ও এই তথ্যগুলি প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করেন। বুদ্ধের মৃত্যুর ২০০০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে টোকিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-বৌদ্ধসম্মেলন বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ টমাসকে একটি পদক (Medal) দ্বারা সম্মানিত করেন (১৯৩৪)। বহু জৈন-ধর্মগ্রন্থও টমাস কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয়, জৈন ধর্ম সম্বন্ধে টমাস্ অনেক প্রবন্ধও রচনা করেন। এই প্রসঙ্গে টমাস অনূদিত জৈন ধর্মগ্রন্থ বাদমঞ্জরীর (হেমচন্দ্রের অন্যযোগ ব্যবচ্ছেদ দ্বাত্রিংশিকা টীকা সহ) নাম উল্লেখযোগ্য (১৯৪৬)।

বৈশেষিক দর্শনেও টমাসের সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। Barend Faddegon-এর Vaisasika System ও Hokoju Ui রচিত Vaisasika Philosophy গ্রন্থ দুইটিও টমাস্ ভূমিকা সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন (১৯১৭-১৮)।

শেষ জীবনে তিনি ন্যায়-শাস্ত্রীয় গ্রন্থ "ভাষা পরিচ্ছেদ" বিভিন্ন টীকা সহ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। মৃত্যুকালে টমাস্‌কে বাঙ্গালী নৈয়ায়িক গঙ্গেশ রচিত তত্ত্বচিন্তামণির অনুবাদ কার্যে ব্যাপৃত দেখা গিয়াছিল।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে টমাসের ৭২তম জন্ম দিবস উপলক্ষে তাঁহার ভারতীয় ছাত্র ও অনুরাগীবৃন্দ তাঁহার নামে ভারত-বিদ্যা সংক্রান্ত নানা পণ্ডিত লিখিত একটি সঙ্কলন গ্রন্থ উৎসর্গ করেন (A volume of Eastern and Indian Studies Ed. by S.M. Katre & P. K. Gode)। এই গ্রন্থে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত টমাস্ কর্তৃক লিখিত শুধু ভারতবিদ্যা বিষয়ক প্রবন্ধ ও পুস্তক তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। টমাসের মৃত্যুর পর British Academy Proceedings (1958)-এ

১৯৩৭ হইতে ১৯৫৬ পর্যন্ত টমাসের প্রবন্ধ ও পুস্তকগুলির তালিকা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই দুইটি তালিকায় টমাস্‌ রচিত ২৫০টি প্রবন্ধ ও পুস্তকের উল্লেখ আছে। এই তালিকা হইতে টমাসের বহুমুখী জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির সহিত আজীবন টমাসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। ১৯২০ হইতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সোসাইটির সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সোসাইটির জার্নালে তাঁহার অসংখ্য নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক সমালোচনা এই জার্নালের একটি বৈশিষ্ট্য। আজীবন টমাসের পুস্তক সমালোচনা জার্নালের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছে। টমাস্‌ বাঙ্গলা ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, জার্নালে তিনি বহু বাঙ্গলা গবেষণামূলক পুস্তকের সমালোচনা করেন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বাঙ্গলার ইতিহাস (১ম খণ্ড) ও প্রাচীন মুদ্রা নামক পুস্তক দুইটির টমাস্‌কৃত সমালোচনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য (JRAS, 1917)। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্যবিদ্যার প্রমুখ গবেষক রূপে টমাস্‌ রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈবার্ষিক স্বর্ণ পদক লাভ করেন। টমাস্‌ কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড হইতে এম. এ. এবং Munich (Germany) ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মান সূচক ডক্টরেট্‌ লাভ করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে C. I. E. উপাধিতে ভূষিত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতধর্ম মহামণ্ডল হইতে "বিদ্যাবারিধি" ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে "জ্ঞানবন্ধু" উপাধিলাভ করেন। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠতম বিদ্বৎসংস্থা British Academy, School of Oriental Studies, কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি, জার্মান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটি, আমেরিকান ওরিয়েণ্টেল সোসাইটি প্রভৃতি বহু বিদ্বৎসংস্থা তাঁহাকে সম্মানিত Fellow রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

টমাস্‌ পত্নীর নাম ছিল Eleanor Grace, ইহাদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে প্রায় উননবতি বর্ষ বয়সে Oxford অঞ্চলের Bodicote নামক স্থানে ভারতবিদ্যা ধুরন্ধর ফ্রেডরিখ্‌ উইলিয়ম টমাস্‌ পরলোক গমন করেন।

আর্থার ব্যারিডেল্ কীথ্

(*Arthur Berridale Keith, 1879-1944*)

আর্থার ব্যারিডেল্ কীথ্ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল এডিনবরার পোর্টোবেলো (Portobello, Edinburgh) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আর্থারের পিতা ডেভিড্‌সন্ কীথ্ (Davidson Keith) ছিলেন একজন বিজ্ঞাপন প্রচারবিদ্। এডিনবরার সরকারী বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া আর্থার এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। মাত্র সপ্তদশবর্ষ বয়সে তিনি ক্লাসিক্‌সে প্রথমশ্রেণীর সম্মানসহ বি. এ. উপাধি লাভ করেন। পরীক্ষায় অসাধারণ পারদর্শিতার জন্য একাধিক বৃত্তিও তাঁহার অধিগত হয়। এডিনবরা হইতে 'গ্রাজুয়েট' হইয়া কীথ্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বেলিয়োল কলেজের (Balliol College) আণ্ডার গ্রাজুয়েট শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এখানে তিনি পাঁচ বৎসরকাল বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। এখানে সংস্কৃতে পারদর্শিতার জন্য তিনি Boden Sanskrit Scholarship লাভ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ও পালিভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ তিনি অক্সফোর্ডের বি. এ. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কীথ্ ইতিমধ্যে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। দুইটি অনার্স বি. এ. ও এক বিষয়ে এম. এ. ডিগ্রী পাইয়াও কীথ্ বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিলেন না। পর বৎসর তিনি সংস্কৃত ব্যতীত অপর একটি বিষয়ে বি. এ. পরীক্ষা দেন, এবং এবারও প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান। এই বৎসরই কীথ্ হোম্ সিভিল সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গিয়াছিল যে উভয় পরীক্ষাতেই কীথ্ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং দুই পরীক্ষাতেই যে 'marks' পাইয়াছেন তাহা এ যাবৎ কেহই পান নাই। কীথের জীবদ্দশায় তাঁহার এই 'রেকর্ড' কেহই ভঙ্গ করিতে পারেন নাই। সমগ্র ইংল্যাণ্ডের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে কীথের অসাধারণ ও বহুমুখী মেধার কথা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের উৎসাহী ছাত্র কীথ্ ব্যবহার শাস্ত্র অধ্যয়নেও

আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 'ইনার টেম্পলের' ব্যারিস্টার শ্রেণীভুক্ত হন। আইনের পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ব্যবহার-শাস্ত্র বিষয়ে মৌলিক নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি অক্সফোর্ড হইতে Doctor of Civil Law উপাধিও অর্জন করেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে আই.সি.এস্. ও হোম্ সিভিল্ সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন জীবিকা নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা দিল তখন কীথ্ Home Civil Service-এ যোগদান করেন। ১৯০১ হইতে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত কীথ্ হোম সার্ভিসের উপনিবেশ (Colonial) দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগে অতি গুরুদায়িত্ব পূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। অতি সুদক্ষ ও বুদ্ধিমান কর্মী রূপে হোম্ সার্ভিসে তাঁহার সুনাম পরিব্যাপ্ত হয়।*

প্রথম জীবনে সংস্কৃতের উপরে কাথের যে গভীর অনুরাগ ছিল অন্যান্য বহু শাস্ত্রে কৌতূহল ও পারদর্শিতা সত্ত্বেও তাহা হ্রাস পায় নাই। সম্ভবতঃ আশু সংস্কৃত অধ্যাপক পদ প্রাপ্তির কোন আশা নাই দেখিয়াই তিনি হোম্ সিভিল্ সার্ভিসে যোগ দিয়াছিলেন। এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ চাকুরী করিতে করিতেই তিনি অক্সফোর্ডের Indian Institute-এ রক্ষিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুঁথি সমূহের তালিকা (ক্যাটালগ) প্রস্তুত করেন (১)। অক্সফোর্ডের বড্লেয়ন লাইব্রেরীতে (Bodleian Library) সংস্কৃত পুঁথি সমূহের যে বিরাট সংগ্রহ ছিল তরুণ সংস্কৃতজ্ঞ উইন্ট্যর্নিট্স্ তাহার তালিকা প্রস্তুত আরম্ভ করেন কিন্তু তিনি এই কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, সিভিল্ সার্ভেন্ট কীথ্ এই বিস্তৃত তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন করেন (২)।

১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ম্যাক্ডোনেলের সাময়িক অনুপস্থিতিকালে কীথ্ তথাকার সংস্কৃতের সহকারী অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। হোম সার্ভিস হইতে এই সময় তাঁহাকে ছুটি লইতে হইয়াছিল। ম্যাক্ডোনেলের প্রত্যবর্তনের পর কীথ্ পুনরায় হোম সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে কীথ্ অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা সহ সাংখ্যায়ন আরণ্যকের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন (৩)। পর বৎসর তিনি ঐতরেয় আরণ্যকের অনুবাদও টীকা সহ প্রকাশ করেন (৪)।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক ম্যাক্ডোনেল "ভেডিক ইনডেক্স অফ্ নেমস্ য়্যাণ্ড সাবজেক্টস্" নামে বৈদিক-সূচীপুস্তক দুইখণ্ডে

প্রকাশ করেন। এই পুস্তক রচনায় বৈদিক সাহিত্যের তথ্যাবলী সংগ্রহের ব্যাপারে কীথ্ তাঁহার শিক্ষাগুরুকে প্রভূত সহায়তা দান করেন। বস্তুতঃ পুস্তকটি উভয়ের নামেই প্রচারিত হইয়াছিল (৫)।

ব্যারিডেল কীথ্ আমাদের দেশে সাধারণতঃ সংস্কৃতজ্ঞ হিসাবেই সুপরিচিত কিন্তু বিশ্বের বিদ্বৎ সমাজে তাঁহার অন্য এক পরিচয়ও আছে। সাংবিধানিক আইন (Constitutional law) বিশেষতঃ বৃটিশ সাংবিধানিক আইন সম্বন্ধে কীথ্ অতি নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন। হোম সার্ভিসে অধিষ্ঠান কালে ও তাহার পরেও তিনি এই বিষয়ে অনেকগুলি উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।* বর্তমানেও বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে প্রশাসনিক সঙ্কটকালে কীথের রচনাবলীর উপর নির্ভর করা হইয়া থাকে। ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে ভারতের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে কীথের মতামত প্রায়ই আলোচনা সূত্রে উত্থাপিত হইত। কীথ্ ভারতবাসীর অতীত লইয়াই শুধু আলোচনা করেন নাই, আধুনিক ভারতের আশা আশঙ্কার সহিতও, তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। ভারতের বহু রাজনৈতিক নেতার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, তাঁহাদের সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে প্রয়োজন কালে তিনি পত্রালাপও করিতেন। বৃটেনের ঔপনিবেশিক দপ্তরের বিশ্বস্ত কর্মচারী ও ঝানু সিভিলিয়ান কীথ্ ভারতের স্বাধীনতা অর্জন স্পৃহার একজন সমর্থক ছিলেন এবং তিনি এমনই সত্যসন্ধ ছিলেন যে প্রয়োজন কালে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল হোম সার্ভিসে থাকার পরে কীথ্ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিয়া এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

---

*(a) Responsible Government in the Dominions—1909, Second Edition in 3 Vols.—1912. Revised Edition in 2 Vols.—1928.

(b) Imperial Unity and the Dominions, 1916.

(c) The Sovereignity of British Dominions ; 1916.

(d) The Constitutional Law of British Dominions. 1933,

(e) The Govt. of the British Empire, 1935.

(f) History of the First British Empire., 1930.

(g) A Constitutional History of India, 1600-1935, Pub. in 1936.

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অধিকতর সুযোগ পাইবার নিমিত্ত কীথ্ অতি উচ্চসম্ভাবনাপূর্ণ সরকারী চাকুরী ত্যাগ করেন, ইহা হইতেই তাঁহার গভীর সংস্কৃত ও ভারত-বিদ্যা প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট হোম্‌সার্ভিস হইতে কীথ্‌কে সহজে অব্যাহতি দেন নাই, পদত্যাগ করার পরও তাঁহাকে সরকারী কাজে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতে হইত, জাতীয় প্রয়োজনে কীথ্ তাহা সানন্দেই সম্পন্ন করিয়া দিতেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাদের সংস্কৃত ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক কীথ্‌কে নিষ্কৃতি দেন নাই, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ব্যতীত বৃটিশ শাসনতন্ত্র সম্পর্কেও তাঁহাকে অধ্যাপনা করিতে হইত। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রায় ত্রিংশ বর্ষকাল কীথ্ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়া যান।

১৯১৪ খৃষ্টব্দে কীথ্ কৃষ্ণযজুর্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তক দুইখণ্ডে 'হারভার্ড ওরিয়েণ্টেল সিরিজ' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনূদিত বা সম্পাদিত হয় নাই (৬)। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কীথ্ "ইণ্ডিয়ান মাইথোলজি" নামে একটি পুস্তক রচনা করেন (৭)। ইহাতে তিনি প্রমাণিত করার চেষ্টা করেন যে পুরাণকথা (Mythology) হইতেই মানুষের ধর্ম বিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কীথের সম্পাদিত ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ প্রকাশিত হয় (৮)। ইহার পর ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বেদের ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে কীথ্ দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন (৯)। তরুণ যৌবনে কীথ্ ম্যাক্স্‌মুল্লারের সাধনপীঠ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদাধ্যয়ন ও বেদ গবেষণা আরম্ভ করেন, এই পুস্তকটি তাঁহার এ যাবৎ সাধনার পরিণত ফল ও তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বিংশ শতাব্দীতে একমাত্র ম্যাক্‌ডোনেল ব্যতীত কেহই কীথের ন্যায় বৈদিক আলোচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

এই গ্রন্থ রচনার পর কীথ্ বৈদিক যুগোত্তর কালে তাঁহার মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। যৌবনে অক্সফোর্ডের বডলেয়ন্ ও ইণ্ডিয়ান্ ইন্‌স্টিটিউট্ পাঠাগারের সংস্কৃত পুঁথিগুলির তালিকা রচনা কালে কীথ্ এযাবৎ অপ্রকাশিত ও অনালোচিত বহু রচনার সন্ধান পান। সংস্কৃত দর্শন ও সাহিত্য চর্চায় কীথ্ এই পরিচয়ের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে কীথের একটি পুস্তক প্রকাশিত হয় (১০), সাংখ্য দর্শনের সূত্রগুলির বিবর্তন এই

পুস্তকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। কীথের এই পুস্তকটি দুরূহ সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য পুস্তক বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহার পর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি 'কর্ম মীমাংসা' দর্শন সম্বন্ধে একটি ও ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন সম্বন্ধে আরেকটি পুস্তক প্রকাশ করেন (১১, ১২)। সাংখ্য, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক—প্রাচীন হিন্দু দর্শনের এই কয়টি শাখা পরিক্রমান্তে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে ও কীথের একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে প্রচলিত বহু ভ্রান্তমতের নিরসন করা হয় (১৩)।

বৈদিক সাহিত্য ও ভারতীয় দর্শনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া কীথ্ বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন না। সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্তৃত ইতিহাসের প্রতি এবার তিনি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। ভেবর, ম্যাক্স্ মূল্যর ও ম্যাক্ডোনেল্ প্রভৃতি ইতিপূর্বেই সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; কীথ্ এই সব রচনা প্রকাশিত হইবার পর প্রাপ্ত নূতন নূতন তথ্যাদির ভিত্তিতে এইবার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে একটি বিরাট পুস্তক রচনা করেন (১৪)। ইতিপূর্বে কলিকাতা হইতে এ বিষয়ে তাঁহার রচিত একটি নাতিক্ষুদ্র পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছিল (১৫)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রসিদ্ধ ভারত-বিদ্ সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Levi) ভারতবর্ষের নাটক সম্বন্ধে একটী গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ে ভাস ও অশ্বঘোষাদির রচনা আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে কীথ্ নবাবিষ্কৃত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সংস্কৃত নাটকের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, নাট্যসিদ্ধান্ত ও তাহার প্রয়োগ-বিধি সম্বন্ধে একটি সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করেন। সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে কীথের এই রচনাটি এই বিষয়ে একটি প্রামাণ্য পুস্তক বলিয়া পরিগণিত হয় (১৬)। ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন দেশের পত্রিকাদিতে কীথ্ প্রায়ই নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন, এইগুলি সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। তবে প্রামাণ্য পুস্তকাদিতে তাঁহার এই প্রবন্ধগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় বহু পণ্ডিত কর্তৃক ব্যবহৃত বা উদ্ধৃত হইয়াছে।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও স্বীয় অভিপ্রেত-বিষয়গুলি সম্বন্ধে পুস্তক রচনায় ব্যস্ত থাকিলেও কীথ্ ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত পুস্তকগুলির তালিকা সঙ্কলনের ভার গ্রহণ করেন। বিভিন্ন লিপিতে, বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন ভাষায় লিখিত এই পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্তুতরূপ সুদীর্ঘ

সময়-সাধ্য কাজ কীথ্ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করিয়া দেন। এই গ্রন্থতালিকা (ক্যাটালগ) ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে দুইখণ্ডে প্রকাশিত হয়। শুধুমাত্র এই কাজটি সম্পন্ন করিয়াই যে কোন পণ্ডিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। ছাত্রাবস্থায় কীথ্ অস্বাভাবিক প্রতিভা (Prodigy) বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কর্মজীবনেও তিনি এই অস্বাভাবিক প্রতিভাধরের পরিচয় অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাবলীর বিপুলতা পণ্ডিত সমাজে বিস্ময়ের বিষয়ে পরিণত হইয়াছিল।

ব্যক্তিগত জীবনে কীথ্ সৎ, উদারহৃদয়, ন্যায়-নিষ্ঠ ও মনোরম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সাংবিধানিক বিষয়ে রচিত তাঁহার পুস্তকাবলীতে তাঁহার মানবিকতা-পূর্ণ উদার দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর পুস্তক লেখকেরা মানুষকে মানুষ হিসাবে না দেখিয়া একটি বস্তু বা যন্ত্র হিসাবে বিচার করেন। কীথের রচনায় সংশ্লিষ্ট পক্ষকে মানুষ হিসাবেই বিচার করা হইয়াছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-সম্মানে ভূষিত হইলেও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এককালীন বিশ্বস্ত ও দক্ষ কর্মচারী ও বৃটিশ সাংবিধানিক আইনের অন্যতম প্রবক্তা ও ভাষ্যকার কীথ্ কোন রাজসম্মানে ভূষিত হন নাই ইহা অবশ্য বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে কীথ্ মারগারেট্ ব্যালফুর নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের কোন সন্তানাদি হয় নাই। কীথ্ তাঁহার স্ত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, কীথ্‌পত্নীও ছিলেন স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণী। কীথের বিদ্যাচর্চায় তিনি সর্বদাই সহযোগিতা করিতেন। একাধিক পুস্তকের ভূমিকায় কীথ্ স্বীয় পত্নীর এই সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্ত্রীর মৃত্যুতে কীথ্ শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। তাঁহার স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে ও তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন বাছিয়া লন। মনোরম ব্যক্তিত্বের অধিকারী কীথের সঙ্গ এই সময় তাঁহার প্রিয় ছাত্র ও সহকর্মীদের পক্ষেও দুর্লভ হইয়া উঠে। এই সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন বটে কিন্তু কোন সভাসমিতিতে যোগদান বন্ধ করিয়া দেন।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই অক্টোবর কীথ্ এডিনবরায় পরলোক গমন করেন। ভারতের সংবাদ-পত্রগুলিতে কীথের পরলোক গমন সংবাদ যথোচিত মর্যাদার সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটি জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রের

সম্পাদকীয় মন্তব্যে কীথ্‌কে শুধু প্রাচীন ভারতের নহে আধুনিক ভারতবাসিরও সুহৃদ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল।

---

(১) A Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss. in the Indian Institute Library—Oxford, 1904.

(২) Catalogue of Sanskrit Mss. in the Bodleian Library Vol. II, completed by A. B. Keith, 1906.

(৩) The Sankhayana Aranyaka with an appendix on Mahabharata—London. 1908.

(৪) Aitareya Aranyaka—Anecdota Oxoniensia, Oxford, 1909.

(৫) Vedic Index of Names and Subjects—London, 1912.

(৬) The Veda of the Black Jajus School—Taittiriya Samhita, Harvard Oriental Series (Vols. 18 and 19)—1914.

(৭) Indian Mythology (In the Mythology of All Races Series, Vol, 6), 1917.

(৮) The Aitareya and Kausitaki Brahmanas, Harvard Oriental Series (Vol. 25), 1920.

(৯) The Religion and Philosophy of the Veda and the Upanishads—Harvard Oriental Series (Vol. 31 and 32), 1925.

(১০) The Samkhya System: a history of the Samkhya Philosophy—Heritage of India Series—Calcutta, 1918.

(১১) The Karma Mimansa, (Heritage of India Series), —Calcutta, 1921.

(১২) Indian Logic and Atomism: an exposition of rhe Naya and Vaicesika system—Oxford, 1921.

(১৩) Buddhist Philosophy in India and Ceylon—Oxford, 1923.

(১৪) A History of Sanskrit Literature—Oxford, 1923.

(১৫) Classical Sanskrit Literaure—Calcutta, 1923.

(১৬) The Sanskrit Drama in its Origin, Development, Theory and Practice—Oxford, 1924.

পরিশিষ্ট

কয়েকজন বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পাথকের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিচয়—

[প্রতিনিধি স্থানীয় (Representative Type) অতিরিক্ত কয়েকজন পরলোকগত ভারত বিদ্যা-সাধকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তাঁহাদের মুখ্য রচনার বিবরণসহ এই অংশে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। নামগুলি অকারাদি ক্রমে সজ্জিত]—

আউফ্রেখ্‌ট্‌, থিওডোর (Dr. Theodor Aufrecht)

জন্ম—৭ই জানুয়ারী ১৮২২, সাইলেসিয়া, জার্মানী; শিক্ষা—Halle University, Germany, (Ph. D) ; কর্ম—Edinburgh (U. K.) ও Bonn বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। দীর্ঘ ৪০ বৎসরের সাধনায় ইনি বিশ্বের সর্বত্র প্রাপ্তব্য সংস্কৃত পুথির তালিকা সঙ্কলন করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন। (মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এই গ্রন্থটির একটি আধুনিক সংস্করণ New Catalogus Catalogorum নামে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে)। ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে ইনি একজন প্রধান পুরুষ। মৃত্যু—৩রা এপ্রিল, ১৯০৭, Bonn।

রচনা—Catalogus Catalogorum (An alphabetical Register of Sanskrit works and authors)—In 3 Vols (1891-1903) ; Hymen des Rigveda—1861-'63 ; Commentary on Unadisutra, 1859 ; Halayudha's Abhidhana Ratnamala, 1861 : Aitareya Brahmana, 1879 etc.

আনেসাকি, মাসাহারু (Masaharu Anesaki)

জন্ম—১৮৭৩, Kyoto (Japan) ; শিক্ষা…টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় ; কর্ম—টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র বিষয়ের অধ্যাপক ; মৃত্যু—১৯৪৯।

রচনা—Concordance of Pali Texts with their Chinese Version—1908, Buddhist Art in its relation to Buddhist ideals—1915 ; Nichiren—the Buddhist Prophet—1916 etc.

ইয়োলি, জুলিয়াস্ (Julius Jolly)

জন্ম—২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৪৯, Heidelburg, Germany ; কর্ম—Munich বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ; ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব ও স্মৃতিশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর ল লেকচারার (১৮৮৩)। মৃত্যু—১৯৩২।

রচনা—The Institutes of Narada—1876 ; The Institutes of Vishnu—1880 ; বিষ্ণুস্মৃতি—১৮৮১ ; নারদস্মৃতি—১৮৮৫-৬ ; মনুটিকা সংগ্রহ—১৮৮৭ ; Manava Dharma Sastra—1887 ; Recht und Sitte—1896 (Eng. Tr.—Hindu Law and Custom—Bata Krishna Ghosh, 1928) ; Outlines of an History of the Hindu Law of Partition, inheritance and adoption as contained in original Sansk. Texts—1885 (Tagore Law Lectures) ইত্যাদি।

ইলিয়ট, হেনরী মায়ার্স (Sir Henry Myers Elliot, I. C. S.)

জন্ম—১লা মার্চ ১৮০৮ ; ইংল্যাণ্ড ; কর্ম—I. C. S. রূপে নানা পদে কার্য, পরে ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারি। মৃত্যু—২০শে ডিসেম্বর ১৮৫৩, উত্তমাশা অন্তরীপ (ইংল্যাণ্ড যাত্রাপথে)।

রচনা—Bibliographical Index to the Historians of Mohammedan India, 1849 ; The history of India as told by its own historians (Ed. by Prof. John Dowson, 1866-1877) ; Memoirs of the history, folklore and distribution of the races of N. W, P. (Ed. by John Beams)—1886.

উই, হোকুজু (Hokuju Ui)

জন্ম—১লা জুন, ১৮৮২, Aichi, Japan. শিক্ষা—টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এ. (১৯০৯), Lit. D—Tokyo, 1921 ; কর্ম—টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের অধ্যাপক। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি বৌদ্ধ পুরোহিত ছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল ; ইনি বহু বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন।

রচনা—Study of Indian Philosophy, History of Indian Philosophy, Buddhistic Logic—1933, Vaiseshika Philosophy

(Ed. by F. W. Thomas)—1917, Studies in Dingnaga —1958, Jogacharbhumi—1930, Mahajana Sutralankar—1955, Bodhi Sattabhumi—1930, Vajrachedika—1955 etc.

উড্রফ, জন জর্জ (Sir John George Woodroffe)

জন্ম—১৫ ডিসেম্বর, ১৮৬৫, ইংল্যাণ্ড। শিক্ষা—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (এম. এ., বি. সি. এল্), ইনার টেম্পল (বার-য়্যাট্-ল)। কর্ম—কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার, ভারত সরকারের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল ও পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও স্বল্পকালীন প্রধান বিচারপতি ; অবসর গ্রহণান্তর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আইনের অধ্যাপক ; প্রমুখ তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ ও তন্ত্রমহিমা প্রচারক। মৃত্যু—১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৬, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—The Law relating to receivers in India (Tagore law lectures, Cal. Univ.) 1903 ; Mahanirvana Tantra 1913 ; The Serpent Power—1914 ; Principles of Tantra P. I & P II. (1914-18) ; Sakti and Sakta—1918 ; Is India Civilized ?—2nd edn ; 1919, Power as life—1922.

এগেলিং, য়ুলিয়াস্ (Julius Eggeling)

জন্ম—১২ই জুলাই ১৮৪১, Hecklingen, Hartz Mountains, Germany ; শিক্ষা—ব্রেজলাউ ও বার্লিন। কর্ম—University college of London ও পরে Edinburgh বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। সংস্কৃত পুঁথির তালিকা প্রস্তুত ও বিভিন্ন সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্পাদন ও 'ব্রাহ্মণ' সাহিত্যের অনুবাদ দ্বারা ইনি খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যু—১৯১৮।

রচনা—Sathapatha Brahmana (5 Vols—In the Sacred Books of the East, 1882-1900).

এড্গারটন্, ফ্র্যাঙ্কলিন (Dr. Franklin Edgerton)

জন্ম—১৮৮৫ Iowa, (U.S.A.,)। শিক্ষা—Cornell University Johns Hopkins University, Baltimore (Ph. D) ; কর্ম—অধ্যাপক— Johns Hopkins University, Yale University ; Holkar Visiting Professor—Hindu University, Varanasi—1954-5। ইনি সংস্কৃত

ভাষা, হিন্দুদর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ রূপে পরিগণিত ছিলেন। মৃত্যু —১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ; Laramie,Wyoming (U.S.A.).

রচনা—The Bhagavad Gita—1925, Eng, Trans. of Bhagavad Gita (Harvard Ort. Series)—1949, Buddhist Hybrid Sanskrit and Literature—1959, Sanskrit Historical Phonology—1946, Vedic Variants 1930-34, The Panchatantra Reconstructed 1964, Vikrama's Adventures—1926 etc.

এল্‌ফিনষ্টোন, মাউণ্ট ষ্টুয়ার্ট (Sir Mount Stuart Elphinstone)

জন্ম—৬ই অক্টোবর ১৭৭৯ ; শিক্ষা—এডিনবরা ও কেনসিংটন। কর্ম—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাইটাররূপে নিযুক্ত হইয়া রাজনৈতিক বিভাগে বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিয়া বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণররূপে অবসর গ্রহণ করেন। ইউরোপীয়দের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম হিন্দু-ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় পদক্ষেপ করেন। মৃত্যু—২০শে নভেম্বর, ১৮৫৯, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—The History of India (2 Vols.)—1841, An account of the Kingdom of Kabul and its dependencies in Persia —1815, Tartary and India—1815, Rise of British power in India (Ed by Sir E. Colebrooke) 1887.

ওটো, রুডল্‌ফ্‌ (Rudolf Otto)

জন্ম—২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ ; Peine, Germany। শিক্ষা—এরলেঙ্গেন ও গোটিঙ্গেন। কর্ম—কিছুকাল খৃষ্টিয় ধর্ম যাজকের কার্য করিয়া ইনি গোটিঙ্গেন, ব্রেজলাউ, মারবুর্গ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাস বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। বিভিন্ন ধর্মের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ইনি পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করেন। ভারতের ধর্ম ও দর্শন বিশেষতঃ ভক্তিবাদের প্রতি ইনি গভীর ভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শানুযায়ী পরধর্ম সহিষ্ণুতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ইনি জার্মানীতে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন। মৃত্যু—৬ মার্চ, ১৯৩৭, মারবুর্গ, পশ্চিম জার্মানী।

রচনা—India's Religion of grace and Christianity 1930, Vishnu Narayana aus dem Sanskrit 1928, Siddhanta des Ramanuja, aus dem Sanskrit, 1923 ; Bhagavadgita (German

Tr.)—1935, Die Lehrtrakte der Gita. 1934 ; Katha Upanishad (German Tr.)—1934.

ওপার্ট, গুস্তফ্ (Solomon Guastav Oppert)

জন্ম—৩০শে জুলাই ১৮৮৬ ; জার্মানী। কর্ম—সংস্কৃত অধ্যাপক—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ, পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। মৃত্যু—১৯০৮

রচনা—List of Sansk. Mss in Southern India—1880, Text and Trans. of Sukraniti Sara, 1882 ; On the original inhabitants of Bharatbarsa—1893, On the classification of languages, 1879.

ওবের মিলার (E. E. Obermiller)

জন্ম—২৯শে অক্টোবর, ১৯০১ ; সেণ্ট্ পিটর্সবুর্গ (U.S.S.R.)। শিক্ষা—লেলিনগ্রাড্ বিশ্ববিদ্যালয়, Ph D ; কর্ম—U.S.S.R. Academy of Sciences এর অধীনে Bibliotheca Buddhica গ্রন্থমালার সহকারী সম্পাদক। মৃত্যু—১৯৩৫, U S.S.R.

রচনা—Sanskrit and Tibetan Index Verborum to Nayabindu, Nayabindu Tika (Ed.)—1927 ; Abhisamayalankara, Sansk. Text and Tibetan (Ed. with Prof, Stcherbatskoy) —1929 ; History of Buddhism (Part I and II, Ed.) 1931-32, The doctrine of Pragjna Paramita—1932-32, A translation of uttaratantra of Bodhisattva Maitreya with the Commentary of Asanga, 1931.

ওর্‌টেল, হানস্ (Hans Oertel)

জন্ম—১৮৬৮। শিক্ষা—মিউনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়, কর্ম—ইয়েল (U.S.A.), বেজেল, মারবুর্গ ও ম্যুনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। বৈদিক সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে ইনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মৃত্যু—১৯৫২

রচনা—Talabakar Brahmana—(Text, Trans & Notes) —1894. Lectures on the study of Language (Yale Univ.) 1901 ; The Syntax Cases in the narrative and descriptive

prose of the Brshmanas, 1926; Zur Kapisthala—Katha—Samhita— 1934 etc.

ওয়ারেন, হেনরী ক্লার্ক (Henry Clark Warren)

জন্ম—১৮ নভেম্বর, ১৮৫৪, বোষ্টন (U S.A.)। শিক্ষা—হাভার্ড ও জন্‌স্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়। 'হারভার্ড ওরিয়েন্টেল সিরিজ' নামীয় ভারত-বিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থমালা ইঁহার প্রদত্ত ধনভাণ্ডারের সাহায্যে প্রবর্তিত হয়। মেরুদণ্ডে আঘাত প্রাপ্তি হেতু বাল্যকাল হইতেই ইঁহার শরীর অশক্ত ও অপটু ছিল, তথাপি ইনি আজীবন গভীর নিষ্ঠার সহিত বৌদ্ধদর্শন ও পালি সাহিত্য চর্চায় ব্রতী থাকিয়া এই বিষয়ে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মৃত্যু—১৮৯৯, কেম্ব্রিজ, Mass (U.S.A);

রচনা—Buddhism in Translations (H. O. S. Vol II)—1896, 1922, 1947; Buddhaghosh's Way of Purity (Visuddhi Marga, Ed. & Trans; HOS. Vol 41), 1950.

ওল্ডেনবুর্গ, হারমান্ (Hermann Oldenburg)

জন্ম—৩১শে অক্টোবর, ১৮৫৪, হামবুর্গ (Germany)। কর্ম—Kiel ও Gottingen বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। বৈদিক ও বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃত ও পালি ভাষা বিশেষজ্ঞ। মৃত্যু—১৯২০, গোটিঙ্গেন (Germany)।

রচনা—Vinaya Pitaka Texts (S. B. E, Vols 13, 17 and 20), Grihya Sutras (Sankhyana, Asvalayana, Paraskara, Khadira, Govila, Hiranyakhsin and Apastamvas) S. B. E, Vols, 29 and 30; Vedic Hymns (Rigveda—S. B. E, Vol 46), Vinaya pitaka—1879-83, Dipavamsa (Ed)—1879, Buddha, Sein leben, seinlehre, sein Germeinde—1881, Die Hymnen des Rigveda, 1888. Die Religion des Veda—1894, Rigveda, Text with notes, 1909-1912, Die Lehre der upanishaden und die Aufaurge des Buddhismus—1915, Ancient India, 1898, La Religion du Veda, 1903, Die Religion de Buddha, 1917, Buddha: his life, doctrine, order (Eng trans. from German by Hoey) London, 1882; On the history of Indian caste

system (Eng. trans. by prof. H. C. Chakladar 1922), Catalogue of Pali Mss. in India office Library, 1882.

ওল্ডেনবুর্গ, সেরজি ফিডরোভিচ (Sergei Federovich Oldenburg)

জন্ম—২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৬৩, Tansbaitalien (U.S S.R)। শিক্ষা—St. Petersburg University, কর্ম—সংস্কৃত অধ্যাপক St. Petersburg University ; U. S. S. R Academy of Sciences এর পৃষ্ঠপোষকতায় ইনি Bibliotheca Buddhica গ্রন্থমালার প্রবর্তন করেন। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সংক্রান্ত তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে মধ্যতুর্কীস্তান, মঙ্গোলিয়া ও তিব্বতে যে রুশ অভিযান প্রেরিত হয় ওল্ডেনবুর্গ উহা পরিচালনা করেন। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত দ্বিতীয় অভিযানের ইনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুই বারই ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত বহু পুঁথি ও প্রত্নদ্রব্য আহরিত হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ইনি Asiatic Museum of Russian Academy of Sciences এর Director নিযুক্ত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই সংগ্রহ U. S. S. R. Oriental Institute এ স্থানান্তরিত হইলে ওল্ডেনবুর্গ উহা সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত হন। ভারতীয় ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য ও দর্শনে ইহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। মৃত্যু—১৯৩৪।

রচনা—Notes on Buddhistic Art 1897, Buddhijskija Legendi 1894-95.

কার্ণ, জোহান হেণ্ড্রিক্ ক্যাসপার (Dr. Johann Hendrick Kasper Kern)

জন্ম—৬ই এপ্রিল ১৮৩৩, জাভা (ডাচ্ নাগরিক)। শিক্ষা—Utretch, Leiden (Netherlands) ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম—সংস্কৃত অধ্যাপক বারাণসী সংস্কৃত কলেজ (১৮৬৩-৬৫) ও Leiden University (1865-1903)। প্রাচীন ভারতীয় ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অতি নির্ভর যোগ্য বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরূপে ইনি খ্যাতি লাভ করেন। ভারতবর্ষে ইনি 'ভট্ট কর্ণ' রূপে পরিচিত হন। ইহার স্মরণার্থ Leiden এ Kern Institute নামে একটি ভারতবিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মৃত্যু—৪ঠা জুলাই ১৯১৭, Utrecht (Netherlands).

রচনা—অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (ডাচ্ অনুবাদ) ১৮৬২, বরাহমিহির কৃত বৃহৎ সংহিতা (মূল ও ইং অনু) ১৮৬৫-১৮৬১, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক (ইং অনু)—১৮৮৪, Manual of Indian Buddhism 1896, Jataka Mala—(Harvard Ort. Series) 1890, Old Javanese Ramayana (Ed.) 1900 ইত্যাদি।

কালাণ্ড, উইলেম্ (Willem Caland)

জন্ম—২৭শে আগষ্ট, ১৮৫৯, Brille, Holland ; শিক্ষা—Leiden University ; কর্ম—Utrecht বিশ্ববিদ্যালয়ে Indology বিভাগের অধ্যাপক—১৯০৩-১৯২৯, বৈদিক সাহিত্য ও সূত্র সম্বন্ধে ইনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মৃত্যু—২৩শে এপ্রিল, ১৯৩২, Utrecht।

রচনা—জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ (Ed & Tr)—1919, কাঠক গৃহ্যসূত্র (Ed & Tr) 1925, বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র (Bibliotheca Indica) Calcutta, 3 vols, 1904—1923, বৈখানস স্মার্তসূত্র (Text)—1927, বৈখানস স্মার্তসূত্র (Eng. Tr.)—1959, গোপাল কেলিচন্দ্রিকা (Ed), পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ (Tr. Bibliotheca Indica)—1831, বৈখানস শ্রৌতসূত্র (Bib. Indica, Pub after death—1941), De open deure tot het verborgen Heydendom - Rogerius Abraham (Ed)—1915.

ক্লার্ক, ওয়াল্টার ইউজিন (Walter Eugene Clark)

জন্ম—১৮৮১, ডিগ্‌বি, নোভাস্কোটিয়া, কানাডা। শিক্ষা—হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কর্ম—সংস্কৃত অধ্যাপক চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় (১৯০৮-১৯২৭), ও হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

ভারতবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিশেষতঃ হিন্দুগণিত, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। দুইবার (১৯২৫-২৬, ১৯৫০-৫১) ইনি আমেরিকান ওরিয়েন্টেল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। মৃত্যু—সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৬০।

রচনা—Indian Conceptions of immortality 1934, Two Lamaistic Pantheons (Ed) 1937, The Aryabhatiya (Tr & Notes)—1930.

কাসাহারা, কেনিও (Kasahara Kenju)—

জন্ম—১৮৫২, Toyama, Japan, কর্ম—ইনি শিনশু সম্প্রদায় ভুক্ত

বৌদ্ধ পুরোহিত ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বুনিও নানজিওর (Bunyu Nanjio) সহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিতে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন ও জাপানে প্রত্যাবর্তনের পর বহু সংস্কৃত পুস্তক জাপানী ভাষায় অনুবাদ করেন। মৃত্যু—১৮৮৩ ;

রচনা : Dharma Samgraha (An ancient collection of Buddhist Technical terms)—1885 etc.

কাস্ট, রবার্ট নিডহাম (Dr. Robert Needhum Cust)

জন্ম—১৮২১, Bedfordshire, England. শিক্ষা—ইটন ও হেইল বেরী কলেজ। কর্ম—১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আই-সি-এস কর্মচারীরূপে ইনি ভারতে আসেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগীয় কমিশনার, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব প্রভৃতি পদে কার্য করিয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অবসর লইয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সংস্কৃত, ফার্সী, আরবী, হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার দক্ষতা ছিল, সবশুদ্ধ ১৬টি ইউরোপীয় ও এশীয় ভাষা ইনি আয়ত্ত করেন। বিদ্যাবত্তার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে LLD. উপাধিতে ভূষিত করেন। মৃত্যু—২৮শে অক্টোবর ১৯১০ ; ইংল্যাণ্ড।

রচনা—Linguistic and Oriental Essays (7 Vols. 1880-1904) Pictures of Indian Life, 1881 etc.

কায়েগী, এডলফ্ (Adlof Kaegi)

জন্ম—৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৪৯ জুরিখ্ (Switzarland), শিক্ষা—জার্মান-ভাষী কায়েগী প্রথমে স্বদেশে ও পরে টুবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ রোটের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কর্ম—অধ্যাপক জ্যুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়। মৃত্যু—১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫।

রচনা—Der Rigveda, 1881 ; Rigveda—the oldest Literature of India (Eng. Trans. by R. Arrowsmith) 1886.

কিমুরা (Taiken Kimura.)—

জন্ম—১৮৮১, Iwate, Japan, কর্ম—টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যাপক। বেদ, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় গবেষণায় ইঁহার সবিশেষ দক্ষতা ছিল। মৃত্যু—১৯৩০।

রচনা—Studies of Abhidharma, Primitive Buddhism—1926.

কিরফেল, ভিলিবাল্ড (Willibald Kirfel)

জন্ম—২৯শে জানুয়ারী, ১৮৮৫, Rhineland, Germany ; শিক্ষা—বন বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম—অধ্যাপক, বন বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতীয় পুরাণ সাহিত্য সমালোচনায় ইঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে পুরাণ ব্যাখ্যা এবং ভারতীয় পুরাণ কাহিনীর সহিত ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহের পুরাণ কাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা ইনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মৃত্যু—১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৪, গডেসবুর্গ, জার্মানী।

রচনা—Kosmographie der Inder 1920, Purana Panchalakhsmana 1927, Religion d Jains 1928, Bharatbarsa 1931, Hinduismas 1934, Vagbhata's Astanga Hridaya Samhita 1937, Symbolik des Hinduismas under des Jinimus 1959 etc.

কীলহর্ন, ফ্রানটস (Dr. Franz Kielhorn)—

জন্ম—৩১শে মে, ১৮৪০, Osnabrucck, Westphalia, Germany. শিক্ষা—গোটিঙ্গেন, ব্রেজলাউ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়, Ph. D. (Leipzig Univ) ; কর্ম—পুনা ডেকান কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৬৬—১৮৮১), পরে স্কুল পরিদর্শক (Inspector of Schools); গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক। ভারতে অবস্থান কালে Prof. Buhler এর সহযোগীরূপে Bombay Sanskrit Series নামীয় সংস্কৃত গ্রন্থমালা সম্পাদন ও বহু পুঁথি সংগ্রহ করেন। Buhler এর মৃত্যুর পর ইনি Grundriss der Indo-Arichen Philologie und Altertumskunde এর সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। মৃত্যু—১৯শে মার্চ, ১৯০৮, গোটিঙ্গেন।

রচনা—Nagojibhatta's Paribhasendusekhara (Ed.)—1868, Do-Eng. Trans, 3 Vols, 1868-74 ; Katyayana and Patanjali—1876, Mahabhasya of Patanjali (3 Vols)—1885, A Grammar of Sansk. Language, 1880 ইত্যাদি।

কুন, ফ্রানজ, ফেলিক্স য়্যাডেলবার্ট (Franz Felix Adalbert Kuhn)

জন্ম—৯ই নভেম্বর, ১৮১২, Konigsberg, Germany, কর্ম—বার্লিনস্থ Kollnisches Gymnasium নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ। তুলনামূলক

ভাষা-বিজ্ঞান (Comparative Philology) ও ধর্মতত্ত্ব (Science of Religion) সম্বন্ধে ইনি বিশ্বের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে বিবেচিত হইতেন। ইনি ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেন যে জার্মান ও ভারতীয় আর্যেরা একই গোষ্ঠীভুক্ত, বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে ও পরে এই দুই গোষ্ঠীর ভাষার বিবর্তন বিশেষভাবে ইনি আলোচনা করেন। মৃত্যু—৫ই জুন, ১৮৮৯, Berlin:

রচনা—Mythological Studien (2 vols) 1886—1912 ; Zur altesten Geschichte der Indogermanischen volkes, 1845.

[ইঁহার পুত্র Ernst Kuhn (1846—1921)-ও পিতার প্রদর্শিত পথে গবেষণা করিয়া ভারত বিদ্যাবিদ্ রূপে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেন]।

কেরী, উইলিয়ম (Dr. William Carey)

জন্ম—১৭ই আগষ্ট, ১৭৬১, Northamptonshire, England. কর্ম—১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ধর্ম প্রচারার্থে কলিকাতায় আসেন ও কলিকাতার সন্নিকটে শ্রীরামপুরে একটি মিশনারী উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা, মারাঠি ও সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি সর্বপ্রথম বাঙ্গলা ভাষায় নিউটেষ্টামেণ্টের অনুবাদ করেন (১৮০১)। ভাষা শিক্ষায় কেরীর অসামান্য দক্ষতা ছিল. বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি বিধানেও কেরীর সাধনা চিরস্মরণীয়। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত কেরীই সর্বপ্রথম মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করেন। মৃত্যু : ৯ই জুন, ১৮৩৪, শ্রীরামপুর।

রচনা—Grammar of the Bengali Language, Serampore 1801, A Dictionary of the Bengali Langauge, 1815 etc.

কোনো, ষ্টেন (Dr. Sten Konow)

জন্ম—১৭ই এপ্রিল, ১৮৬৭, Valders, Norway ; শিক্ষা—Halle বিশ্ববিদ্যালয়, Ph. D ; কর্ম—১৯০০-০ পর্যন্ত ইনি Grierson-কে Linguistic Survey of India রিপোর্ট রচনা করিতে সহায়তা করেন ও পরে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে Epigraphist এর কার্য করেন (১৯০৬-৮)। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনি Christiania (Oslo) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি কিছুকাল Hamburg বিশ্ববিদ্যালয়েও Indology বিষয়ের অধ্যাপনা করেন (১৯১৪-১৯১৯)।

১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ইনি বিশ্বভারতীর Visiting Professor রূপে কিছুদিন শান্তিনিকেতনে অবস্থান করেন। মৃত্যু: ১৯শে জুন, ১৯৪৮।

রচনা—Das Indische Drama, Berlin, 1890, Karpura Manjari (Ed)—1901, Kharosti Inscriptions—Calcutta, 1924, Sanskrit Drama 1920, Saka Studies 1932, Fragments of Budhist Work in the ancient Aryan Language of Chinese Turkestan, 1914, Memoirs of Archaeological Survey of India nos. 37, and 67,

গাইগার, লুড্‌ভিশ্‌ ভিল্‌হেল্‌ম্‌ (Ludwig Wilhelm Geiger)

জন্ম—২১শে জুলাই, ১৮৫৬, Neuremburg, Germany ; কর্ম—যথাক্রমে Munchen ও Erlangen University-তে প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ; পালি-ভাষা বিশেষজ্ঞ। মৃত্যু—১৯৪৩, Munchen.

রচনা – Pali Literatureun und sprache—1916, Elementar-buche d Sanskritsprache—1888.

গার্বে, রিচার্ড কার্ল ফন্‌ (Richard Karl Von Garbe)

জন্ম—৯ই মার্চ, ১৮৫৭, Brewdou, Prussia (Germany) ; শিক্ষা—সুপ্রসিদ্ধ জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ Grassman ও Roth এর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে Ph. D. উপাধি লাভ করেন। কর্ম: কনিগস্‌বুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অতিরিক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে একটি সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া ইনি ভারতে আসেন এবং বারাণসীতে উত্তমরূপে হিন্দুদর্শন অধ্যয়ন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনি Tubingen বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ধর্মশাস্ত্র ও সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ইনি বিশেষজ্ঞের খ্যাতি অর্জন করেন। মৃত্যু—২২শে সেপ্টম্বর, ১৯২৭, Tubingen.

রচনা—Vaitana Sutra, 1878 ; Srautasutra of Apastamba with Commentary of Rudradatta, 1882-1902, Samkhaya Prabacanabhasya (Germ. Tr.). 1889, 1895, Samkhaya Sutra Vritti (Eng. Tr.)—1892, Samkhaya Philosophie—1894

(Poona Bhandarkar Oriental Institute কর্তৃক ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে), Die Bhagavadgita—1905, (2nd. Edn-in 1924), Samkhya and Yoga, 1896, Bhagabadgita aus d. Sanskrit ubers 1905, Indien und das Chirstentum, 1914.

গালানস্, ডিমেট্রিয়স্ (Galanos Demetrios)

জন্ম—১৭৬০ খৃষ্টাব্দ, এথেন্স, গ্রীস। স্বদেশে ও কনষ্টান্টিনোপলে উচ্চশিক্ষালাভ করিয়া ইনি ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে একজন গ্রীক্ ব্যবসায়ীর সঙ্গে শিক্ষকরূপে ঢাকায় আসেন। ছয় বৎসরকাল ঢাকা ও কলিকাতায় বাস কালে ইনি উত্তমরূপে ইংরাজী-ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি বারাণসী আসেন এবং ব্যবসায় সূত্রে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় করেন। ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা অর্জন করিলেও গালানস্ বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতরূপেই সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। স্বল্প কালের জন্য ইনি বারাণসীর সরকারী সংস্কৃত পাঠশালার অধ্যক্ষতা করিয়া ইহার সুপরিচালনায় সহায়তা করেন। বারাণসীতে অবস্থান কালে সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাচীন গ্রীক্ ভাষায় অনূদিত করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা মে গালানস্ বারাণসীতে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এথেন্স হইতে তাঁহার গ্রন্থাবলী ৭ খণ্ডে ১৮৪৫ হইতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। তাঁহার অনূদিত গ্রন্থগুলির নাম—ভর্তৃহরি রচিত নীতি ও বৈরাগ্যশতক, চাণক্য-শ্লোক, জগন্নাথ পণ্ডিত রাজ রচিত ভামিনী বিলাস, জৈন অমরচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত মহাভারত, ভগবদ্গীতা, রঘুবংশ, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ও শুকসপ্তশতী (নির্বাচিত শ্লোক), দেবী-মাহাত্ম্য (মার্কণ্ডেয় পুরাণ) প্রভৃতি। গালানস্ অনূদিত ও সংগৃহীত সংস্কৃত গ্রন্থগুলি এথেন্সের জাতীয় গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে। গালানস্ মৃত্যুকালে প্রায় চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা তৎকালে নবস্থাপিত এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া যান।

গেল্ডনার, কার্ল ফ্রীড্‌রিখ্ (Karl Friedrich Geldner)

জন্ম—১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৫২, Germany ; কর্ম—যথাক্রমে Halle, Berlin ও Marburg বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ঋগ্বেদের মহিমা প্রচার ইহার জীবনের ব্রত ছিল। ইনি সমগ্র ঋগ্বেদ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন ও Richard Pischel এর সহযোগিতায় Vedishe Studien নামে ৩ খণ্ড বেদ

গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি পার্সী ধর্মগ্রন্থ অবেস্তা সম্বন্ধেও বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মৃত্যু—৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৯, Marburg, Germany.

রচনা—Complete Edition of Avesta, 1886-1896, Der Rigveda in Auswahl—1908, Rigveda (Tr. into German)—Harvard Oriental Series, 1951 ইত্যাদি।

গোরেশিয়ো, কমেনডাটোর গ্যাস্‌পারো (Commendator Gaspare Gorresio) :

জন্ম—১৮০৮, ইটালী। কর্ম—ইউরোপে সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব গবেষণার ইনি অন্যতম পথিকৃৎ; Turin বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক। ইউরোপে ইনিই প্রথম সংস্কৃত মূল ও ইটালীয় ভাষার অনুবাদ সহ রামায়ণ প্রকাশ করেন। রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের অর্থানুকুল্যে এই অনুবাদ খণ্ডশঃ প্যারী হইতে প্রকাশিত হয় (১৮৪৩-৫৬)। মৃত্যু : ১৮৯১, Turin, Italy.

রচনা—Ramayana Testo Sanskrito—1843.

গ্রাসমান, হারমেন গুণ্টার (Hermann Gunther Grassman)

জন্ম—১৫ই এপ্রিল, ১৮০৯, Stettin, Prussia (Germany), কর্ম—ইনি পেশায় গণিতের অধ্যাপক হইয়াও সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ঋগ্বেদের জার্মান অনুবাদ ও ঋগ্বেদের শব্দগুলি সহ একটি অভিধান সঙ্কলন করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যু—১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৭

রচনা—Worterbuch des Rig Veda, 2 Vols (1867-1877), Uebersetzung des Rig Veda (1875).

গ্রাউজ, ফ্রেড্‌রিখ্‌ স্যালমন্‌ (Fedrich Salmon Growse, C. I. E)

জন্ম—১৮৩৭, Suffolk, England. শিক্ষা—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম—আই-সি-এস, ভারতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসে ইঁহার গভীর অনুরাগ ছিল মৃত্যু—মে ১৯, ১৮৯৩, ইংল্যাণ্ড—

রচনা—Mathura, 1880 ; Ramayana of Tulsidas (Eng. Tr.)—1883, Bulandshahr, 1884.

গ্রীফীথ্, রাল্‌ফ্, টমাস্, হচ্‌কিন (Ralph Thomas Hotchkin Griffith) :

জন্ম—২৫শে মে, ১৮২৬, Corsley, Wiltshire, England ; শিক্ষা—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (Boden Scholar) , কর্ম—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা বিভাগে যোগদান করিয়া (Indian Educational Service) প্রথমে ইনি বারাণসী সংস্কৃত কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক থাকিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে দশবৎসর কাল ঐ কলেজের অধ্যক্ষতা করেন, পরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা প্রদেশের শিক্ষা অধিকর্তার কার্য করিয়া ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। বারাণসী বাস কালে ইনি আট বৎসর ধরিয়া একটি সংস্কৃত পত্রিকা (পণ্ডিত) সম্পাদন ও পরিচালনা করিতেন (১৮৬৬-৯৪)। অবসর গ্রহণের পর ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন না করিয়া মাদ্রাজের নীলগিরি জেলায় কোটাগিরি নামক স্থানে বাস করিতেন। সংস্কৃত কাব্যের নিপুণ অনুবাদক হিসাবে ইনি সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যু—৭ই নভেম্বর ১৯০৬, কোটাগিরি, দক্ষিণভারত।

রচনা—Specimens of old Indian Poetry, 1852., The Birth of the war God, 1854, Idylls from Sanskrit, 1866, Scenes from the Ramayana 1868, Ramayana of Valmiki 1870-75, The Hymns of the Rig Veda 1889-92 ; The Hymns of the Atharva Veda 1895-96, Texts of the White Jajurveda 1899.

গ্রুয়েনওয়েডেল, আলবার্ট (A. Gruenwedel)

জন্ম—৩১ জুলাই ১৮৫৬, ম্যুনিখ্, জার্মানী ; শিক্ষা—ম্যুনিখ্ বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম—বার্লিন সরকারী সংগ্রহশালার সহ-অধ্যক্ষ। ১৯০২-৩ ও ১৯০৫-৭ খৃঃ মধ্য এশিয়ার তুরকান, কুচা, কারাশহর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রেরণীয় প্রত্নাভিযানের নেতৃত্ব দ্বারা ইনি বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত বহু প্রত্ন-বস্তু এবং চৈনিক, সংস্কৃত, সীরিয়, সোগডিয় ও তোখারীয় ভাষায় লিখিত বহু পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। এই পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠোদ্ধার ও চর্চা দ্বারা মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ-সভ্যতা সম্বন্ধে বহু তথ্য উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে। ইনি সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতীয় ভাষায় সুশিক্ষিত ছিলেন এবং বৌদ্ধ ও তিব্বতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মৃত্যু—১৯৩৫, জার্মানী।

রচনা—Buddhist Kunst in Indien 1893 ; Buddhist Art in India, (Eng. Trans by A. C. Gibson) 1901, Alt Buddhist Kulstallen in Chinese Turkestan, 1912, Lepcha English Dictionary (Revised and Completed by A. Gruenwedel)—1898. Alt Kutscha (2 Vols)—1920, Buddhistische Studien, 1897.

গ্রুসে, রেনে (Rene Grousset) :

জন্ম—৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫, France. কর্ম—বহির্বিশ্বে বিশেষতঃ দ্বীপময় ভারতে (ইণ্ডোনেশিয়া, ইণ্ডোচীন) ভারত সভ্যতার বিস্তার ও স্বরূপ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ইঁহার রচনাবলী হইতে ভারত সভ্যতার দিগ্বিজয়ের রূপটি পরিস্ফুট হইয়াছে। কিছুকাল ইনি Cernuschi স্থিত Chinese Museum এর অধ্যক্ষ ছিলেন। মৃত্যু—১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫২, প্যারী।

রচনা—Les Civilization de l' Orient—1919-30 (The Civilization of the East.—Eng. Trans. by C.A. Phillips, 1932), Histoire de la philosophie Orientale—1923, L. Inde—1949 [Tr from French in Eng. by C. A. Phillips as "India", 1932]. Les Philosophies Indiennes—1932, In the Foot steps of Buddha—1932, De l' Inde au Cambodge et a Java, 1950.

গ্লাসেনাপ্, হেলমুথ ফন্ (Dr. Helmuth Von Glasenapp) :

জন্ম—৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৯১, বার্লিন। শিক্ষা—Tuebingen, Munich, Berlin University, Ph. D. (Leipzig), কর্ম—ভারত বিদ্যা বিভাগের প্রধানাধ্যাপক—Koenigsberg University (1921-1946), Tuebingen University (1946-1959) ; বর্তমান যুগের অন্যতম প্রধান ভারত-বিদ্যাসাধক দিক্‌পাল পণ্ডিত ; বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম এবং ভারতবিদ্যার নানা বিষয়ে ইঁহার রচিত কয়েকশত নিবন্ধ ও পুস্তক অতি প্রামাণ্যরূপে সমাদৃত হয়। ইনি কয়েকবারই ভারতে আসিয়াছিলেন। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কিত আলোচনা সভায় ইনি সভাপতিত্ব করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, ডঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি বহু ভারতীয় মনীষীর সহিত ইনি গভীর সৌহার্দ্য সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

মৃত্যু—২৫শে জুন, ১৯৬৩, টুবিঙ্গেন

রচনা—Die Lehre Vom Karman in der Philosophie der Jainas—1915 (Eng. Trans—The doctrine of Karman in Jaina Philosophy—1942), Der Hindusmus—1922, Madhaba's Philosophie 1923, Der Jainismus—1924, Brahma und Buddha —1926, Buddhistische Mysterien—1940, Die Religionen Indiens—1943, Die Philosophie der Inder—1949, Vedanta und Buddhismus—1950 (Eng. Tr—Vedanta and Buddhism—1958), Zwei Philosophische Ramayana—1951, Bhagavadgita —1955, Kant and Religion of the East—1954 ইত্যাদি।

•

চোমা দে ক্যর‍্যশ্ (Alexander Koros de Csoma)

জন্ম—৪ঠা এপ্রিল, ১৭৮৪, Koros (Hungary) ; কর্ম—১৮২২ খৃষ্টাব্দে ইনি নিঃসম্বল অবস্থায় স্বদেশ (বুখারেষ্ট, হাঙ্গেরী) হইতে পদব্রজে কনষ্টান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া, সিরিয়া, বাগদাদ ও ইরান হইয়া তিব্বতে আসেন। নয় বৎসর কাল অশেষ দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া ইনি তিব্বতী ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বহু তিব্বতী পুঁথিসহ কলিকাতায় আসেন। ১৮৩১ হইতে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে বাস করিয়া ইতিপূর্বে হজসন (B. H. Hodgson) কর্তৃক তিব্বতে প্রাপ্ত পুঁথি সমূহের তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ইহার রচিত তিব্বতী ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রকাশিত হয়। ১৮৩৭ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিকের (Librarian) কার্য করেন। ইনি সংস্কৃতসহ মোট ১৭টি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ভোট-ভারত-বিদ্যাবিদ্ ও কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির নিষ্ঠাবান কর্মীরূপে এই জ্ঞানভিক্ষুর কীর্তি চিরস্মরণীয়। মৃত্যু—১৮৪২ খৃষ্টাব্দ, দার্জিলিং।

উল্লেখযোগ্য রচনা—The life and teachings of Buddha (From Asiatic Researches, Vol 20, 1836) Calcutta—1957, A

grammar of the Tibetan language in English, 1834., Tibetan Studies (Ed. by D. Ross)—1912.

(দ্রঃ—Life and Works of A. Csoma de Koros—T. Duka, 1885).

জনষ্টন্, এডোয়ার্ড হ্যামিলটন (Edward Hamilton Johnston)

জন্ম—২৬শে মার্চ, ১৮৮৬, ইংল্যাণ্ড। কর্ম—আই. সি. এস্ রূপে ভারত সরকারের নানা কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইনি ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক পদ লাভ করেন। মৃত্যু—২৪শে অক্টোবর, ১৯৪২।

রচনা—Early Samkhya—1937, Buddha Carita—Asvaghosa (Ed & Tr. in Eng)—1935-36, Saundarananda—Aśvaghosa (Ed.)—1928.

জিমার, হাইন্‌রিখ্ (Heinrich Zimmer)

জন্ম—১১ই ডিসেম্বর, ১৮৫১, Castellana, Italy (জার্মান জাতীয়)। কর্ম—বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, নিরুক্ত প্রভৃতির সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বৈদিক যুগের আবহাওয়া, ভূমির প্রকৃতি, উৎপন্ন দ্রব্যাদি, জাতিতত্ত্ব, বাসস্থান, আইন, জীবিকা, পোষাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, যুদ্ধবিদ্যা, নীতি, চারুকলা, বিজ্ঞানচর্চা, মৃতদেহ সংকার, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করিয়া ইনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যু—১৯১০ Harz (Prussia).

রচনা—Die Kultur die Vedischen Arien—1879, Altindisches Leben (3 Vols)—1879 ইত্যাদি।

জিমার, রবার্ট হাইন্‌রিখ্ (Robert Heinrich Zimmer)

জন্ম—১৮৯০, জার্মানী। কর্ম—ইনি প্রসিদ্ধ ভারতবিদ্যাবিদ্ Zimmer (1851-1910) এর পুত্র। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইনি ভারত বিশেষজ্ঞ রূপে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যু—১৯৪৩।

রচনা: Hindu Medicine (Ed. by Ludwig Edelstein)—1948, Philosophies of India, (Ed. by J. Campbell)—1951,

Mythen und Symbole im indischen kunst and culture—1947, Eurges Indien—1930, Kunstform und yoga im indischen Kultbild—1926, The art of Indian Asia, its mythology and Transformations (Compiled & Ed. by J. Campbell), Philosophy und Religion Indiens 1926, Weisheit Indiens Marchen und Sinnbilder—1938 etc.

জ্যাকব, জর্জ আগষ্টাস (Colonel George Augustus Jacob)

জন্ম—২১শে আগষ্ট, ১৮৪০, Bromsgrove, England. কর্ম—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সামরিক বিভাগের চাকুরী লইয়া ইনি ভারতে আসেন এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে অবস্থান কালে ইনি উর্দু, মারাঠি ও সংস্কৃত ভাষায় উত্তম দক্ষতা লাভ করেন ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত গবেষকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। ভারতে থাকিতেই ইঁহার গবেষণামূলক কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াও ইনি অনেকগুলি মূল্যবান পুস্তক ও নিবন্ধ রচনা করেন। মৃত্যু—৯ই এপ্রিল, ১৯১৮, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—Meghaduta (ইং অনুবাদ).—1870, Mahanarayana Upanishad (Ed.)—1888, Eleven Atharban Upanishads—1891. নৈষ্কর্ম সিদ্ধি (সুরেশ্বর রচিত, Ed.)—1891, Concordance to the Principal Upanishadas and Bhagavadgita—1891, A Manual of Hindu Pantheism (Annotated Trans. of Sadananda's Vedantasara)—1881. বেদান্ত সার (সম্পাদিত),—১৮৯৫, ১৯১১ ; লৌকিক ন্যায়াঞ্জলি (৩ খণ্ড)—১৯০০, ১৯০২, ১৯০৩

টড্, জেমস (Lt. Col. James Tod)

জন্ম—২০শে মার্চ, ১৭৮২, Islington, England ; কর্ম—১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী লইয়া ভারতে আসেন ; ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য গভর্ণর জেনারেলের রাজনৈতিক প্রতিনিধি (Political Agent) নিযুক্ত হন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিছুকাল লণ্ডনস্থ রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিকের কাজ করেন। রাজস্থানের ভূগোল ও রাজপুতানার ৭টি রাজ্য সম্বন্ধে টডের রচনা বিশেষ মূল্যবান। রাজপুত জাতির শৌর্য-বীর্যের কাহিনী সভ্য সমাজে প্রচারিত

করিয়া টড্ অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন। মৃত্যু—১৭ই নভেম্বর, ১৮৩৫, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—Annals and antiquities of Rajasthan (2 Vols), 1829-32, Travels in W. India embracing a visit to the sacred Mounts of the Jains with a memoir—1839.

টনি, চার্লস হেনরী (Charles Henry Tawney)

জন্ম—১৮৩৭, ইংল্যাণ্ড ; কর্ম—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক, পরে অধ্যক্ষ ; বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর শিক্ষা অধিকর্তা (Director of Public Instructions), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনি India Office পাঠাগারের গ্রন্থাগারিকের কার্য করেন (১৮৯২-১৯০৩)। সংস্কৃত সাহিত্যের ইংরাজী অনুবাদ দ্বারা ইনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। মৃত্যু—২৯শে জুলাই, ১৯২২, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—উত্তর রামচরিত—ইং গদ্যানুবাদ (১৮৭৪), মালবিকাগ্নিমিত্র—ঐ (১৮৫৮), Two Centuries of Bhartihari—ইং পদ্যানুবাদ (১৮৭৭), সোমদেব রচিত কথা সরিৎসাগর—ইং গদ্যানুবাদ, ২ খণ্ড (১৮৮০-৮৪), কথা কোষ (ইং অনুবাদ, ১৮৯৫), মেরুতুঙ্গ রচিত—প্রবোধ চিন্তামণি (অনুবাদ) ১৮০৯-১৯০১।

টমাস, এডোয়ার্ড (Edward Thomas, I. C. S., C. I. E.)

জন্ম—৩১শে ডিসেম্বর ১৮১৩ ; কর্ম—ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, মুদ্রা, লেখমালা প্রভৃতি সম্বন্ধে ইনি গভীর জ্ঞান অর্জন করেন ও এই সব বিষয়ে কলিকাতা ও লণ্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটি জার্ণাল প্রভৃতি পত্রিকায় বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইতি স্বদেশে ফিরিয়া যান। মৃত্যু—১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—Chronicles of the Pathan Kings of Delhi—1847, Ed.—Prinsep's Essays on Indian Antiquity ; Marsden's Numismata Orientalia Pt I—1874, The epoch of the Sah Kings of Saurastra—1848, The initial coinage of Bengal under early Muhammedan Conquerors—1873.

টমাস, এডোয়ার্ড জোসেফ্ (Edward Joseph Thomas)

জন্ম—১৮৬৯ ; শিক্ষা—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, এম-এ, ডি-লিট্ ; কর্ম—সহ-গ্রন্থাগারিক কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন স্কুল অফ্ ওরিয়েণ্টেল ষ্টাডিজ্-এ পালি ভাষার অধ্যাপক। পালিভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। মৃত্যু—কেম্ব্রিজ, ১৯৫৮,

রচনা—Life of the Buddha as legend and history—1927, Bhagavadgita (Eng, Tr.)—1931, History of Buddhist Thought—1933 ; Early Buddhist Scriptures—1935 ; The Road to Nirvana—1950 etc.

টার্ণার, জর্জ (George Turnour)

জন্ম : ১৭৯৯, সিংহল (ইনি সিংহলের একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজ-কর্মচারীর পুত্র)। কর্ম—ইনি সিলোন সিভিল সারভিসে যোগদান করেন। নিজের চেষ্টায় অতি উত্তমরূপে পালিভাষা শিক্ষা করিয়া ইনি সর্বপ্রথমে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মূল 'মহাবংশ' ইংরাজী অনুবাদসহ প্রকাশ করেন (1837)। টার্ণার কর্তৃক মহাবংশ অনুবাদ প্রকাশের পরই ঐতিহাসিকদের নিকট শিলালেখে উল্লিখিত 'পিয়দসি' ও সম্রাট অশোকের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়।

মৃত্যু—১০ এপ্রিল ১৮৪৩, নেপ্‌লস (ইটালী)।

রচনা—Epitome of the History of Ceylon, compiled from Native annals—1836.

টিবো, জর্জ ফ্রীডরিখ্, উইলিয়ম্ (George Frederick William Thibaut)

জন্ম—১৮৪৮, Heidelburg, Germany। শিক্ষা—হাইডেলবার্গ ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম—১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইনি ইংল্যাণ্ডে আসেন এবং কয়েক বৎসর ম্যাক্স্‌মুল্যরের গবেষণায় সহায়তা করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বারাণসী সংস্কৃত কলেজে ইনি অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন ও ১৮৭৯ হইতে '৮৮ পর্যন্ত ঐ কলেজে অধ্যক্ষতা করেন। পরে প্রয়াগের (Allahabad) Muir Central College-এর অধ্যাপক হন। কিছুকাল ইনি কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ইনি হিন্দু দর্শন, জ্যোতিষ ও গণিতের গবেষকরূপে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। মৃত্যু—১৯১৪।

রচনা—On the Sulva Sutras—1875; The Sulva sutra of Baudhayana with trans.—1875; The Arthasangraha (Purva Mimansa) with trans.—1974, 2nd edn.; The Panchasiddhanta-tika (Varahamihir)—1889; Vedanta Sutra with Sankara's Commentary & translation and Vedanta Sutra with Ramanuja's Commentary with trans. (Sacred Books of the East Vols. 34, 38, 48—1890-94)।

ডয়সেন, পল (Paul Deussen)

জন্ম—৭. ১. ১৮৪৫, Oberdreis, Germany; শিক্ষা—বন, বার্লিন ও বিল্পেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু দর্শন অধ্যয়ন করেন। কর্ম—Kiel বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক। ভারতীয় দর্শন বিশেষতঃ উপনিষদ ও বেদান্ত শাস্ত্রে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি প্রায় ষাটটি উপনিষদ জার্মান ভাষায় অনূদিত করেন। জার্মান ভাষায় লিখিত ইঁহার দর্শনের ইতিবৃত্ত—(Allgemeine Geschichte der Philosophie) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি একান্ত ভাবে ভারতীয় দর্শনের উপর লিখিত। ১৮৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি ভারতে আসেন ও নানাস্থানে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিয়া প্রচুর সমাদর লাভ করেন। এই বিদেশীয় বৈদান্তিক পণ্ডিতকে ভারতীয় সুহৃদেরা 'দেবসেন' এই ভারতীয় নামে ভূষিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই মনীষীকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ইনিও স্বামীজীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। মৃত্যু—৭. ৭. ১৯১৯, Kiel.

রচনা—Die Elemente der Metaphysik—1877; Das System Vedanta—1883; Die Sutras des Vedanta—1887; Allegmeine Geschichte der Philosophie (1894-1917); Sechzig Upanishads des Veda (1897); Vedanta und Platonismus im Lichte der Kantischen Philosophie (1904), Erinnerungen au Indien (1904), Outlines of Indian Philosophy—1907; On the Philosophy of the Vedanta in its relations to occidental Metaphysics—1893 etc.

ডসন, জন (John Dowson)

জন্ম—১৮২০, ইংল্যাণ্ড; কর্ম—হেলবেরী ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির উৎসাহী সদস্য। মৃত্যু—১৮৮১, ইংলণ্ড।

রচনা—A classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History and Literature—1879.

ডি নোবিলি, রবার্ট (Robert de Nobili)

জন্ম—Montepulciano, Tuscany, Italy. শিক্ষা—নেপলস্, Society of Jesus—১৫৯৭। কর্ম—খৃষ্টধর্ম প্রচারের ব্রত লইয়া ইনি ১৬০৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গোয়ায় আসেন। মাদুরা ও মহীশূর ইঁহার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। বিদেশীয়দের মধ্যে সম্ভবতঃ ইনিই সর্বপ্রথম সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়া ঐ সব ভাষায় পুস্তক রচনা করার চেষ্টা করেন। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলি খৃষ্টধর্ম বিষয়ক। মৃত্যু—১৬৫৬, মাদ্রাজ (তামিলনাডু)।

ডেভিডস্, রীজ (Thomas William Rhys Davids)

জন্ম—১২ই মে ১৮৪৩, ইংল্যাণ্ড। শিক্ষা—Breslau University (সংস্কৃত ও পালি ভাষা)। কর্ম—Ceylon Civil Service (1866-1877); Prof. of Pali—Univ. College, London (1882). Prof. of Comparative Religion—Manchester (1904-1914); ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ইনি Pali Text Society স্থাপন করেন এবং বহু বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি London School of Oriental Studies-এরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য প্রচারে ইঁহার কীর্তি অতুলনীয়। ইঁহার সহধর্মিণী (Caroline) ইঁহার মতই বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। মৃত্যু—২৭শে ডিসেম্বর, ১৯২১, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—Buddhism—1878; Jataka (tr)-1881, Buddhism—its History and Literature—1896, Early Buddhism—1908; Vinaya Texts—1881; Diggha Nikaya—1890; Buddhist India—1902 ইত্যাদি।

ডেভিড্স রীজ, ক্যারোলিন আগষ্টা ফলি (Mrs. C. A. F. Rhys Davids)

জন্ম—২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৭, ইংল্যাণ্ড। কর্ম—ইঁহার স্বামী Prof

T. W. Rhys Davids-এর মৃত্যুর পর ইনিই Pali Text Society-এর পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। মৃত্যু—১৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২।

রচনা—Pslams of the early Buddhist brothers and sisters (Eng. Tr of Thera-Theri gatha)—1913 ; Buddhist Psychology —1914 ; A Buddhist Manual of Psychological Ethics (Eng. Tr. of Abhidharma Pitaka) ; Gotama the Man—1928 ; Outline of Buddhism—1934 ; The Wayfarer's Words—3 Vols, 1940-42.

তাকাকুসু, জুনজিরো (Takakusu Junjiro)

জন্ম—১৮৬৬. হিরোশিমা,, জাপান। কর্ম—টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের President (১৯৩০)। ইনি বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষের দিকে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রচনা—An introduction to I-Tsing's Record of Buddhist Religion as practised in India and Malay Archipelago (Eng. Tr.)—1896 ; A Pali Chrestomathy with Chinese equivalents, Tokyo—1900 ; Suvarnsaptati—Tr. into French with annotation (Chinese Version of a Commentary of Sankhya Karika by Iswara Krishna) ইত্যাদি।

দুমণ্ট, পল এমিল (Paul Emile Dumont)

জন্ম—১৮৭৯ ব্রুসেলস্, বেলজিয়ম্। শিক্ষা—ব্রুসেলস বিশ্ববিদ্যালয়, বোলোন বিশ্ববিদ্যালয় (পি-এইচ্ ডি, ১৯০৯)। কর্ম—কিয়েল, অক্সফোর্ড, বুটানি ও ব্রুসেলস বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম জীবনে অধ্যাপনা করিয়া ১৯২৯ খৃঃ ইনি বাল্টিমোর (U. S. A) জনস্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে ইনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও ভারতবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বেদ ও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে ইনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মৃত্যু—৮ ডিসেম্বর, ১৯৬৮।

রচনা—L' Asvamedha—1929, L' Agnihotra—1939, etc.

পার্জিটার, ফ্রেডরিক ইডেন (Frederick Eden Pargiter)

জন্ম—১৮৫২, ইংল্যাণ্ড। কর্ম—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আই-সি-এস্-রূপে ইনি ভারতে আসেন ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ লাভ করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আইন, রাজস্ব, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে অনেক-গুলি পুস্তক ও নিবন্ধ রচনা করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যু—১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭; অক্সফোর্ড।

রচনা—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, (ইং) অনুবাদ, Bibliotheca Indica, 1905 ; Dynasties of Kali Age (Oxford, 1913) ; Ancient Indian Historical Tradition (London, 1922).

পার্টোল্ড, ওটাকার (Otakar Pertold)

জন্ম—২১শে মার্চ, ১৮৮৪ জারোমার, বোহেমিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া। শিক্ষা—চার্লস বিশ্ববিদ্যালয় প্রাগ (ডি-লিট্) ; ভারতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, মহাযান বৌদ্ধধর্ম, পাহ্লবী, পার্শী ধর্ম ও শিখ ধর্ম সম্বন্ধেও শিক্ষা গ্রহণ করেন। কর্ম—অধ্যাপক—চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়, (জার্মান) চেকোশ্লোভাক্ একাডেমি অফ্ সায়েন্সেস্। ইনি ভারত বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ে ১২৫টি পুস্তক ও প্রায় পঞ্চাশটি নিবন্ধ রচনা করেন। মৃত্যু—৩ মে, ১৯৬৫, প্রাগ।

রচনা—The place of Jainism—1912, A protective ritual of southern Buddhists—1922 ; Burmese Budhism—1948, Introduction into the history of religions—1925, etc.

পিশেল, কার্ল রিচার্ড (Karl Richard Pischel)

জন্ম—১৮ই জানুয়ারী ১৮৪৯, Breslau, Germany. শিক্ষা—Breslau, Berlin, London ও Oxford-এ সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। কর্ম—ইনি যথাক্রমে Kiel (1875), Halle (1885) ও Berlin (1902) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের প্রধানাধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। সাংস্কৃতিক সম্পদ উদ্ধারের জন্য প্রুশিয়ান সরকার কর্তৃক মধ্য এশিয়ায় যে জার্মান অভিযান পরিচালিত হয় (1904-1907) Pischel তাহার নেতৃত্ব করেন ও সংস্কৃতে লিখিত বহু বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কার করেন। প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনা ইঁহার জীবনের সর্বোত্তম কীর্তি। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই ধুরন্ধর ভারতবিদ্যাবিদ্‌কে প্রাকৃত ব্যাকরণ ও প্রাকৃত সাহিত্য বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। এই উপলক্ষ্যে ভারতে আসার কালে জাহাজে ইনি অসুস্থ হইয়া পড়েন, কোনমতে ইহাকে মাদ্রাজে লইয়া আসা হয় ও একটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে আসিয়া এই ভারত-বিদ্যাসাধক মাদ্রাজের হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পিশেলের পুঁথি সংগ্রহটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। মৃত্যু—ডিসেম্বর, ১৯০৮, মাদ্রাজ।

রচনা—Sakuntala (Ed)—1877 ; Hemachandra's Grammatik der Prakrit Sprachen in 2 Parts—1880 ; Desinamamala—Hemachandra—1880 ; The Therigatha—1883 ; Rudrata's Sringaratilaka—1886 ; Vedische Studien (with Geldner)—1889-1901 etc.

পীটারসন, পীটার (Peter Peterson)

জন্ম—১৮৪৩, ইংল্যাণ্ড। শিক্ষা—এডিনবরা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম—বোম্বাই-এ Elphinstone College-এর সংস্কৃত অধ্যাপক। ইনি বহু সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। মৃত্যু—২২শে আগস্ট ১৮৯৯।

রচনা—বল্লভদেব রচিত সুভাষিতাবলী, শারঙ্গধর পদ্ধতি (সম্পাদিত) ইত্যাদি।

প্রিজুলস্কি, জঁা (Jean Przyluski)

জন্ম—১৮৮৫, Le Mans, (জাতিতে পোল, ফরাসী নাগরিক) শিক্ষা—প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম—প্রথম জীবনে Indo-Chinaতে ফরাসী সরকারের অধীনে কর্মে যোগদান করেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ইনি প্যারীর Ecole des langues-এর অধ্যাপক হন। ইহার পর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ইনি Ecole de Hautes Etudes-এ ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ইন্দোচীনীয় ও ভারতীয় ভাষা, ধর্ম ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহার গভীর জ্ঞান ছিল। প্রাচীন ইতিহাস ও ভূগোলের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা (Historico—Geographcal investigation) ইহার গবেষণার বৈশিষ্ট্য ছিল। মৃত্যু—২৭শে অক্টোবর, ১৯৪৪।

রচনা—Le Councile de Rajagraha, Paris—1926-28; La Legende de l' empereur Acoka, Paris—1923 প্রভৃতি।

প্রিন্সেপ, জেমস (James Prinsep)

জন্ম—২০শে আগস্ট ১৭৯৯ (ইংল্যাণ্ড); কর্ম—ইনি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা টাঁকশালের সহকারী Assay Masterরূপে ভারতে আসেন ও ১৮৩২ হইতে '৩৮ পর্যন্ত ইনি এই পদে কার্য করেন। ইনি দীর্ঘকাল কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন (১৮৩২-৩৮)। অশোক-লিপির পাঠোদ্ধার ইঁহার জীবনের প্রধান কীর্তি। মৃত্যু—১৮৪০।

রচনা: Essays on Indian Antiquities, Ed. by E. Thomas —1858, Banaras illustrated—1831, etc.

পুশাঁ, লুই দ্য লা ভাল (Louis de la Valle Poussin)

জন্ম—১লা জানুয়ারী ১৮৬৯, Liege, Belgium। শিক্ষা—Liege, Sorbonne ও Leyden বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি স্বদেশস্থ Ghent বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার অধ্যাপক হন। সংস্কৃত, তিব্বতীয় ও চীনা ভাষাতে ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। চীনা ও তিব্বতী ভাষায় সংস্কৃত হইতে অনূদিত বহু গ্রন্থ হইতে ইনি ঐ সকল গ্রন্থের আদি সংস্কৃত রূপ উদ্ধার করিয়া এই মূল সংস্কৃত গ্রন্থগুলিকে চির-বিলুপ্তির অতল গহ্বর হইতে রক্ষা করেন। হিন্দু দর্শন ব্যতীত পালি ভাষা এবং হীনযান ও মহাযান শাস্ত্র ইঁহার গবেষণার মুখ্য বিষয় ছিল। মৃত্যু—১৯৩৯।

রচনা—Notions sur le relegions de le Inde, Paris—1910; Bouddhisme—London—1896 & 1914-18; The Way to Nirvana—Cambridge—1917; Indo-Europeans et Indo-Iraniens-Paris—1925; French translation of Hiuen T'sang's version of Vijnaptimatra Siddhi, Paris—1929; French translation of Hiuen T'sang's version of Abhidharmakosa-vakhya in 7 Vols. with Notes, Paris—1931 ইত্যাদি।

পেলিও, পল (Paul Pelliot)

জন্ম—১৮ই মে ১৮৭৯, প্যারী। কর্ম—সংস্কৃত ও চীনা ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ইনি ফরাসী শাসনাধীন ইন্দো-চীন সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যোগদান

করেন। ইনি চীন ও তুর্কীস্থান হইতে ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত বহু অজ্ঞাত পুঁথি উদ্ধার করিয়া চিরস্মরণীয় হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইনি প্যারীর College de France-এর মধ্য এশিয়া বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মৃত্যু—১৯৪৫, প্যারী।

রচনা—Studies in Chinese Art and Some Indian Influences —1938 ; Suvarnaprova Sutra (Ed & Tr.)।

পেত্রোভ্, প্যাভেল (Pavel Yakovlevich Petrov)

জন্ম—১৮১৪, শিক্ষা—Moscow ও St. Petersburg University। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ইনি রামায়ণের অংশ বিশেষ (সীতা হরণ) রুশ ভাষায় সংস্কৃত শব্দসূচী ও ব্যাকরণের ব্যাখ্যা সহ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। সরকারী বৃত্তি পাইয়া ইনি প্যারী ও বার্লিনে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। কর্ম—১৮৪১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া পেত্রোভ প্রথমে কাজান (Kazan) ও পরে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। বহু কৃতী ছাত্রকে ইনি সংস্কৃত শিক্ষা দেন। মৃত্যু—১৮৭৫।

ফর্মিকি, কার্লো (Carlo Formichi)

জন্ম—১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭১, Naples, Italy। শিক্ষা—ইটালী, অষ্ট্রিয়া ও জার্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। কর্ম—প্রথমে Bologna ও Pisa বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া ইনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক হন। Prof. G. Tucci ইঁহার যোগ্য শিষ্য ; ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্বভারতীতে সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া ফর্মিকি কিছুকাল ভারতে বাস করেন। ইনি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার ভারতভ্রমণ করেন। মৃত্যু—১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৩।

রচনা—অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত (ইটালিয়ান অনুবাদ, অশ্বঘোষের জীবনী সহ) ১৯১২, কালিদাসের রঘুবংশ (ইটালিয়ান অনুবাদ), কামন্দকীয় নীতিসার, Il pensiero nell India Prima del Buddha, Bologna, 1925 (Religious thought of India as revealed in Pre-Buddhistic work, Published also in French from Paris in 1930) ; Upanishads as Landmarks in the History of India (Journal of ths Deptt. of Letters, Calcutta University 1927) ; Meditative & Active India, Dacca—1926 etc.

ফাউজবিওল, মাইকেল ভিগো (Michael Vigo Fausboll)

জন্ম—২২শে সেপ্টেম্বর ১৮২১, Jutland (Denmark)। পালিভাষার একজন প্রমুখ পণ্ডিত ও ইউরোপে পালিভাষা চর্চার অন্যতম প্রবর্তক। ইনি Copenhagen বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষা-তত্ত্ব ও সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। মৃত্যু—৩. ৬. ১৯০৮।

রচনা—Dhammapada—1885 (ইহা ইউরোপে মুদ্রিত প্রথম পালি পুস্তক) Suttanipata—1885-94, Jataka (Vols 1-7) 1877-97, An Indian Mythology according to Mahabharata—London—1903 etc.

ফাউশে, ইপোলিৎ (Hippolyte Fauche)

জন্ম—১৭৯৭, Auxerre, France। ইনি বহু সংস্কৃত কাব্যের ফরাসী অনুবাদ করিয়া ফ্রান্সে সংস্কৃত সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বর্দ্ধনে বিশেষ সহায়তা করেন। মৃত্যু—১৮৬৯, France।

রচনা—Bhartihari et la Pantchacika de chaura—1892 ; Gita Govinda, Tr.—1850 ; Sisupal Badha—1861, Dasakumar Charita ; Mrchakotika ; Ramayana (1854-1859) , Mahabharta (Nine Parvans)--1863.

ফারগুসন্, জেমস (James Fergusson, C. I. E, D.C.L, LL.D, F.R.S. F.G.S.)

জন্ম—২২শে জানুয়ারী ১৮০৮, আয়ার, (U. K.) ; এডিনবরায় শিক্ষা লাভ করিয়া তরুণ বয়সেই কলিকাতায় আসিয়া ইনি নিজেদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে যোগ দান করেন ও পরে স্বাধীনভাবে নীলের ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। স্বাধীন ভাবে ব্যবসা আরম্ভ করার সময় হইতেই ভারতের বিভিন্ন পুরাকীর্তি-সমৃদ্ধ স্থানগুলি পুন: পুনঃ পরিদর্শনে ইহার আগ্রহ ছিল। এই ভাবে তিনি ভারতের স্থাপত্যশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন ও এই সব স্থাপত্যের বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হন। 'নক্সা' (Drawing) অঙ্কনে ফারগুসনের দক্ষতা ছিল, ইহা তিনি তাঁহার স্থাপত্যশিল্পের আলোচনায় বিশেষ ভাবে প্রয়োগ করেন।

১৮৩৫-৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত বৎসরকাল ভারতের মন্দিরাদির স্থাপত্যরীতি পরিদর্শনের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া ফারগুসন বহু তথ্য সংগ্রহ

France-এর অধ্যাপক। সংস্কৃত ব্যাকরণ, বৌদ্ধশাস্ত্র ও ভারতীয় পুরাতত্ত্ব (Archæology) বিষয়ে ইনি বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভার্থে ইনি কয়েকবার ভারত ভ্রমণ করেন। মৃত্যু—৩০শে অক্টোবর, ১৯৫২।

রচনা—La Buddhavatara de Ksemendra—1892; L' Art Greco-Bouddhique du Gandhara 1905-1951, Elements de logique et de systematique Indiennes—1949; Vie du Buddha 1949.

ফোগেল, জঁা ফিলিফ (Jean Philippe Vogel)

জন্ম—৯ই জানুয়ারী ১৮৭১, Holland। কর্ম—১৩ বৎসর কাল ইনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে (Archæological Survey of India) কাজ করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনি Leyden (Holland) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও ভারতীয় পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রধানতঃ পুরাতাত্ত্বিক রূপে পরিচিত হইলেও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্বে ইঁহার প্রভূত পাণ্ডিত্য ছিল। মৃত্যু—এপ্রিল, ১৯৫৮

রচনা—Indian Serpent Lore—1926; Buddhist Art in India—1939; Ein Indisch Fabelbock—1912; Mrichakatika (Tr.)—

ফ্রাউ ওয়াললনার, এরিখ (Dr. Erich Frauwallner)

জন্ম—১৮৯৮; কর্ম—ভিয়েনায় অবস্থিত Indological Research Institute-এর পরিচালক; ভারতীয় দর্শন গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমীক্ষা দ্বারা—ইনি যশস্বী হন। মৃত্যু—জুলাই, ১৯৭৪।

রচনা—The earliest Vinaya and the beginnings of Buddhist literature—1956, Geschichte der indische Philosophie—1953, Die Philosophie des Buddhismus—1956 etc.

ফ্রাঙ্ক, রুড্‌লফ্‌ ওটো (Rudolf Otto Franke)

জন্ম—২৪শে জুন ১৮৬২, Wickerode, Germany। শিক্ষা—গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক্ ও লাটিন ভাষাতত্ত্ব এবং সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রাকৃতভাষার বৈয়াকরণ হেমচন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ইনি

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের Ph. D. উপাধি লাভ করেন। কর্ম—১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইনি Koenigsberg বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রধান অধ্যাপক পদ লাভ করেন। সংস্কৃত এবং পালি-প্রাকৃত ব্যাকরণ এবং এইসব ভাষার সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে ইনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। পালিভাষায় লিখিত কয়েকটি বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইনি যশস্বী হন। মৃত্যু—৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৮, Koenigsberg।

রচনা—Hemachandra's Linganusasana, Gottingen, 1886; Die Indischen Genusleheren—1890; Pali und Sanskrit—1902; Geschichte Kritik der einheimischen Pali Grammatik—1902; Dighanikaya—1913; Dharma Worte, metrishe verdeutschung d Dhammapad—1923 ইত্যাদি।

ফ্রেজার, রবার্ট ওয়াটসন (Robert Watson Frazer)

জন্ম—১৮৫৪, আয়ারল্যাণ্ড, (U. K), শিক্ষা—ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম : আই—সি—এস্ কর্মচারী রূপে ইনি কিছুকাল ভারতে কর্ম করেন (১৮৭৭-৮৬)। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া দীর্ঘকাল লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন (১৮৮৫-১৯২৬)। অতঃপর 'স্কুল অব ওরিয়েণ্টেল ষ্টাডিজ' প্রতিষ্ঠানে তামিল ও তেলেগু ভাষার অধ্যাপকের কর্ম করেন (১৯১৭-১৯)। সংস্কৃত সাহিত্য, হিন্দুদর্শন ও ভারতীয় জীবন সম্বন্ধে ইঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মৃত্যু—১৯২২, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—Indian Thought-Past and Present—1915, Literary History of India—1898, Silent Gods and Sun Steeped Lands—1896 (2nd Edition), Story of India—1897.

ফ্লীট, জন্ ফেথ্ফুল (John Faithful Fleet, I. C. S., C. I. E.)—

জন্ম—১৮৪৭, Roystons, Chiswick, England; শিক্ষা—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, আই. সি. এস। কর্ম—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া ইনি বোম্বাই প্রদেশের রাজস্ব ও শাসন বিভাগের কর্মে নিযুক্ত হন। বোম্বাই-এ আসিয়া ইনি উত্তমরূপে কানাড়ী ভাষা (Canerese), ভারতীয় ইতিহাস পরম্পরা (chronology) ও জ্যোতিষ শিক্ষা করেন। ভারতীয় লেখমালা

ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে সুলিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ বোম্বাই এর রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্র ও 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারী' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর ফ্লীটের ঐতিহাসিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট ফ্লীটকে লিপিমালা সংক্রান্ত একটি বিশেষ পদে নিযুক্ত করেন (Epigraphist to Govt. of India)। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফ্লীট্ শোলাপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টারের পদে যোগদান করেন, অতঃপর তাঁহাকে বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া ফ্লীট স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া Ealing নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন। ১৯০৬ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব বহন করেন। ভারতে থাকা কালে দীর্ঘ সাতবৎসর কাল তিনি 'ইণ্ডিয়ান্ এণ্টিকোয়ারী' পত্রিকা সম্পাদন ও পরিচালন করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন লিপিগুলির উদ্ধার, পাঠোদ্ধার ও তাহাদের প্রকাশের জন্য ভারতের ইতিহাস রচনায় ফ্লীটের নাম চিরস্মরণীয়, ফ্লীটের এই সাধনা ভারতীয় ইতিহাসের পরম্পরা সঠিক নির্ধারণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। মৃত্যু—২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৭, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—Pali, Sanskrit and old Canarese Inscriptions—1876; Inscriptions of the early Gupta Kings & Their Successors (Vol. III of Copus Inscriptionum Indicarum) 1888; Dynasties of the Kanarese Districts in the Bombay Presidency—1882 etc.

বাকে, আর্নল্ড আড্রিয়েন (Arnold Adriaan Bake)

জন্ম—৯ই মে ১৮৯৯, হিল্ভারসাম্, নেদারল্যাণ্ডস। শিক্ষা—লাইডেনও উট্রেচট্ বিশ্ববিদ্যালয় (D. Litt), বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন (১৯২৫-৩০) ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (গবেষক); কর্ম—লণ্ডন স্কুল অফ ওরিয়েণ্টেল এণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডীজ এর সংস্কৃত ও ভারতীয় সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক। বিভিন্ন যুগের ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে গবেষণার জন্য ইনি দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারত ও নেপালের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। সামবেদ, রবীন্দ্রসঙ্গীত, ইন্দোনেশীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা দ্বারা ইনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন।

রচনা—Lectures on Indian Music—1933, Cri Chaitanya Mahaprabhu—1948 (in English) ইত্যাদি।

বীল, স্যামুয়েল (Samuel Beal)

জন্ম—১৮২৫, ইংল্যাণ্ড। শিক্ষা-ত্রিনিটি কলেজ, কেম্বি্জ। কর্ম—ইনি নৌবিভাগে ধর্মযাজকের পদে থাকিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ইনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে চীনা ভাষার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। চীনা ভাষা হইতে বহু বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া ইনি ভারতবিদ্যার পুষ্টি সাধন করেন। মৃত্যু—১৮৮৯, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—A catena of Buddhist Scriptures (from Chinese)—1872 ; Travels of Buddhist Pilgrims (Fa-hien and Sung yün) 1869 ; Romantic Legend of Buddha—1875, Five lectures delivered at University College. London—1876 ; Dhamma Pada (Tr. from Chinese)—1861 ; Buddhism in China—1884, Records of the Western World—1885 ; The life of Hiuen Tsang (from Chinese)—1888 etc.

বার্জেস, জেমস (James Burgess, C. I. E, LL. D)

জন্ম—১৪ আগস্ট ১৮৩২, Kirkmahoe, Dufriesshire, (ইংল্যাণ্ড), শিক্ষা—গ্ল্যাসগো ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ; কর্ম—ভারতের শিক্ষাবিভাগে চাকুরী পাইয়া ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় আসেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ইঁহাকে বোম্বাই প্রদেশে বদ্‌লী করা হয়। বোম্বাইএ বাসকালে ইনি ভারতের পুরাতত্ত্বের দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন ও এই সম্বন্ধে গভীরভাবে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণভারতের পুরাতত্ত্ব সমীক্ষক রূপে কার্য করেন (Archæological Surveyor)। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইনি পুরাতত্ত্ব সমীক্ষার অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন (Director General)। কৃতিত্বের সহিত কার্য করিয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। পুরাতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগে কর্মরত থাকা কালে প্রাচীন লেখমালার সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ ইহার বিশেষ কীর্তি (Epigraphica Indica)। বোম্বাইএ অবস্থিতি কালে ইনি নিজ দায়িত্বে Indian Antiquary নামে সুবিখ্যাত গবেষণা-মূলক পত্রিকাটির প্রবর্তন

করেন। দীর্ঘ বার বৎসর কাল তিনি এই পত্রিকাটির সম্পাদনা ও পরিচালনা করেন, (১৮৭২-১৮৮৪)। মৃত্যু—৩রা অক্টোবর ১৯১৬, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—Temples of Satrunjaya—1869 ; Rock cut Temples of Elephanta—1871 ; Report on the Antiquities of the Belgaum and Kaladi Districts—1874 ; Report on the Antiquities of the Kathiawad and Kach—1876 ; Antiquities of Bidar and Aurungabad Districts—1876 ; The Buddhist Caves and Inscriptions—1883 ; The Cave Temples of Elura & other Brahmanical and Jain caves in Western India ; The Buddhist Stupas at Amaravati & Jaggayyapeta ; Notes on the Amaravati Stupa. 1882 ; Tamil & Sanskrit Inscriptions 1886 ; Cave Temples of India (with J, Fergusson)—1880 ; Buddhist Art in India—1901 ; Epigraphica Indica (Ed.) Vol. 1 & 2, 1892-94 ; Arc'aeological Survey of Southern India (Vols. 1-10, 1882-1903) Archaeological Survey of Western India (Vols. 1-12), 1874-91.

বার্তোলোমায়, ফ্রা পাউলিনো ছ সেণ্ট (Fra Paolino de St, Bartholome)

জন্ম—২৫শে এপ্রিল ১৭৪৮ Mannersdorf (Austria)। কর্ম—রোমে কয়েকটি প্রাচ্য ভাষা শিখিয়া ইনি প্রথমে মিশনারী রূপে ভারতের মালাবার উপকূলে আসেন ও ১৪ বৎসর এদেশে বাস করিয়া ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রোমে প্রত্যাবর্তন করেন। মালাবারে বাস কালে ইনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন ও রোম হইতে স্বরচিত দুইটি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত করেন (১৭৯০ ও ১৮০৪)। তামিল হরফে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়। জার্মান জেসুইট পাদ্রী Johannes Ernst Hanxleden রচিত অপ্রকাশিত সংস্কৃত ব্যাকরণের উপর ভিত্তি করিয়া এই ব্যাকরণগুলি রচিত হয়। মৃত্যু—১৮০৬ খৃঃ, রোম।

অন্যান্য গ্রন্থ—Systema Brahmanicum···, Rome—1791 ; Amarsinha, sen Dictionari Samascrada···cum Versione Latine Rome—1798.

বার্থ, মেরি এতিয়ান আগস্টে (Marie Etiene Auguste Barth)

জন্ম—২২শে মার্চ ১৮৩৪, Strassburg, Germany ; কর্ম—বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপনা করিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইনি স্থায়ীভাবে প্যারীতে বাস করিয়া ভারতবিদ্যা চর্চা করিতে থাকেন। বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে ইনি বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। মৃত্যু—১৫ই এপ্রিল ১৯১৬, France।

রচনা—Inscriptions Sanskrites du Cambodge—1885, Religions de l' Inde—1888 ; L' Inde Buddhisme, Jainisme, Hindouisme—1894.

বার্থেলেমি, সেণ্ট্‌ য়ুলস্‌ (Saint Hilaire Jules Barthelemy)

জন্ম—১৯শে আগস্ট ১৮০৫, প্যারী। কর্ম—বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ, ফরাসী দেশে সমসাময়িক কালে রাজনীতি ও রাষ্ট্রশাসন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হওয়া সত্বেও ইনি ভারতবিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। মৃত্যু—২৪শে নভেম্বর ১৮৯৫, France।

রচনা—Des Vedas—1854 ; Du Bouddihsmus—1855 ; Les Bouddha et sa religion—1860.

বার্নেট, লিয়োনেল ডেভিড্‌ (Lionel David Barnett)

জন্ম—১৮৭১, লিভারপুল, England। শিক্ষা—কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়। ইউরোপের প্রধান ভাষা সমূহ, সংস্কৃত, তিব্বতী, সিংহলী, হিব্রু, ফার্সী ও আরবী ভাষা ইনি উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কর্ম—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি London University কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। London-এ School of Oriental Studies প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এখানেও তিনি অধ্যাপনা করিতেন। ইনি British Museum এর প্রাচ্যবিভাগের Keeper এর পদেও দীর্ঘকাল কার্য করেন। ইনি বর্তমান যুগের একজন প্রমুখ ভাষাবিদ্‌ ও প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ রূপে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যু—২৮শে জানুয়ারী ১৯৬০, England.

রচনা—Antiquities of India—1913 ; Brahma Knowledge, —an Outline of the Philosophy of the Vedanta—1907 ; The Heart of India—1908 ; Hindu Gods and Heroes—1906 ;

Bhagavatgita— (Tr) ; Boddhicharyavatara of Santideva— (Eng. Tr.), Hinduism—1906 etc.

বারানিকোভ, আলেকসাই পেট্রোভিচ (Alexai Petrovich Barannikov)

জন্ম—১৮৯০, Ukrania (U. S. S. R) ; শিক্ষা—Kiev, Petrograd ও St. Petersburg,

কর্ম—প্রথম জীবনে ইনি সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধধর্ম চর্চা করিতেন, উত্তর জীবনে হিন্দী ভাষার চর্চা করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করেন। ইনি তুলসীদাস রচিত "রামচরিত মানস" রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন ও একটি হিন্দী-রুশ অভিধান সঙ্কলন করেন। সংস্কৃত মহাভারত আদিপর্বের রুশীয় অনুবাদ ইহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হয় (১৯৫২)। সংস্কৃত ভাষার আর্যশূর বিরচিত "জাতকমালা" গ্রন্থটি ও বারানিকোভ রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন— সম্প্রতি এই পুস্তকটি প্রকাশিত হইয়াছে (Bibliotheca Buddhica—New Series)। বারানিকোভ ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা সম্বন্ধে প্রায় ২০০ শত নিবন্ধ রচনা করেন। হিন্দী ব্যতীত বাঙ্গলা, উর্দু ও মারাঠি ভাষাতেও ইহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ইনি U. S. S. R. Academy of Sciences এর সভ্যপদ লাভ করেন। শেষ জীবনে ইনি Academy of Science এর Institute of Oriental Studies বিভাগে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য, অলঙ্কার (Poetics), এবং সংস্কৃত ও আধুনিক ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। লেনিনগ্রাড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিভাগেরও ইনি অধ্যক্ষ ছিলেন।

মৃত্যু—৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫২, লেনিনগ্রাড্।

বিভারীজ, হেনরী (Henry Beveridge)

জন্ম—৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩৭, ইংল্যাণ্ড ; ইনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক "A Comprehensive History of India—from the First landing of the English to Suppression of the Sepoy Revolt, 1858-62" গ্রন্থের রচয়িতা হেনরী বিভারীজের পুত্র।

কর্ম—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইনি আই. সি. এস. রূপে ভারতে আসেন এবং বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন পদে কাজ করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া

স্বদেশে বসবাস করিতে থাকেন। ইহার স্ত্রী Annette Beveridge (১৮৪১-১৯২৯) ও স্বাধীনভাবে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন (The History of Humayun, Eng. Tr. of Humayunnama, 1902 ; The Babarnama (Ed) 1905, Memoirs of Babar 1921 প্রভৃতি)।

হেনরী বিভারীজ গ্রন্থ রচনা ব্যতীত Calcutta Review, Journal of Asiatic Society of Bengal, Asiatic Quarterly Review প্রভৃতি পত্রিকায় ভারতের ইতিহাস বিশেষতঃ মুঘল যুগ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ পর্যন্ত ইহার রচিত ৩২টি প্রবন্ধ কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে "Beveridge Plan" খ্যাত Sir William Beveridge ইহার পুত্র। ভারতে অবস্থানকালে হেনরী বিভারীজ কিছুকাল কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি এইসোসাইটির Honorary Fellow ছিলেন।

মৃত্যু—৮ নভেম্বর ১৯২৯ (U. K.)।

রচনা—The District of Bakarganj: its History and Statistics—1876 ; The Trial of Maharaja Nanda Kumer : A narrative of a Judicial Murder—1886 ; Akbarnama of Abul Fazal—Tr. from Persian—1897-1910 ; Memoirs of Jehangir (Ed.)—1909.

বীমস্, জন (John Beams)

জন্ম—২১শে জুন ১৮৩৭ ; গ্রীনউইচ, ইংল্যাণ্ড।

Indian Civil Serviceএ যোগদান করিয়া ইনি প্রথমে পাঞ্জাবে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। পরে Bengal Presidencyতে বিভাগীয় কমিশনার (Divisional Commissioner) ও রাজস্ব বোর্ডের (Board of Revenue) সদস্যরূপে কাজ করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে বাসকালে বীমস্ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা ও Indian Antiquary পত্রিকায় ভাষাতত্ত্ব ও ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর্য ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব (Indo-Aryan Philology) গবেষণায় বীমস্ একজন প্রমুখ পথিকৃৎ। ভারত ভাষা বাচস্পতি স্যার জর্জ গ্রীয়ারসনকে বীমসই

ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব চর্চায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বীমসের লিখিত একটি আত্মজীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা বহু জ্ঞাতব্য তথ্য-সমৃদ্ধ ও কৌতূহলোদ্দীপক (Memoirs of a Bengal Civilian by John Beams, Chatto and Windus, London—1961)। মৃত্যু—২৪শে মে ১৯০২, Somerset, England.

রচনা—A Comparative Grammar of the Aryan languages —1872-9 ; A Bengali Grammar—1891 ; Outlines of Indian Philology—1867.

বুনিও, নানজো (Nanjio Bunyiu)

জন্ম—১৮৪৯, গিফু (Gifu) ; কর্ম—ইনি একজন বৌদ্ধ পুরোহিত ও পণ্ডিত ছিলেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইনি অক্সফোর্ডে আসিয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমুল্লারের নিকট সংস্কৃত ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনি টোকিওর বৌদ্ধধর্ম বিদ্যালয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের শিক্ষক ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুল্লারের সহযোগিতায় কয়েকটি বৌদ্ধশাস্ত্র পুস্তক লিখিয়া ইনি যশস্বী হন। মৃত্যু—১৯২৭।

রচনা—Catalogue of the Chinese Translations of Buddhist Tripitakas, 1883 ইত্যাদি।

বুরনেল. আর্থার কোক (Arthur Coke Burnell)

জন্ম—১৮৪০, Glouscestershire, England ; কর্ম—ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী। ইনি হিন্দু আইন, ভাষা-তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব ও লেখমালা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে বহু সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এই সংগ্রহ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে দান করেন। মৃত্যু—১৮৮২।

রচনা—The Aaindra school of Sanskrit Grammarians—1875 ; The Ordinances of Manu (Eng. Tr.)—1884 ; The Law of Partition and Succession from the mss. Sanskrit Text of Varadaraja's Vyavaharanirnaya ; Samavidhana Bhrahmana (Ed.) 1873 ; Arseya Brahmana of the Samaveda (Ed.)—1876.

বেইলী, এডোয়ার্ড ক্লাইভ (Sir Edward Clive Bayley, K. C. S. I.)

জন্ম—১৮২১, সেণ্ট পিটরসবুর্গ (জন্মসূত্রে ইংরাজ), শিক্ষা—হেইলবেরী কলেজ। কর্ম—১৮৪২ খৃষ্টাব্দে আই-এস-কর্মচারীরূপে ভারতে আসেন। বিভিন্ন জেলায় দায়িত্ব পূর্ণ পদে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগের ও পরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সচিব পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইনি সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন ও ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে বাসকালে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার (১৮৬৯-৭৫) ও এশিয়াটিক সোসাইটির (১৮৬৩-৬৭, ১৮৭৫, ১৮৭৭-৭৮) সভাপতিপদ অলঙ্কৃত করেন। ভারতীয় সাহিত্য, শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব বিশেষতঃ মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে ইহার গভীর অনুরাগ ছিল। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ও লণ্ডন এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ও 'নিউমিসমেটিক ক্রনিকল' পত্রিকায় এ বিষয়ে ইহার প্রায় ২০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মৃত্যু ৩০শে এপ্রিল ১৮৮৪, ইংল্যাণ্ড।

বেনফি, থিওডোর (Theodor Benfey)

জন্ম—২৮শে জানুয়ারী ১৮০৯, গোটিঙ্গেন, জার্মানী।

কর্ম—বৈদিক ভাষা ও সাহিত্য, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত ব্যাকরণে ইহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি প্রথম জীবনে Frankfurt-এ সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন পরে গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও তুলনামূলক ব্যাকরণের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইনি জার্মান অনুবাদসহ সামবেদ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন, এইটিই পৃথিবীর প্রথম প্রকাশিত সম্পূর্ণ বেদ সংহিতা, ইতিপূর্বে আর কেহই চারিটি বেদের কোনও একটির সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত করিতে পারেন নাই [Die Hymnen des Samaveda with Text, translation and glossary, Leipzig, 1848]। ইনি পঞ্চতন্ত্রেরও একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন [Das Pantschatantra, Leipzig, 1859]। ইহার ভূমিকায় তিনি প্রমাণ করেন যে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলিই ভারত হইতে ইউরোপে আসিয়া ইউরোপীয় লোক-কথায় পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ ইউরোপীয় লোক-কথার আদি উৎস পঞ্চতন্ত্র। উনবিংশ শতাব্দীর বহু কৃতবিদ্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ইহার শিষ্য ছিলেন। মৃত্যু—৩০শে জুন, ১৮৮১।

রচনা—Hand Buch der Sanskrit Sprache, Leipzig—1852-54; A Practical Grammar of Sanskrit Language, London - 1868; A Sanskrit-English Dictionary, London—1866; Vedica und Linguistica—1880; Vedica und Verwandtes—1880; A Sanskrit English Dictionary with ref. to best editions of Sanskrit Authors—London—1866.

বেণ্ডেল, সিসিল (Cecil Bendall)

জন্ম—১লা জুলাই ১৮৫৬ লণ্ডন। কর্ম: ইনি ইউনিভার্সিটি কলেজ (লণ্ডন) ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি দুইবার ভারত ও নেপাল ভ্রমণ করিয়া বহু সংস্কৃত ও পালি পুঁথি সংগ্রহ করেন। মৃত্যু—১৪ই মার্চ ১৯০৬, লিভারপুল, England।

রচনা—Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. in the Univ. Library of Cambridge—1883; Catalogue of Sanskirt Mss. in British Museum—1902; শিক্ষা সমুচ্চয়—শান্তিদেব (Ed. & Tr. Published by Imperial Academy of Sciences, St, Petersburg) —1897, সুভাষিত সংগ্রহ, ১৯০৩।

বের্গেইন, আবেল হেনরী জোসেফ (Abel Henri Joseph Bergaigne)

জন্ম—১৮৩৮, Calais, France। কর্ম: প্যারীর Ecole de Hautes Etudes ও Sorbonne-এ সংস্কৃতের অধ্যাপক। প্রথম জীবনে ইনি বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন ও পরে বহির্ভারতে বিশেষভাবে ইন্দোচীনে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের ইতিহাস অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। বহু ফরাসী ভারততত্ত্ববিদের ইনি শিক্ষাগুরু ছিলেন। মৃত্যু:—১৮৮৯।

রচনা—Bhamini Vilas—Text & Fr. Tr.—1872; La Religion Vedique d' apres les hymns du Rigveda (1878-1883) (The Vedic Religion according to the hymns of Rg. Veda); Nagananda—1879; Sakuntola (Fr. Tr.)—1884; Les

inscriptions Sanskrites du Cambodge—1882 ; Manuel Pour etudier la langue Sanskrite—1884.

ব্যট্লিঙ্ক, অটো ফন্ (Geheimrath Otto Von, Boehtlingk)

জন্ম—৩০শে মে ১৮১৫, সেণ্ট্ পিটর্সবুর্গ। শিক্ষা—সেণ্ট্ পিটর্সবুর্গ, বার্লিন ও বন বিশ্ববিদ্যালয়। কর্ম—প্রথমে য়েনা (Jena) ও পরে লাইপ্‌ট্‌সিগ্ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত। পাণিনি ব্যাকরণের প্রথম সম্পাদনও ইউরোপীয় ভাষায় (জার্মান) সর্বপ্রথম অনুবাদ (Grammarie Sanskrit, —Panini, 1843) এবং Rudolf Roth-এর সহযোগিতায় সংস্কৃত-জার্মান অভিধান সঙ্কলন ইঁহার জীবনের অন্যতম কীর্তি। মৃত্যু—১লা এপ্রিল ১৯০৪, Leipzig, Germany।

রচনা—Dissertation sur le accent Sanskrit ; Sakuntala le Kalidasa [Ed. & Trns.—1842].

ব্যালেণ্টাইন, জেমস রবার্ট (James Robert Ballantyne)

জন্ম—১৩ই ডিসেম্বর ১৮১৩। কর্ম—১৮৪৫ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি অতি যোগ্যতার সহিত বারাণসী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনি India Office লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। ভারতীয় দর্শনের অনুবাদ দ্বারা ইউরোপে ভারতীয় দর্শনের প্রচারে ইনি বিশেষ সহায়তা করেন। মৃত্যু—১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৬৪, ইংল্যাণ্ড।

রচনা—A synopsis of Science—1856 ; Sankhya Aphorisms of Kapila (Eng. Trans of Sankhya Philosophy)—1852 ; Nyaya Sutra—2 Pts.—1850-1853 ; Vaisesika Sutra—1851 ; Maha Bhasya of Patanjali—1855 ; Sahitya Darpana—1851, Yoga Sutra of Patanjali—1882 ; Hindu Philosophy—1879, 1881.

ব্রকহাউস, হারমান (Hermann Brockhaus,)

জন্ম—২৮শে জানুয়ারী ১৮০৬, আমষ্টারডাম (Holland)। শিক্ষা—Leipzig, Gottingen, Bonn। কর্ম—যথাক্রমে Jena ও Leipzig

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক। ইনি জার্মান ওরিয়েন্টেল সোসাইটির মুখপত্র Zeitschrift der Deutsche Morgenlandische Gesellschaft (সংক্ষেপে Z. D. M. G.)-এর অন্যতম প্রবর্তক। মৃত্যু—৫ই জানুয়ারী ১৮৭৭।

রচনা—Katha Sarit Sagara (Ed)—1839-66; Probodh Chandrodaya (Ed)—1834-35.

ব্রাউন, উইলিয়ম নর্মান (William Norman Brown)

জন্ম—জুন ২৪, ১৮৯২, মেরিল্যান্ড, বাল্টিমোর, U. S. A.; শিক্ষা—জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি। কর্ম—সংস্কৃত অধ্যাপক জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি (১৯২১-২২), সংস্কৃত অধ্যাপক—পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পাদক—জার্ণাল অফ্ দি এমেরিকান ওরিয়েন্টেল সোসাইটি (১৯২৬-৪১), সভাপতি 'এমেরিক্যান্ ওরিয়েন্টেল সোসাইটি (১৯৪১-৪২), সভাপতি 'এমেরিকান ইন্সষ্টিটিউট অফ্ ইণ্ডিয়ান ষ্টাডিজ—পুনা (১৯৬ সভাপতিও সংগঠক—সাউথ ইষ্ট এশিয়া রিজিওনাল ষ্টাডিজ ডিপার্টমেণ্ট, পেনসিল্‌ভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৭)

বৈদিক-সাধনা, বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে প্রাকৃত ভাষা, প্রাচীন গুজরাটি ভাষা, জৈন চিত্রকলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় ইহার অধ্যয়নও চর্চার বিষয় ছিল। আধুনিক কালে আমেরিকান্ যুক্তরাষ্ট্রে ভারত-বিদ্যাচর্চার ইনি অন্যতম প্রধান সংগঠক ও ধারক রূপে স্মরণীয়। বহু কৃতবিদ্য ভারতবিদ্যা-সাধকের ইনি শিক্ষাগুরু ছিলেন। বহুবার ইনি ভারতে আগমন করেন। খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে ইনি 'জ্ঞান-রত্নাকর' উপাধি লাভ করেন।

খৃষ্টাব্দ মিসিগান (U. S. A.) শহরে অনুষ্ঠিত 'ইণ্টারন্যাশনেল কংগ্রেস অফ্ ওরিয়েন্টেল কংগ্রেস' এ ইনি মূল সভাপতির আসনে বৃত হইয়াছিলেন।

মৃত্যু—২২শে এপ্রিল, : ওয়েষ্ট চেষ্টার, পেনসিলভেনিয়া (U. S. A.)।

রচনা—The Story of Kalaka—1935; Miniature Paintings of Jaina Kalpa-sutra—1934; Manuscript illustrations of the Uttaradhyana Sutra—1941; India, Pakishtan and Ceylon